আর্থার কোয়েসলারে'র

মধ্যাহ্নে আঁধার

ভাষান্তরিত

নীলিমা চক্রবর্তী

প্রবাসী প্রেসে
শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Bengali Translation
of
DARKNESS AT NOON
by
Arthur Koestler
Original title in English
published by
The Macmillan Company, New York.

মূল্য—দুই টাকা আট আনা

প্রবাসী প্রেস
১২০।২, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২।

সূচী

‘একনায়কতন্ত্র স্থাপন করিয়া যে ব্রুটাস্‌কে হত্যা না করে অথবা সাধারণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করিতে গিয়া যে ব্রুটাসের সন্তান-সন্ততির বিনাশসাধন না করে তাহার রাজত্ব নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।’

—মেকিয়াভেলি

‘ডিস্‌কোর্সি’

‘হে মানব, সম্পূর্ণ করুণাহীন হইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না।’

—ডস্টয়েভ্‌স্কি

‘ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট’

এই গ্রন্থের চরিত্রগুলি কাল্পনিক। তাহাদের কার্যাবলী যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনাসংঘাতে নির্ণীত হইয়াছিল সেগুলি সত্য। তথাকথিত মস্কো-বিচারে দণ্ডিত কয়েকজনের জীবনীর ভিত্তিতে এন্, এস, রুবাশভের চরিত্র রচিত। দণ্ডিতদের অনেকে গ্রন্থকারের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। এই গ্রন্থ তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্পিত হইল।

প্যারিস

অক্টোবর, ১৯৩৮—এপ্রিল, ১৯৪০

প্রথম শুনানী

'কেহই নিষ্কলঙ্কভাবে শাসন করিতে পারে না।'

—সেণ্ট্ জাস্ট

রুবাশভের পিছনে সেলের দরজা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ দরজায় হেলান দিয়া দাড়াইয়া একটি সিগারেট ধরাইল। তাহার ডানদিকে খাটের উপর দুইটি বেশ পরিষ্কার কম্বল ; গদিটি দেখিয়া মনে হয় তাহাতে সম্প্রতি খড় ভরা হইয়াছে। বাঁদিকে বেসিনে কোন ছিপি নাই, কিন্তু কল ঠিকই আছে। তার পাশে যে টিনের পাত্র রাখা আছে তাহা নূতন করিয়া বীজাণুমুক্ত করা হইয়াছে, কারণ তাহাতে কোন দুর্গন্ধ নাই। দু'দিকেরই দেয়াল শক্ত ইটের, তাহাতে টোকা মারিলে কোন শব্দ হইবে না। কিন্তু দেয়ালের যে জায়গাটিতে তাপনালী এবং ড্রেন দুইটি ঢোকানো তাহাতে পলস্তারা লাগানো হইয়াছে এবং বেশ প্রতিধ্বনিও হয়। তাহা ছাড়া তাপনালীটিকেই শব্দপরিচালনশীল বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টিবরাবর জানালাটি আরম্ভ হইয়াছে, গরাদেগুলির সাহায্যে নিজেকে তুলিয়া না ধরিয়াও নীচের উঠানটি বেশ দেখা যায়। যতদূর দেখা গেল সবই যেন সুবিন্যস্ত।

রুবাশভ হাই তুলিতে তুলিতে কোটটি খুলিয়া, বালিশের মত করিয়া জড়াইয়া গদির উপর রাখিল। তারপর বাহিরে উঠানের দিকে চাহিয়া দেখিল চাদের ও বৈদ্যুতিক লণ্ঠনের আলোয় পীতাভ বরফ ঝিকমিক করিতেছে। চত্বরটির চারিদিক ঘুরাইয়া দেয়ালের ধার দিয়া তৈরি দৈনন্দিন ব্যায়ামের জন্য একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সরু রাস্তা। তখনও ভোর হয় নাই, লণ্ঠনের আলোকে তারাগুলি স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট দেখাইতেছিল। রুবাশভের সেলের ঠিক বিপরীত দিকে বাহিরের প্রাচীর। তাহার উপর সঙ্গীন কাঁধে একজন সৈনিক অনবরত এক শত ধাপ এদিক-ওদিক মার্চ করিতেছে। সৈনিকের প্রতিটি সশব্দ পদক্ষেপণে মনে হয়, সে সামরিক কশরতে লিপ্ত। এক একবার লণ্ঠনগুলির পীতাভ আলো তার সঙ্গীনের ফলার উপর পড়িয়া চমকিত হইতেছে।

রুবাশভ জানালার কাছে দাঁড়াইয়াই তাহার জুতা খুলিল। মুখ হইতে সিগারেটটি নামাইয়া খাটের ধারে মেঝেয় রাখিয়া কয়েক মিনিটের জন্য গদির উপর বসিয়া রহিল। আবার সে জানালার কাছে ফিরিয়া গেল। প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ ; সৈনিকটি সবে এদিকে ফিরিতেছে ; মেশিনগানের গম্বুজের উপর দিয়া ছায়াপথের চিহ্ন দেখা যায়।

রুবাশভ বিছানায় সটান হইয়া শুইয়া কম্বল মুড়ি দিল। তখন পাঁচটা ; এই

শীতকালে সাতটার আগে যে উঠিতে হইবে তা মনেই হয় না। তাহার খুব ঘুম পাইতেছিল। আর একবার মনে মনে ভাবিয়া তাহার ধারণা হইল, অন্ততঃ আরও তিন-চার দিনের মধ্যে বিচারের জন্য তাহার ডাক পড়িবে না। সে পাঁশনে খুলিয়া সিগারেটের টুকরার পাশে পাথরের মেঝেতে রাখিয়া দিয়া, তারপর একটু মৃদু হাসিয়া চোখ বন্ধ করিল। আঃ, কম্বল জড়াইয়া ভারি আরাম বোধ হইতেছে এবং নিজেকে কেমন যেন সুরক্ষিত মনে হইতেছে। কয়মাস পরে আজ প্রথম তার দুঃস্বপ্নের কথা ভাবিয়া ভয় হইল না।

কয়েক মিনিট পরে ওয়ার্ডার বাহিরের বাতি নিভাইয়া গুপ্ত ছিদ্রের মধ্য দিয়া সেলের ভিতরে দেখিল জনগণের ভূতপূর্ব কমিসার রুবাশভ দেয়ালের দিকে পিছন ফিরিয়া ঘুমাইতেছে। প্রসারিত বা হাতের উপর মাথা রাখা, হাতটি খাট হইতে আড়ষ্টভাবে বাহির হইয়া আছে, শুধু হাতের শেষভাগটুকু ঝুলিতেছে এবং ঘুমের মধ্যে একটু একটু মোচড়াইতেছে।

২

এক ঘণ্টা পূর্বে যখন জনগণের আভ্যন্তরীণ কমিসারিয়েটের দুই জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী রুবাশভকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তাহার দরজায় ধাক্কা দিতেছিল রুবাশভ তখন স্বপ্ন দেখিতেছিল যে, সে বন্দী হইয়াছে।

দরজায় ধাক্কা ক্রমশঃ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রুবাশভ প্রাণপণে জাগিবার চেষ্টা করিতেছে। কয়েক বৎসর যাবৎ প্রায়ই একটা নির্দিষ্ট কাল পর পর সে ঘড়ির কাঁটার চলার মত নিয়মিতভাবে তাহার প্রথম গ্রেপ্তারের স্বপ্ন দেখিত। তাই নিজেকে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের হাত হইতে জোর করিয়া মুক্ত করিতে সে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কখনও কখনও সে প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়া ঘড়ির কাঁটার মত এই স্বপ্নের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু আজ আর সক্ষম হইল না; গত সপ্তাহ কয়টি তাহার শক্তি একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। ঘুমের মধ্যেই সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘামিতে লাগিল, ঘড়ির গুঞ্জনও চলিতে লাগিল, স্বপ্নও ভাঙ্গিল না।

সে অন্যান্য বারের মত তখনও স্বপ্ন দেখিতেছিল যে, তাহার দরজায় কাহারা যেন ধাক্কা দিতেছে এবং বাহিরে তিন জন লোক তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। সে যেন বন্ধ দরজার মধ্য দিয়াই দেখিল, তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া দরজার গায়ে সজোরে ধাক্কা দিতেছে। তাহাদের পরিধানে

জার্মান ডিক্টেটরশিপের প্রীটোরিয়ান দেহরক্ষকদের উপযোগী পোশাক—আনকোরা নূতন ইউনিফর্ম, টুপিতে ও হাতে তাহাদের নিদর্শন-চিহ্ন সেই আক্রমণোদ্যত বক্র স্বস্তিকা ; তাহাদের মুক্ত হস্তে অদ্ভুত রকমের বড় পিস্তল এবং বন্ধনীগুলিতে কাঁচা চামড়ার গন্ধ।

এইবার তাহারা ঘরে ঢুকিয়া, তাহার শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দুই জন কৃষক বালক—বয়স অনুপাতে চেহারায় বেশ বড়, পুরু ঠোঁট ও ছোট ছোট চোখ, তৃতীয় জন খর্বাকৃতি ও স্থূলকায়। পিস্তলহস্তে শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া তাহারা জোরে জোরে তাহার উপর নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। ঐ খর্বকায় মোটা লোকটির হাঁপানির ঘড়্ ঘড়্ শব্দ ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ। তারপর উপরতলায় কে কল খুলিতেই দেয়ালের পাইপ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ঘড়ির কাজ বন্ধ হইয়া আসিল। রুবাশভের দরজায় ধাক্কা বাড়িতে লাগিল। বাহিরে যে দুই জন লোক তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহারা পালা করিয়া দরজায় ধাক্কা দিতেছে এবং ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হাতে ফুঁ দিতেছে। কিন্তু রুবাশভ কিছুতেই জাগিয়া উঠিতে পারিল না, যদিও সে জানে যে এখনই একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিবে। ঘটনাটি এই যে, ঐ তিন জন সৈনিক তখনও তাহার শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া আছে এবং সে ড্রেসিং-গাউন পরিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জামার আস্তিন উল্টাইয়া থাকায় সে কিছুতেই হাত ঢুকাইতে পারিতেছে না। বারবার ব্যর্থকাম হইবার পর কেমন এক পক্ষাঘাতে তার শরীর অসাড় হইয়া গেল ; নড়িবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নাই, যদিও সময়মত জামায় হাত ঢুকাইবার উপর সমস্ত নির্ভর করে। বেশ কয়েক মুহূর্ত এই অসহায় অবস্থায় কাটে, রুবাশভ গোঙাইতে থাকে এবং রগের দু'পাশে শীতল আর্দ্রভাব অনুভব করে। দরজার করাঘাত দূরাগত ব্যাঙের শব্দের মত তার ঘুমের মধ্যে প্রবেশ করে। বালিশের নীচে রুবাশভের বাহু তার ড্রেসিং-গাউনের আস্তিন খুঁজিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, অবশেষে কানের উপর পিস্তলের বাঁটের আঘাত লাগার পর সে এই অবস্থা হইতে মুক্তি পায়। এই প্রথম আঘাতটি পাইবার পর হইতেই রুবাশভ কালা হইয়া যায়। ঐ অনুভূতি যে তার কত বার হইয়াছে তার সীমাসংখ্যা নাই। সাধারণতঃ সে এই অনুভূতি লইয়াই ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে। খানিকক্ষণের জন্য তার কাঁপুনি চলে আর বালিশের নীচে সে ড্রেসিং-গাউনের আস্তিন খুঁজিতে থাকে। সাধারণতঃ ভাল করিয়া জাগিবার ঠিক পূর্বেই ওরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে। রুবাশভের এই

সময় একটা অস্পষ্ট অনুভূতি হয় যে, তার এই জাগরণই স্বপ্ন, আসলে সে তখনও অন্ধকার সেলের স্যাঁতসেঁতে পাথরের মেঝের উপর শুইয়া আছে। তার পায়ের কাছে টিনের পাত্রটি, মাথার কাছে জলের জগ এবং কয়েক টুক্‌রা রুটি।

এবারও কয়েক পলকের জন্য হতবুদ্ধির মত সে টিনের পাত্রটি এবং শয্যার দিকের লম্পটির পাশে অনিশ্চিত ভাবে হাতড়াইতে লাগিল, তারপরই বাতিটা জ্বলিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আবেশ কাটিয়া গেল। রুবাশভ কয়েকবার গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া, বুকের উপর হাত দুইটি ভাঁজ করিয়া রাখিয়া স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অপূর্ব স্বাদ উপভোগ করিতে লাগিল, যেন সে একজন রোগী, আস্তে আস্তে তার স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবেই। চাদর দিয়া রুবাশভ কপাল এবং মাথার পিছনের টাকটি মুছিয়া তার শিয়রের দিকে দেয়ালে পার্টির নেতা 'এক নম্বর' এর রঙীন ছবির দিকে ব্যঙ্গভরে মিটমিট করিয়া তাকাইল। এই ছবি টাঙানো তার পাশের ঘরে, নীচের তলায়, উপর তলায়, এই বাড়ীর প্রতি দেয়ালে, শহরের প্রতি গৃহে, তার এই বিরাট দেশ জুড়িয়া। এই দেশের জন্য সে সংগ্রাম করিয়াছে, লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে এবং এখন এই দেশ তাহাকে আপনার বিস্তারিত এবং নিরাপদ ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছে। রুবাশভ এখন সম্পূর্ণ সজাগ, কিন্তু দরজার ধাক্কা তো থামিল না।

৩

যে দু'জন লোক রুবাশভকে গ্রেপ্তার করিতে আসে তাহারা অন্ধকার সিঁড়ির মাথায় দাড়াইয়া পরস্পর পরামর্শ করিতেছিল। দারোয়ান ভ্যাসিলি তাহাদের উপরে লইয়া আসিয়াছে। এখন সে লিফ্‌টের খোলা দরজায় দাড়াইয়া ভয়ে হাঁপাইতে লাগিল।

শীর্ণ বৃদ্ধ ভ্যাসিলি; তার রাতকামিজের উপরে মিলিটারী ওভারকোটের ছেঁড়া কলার, ইহার ঠিক উপরেই একটি চওড়া লাল ক্ষতস্থান। মনে হয় যেন গলগণ্ড হইয়াছে। গৃহযুদ্ধে ভ্যাসিলি রুবাশভের পক্ষে লড়াই করিতে যাইয়া ঘাড়ে আঘাত পায়, এই ক্ষতচিহ্ন তাহারই ফল। ইহার পর রুবাশভকে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। ভ্যাসিলির মেয়ে তাহাকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইত, ইহা হইতে মাঝে মধ্যে সে তাহার খবর পাইত। পার্টি কংগ্রেসে রুবাশভ যে সকল বক্তৃতা দিয়াছে, ভ্যাসিলিকে তাহার মেয়ে সে সকলও পড়িয়া শুনায়। বক্তৃতাগুলি খুব দীর্ঘ আর দুর্বোধ্য; ভ্যাসিলি কিছুতেই সে

সকলের মধ্যে সেই খর্বকায়, দাড়িওয়ালা দলীয় নেতার কণ্ঠধ্বনি খুঁজিয়া পাইত না। তার মনে পড়ে রুবাশভের সুন্দর, সুষ্ঠু অঙ্গীকারগুলি, যাহা শুনিয়া কাজানের পবিত্র ম্যাডোনার মুখেও নিশ্চয় স্মিত হাসি ফুটিয়া উঠিত। সাধারণতঃ ভ্যাসিলি বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে মাঝখানেই ঘুমাইয়া পড়িত, কিন্তু শেষ ছত্র-গুলিতে জনতার হর্ষধ্বনি সম্বন্ধে যখন তাহার কন্যা গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিত তখন সে জাগিয়া উঠিত। সভা সমাপ্তির দিকে আসিয়া যখন তাহার কন্যা পড়িত—'ইণ্টারন্যাশনাল দীর্ঘজীবী হোক', 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক', 'এক নম্বর দীর্ঘজীবী হোক' তখন ভ্যাসিলি আন্তরিকভাবে বলিয়া উঠিত, 'আমেন'। অতি নিম্নস্বরে সে ইহা উচ্চারণ করিত যাহাতে তাহার কন্যা শুনিতে না পায়। তারপর সে গায়ের জ্যাকেট খুলিয়া গোপনে নিজের দেহে ক্রুশচিহ্ন করিত এবং অনুতপ্ত চিত্তে শুইয়া পড়িত। তাহার খাটের উপরেও 'এক নম্বরে'র পতিকৃতি আছে। পাশেই দলীয় নেতার বেশে রুবাশভের একটি আলোকচিত্র। ঐ আলোকচিত্রটি দেখিতে পাইলে সম্ভবতঃ ভ্যাসিলিও গ্রেপ্তার হইত।

সিঁড়ির উপরটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা, অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। আভ্যন্তরীণ কমিসারিয়েটের লোক দু'জনের মধ্যে যে ছোট সে প্রস্তাব করিল যে, দরজার তালাটি গুলি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক। ভ্যাসিলি লিফ্‌টের দরজায় হেলান দিয়া দাঁড়াইল। সে ভাল করিয়া বুটজুতা পরিবার সময়ও পায় নাই। তাহার হাত এত কাঁপিতেছিল যে, সে কিছুতেই জুতার ফিতা বাঁধিতে পারে নাই। বয়স্ক লোকটি গুলি করিতে আপত্তি করিল, কারণ খুব সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত গ্রেপ্তার করিতে হইবে। তাহারা দু'জনেই ঠাণ্ডা হাতে ফুঁ দিয়া আড়ষ্টতা খানিকটা কাটাইয়া আবার দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করিল। অল্পবয়স্কটি তাহার রিভলভারের বাঁট দিয়া সজোরে দরজা ধাক্কাইতে লাগিল। কয়েক তলা নীচে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ শোনা গেল। যুবক ভ্যাসিলিকে বলিল, "ওকে চুপ করতে বল।" ভ্যাসিলি চীৎকার করিয়া বলিল, "চুপ কর, এখানে শাসনবিভাগের লোক রয়েছে।" তৎক্ষণাৎ নারীকণ্ঠ বন্ধ হইল। ছেলেটি তখন দরজায় বুটের ঘা মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই শব্দ সমস্ত সিঁড়িতে ছড়াইয়া পড়িল এবং অবশেষে দরজা ভাঙিয়া গেল।

তিন জনে রুবাশভের বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া। যুবকের হাতে পিস্তল। বয়স্ক ব্যক্তি সোজা দাঁড়ানো, আর ভ্যাসিলি তাহাদের কয়েক পা পিছনে দেয়ালে ঠেস দিয়া রহিল। রুবাশভ তখনও মাথার পিছন দিকের ঘাম মুছিতেছে;

সে ঘুমন্ত চোখে ক্ষীণদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে তাকাইল। যুবক বলিল, "নাগরিক রুবাশভ নিকলাস্ সালমানোভিচ! আমরা তোমাকে আইনের নামে গ্রেপ্তার করছি।" রুবাশভ বালিশের নীচে হাত বাড়াইয়া চশমা খুঁজিতে খুঁজিতে একটু সোজা হইয়া বসিল। এখন চশমা পরিলেই তাহার চোখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিল তাহা ভ্যাসিলি এবং বৃদ্ধটি পুরনো ফটো ও ছবিতে বহুবার দেখিয়াছে, এ দৃষ্টি সুপরিচিত। সে আরও সোজা হইয়া দাঁড়াইল, যুবক নূতন নেতাদের অধীনে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সে বিছানার আরও কাছে আগাইয়া গেল। অন্য তিন জনেই বুঝিল যে, অপ্রস্তুতভাব লুকাইবার জন্য সে তাকে এখনই কিছু বলিবে বা নিষ্ঠুর কাজ একটা কিছু করিয়া বসিবে।

'কমরেড, বন্দুকটি সরাও। আমার কাছে কি চাই তোমাদের?' রুবাশভ জিজ্ঞাসা করিল।

ছেলেটি উত্তর দিল, 'শুনতেই তো পেলে, তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন জামাকাপড় পরে নাও, গোলমাল করো না।'

'তোমাদের কাছে ওয়ারেণ্ট আছে?'

বয়স্ক লোকটি পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিল এবং রুবাশভের হাতে দিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

রুবাশভ মনোযোগের সহিত উহা পড়িয়া বলিল, 'যাক ভালই, এসব থেকে কখনই কেউ কিছু বোঝে না।'

'তাড়াতাড়ি জামা পরে নিয়ে চল'—যুবকের কথায় এবার বুঝা গেল যে, নিষ্ঠুরতা তার মুখোস নয়, স্বভাব। রুবাশভের মনে হইল—আমরা কি চমৎকার জাতির জন্ম দিয়াছি। তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল প্রচার-পত্রীগুলি : তাহাতে যুবকের যে ছবি থাকে, তাহার মুখময় কি হাস্য। তাহার বড় ক্লান্তিবোধ হইল। সে যুবককে বলিল, "রিভলভার নিয়ে বারবার নাড়াচাড়া না করে আমার ড্রেসিং-গাউনটা দাও।" ছেলেটির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কিছু বলিল না। বয়স্ক লোকটি তখন ড্রেসিং-গাউনটা রুবাশভের হাতে দিল। জামার আস্তিনে হাত ঢুকাইয়া একটু ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া রুবাশভ বলিল, "যাক, এবার অন্ততঃ ঠিকমত ঢুকেছে।" অন্য তিন জন কিছুই বুঝিল না এবং কিছুই বলিল না। তাহারা একদৃষ্টে রুবাশভের দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—রুবাশভ কিরূপ ধীরে বিছানা হইতে নামিয়া ইতস্ততঃ ছড়ানো জামাকাপড়গুলি একত্র করিতেছে।

নারীকণ্ঠের সেই তীব্র আর্তনাদের পর বাড়ীটা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কেমন যেন মনে হয় ঐ বাড়ীর সমস্ত বাসিন্দা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া বিছানায় জাগিয়া বসিয়া আছে।

হঠাৎ শোনা গেল, উপরতলায় কে কল খুলিয়া দিয়াছে এবং নল দিয়া অবিরল ধারায় সমানে জল পড়িতেছে।

৪

কর্মচারী দুই জন যে মোটরে আসিয়াছিল তাহা সামনের দরজায় দাঁড়াইয়া; একটি নূতন আমেরিকান গাড়ী। বাহিরে তখনও বেশ অন্ধকার, শোফার গাড়ীর হেড লাইটগুলি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। রাস্তাটিও যেন নিদ্রিত, কিংবা নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া আছে। প্রথমে যুবক, তারপর রুবাশভ এবং সবশেষে বৃদ্ধ ভিতরে বসিতেই ইউনিফর্ম-পরিহিত শোফার গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মোড় ঘুরিতেই এ্যাস্‌ফল্টের রাস্তা শেষ হইল। তখনও তাহারা শহরের মধ্যস্থলে, তাহাদের চারিদিকে বড় বড় নয় দশ তলার আধুনিক বাড়ী, কিন্তু রাস্তাগুলি কর্দমময়, গরুর গাড়ী যাইবার গ্রাম্য পথ। গর্তগুলিতে হাল্‌কা গুঁড়া বরফ জমিয়া রহিয়াছে। শোফার আস্তে আস্তে গাড়ী চালাইতেছিল, কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট গদিওয়ালা মোটর গাড়ীটি গরুর গাড়ীর মতই ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করিতে করিতে চলিল।

যুবক গাড়ীর মধ্যেকার গভীর নিস্তব্ধতা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, "জোরে চালাও।"

শোফার পিছন দিকে না তাকাইয়া শুধুমাত্র সামান্য একটু কাঁধ বাঁকাইল। রুবাশভ যখন গাড়ীতে উঠে, তখন শোফারের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল ঔদাসীন্য এবং বৈরিভাব। রুবাশভের জীবনে একবার এক দুর্ঘটনা ঘটে। এম্বুলেন্স গাড়ীচালকের চোখে সে ঠিক এইরূপ একটা কাঠিন্য দেখিয়াছিল। নির্জন রাস্তা ধরিয়া গাড়ী ধীর-মন্থর গতিতে চলিয়াছে, কিন্তু তবু উঁচুনীচু রাস্তায় বেশ ঝাঁকুনি লাগে। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু গাড়ীর সামনে হেড-লাইটের আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া পড়িতেছে। আর যেন সহ্য হয় না। সঙ্গীদের দিকে না তাকাইয়াই রুবাশভ জিজ্ঞাসা করিল, "আর কত দূর?" সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, "মানে হাসপাতাল।"—ইউনিফর্ম পরিহিত প্রৌঢ় জবাব দিল, "আরও অন্ততঃ আধ ঘণ্টার রাস্তা।" রুবাশভ পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিজের মুখে একটি দিয়া অভ্যাসবশতঃ প্যাকেটটি অন্যদের সামনে ধরিল। যুবক একটু অভদ্রতার সহিতই প্রত্যাখ্যান করিল, কিন্তু প্রৌঢ় দুইটি

লইয়া একটি শোফারকেও দিল। শোফার টুপি স্পর্শ করিয়া অভিবাদন জানাইল। তার পর এক হাতে ষ্টীয়ারিং ধরিয়া রাখিয়া সকলের সিগারেট ধরাইয়া দিল। রুবাশভের মন অনেকটা হাল্‌কা হইয়া গেল; কিন্তু সেইজন্য নিজের উপর খানিকটা রাগও হইতে লাগিল। এই কি ভাবপ্রবণ হইয়া পড়ার সময়! কিন্তু একটু কথা বলিবার এবং মানুষের সঙ্গ অনুভব করিবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। সে বলিল, "গাড়ীখানার জন্য দুঃখ হয়। বিদেশী গাড়ীর অনেক দাম, অথচ আমাদের দেশে রাস্তায় চলে ছ'মাসেই তার আয়ু ফুরিয়ে যায়।"

প্রৌঢ়ের নিকট হইতে উত্তর আসে, "তা ঠিক বলেছ, আমাদের দেশের রাস্তাঘাটের অবস্থা বড় খারাপ।" তার কণ্ঠস্বরে রুবাশভ বুঝিল যে, অফিসারটি তার অসহায় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল—সে যেন একটা কুকুর, কেহ তাহার সামনে এইমাত্র এক টুকরা হাড় ছুঁড়িয়া দিয়াছে। রুবাশভ স্থির করিল আর সে কথা বলিবে না। কিন্তু যুবকটি হঠাৎ উদ্ধত ভাবে বলিয়া উঠিল, "ধনিক রাষ্ট্রে কি রাস্তাঘাটের অবস্থা এখানকার চেয়ে ভাল?"

রুবাশভ না হাসিয়া পারিল না, বলিল, "তুমি কি কখনও বাইরে গিয়েছ?"

যুবক উত্তর দিল, "আমি ওখানকার অবস্থা সব জানি, তোমাকে আর গল্প বলতে হবে না।"

রুবাশভ অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে তুমি ঠিক কি ভাবছ বল ত?" এবং তার পরই এটুকুও না বলিয়া পারিল না, "সত্যি তোমার কিন্তু পার্টির ইতিহাস একটু পড়া দরকার।"

যুবক চুপ করিয়া একদৃষ্টে রুবাশভের পিঠের দিকে তাকাইয়া রহিল। কেহই কোন কথা বলিল না।

তাহারা শহরতলীর ভিতর দিয়া চলিল। জীর্ণ কাঠের বাড়ীগুলির চেহারায় কোন পরিবর্তন হয় নাই। বাড়ীগুলির বাঁকাচোরা ছায়াছবির উপর দিয়া দেখা যাইতেছে শীতল, পাণ্ডুর চাঁদ হেলিয়া পড়িয়াছে।

৫

নবনির্মিত আদর্শ কারাগারের প্রত্যেক বারান্দায়, অলিন্দে বৈদ্যুতিক বাতি। তাহার ক্ষীণ আলো গিয়া পড়িয়াছে লোহার গ্যালারীর উপর, চূণকাম-করা শূন্য দেয়ালে, সেলের দরজাগুলিতে, দরজায় আঁটা নামের কার্ডে এবং গুপ্ত ছিদ্রের মুখে। ঐ বর্ণহীন আলো, টালির রাস্তার উপর তাহাদের জুতার প্রতি-ধ্বনিহীন কর্কশ শব্দ; এগুলি রুবাশভের এত পরিচিত যে, অল্পক্ষণের জন্য তাহার

যেন মনে হইতেছিল—আবার সে স্বপ্ন দেখিতেছে। সে মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে এ সবই মিথ্যা। সে ভাবিল, সে যদি জোর করিয়া বিশ্বাস করিতে পারে যে সে স্বপ্ন দেখিতেছে তাহা হইলে সত্যসত্যই ইহা স্বপ্নে পরিণত হইবে।

এরূপ ব্যাকুল ও একাগ্র প্রয়াসে রুবাশভের মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিদারুণ লজ্জায় তাহার মন ভরিয়া গেল। ছিঃ! ছিঃ! এই সব তো একেবারে শেষ পর্যন্ত সহ্য করিতেই হইবে।

তাহারা ৪০৪নং সেলে আসিয়া পৌছিল। গুপ্ত ছিদ্রের উপরিভাগেই একটি কার্ডে তাহার নাম লেখা—নিকলাস সালমানোভিচ রুবাশভ। নিখুঁত ভাবে সব ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। কার্ডে নিজের নামটা দেখিয়া রুবাশভের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইল। রুবাশভ ভাবিল ওয়ার্ডারের কাছ হইতে একটা বাড়তি কম্বল চাহিয়া লইবে, কিন্তু তার আগেই তাহার পিছন হইতে সশব্দে দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

৬

কিছুক্ষণ প[illegible] ওয়ার্ডার গুপ্ত ছিদ্র দিয়া রুবাশভের সেলের ভিতর লক্ষ্য করিতেছে। রুবাশভ বাঙ্কের উপর স্থির ভাবে শুইয়া ছিল, শুধু মাঝে মাঝে ঘুমের ভিতর তাহার হাত মোচড়াইতেছিল। বাঙ্কের পাশেই তাহার পাশনে আর টালির মেঝের উপর একটা সিগারেটের টুকরা।

রুবাশভকে ৪০৪নং সেলে আনার দুই ঘণ্টা পরে, সকাল সাতটায় বিউগলের ধ্বনিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। আজ ঘুমের মধ্যে সে একেবারেই স্বপ্ন দেখে নাই, তাই মাথাটাও খুব পরিষ্কার ও হাল্‌কা বোধ হইতেছে। পর পর তিন বার সজোরে বিউগল বাজিল। সেই কম্পিত শব্দের প্রতিধ্বনি ঘুরিয়া ফিরিয়া মিলাইয়া গেল এবং একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

তখন সবেমাত্র অরুণোদয় হইয়াছে, মৃদু আলোতে টিনের পাত্র এবং জলের বেসিনের রেখাগুলি আবছা আবছা দেখা যাইতেছে। মলিন কাঁচের পটভূমিকায় জানালার জাফরিগুলি দেখিয়া মনে হয় যেন কালো রঙে আঁকা একখানা ছবি। বাঁ দিকে উপরে একটি কাঁচ ভাঙা, সেখানে এক টুকরা খবরের কাগজ ঢুকাইয়া রাখা হইয়াছে। রুবাশভ উঠিয়া বসিয়া পায়ের দিক হইতে সিগারেটের টুকরাটি এবং তাহার পাঁশনে লইয়া আবার শুইয়া পড়িল। তার পর চশমা পরিয়া কোনরকমে সিগারেট ধরাইল। চারিদিক তখনও নিস্তব্ধ। কংক্রীটের তৈয়ারী এই অদ্ভুত মৌচাকের চূণকাম-করা প্রত্যেক সেলেই তখন একসঙ্গে সকলে

বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেছে এবং টালির মেঝের উপর ঘোরাফেরা করিতে করিতে শাপান্ত করিতেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে বারান্দায় পদধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দই এই বিচ্ছিন্ন সেলগুলিতে আসিয়া প্রবেশ করে না। রুবাশভ বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাকে একটি স্বতন্ত্র সেলে রাখা হইয়াছে, গুলি করিয়া না মারা পর্যন্ত তাহাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। চুপচাপ শুইয়া ধূমপান করিতে করিতে সে ধীরে ধীরে তাহার সূচোলো ছোট দাড়ির ভিতর দিয়া আঙ্গুল চালাইতে লাগিল।

একের পর এক চিন্তা আসে—'বেশ বোঝা যাচ্ছে আমাকে মেরে ফেলা হবে।' পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি উঁচু হইয়া আছে। বুড়ো আঙ্গুলটি নাড়াইতে নাড়াইতে সেই দিকে রুবাশভ অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাইয়া রহিল। কম্বলের মধ্যে শুইয়া বড় আরাম ও নিরাপদ বোধ হইতেছে। অসীম ক্লান্তিতে রুবাশভের মনে হইল যে, তাহাকে যদি গরম কম্বলের ভিতর আরাম করিয়া শুইয়া থাকিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে তখনই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেও তাহার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। সে স্বগতঃ বলিতে লাগিল—'তা হলে, তোমাকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলবে।' আস্তে আস্তে মোজার ভিতর পায়ের আঙ্গুলগুলিকে নাড়াইতেই হঠাৎ তাহার একটি কবিতার পদ মনে পড়িল—তাহাতে কাঁটা-ঝোপের শ্বেতকায় হরিণীর সঙ্গে যিশুখ্রীষ্টের পায়ের তুলনা করা হইয়াছে। রুবাশভ জামার আস্তিনে পাশনেটি মুছিল, তার এই অভ্যাসটি তাহার দলের সকলের নিকটই অত্যন্ত পরিচিত। কম্বলের উষ্ণতায় বেশ আরাম বোধ হইতে-ছিল এবং তাহার মন নিবিড় আনন্দে ভরিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু কেবলমাত্র একটি ভয়—এখনই হয়ত তাহাকে বিছানা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। আর মাত্র তিনটি সিগারেট আছে, তবু রুবাশভ আর একটি সিগারেট ধরাইয়া খানিকটা আপনমনেই অস্ফুটস্বরে বলিল, 'অর্থাৎ তুমি এবার ধ্বংস হবে।' খালি পেটে ধূমপান করায় প্রথম দিকে একটু মাদকতার আমেজ আসিল। আসন্ন মৃত্যুর পূর্বে মনে যে একটা অদ্ভুত উত্তেজিত ভাবের উদয় হয়, ইহার মধ্যেই তাহা তাহার মনকে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্বের আরও কয়েকবারের অভিজ্ঞতা হইতে মনের এই ভাব অতি সহজেই তাহার নিকট ধরা পড়িল। সে জানে যে, মনের এরূপ অবস্থা হওয়া নিন্দনীয় এবং এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা একেবারেই অনুমোদন করা যায় না, কিন্তু তবু এখন তাহার কেন যেন সে কথা মানিয়া লইতে ইচ্ছা হইল না। তাহার পরিবর্তে সে তাহার মোজাপরা পায়ের আঙ্গুলগুলির নড়াচড়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।

মুখে ফুটিয়া উঠিল মৃদু হাসি। সাধারণতঃ নিজের শরীরের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ নাই, কিন্তু সেই শরীরের জন্যই তাহার মনে আজ সমবেদনার উষ্ণ তরঙ্গ বহিয়া গেল, এবং ইহার আসন্ন বিনাশের কথা ভাবিয়া করুণামিশ্রিত এক আনন্দের সঞ্চার হইল। আপন মনে রুবাশভ কথাও বলিয়া চলে—প্রাচীন নেতাদের কেউ আর নেই। আমরাই শুধু বাকী। এবার শেষ হবার পালা আমাদের। হঠাৎ একটা গানের কলি মনে পড়িল—

(তাই), সোনার ছেলেই হোক সোনার মেয়ে
ঘরের মেথর হতে নহে কেহ ভিন্ন,
জীবন ফুরাবে হায় মরণে গিয়ে
মিলাবে ধূলার মাঝে, রবে নাকো চিহ্ন।

এর সুরটুকু মনে করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও মনে আসিল শুধু কথাগুলি। "প্রাচীন নেতারা বিগত" এই কথা কয়টি সে পুনরায় উচ্চারণ করিল এবং তাহাদের মুখাবয়ব স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল। মাত্র কয়েকজনের মুখ মনে পড়ে! 'ইণ্টারন্যাশনালে'র প্রথম চেয়ারম্যানকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ফাঁসি দেওয়া হয়। তাহার কথা মনে করিতে গিয়া চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল শুধু সামান্য একটু গোল ভুঁড়ির উপর একটি চেক-দেওয়া ওয়েষ্টকোট। তিনি কখনও গ্যালিশ পরিতেন না, সব সময় ব্যবহার করিতেন চামড়ার বেল্ট। বিপ্লবী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী—তাঁরও ফাঁসি হয়। তাঁর অভ্যাস ছিল বিপদের সময় নখ কামড়ানো। রুবাশভ ভাবিল—ইতিহাস তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে, কিন্তু এ কথায় তাহার কোন আস্থা ছিল না। ইতিহাস নখ কামড়ানো সম্বন্ধে কতটুকু জানে? ধূমপান করিতে করিতে ঐ মৃত লোকদের কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মৃত্যুর পূর্বে তাহাদের কি লাঞ্ছনা ও অপমানই না সহিতে হইয়াছে। কিন্তু রুবাশভ কিছুতেই 'এক নম্বরে'র সম্বন্ধে ঘৃণার ভাব মনে আনিতে পারিল না। অথচ ইহাও সে বুঝে যে, এক নম্বরকে ঘৃণা করাই উচিত। কত বার সে তার খাটের উপরদিকে দেয়ালে টাঙানো 'এক নম্বরে'র রঙীন ছবির দিকে তাকাইয়া তাহাকে ঘৃণা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সে এবং তাহার সঙ্গীরা অনেকে 'এক নম্বরে'র কত নামকরণই করিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়া রহিয়াছে 'এক নম্বর' নামটি। 'এক নম্বরে'র কথা ভাবিতে গেলে ভয়ে সকলেরই শরীর শিহরিয়া উঠে, কারণ তাহারা ভাবে বোধ হয় 'এক নম্বর'ই ঠিক। যত লোককে 'এক নম্বর' মারিতে

আদেশ দিয়াছে তাহারাও মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পূর্বেই, ঘাড়ের কাছে পিস্তলের গুলি অনুভব করিতে করিতে ভাবিয়াছে যে, হয়তো বা 'এক নম্বর' ন্যায়পথেই চলিয়াছে। ইহার কোন চূড়ান্ত বা নিশ্চিত মীমাংসা নাই, আছে শুধু সেই বিদ্রূপাত্মক দৈববাণী—ইতিহাসের কাছে আবেদন, কিন্তু ইতিহাস তো রায় দেয় দণ্ডিতেরা বিনষ্ট হইবার অনেক পরে।

রুবাশভের কেমন মনে হইতেছিল, গুপ্ত ছিদ্র দিয়া কেহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। না তাকাইয়াও সে বুঝিতে পারিল যে, একটি চোখের তারা ঐ ছিদ্রে নিবদ্ধ রাখিয়া কে যেন সেলের ভিতরে তাকাইয়া আছে। এক মিনিট পরেই ভারী তালার মধ্যে চাবি ঘুরাইবার আওয়াজ হইল। দরজা খুলিয়া গেল, কিন্তু বেশ খানিকটা সময় পরে। শীর্ণ বৃদ্ধ ওয়ার্ডার চটি পায়ে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া সেখান হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, "কি, বিছানা ছেড়ে ওঠনি কেন ?"

"আমি অসুস্থ।" রুবাশভ উত্তর দিল।

"কি অসুখ করেছে ? ডাক্তারের কাছে তো আর কালকের আগে নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

"দাঁতে ব্যথা।"

"দাঁতে ব্যথা ? ও !" বলিয়াই ওয়ার্ডার বাহির হইয়া গেল এবং তারপরই দড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

রুবাশভ ভাবিল, যাক এবার অন্ততঃ নিশ্চিন্তমনে চুপচাপ শুইয়া থাকা যাইবে। কিন্তু একথা ভাবিয়াও এখন আর মনে আনন্দ হইল না। এতক্ষণ কম্বলের নীচে শুইয়া যেন গুমোট গরম লাগিতেছিল, কম্বলটাও যেন একটা জঞ্জাল বোধ হইতেছিল। রুবাশভ গায়ের উপর হইতে কম্বল ফেলিয়া দিল। আবার পায়ের আঙুলগুলি নাড়াইতে নাড়াইতে সেই দিকে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু একটু পরেই বিরক্তি ও ক্লান্তিতে মন ভরিয়া গেল। দুটি মোজারই গোড়ালিতে একটি করিয়া ছিদ্র। একবার ভাবিল মোজাগুলি সেলাই করিয়া নেয়, কিন্তু দরজায় ধাক্কা দিয়া ওয়ার্ডারের নিকট সূচ-সূতার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে মনে হইতেই তাহার সে বাসনা দূর হইল। আর সূচও তো বোধ হয় তাহাকে দেওয়াই হইবে না। হঠাৎ একটা খবরের কাগজের জন্য তাহার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল। এজন্য সে এত উতলা হইয়া উঠিল যে, মনে হইল যেন ছাপার কালির গন্ধ তাহার নাকে ভাসিয়া আসিতেছে, সে যেন কাগজের খস্‌খস্‌ শব্দ শুনিতে পাইতেছে। হয়তো কাল রাত্রে কোথাও বিপ্লব বাধিয়াছে, কিংবা

কোন স্টেটের নেতাকে হত্যা করা হইয়াছে, অথবা কোন আমেরিকাবাসী মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে খণ্ডন করিবার কোন উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। তাহার গ্রেপ্তারের কথা এখনই কাগজে প্রকাশিত হইতে পারে না। দেশের মধ্যে অন্ততঃ বেশ কিছু দিনের জন্য ব্যাপারটি গোপন রাখা হইবে। তবে বিদেশে কিন্তু এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সেখানে জমানো পুরানো খবরের কাগজ ঘাঁটিয়া তাহার দশ বৎসর পূর্বের ফটো ছাপাইবে, এবং 'এক নম্বর' ও তাহার সম্বন্ধে আজেবাজে কত কথাই না প্রকাশিত হইবে। তাহার খবরের কাগজের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গেল। কিন্তু এখন এক নম্বরের মস্তিষ্কে কি চিন্তাস্রোত বহিতেছে জানিবার জন্য সে ঐরূপই উৎসুক হইয়া পড়ে। চোখের সামনে এক নম্বরের চেহারা ভাসিয়া উঠিল—ডেস্কের উপর কনুই রাখিয়া সে বসিয়া আছে, বিষণ্ণমূর্তি, ধীরে ধীরে স্টেনোগ্রাফারকে দিয়া সে লিখাইতেছে। অন্য লোকেরা সাধারণতঃ কিছু লিখাইবার সময় পায়চারি করে বা ধূমপান করিতে করিতে ধূম্রবলয় রচনা করে, কেহ কেহ আবার রুল লইয়া নাড়াচাড়া করিতে থাকে, কিন্তু এক নম্বর এ সকল কিছুই করে না।

হঠাৎ রুবাশভের খেয়াল হইল, সে নিজেই পাঁচ মিনিট যাবৎ সমানে পায়চারি করিবে। নিজের অজ্ঞাতেই সে কখন বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছে। রুবাশভের একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, সে মেঝের পাথরের ধারগুলিতে কখনও পা ফেলিত না। হঠাৎ সে লক্ষ্য করিল, সে তাহার পুরানো অভ্যাসমত হাঁটিতেছে, ইতিমধ্যেই যেন সেইরূপ পা ফেলার ভঙ্গীটি তাহার আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে। এক নম্বরের চিন্তা কিন্তু তাহার মন হইতে এক মুহূর্তের জন্যও দূর হইল না। চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল—এক নম্বর ডেস্কের সম্মুখে নিশ্চলভাবে বসিয়া স্টেনোগ্রাফারকে কি লিখাইতেছে। ক্রমে সেই মূর্তিখানি তাহার সুপরিচিত রঙীন ফটোর চেহারায় পরিণত হইল। ঐ রঙীন ফটো দেশের প্রত্যেক লোকের শয্যার বা টেবিলের উপর টাঙানো আছে এবং মনে হয় যেন ফটোর ভিতর হইতে সে সকলের দিকে কঠোর জমাট দৃষ্টি হানিতেছে।

রুবাশভ সেলের ভিতর বারবার পায়চারি করিতে লাগিল—দরজা হইতে জানালা, আবার জানালা হইতে দরজা পর্যন্ত, বাঙ্ক, বেসিন এবং জলের বালতির মাঝ দিয়া। কতটুকুই বা জায়গা! সাড়ে ছয় পা যাওয়া আবার সাড়ে ছয় পা ফিরিয়া আসা। দরজার কাছে আসিয়া সে ডান দিকে মোড় ফেরে, কিন্তু জানালার নিকট মোড় ফেরে বাঁ দিকে, ইহা তাহার জেলে থাকা

কালীন আগেকার অভ্যাস। মোড় ফেরার সময় এরূপ দিক পরিবর্তন না করিলে, অল্পক্ষণের মধ্যেই মাথা ঘুরিতে থাকে।

এক নম্বরের মাথায় কি চিন্তা ঘুরিতেছে? হঠাৎ রুবাশভের মনে হইল সে যেন এক নম্বরের দ্বিখণ্ডিত মস্তকের একটি ছবি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। ড্রয়িং-বোর্ডের উপর ড্রয়িং-পিন দিয়া আটকানো এক খণ্ড কাগজে ধূসর রঙে আঁকা মস্তকের একটি পরিষ্কার চিত্র। কুণ্ডলীকৃত ধূসর পদার্থের স্ফীত কতকগুলি অন্ত্র—মাংসল সর্পের ন্যায় তাহারা পরস্পরকে জড়াইয়া রহিয়াছে, ক্রমশঃ সেগুলি সৌরমণ্ডলের চিত্রে আঁকা নীহারিকাচক্রের ন্যায় অস্পষ্ট ও কুয়াসাবৃত হইয়া উঠিল। সেই স্ফীত ধূসর অন্ত্রচক্রের মধ্যে এখন কি হইতেছে? সুদূরস্থিত নীহারিকাচক্র সম্বন্ধে তো লোকে বিস্তারিত ভাবে জানে, আর মস্তকের অভ্যন্তর সম্বন্ধে সে একেবারে অজ্ঞ। এই জন্যই বোধ হয় ইতিহাসের অধিকাংশই দৈববাণী, বিজ্ঞান নয়। হয়তো আরও পরে, বহুদিন পরে, ভবিষ্যতে ইতিহাস বিজ্ঞানের মতই পরিসংখ্যানের ও ব্যবচ্ছেদ-প্রণালীর সাহায্যে শেখানো হইবে। এক বিশেষ সময়ে কোন এক বিশেষ জাতির লোকজনদের অবস্থা বুঝাইবার জন্য শিক্ষক তখন তাহার প্রতিরূপ একটি বীজগণিতের ফর্মূলা ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকিয়া বলিবেন, "নগরবাসী! এই দেখ, ব্যক্তিনিরপেক্ষ ঘটনাবলী দ্বারা ইতিহাসের বিশেষ ধারা কিরূপ নির্ধারিত হইয়াছে।" তাহার পর "এক নম্বরে"র মস্তকের একটি ধূসর অস্পষ্ট চিত্রের মধ্যে মস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের দিকে রুল দিয়া দেখাইয়া বলিবেন, "এবার দেখ, এই সকল ঘটনার ব্যক্তি-সাপেক্ষ চিত্র। এরই ফলে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পূর্ব ইউরোপে একনায়কত্ব আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছে।" এইরূপ অবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত রাজনীতি একটা রক্তক্ষয়ী বিলাস, কুৎসিত যাদুবিদ্যা এবং কুসংস্কারমাত্রই থাকিয়া যাইবে।

বারান্দায় অনেক লোকের সম্মিলিত পদধ্বনিতে রুবাশভের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। তাহার প্রথমেই মনে হইল, এইবার মারধর আরম্ভ হইবে। সেলের মাঝখানেই সে থামিয়া পড়িয়া চিবুকটি বাড়াইয়া কান পাতিয়া রহিল। পাশের একটি সেলের সামনে আসিয়া পদধ্বনি থামিয়া গেল। মৃদু আদেশের স্বর কানে আসিবার পরই চাবির ঝমঝম শব্দ হইল। তারপরই চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ।

রুবাশভ আড়ষ্টভাবে বিছানা ও বালতির মাঝখানটিতে দাঁড়াইয়া, নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া প্রথম চীৎকারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল প্রথম চীৎকারটিই সবচেয়ে বিশ্রী। তাহাতে শারীরিক যন্ত্রণা অপেক্ষা ভয়ই

বেশী প্রকাশ পায়। পরের চীৎকারগুলি তবু সহ্য করা যায়, কারণ তখন ক্রমশঃ উহাতে কান অভ্যস্ত হইয়া যায়; এমনকি কিছুদিন গেলে ঐ চীৎকার শুনিতে শুনিতে তাহার স্বর ও ছন্দ হইতে উৎপীড়নের প্রণালীটা স্থিরচিত্তে ঠিক ঠিক ধরিতে পারা যায়। প্রকৃতি ও গলার স্বরে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, শেষের দিকে সকলেরই চীৎকার একরকম শোনায়। চীৎকার ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে এবং অবশেষে তাহা নাকিসুরে কান্না বা ঢোক গিলিয়া গিলিয়া চাপা ক্রন্দনে পরিণত হয়। সাধারণতঃ একটু পরেই দরজা দড়াম করিয়া বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর চাবির শব্দ। পরের সেলের কয়েদী, দেহ স্পৃষ্ট হইবার পূর্বেই ঐ লোকগুলির চেহারা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে।

রুবাশভ প্রথম চীৎকারের প্রতীক্ষায় সেলের মাঝখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। জামার আস্তিনে চশমাটি ঘষিয়া মনে মনে রুবাশভ বলিল যে, এবার যাহাই হউক না কেন সে কিছুতেই চীৎকার করিবে না। মন্ত্র জপ করিবার মত সে বারবার ঐ কথা কয়টি উচ্চারণ করিতে লাগিল। সে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু কৈ কোন চীৎকার তো শোনা গেল না। তাহার পর সে একটা অস্পষ্ট ঝন্ঝন্ শব্দ শুনিতে পাইল; কে যেন মৃদুস্বরে কি বলিল এবং সেলের দরজা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। পদধ্বনি ক্রমশঃ তাহার পরের সেলের দিকে সরিয়া গেল।

রুবাশভ গুপ্ত ছিদ্রের ভিতর দিয়া বারান্দার দিকে তাকাইল। লোকগুলি ঠিক তাহার সেলের উল্টাদিকে ৪০৭ নম্বরের সামনে গিয়া থামিল। বৃদ্ধ ওয়ার্ডারের সঙ্গে দু'জন আর্দালী একটা চায়ের গামলা টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। আর একটি লোকের হাতে একটি ঝুড়িতে কালো রুটির টুকরা এবং পিছনে পিস্তলহাতে ইউনিফর্ম-পরিহিত দুই জন অফিসার। না, প্রহার নয়, সকালের খাবার আসিয়াছে...

ঐ ৪০৭ নম্বরে এইমাত্র রুটি দিল। রুবাশভ কয়েদীটিকে দেখিতে পাইল না। ৪০৭ নং কয়েদী বোধ হয় জেলের নিয়মানুসারে দরজা হইতে এক পা পিছনে দাঁড়াইয়া আছে; শুধু তাহার বাহুর পুরোভাগ এবং হাত দুইটি চোখে পড়িল। অত্যন্ত শীর্ণ দুটি নগ্ন বাহু যেন দুইটা সোজা কাঠির মত দরজা হইতে বারান্দার দিকে বাড়ানো। অদৃশ্য ৪০৭ নম্বরের করতল উপর দিকে তোলা, একটি পাত্রের আকারে অঞ্জলিবদ্ধ। হাতের মধ্যে রুটি দিতেই সে তাহা মুঠার মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সেলের আঁধারে মিলাইয়া গেল। দরজা বন্ধ হইল।

রুবাশভ গুপ্ত ছিদ্রের কাছ হইতে চলিয়া আসিয়া আবার পায়চারি আরম্ভ করিল। আস্তিনে চশমা ঘষা বন্ধ করিয়া তাহা চোখে লাগাইল এবং পরম স্বস্তিভরে গভীর নিঃশ্বাস লইল। তারপর শিস দিয়া একটি সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রাতরাশের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঐ অঙ্গুলিবদ্ধ কৃশ বাহুর কথা ভাবিতেই তাহার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইল। অস্পষ্টভাবে কিসের কথা যেন মনে করাইয়া দিতেছে, কিন্তু কি জিনিষ তাহা ঠিক স্মরণ হইতেছে না। সেই প্রসারিত হস্তের রেখাগুলি, এমনকি তাহার ছায়া পর্যন্ত রুবাশভের চেনা। এত পরিচিত, কিন্তু স্মৃতিপট হইতে তাহা একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। এ যেন ভুলিয়া যাওয়া কোন বহুপুরনো গানের সুর, অথবা কোন বন্দরের একটি সঙ্কীর্ণ গলিপথের গন্ধ।

৭

দলটি এক এক করিয়া এক সারি দরজা খুলিয়াছে এবং বন্ধ করিয়াছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাহার দরজায় আসে নাই। গরম চায়ের জন্য তাহার মন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। এতক্ষণে তাহারা এদিকে আসিতেছে কিনা দেখিবার জন্য রুবাশভ গুপ্ত ছিদ্রের দিকে গেল। চায়ের গামলা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে, চায়ের উপর সরু সরু লেবুর টুক্‌রা। রুবাশভ পাঁশনে খুলিয়া গুপ্ত ছিদ্রে চোখ লাগাইয়া বাহিরে তাকাইল। ৪০১ নং হইতে ৪০৭ নং পর্যন্ত উল্টাদিকের চারটি সেল তাহার দৃষ্টিপথে পড়ে। সেলগুলির উপরে লোহার রেলিং দেওয়া একটি সঙ্কীর্ণ বারান্দা, তাহার পিছনে তেতলার সেল। দলটি তখন মাত্র ডানদিক হইতে বারান্দা ধরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বেশ বুঝা যাইতেছে তাহারা প্রথম বিজোড় নম্বর ঘুরিয়া তাহার পর জোড় নম্বরে আসিবে। এখন তাহারা ৪০৮ নম্বরের সামনে দাঁড়াইয়া। রুবাশভ কেবল সেই ইউনিফর্ম-পরিহিত লোক দুটির পিছন দিক এবং তাহাদের রিভলভার রাখিবার বেল্ট দেখিতে পাইল, দলের বাকী লোক তাহার দৃষ্টিপথের বাহিরে। দরজা বন্ধ হইল এবং উহার পর তাহারা আসিল ৪০৬ নম্বরে। আবার গরম চায়ের গামলাটি রুবাশভের চোখে পড়িল। তাহার পরই রুটির ঝুড়ি হাতে আর্দালী। ঝুড়িতে আর মাত্র কয়েক টুকরা রুটি পড়িয়া আছে। ৪০৬ নম্বরের দরজা খুলিয়াই বন্ধ হইয়া গেল, ঐ সেলে কোন কয়েদী নাই। দলটি আগাইয়া আসিয়া তাহার দরজা পার হইয়া একেবারে ৪০২ নম্বরে গিয়া থামিল।

এইবার রুবাশভ দরজায় ঘুষি মারিতে আরম্ভ করিল। দেখিল গামলা হাতে আর্দালীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া তাহার দরজার দিকে তাকাইল। ওয়ার্ডার ৪০২ নম্বরের তালা লইয়া অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল, যেন সে শুনিতে পায় নাই। ইউনিফর্ম-পরিহিত অফিসার দু'জন রুবাশভের সেলের গুপ্ত ছিদ্রের দিক পিছন ফিরিয়া দাড়াইয়া। এইবার ৪০১ নম্বরের দরজায় কয়েদীকে রুটি দেওয়া হইতেছে। তারপরই দলটি চলিতে আরম্ভ করিল। রুবাশভ তখন আরও জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত সে একপাটি জুতা খুলিয়া তাহা দিয়াই দরজা পিটাইতে আরম্ভ করিল।

অফিসারদের মধ্যে যে বড় সে ঘুরিয়া দাড়াইয়া রুবাশভের দরজার দিকে উদাসভাবে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল। ওয়ার্ডার তখন ৪০২ নম্বরের দরজা বন্ধ করিতেছে। আর্দালী দুইজন চায়ের গামলা লইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে। তখন ঐ অফিসারটি ওয়ার্ডারকে কিছু বলিল। ওয়ার্ডার কাধ ঝাঁকাইয়া, চাবি ঝমঝম্ করিতে করিতে রুবাশভের সেলের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। গামলাবাহী আর্দালীরা আসিল পিছন পিছন, রুটি হাতে আর্দালীটি গুপ্ত ছিদ্রের মধ্য দিয়া ৪০২ নম্বরকে কি যেন বলিল।

রুবাশভ দরজা হইতে এক পা পিছনে সরিয়া দরজা খোলার অপেক্ষা করিতেছে। হঠাৎ তাহার উগ্র বাসনা একেবারে নিভিয়া গেল, চা দিক বা না দিক তাহার এখন আর কিছুই আসিয়া যায় না। দলটি যখন ফিরিতেছিল তখন আর চা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছিল না, ঐ অবশিষ্ট হাল্‌কা পীতাভ জলীয় পদার্থের উপরে লেবুর টুকরাগুলিও কেমন নরম হইয়া কোকড়াইয়া গিয়াছে!

দরজায় চাবি লাগানোর শব্দ হইবার পরই একটি চোখ গুপ্ত ছিদ্র দিয়া ভিতরে দেখিয়াই সরিয়া গেল। দরজা খুলিল। রুবাশভ তখন বিছানায় বসিয়া জুতা পরিতেছে। ইউনিফর্ম-পরিহিত বয়স্ক লোকটিকে ভিতরে ঢুকিতে দিবার জন্য ওয়াডার দরজা মেলিয়া ধরিল। লোকটির মাথা গোল ও কামানো, চোখ দুটি আবেশহীন। তাহার শক্ত ইউনিফর্ম ও জুতা মচমচ শব্দ করিতেছে, রুবাশভের মনে হইল, সে যেন ঐ অফিসারের রিভলভার আঁটিবার বেল্টের চামড়ার গন্ধ পাইতেছে। অফিসারের দীর্ঘ শরীরের তুলনায় সেলটিকে যেন আরও ছোট দেখাইতেছে। সে বালতির কাছে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া রুবাশভকে প্রশ্ন করিল, "কি, তুমি নিজের সেল পরিষ্কার করনি যে? জেলের নিয়মকানুন নিশ্চয়ই সব জান।"

পাশনের ভিতর দিয়া অফিসারকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে রুবাশভ জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে প্রাতরাশ দেওয়া হয়নি কেন?"

"আমার সঙ্গে যদি তর্ক করতে চাও, তা হলে তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে।"

রুবাশভ জুতার ফিতা বাধিতে বাঁধিতে উত্তর দিল, "তোমার সঙ্গে তর্ক করবার এমনকি কথা বলার পর্যন্ত বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই।"

"বেশ তা হলে আর দরজা ধাক্কা দিও না। নইলে নিয়মানুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে তোমাকে।" এই বলিয়া অফিসারটি আবার চারিদিক দেখিয়া ওয়ার্ডারকে বলিল, "এই কয়েদীকে মেঝে পরিষ্কার করবার জন্য কোন ঝাড়ন দেওয়া হয়নি।"

ওয়ার্ডার রুটির আর্দালীকে কি বলিতেই সে বারান্দা দিয়া ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল। অন্য আর্দালী দু'জন খোলা দরজায় দাড়াইয়া উৎসুকভাবে সেলের ভিতর তাকাইতেছিল। দ্বিতীয় অফিসারটি পা দুটি ফাঁক করিয়া পিছনে হাত দিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল, সেলের দিকে তার পিঠ ফেরানো।

রুবাশভ জুতার ফিতা বাধিতে বাঁধিতে বলিল, "এ কয়েদীর কিন্তু খাবার কোন বাসনও নেই। আমার মনে হচ্ছে আমাকে আর কষ্ট করে অনশন ধর্মঘট করতে হবে না, তোমরা নিজেরাই তা করিয়ে দিচ্ছ। বাঃ, তোমাদের নতুন পন্থাগুলো আচ্ছা তো।"

শূন্য দৃষ্টিতে রুবাশভের দিকে তাকাইয়া অফিসারটি বলিল, "তুমি ভুল বুঝেছ।" অফিসারের কামানো মাথায় একটা চওড়া ক্ষতচিহ্ন; তাহার বোতামের ছিদ্রে বিপ্লবী দলের রিবন লাগানো। রুবাশভ ইহা দেখিয়া বুঝিল যে, লোকটি গৃহযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু সে তো বহুদিন পূর্বের কথা, আর—তাহাতে এখন কিছুই আসে যায় না…

"তুমি ভুল বুঝেছ। তোমার অসুখ করেছে বলেছিলে, তাই তোমাকে খাবার দেওয়া হয়নি।"

বৃদ্ধ ওয়ার্ডার দরজায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "দাঁতে ব্যথা হয়েছে।" তাহার পায়ে তখনও চটিজুতা, ইউনিফর্ম কোঁচকানো, ইস্ত্রির চিহ্ন-মাত্র নাই; জামার সর্বত্র চর্বির ছিটা।

রুবাশভ উত্তর দিল, "বেশ, তোমাদের যা ইচ্ছে।" একটা প্রশ্ন একেবারে ঠোঁটের আগায় আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু অতিকষ্টে সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। অসুস্থ লোককে জোর করিয়া উপবাস করানো—ইহাই কি বর্তমান

সরকারের নূতনতম নীতি? সমস্ত ব্যাপারটাই রুবাশভের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

যে আর্দালী রুটি লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে দেখা গেল একটা ময়লা কাপড়ের টুকরা লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে ওয়ার্ডারের হাতে ন্যাকড়াটি দিতেই সে বালতির কাছে একটা কোণে তাহা ছুঁড়িয়া দিল।

"তোমার আর কোন অনুরোধ আছে?"—এবার আর অফিসারের কণ্ঠস্বরে শ্লেষ নাই।

"এই বাক্স বন্ধ করে তোমরা যাও, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।"—অফিসার দরজার দিকে পা বাড়াইল। ওয়ার্ডার তাহার চাবির গুচ্ছটিকে ঝমঝম করিয়া বাজাইল। রুবাশভ ইহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইল জানালার কাছে। দরজাটা বন্ধ হইয়া যাইতেই তাহার মনে পড়িল যে, সে তো আসল জিনিষটিই ভুলিয়া গিয়াছে। এক দৌড়ে সে দরজার কাছে হাজির হইয়া গুপ্ত ছিদ্রের মধ্য দিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "কাগজ, পেন্সিল।" পাশনে খুলিয়া চোখটি ছিদ্রের মধ্যে লাগাইয়া রুবাশভ দেখিল তাহারা পিছনে ফিরে কি না। রুবাশভ খুব জোরেই চেচাইল, কিন্তু দলটি এমন নির্বিকারভাবে অলিন্দ ধরিয়া চলিতে লাগিল যেন কেহ কিছুই শুনিতে পায় নাই। দলের একেবারে শেষে দেখা গেল সেই অফিসারের পিছন দিকটা। ঐ তাহার কামানো মাথা, ঐ যে চওড়া চামড়ার বেল্ট, তাহাতে রিভলভারের কেস্ ঝুলানো।

৮

রুবাশভ আবার সেলের মধ্যে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল—জানালার দিকে সাড়ে ছয় পা আগাইয়া যাওয়া, আবার সাড়ে ছয় পা ফিরিয়া আসা। এইমাত্র যে দৃশ্যটি অভিনীত হইল তাহা তাহার মনকে বিচলিত করিয়াছে। জামার আস্তিনে পাঁশনে মুছিতে মুছিতে সে খুঁটিনাটি প্রতিটি ঘটনা মনে করিল। ঐ ক্ষতচিহ্নযুক্ত অফিসারটির প্রতি তাহার যে ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল তাহা সে মনে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। হয়তো বা ইহা তাহাকে আসন্ন সংগ্রামের জন্য কঠোর করিয়া তুলিবে।

কিন্তু তাহার পরিবর্তে রুবাশভ সমস্ত ঘটনাটিকে তাহার প্রতিপক্ষের চোখ দিয়া দেখিতে লাগিল। এই যে জোর করিয়া নিজেকে বিপক্ষের স্থানে বসাইয়া কোন কিছু বিচার করা ইহা রুবাশভের বহু দিনের অভ্যাস, এ বড় সাংঘাতিক

অভ্যাস।—রুবাশভ নামক লোকটি ঐখানে বাঙ্কের উপর বসিয়াছিল। সশ্মশ্রু ক্ষীণকায় একটি লোক। বসিবার ভঙ্গী উদ্ধত। আর স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সে ঘামে ভিজা মোজার উপর জুতা পরিতেছিল। একথা সত্য যে, রুবাশভ লোকটির যথেষ্ট গুণ আছে এবং তাহার অতীত খুব গৌরবময়, কিন্তু পার্টি সম্মেলনের প্লাটফর্মে বক্তৃতারত রুবাশভ এক, আর এই সেলের মধ্যে খড়ের গদির উপর উপবিষ্ট রুবাশভ আর এক। সেই আবেগহীন চক্ষুবুক্ত অফিসারটির স্থানে নিজেকে বসাইয়া রুবাশভ ভাবিল—ও এই সেই রুবাশভ যার নামে কত অদ্ভুত জনশ্রুতি আছে। এতো স্কুলের বালকের ন্যায় প্রাতরাশের জন্য চীৎকার করে, এমনকি চীৎকার করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধও তাহার নাই। নিজের কামরাটি পর্যন্ত সে পরিষ্কার করে না। তাহার মোজার মধ্যে ছিদ্র। বুদ্ধিমান কিন্তু অসন্তুষ্ট প্রকৃতির এই রুবাশভ রাষ্ট্রের আইন এবং আদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। সে অর্থের জন্য হউক বা একটা কোন আদর্শের জন্যই হউক তাহাতে কি আসে যায়—ষড়যন্ত্র তো। বিপ্লব আমরা তো দুর্বল লোকের জন্য করি নাই। ইহা সত্য যে, রুবাশভ ঐ বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তখন সে ছিল মানুষ; আর এখন তো সে বৃদ্ধ, নিজের বিবেচনায় ধার্মিক এবং অপ্রয়োজনীয়। এখন তাকে সরাইয়া ফেলিলে ক্ষতি নাই। এমনকি হয়ত তখনও সে যোগ্য ছিল না। ঐ বিপ্লবে কত লোকই ছিল যাহারা বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং অল্পদিন পরেই মিলাইয়া গিয়াছে। তাহার কণামাত্রও আত্মসম্মান যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে এখনই তাহার সেল পরিষ্কার করা উচিত।

রুবাশভ কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিল—সে এবার টালির মেঝে ঘষিয়া পরিষ্কার করিবে কিনা। সেলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, তাহার পর পাশনেটি পরিয়া লইয়া জানালায় হেলান দিয়া দাঁড়াইল।

দিনের ধূসর ও পীতাভ আলো উঠানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বুঝা যাইতেছে আরও খানিকটা তুষারপাত হইবে। এখন প্রায় আটটা বাজে—মাত্র তিন ঘণ্টা হইল সে এই সেলে আসিয়াছে। উঠানের চারিদিক-ঘেরা দেয়াল দেখিতে সৈন্যদের ব্যারাকের প্রাচীরের ন্যায়। প্রতিটি জানালার সামনে লোহার গরাদে দেওয়া, তাহার পিছনে সেলগুলি এত অন্ধকার যে, ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। তাহারই মত আর কেহ ঠিক নিজের জানালার নিকট দাঁড়াইয়া নীচে উঠানে তুষারপাত দেখিতেছে কি না, তাহাও বুঝা অসম্ভব। ভারি সুন্দর

তুষারকণা, অল্প একটু জমাটবাঁধা, কেহ উহার উপর দিয়া হাঁটিলে বেশ চট্‌চট্‌ শব্দ হইবে। প্রাচীর হইতে দশ পা দূরে সমস্তটা উঠান ঘিরিয়া একটি রাস্তা। তাহার দু'পাশে বরফ স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছে। ঠিক একটি ছোটখাট পাহাড়ের মত দেখাইতেছে। বিপরীত দিকে প্রাচীরের উপর শান্ত্রী টহল দিতেছে। একবার ঘুরিবার সময় সে বরফের মধ্যে খানিকটা থুথু ফেলিল এবং তারপরই পাচীরের ধারে আসিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল থুথুটা কোথায় পড়িয়া জমিয়া গেল।

রুবাশভ ভাবিল যে, তাহাকে আবার সেই পুরনো রোগে ধরিয়াছে। অন্যের মন দিয়া নিজেকে বিচার করা বিপ্লবীর পক্ষে উচিত নয়।

কিংবা হয়ত করা উচিত? হয়ত বা অবশ্যকর্তব্য? নিজেকে অন্য সকলের সঙ্গে অভিন্ন জ্ঞান করিলে কি কখনও জগতে বিপ্লব আনা যায়?

কিন্তু অন্য কি ভাবেই বা জগতের আমল পরিবর্তন করা সম্ভব?

যে অপরকে বুঝে এবং ক্ষমা করিতে পারে, সে কাজ করিবার উদ্দীপনা পাইবে কোথা হইতে?

কেন, কোথায়ই বা অনুপ্রেরণা না পাইবে?

আমাকে তাহারা হত্যা করিবে। আমার অভিপ্রায়ে তাহাদের কোন স্বার্থসিদ্ধি হইবে না।

রুবাশভ জানালার কাঁচে কপাল ঠেকাইয়া বাহিরের দিকে তাকাইল। উঠানটি নিস্তব্ধ এবং বরফে সাদা হইয়া গিয়াছে।

এইভাবে খানিকক্ষণ সে একেবারে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়াইয়া কপালে কাঁচের স্নিগ্ধ শৈত্য উপভোগ করিতেছিল, আস্তে আস্তে সে সচেতন হইয়া উঠিল—তাহার সেলের ভিতর অনবরত একটি মৃদু টক্ টক্ শব্দ হইতেছে।

রুবাশভ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া টক্ টক্ শব্দ শুনিতে লাগিল। এত মৃদু যে, প্রথমে সে বুঝিতেই পারিল না, কোন্ দিকের দেয়াল হইতে শব্দটা আসিতেছে। শুনিতে না শুনিতেই শব্দ থামিয়া গেল। এইবার রুবাশভ নিজেই আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগিল—প্রথমে বালতির উপর দিকে দেয়ালে ৪০৬ নম্বর সেলকে লক্ষ্য করিয়া, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। তাহার পর বিছানার পাশে তাহার ও ৪০২ নম্বরের মাঝে যে দেয়াল সেদিকে টোকা দিল। এইবার উত্তর আসিল। রুবাশভ আরাম করিয়া বাঙ্কের উপর বসিল, যাহাতে গুপ্ত ছিদ্রের দিকে চোখ রাখা যায়। বুকের মধ্যে ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। প্রথম আলাপের সময় সর্বদাই এইরূপ অনুভূতি হয়।

এইবার ৪০২ নম্বর নিয়মিতভাবে টোকা দিতেছে— তিন বার অল্প থামিয়া, তারপর বিরতি ; আবার তিন বার, আবার বিরতি ; তারপর আবার তিনটি টোকা।

রুবাশভও ঠিক ঐরূপ টোকা দিয়া জানাইল যে, সে শুনিতেছে। অন্য কয়েদীটি গুপ্ত ভাষার বর্ণমালা জানে কি না তাহা জানিবার জন্য রুবাশভ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কারণ তাহা না হইলে আনাড়ীকে উহা শিখাইতে বেশ সময় লাগিবে। দেয়ালটি পুরু, তাই তেমন প্রতিধ্বনি হয় না। ভালভাবে শুনিবার জন্য তাহাকে দেয়ালের খুব কাছে কান রাখিতে হইয়াছে, এদিকে আবার একই সঙ্গে গুপ্ত ছিদ্রের দিকেও নজর রাখিতে হইতেছে।

যাক্, ৪০২ নম্বর এই কাজে বেশ অভ্যস্ত ; ধীরে ধীরে অথচ খুব স্পষ্টভাবে সে টোকা দিতেছে : বোধ হয় পেন্সিল বা ঐ জাতীয় কোন শক্ত জিনিষ দিয়া টোকা দেওয়া হইতেছে। রুবাশভের অনেক দিন অভ্যাস নাই। কাজেই সে টোকার সংখ্যাগুলি মুখস্থ করিতে করিতে বর্ণের বর্গটির একটা চিত্র চোখের সামনে আঁকিতে চেষ্টা করিল। বর্গটি পঁচিশ শ্রেণীতে বিভক্ত—অর্থাৎ, পাঁচটি সমান্তরাল সারি এবং প্রত্যেক সারিতে পাঁচটি করিয়া অক্ষর। ৪০২ নম্বর প্রথমে পাঁচ বার টোকা দিয়াছিল—কাজেই পঞ্চম সারি : V হইতে Z ; তাহার পর দুই বার। সুতরাং ঐ সারির দ্বিতীয় অক্ষর W, একটু থামিয়া দুইটি টোকা—দ্বিতীয় সারি F হইতে J, তাহার পর তিনটি টোকা—সারির তৃতীয় অক্ষর H, তাহার পর তিন বার এবং শেষে পাঁচটি টোকা : কাজেই তৃতীয় সারির পঞ্চম অক্ষর O, এইবার সে থামিল।

'WHO ?' অর্থাৎ, কে ?

রুবাশভ ভাবিল, ৪০২ নম্বর খুব কাজের লোক ; প্রথমেই সে জানিতে চাহিতেছে কাহার সঙ্গে কারবার করিতে হইবে। বৈপ্লবী শিষ্টাচার অনুসারে তাহার রাজনৈতিক বাঁধা গৎ দিয়া আরম্ভ করা উচিত ছিল ; তাহার পর কোন খবর দেওয়া, পরে খাবারদাবার, তামাক সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা, আর যদি নিজের পরিচয় দিতেই হয়, সে অনেক পরে। তাহাদের পার্টি যেখানে উৎপীড়িত, উৎপীড়ক নহে, সেই সব দেশেই এতদিন রুবাশভের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই ষড়যন্ত্রের সুবিধার জন্য সভ্যগণ পরস্পর প্রথমে নাম দিয়াই পরিচিত ছিল এবং এই নামও বারবার এত বদলানো হইত যে, নামের আর কোন মূল্যই থাকিত না। এখানে অবশ্য ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরকম। রুবাশভ তাহার নাম বলিবে কিনা চিন্তা করিতে লাগিল। ৪০২ নম্বর অধৈর্য্য হইয়া আবার টোকা দিল, WHO—কে ?

যাক্, নাম বলিতে আর আপত্তি কি? রুবাশভ টোকার সাহায্যে তাহার পুরা নাম জানাইল—নিকলাস সালমানোভিচ রুবাশভ। কি ফল হয় জানিবার জন্য রুবাশভ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ নাই। রুবাশভ একটু হাসিল। সে বেশ বুঝিতে পারিতেছে এই নাম শুনিয়া তাহার প্রতিবেশী কিরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। সে পুরা এক মিনিট অপেক্ষা করিল, তাহার পর আর এক মিনিট, শেষ পর্যন্ত অধীরভাবে কাঁধ ঝাঁকাইয়া বাঙ্ক হইতে উঠিয়া পড়িল। রুবাশভ পুনরায় পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু প্রতি বার মোড় ফিরিবার সময় দেয়ালের কাছে একবার কান পাতিল। কোন সাড়াশব্দই নাই। জামার হাতে পাঁশনে জোড়া ঘষিয়া সে ক্লান্তপদে ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে গিয়া গুপ্ত ছিদ্র-পথে অলিন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

অলিন্দ একেবারে জনশূন্য; বৈদ্যুতিক বাতিগুলি ম্লান আলো বিকীরণ করিতেছে; সামান্য কোন শব্দও শুনা যায় না। তাহা হইলে ৪০২ নম্বর চুপ করিয়া গেল কেন?

হয়ত বা ভয় পাইয়াছে; রুবাশভের সঙ্গে আলাপ করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিতে ভীত হইতেছে। ৪০২ নম্বর বোধ হয় রাজনীতিতে একেবারে অজ্ঞ কোন ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার; রাজনীতিতে যুক্ত একজন সাংঘাতিক প্রতিবেশীর কথা ভাবিয়াই বোধ হয় সে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। নিশ্চয় রাজনীতিক্ষেত্রে ইহার কোন অভিজ্ঞতা নাই; তাহা না হইলে কখনও প্রথমেই নাম জিজ্ঞাসা করে? খুব সম্ভবতঃ কোন মারাত্মক ব্যাপারে লিপ্ত ছিল। বুঝা যাইতেছে, জেলে বেশ কিছুদিন আছে, টোকার সাহায্যে কথাবার্তা চালাইতে নিখুঁতভাবে শিখিয়া লইয়াছে এবং নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করিবারও চেষ্টা করিতেছে। এখনও হয়ত সরলভাবেই বিশ্বাস করে যে, নিজের মনের কাছে অপরাধী বা নির্দোষ হওয়ার উপরই অনেক কিছু নির্ভর করে; বেচারী ঘুণাক্ষরেও জানে না যে আসলে উপর-ওয়ালাদের স্বার্থই আজ বিপদ্‌গ্রস্ত। হয়ত এখন সে বিছানায় বসিয়া শাসন-কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া চিঠি লিখিতেছে, এইখানি লইয়া বোধ হয় সে একশ'খানা চিঠি লিখিয়াছে, কিন্তু এ চিঠি কোনদিনই পড়া হইবে না। কিংবা হয়ত স্ত্রীর কাছে তাহার শততম পত্র লিখিতেছে, এ চিঠি কখনও স্ত্রীর হাতে পৌঁছিবে না। বেচারী বোধ হয় হতাশ হইয়া দাড়ি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে—একটি কালো "পুস্‌কিন" দাড়ি, কি জানি হয়ত বা

হাতমুখ ধোয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, অথবা নখ কামড়ানোর বা প্রেমঘটিত ব্যাপার লইয়া কল্পনার জাল বুনিবার বদভ্যাস করিয়াছে। কারাজীবনে নিজের নির্দোষিতা সম্বন্ধে সচেতন থাকার মত শোচনীয় ব্যাপার আর নাই। ইহাতে অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়ানো অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং আত্মবিশ্বাসও শিথিল হইয়া যায়…

হঠাৎ আবার টক্ টক্ শব্দ আরম্ভ হইল।

রুবাশভ তাড়াতাড়ি গিয়া বাঙ্কে বসিল ; কিন্তু এর মধ্যেই প্রথম দুটি বর্ণ সে ধরিতে পারে নাই। ৪০২ নম্বর অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এবং খানিকটা অস্পষ্টভাবে টোকা দিতেছে। খুব উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে নিশ্চয় ঃ

— — RVES YOU RIGHT

'Serves you right' ; ঠিকই হয়েছে।

রুবাশভ ইহা আশা করে নাই। ৪০২ নম্বর তাহা হইলে একজন ধর্মভীরু লোক। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থায় বিপক্ষ দলকে ঘৃণা করে এবং করা উচিতও ; তা ছাড়া ইহার বিশ্বাস যে, ইতিহাস একটি অকাট্য পরিকল্পনা অনুসারে এবং একজন অভ্রান্ত পয়েণ্টস্‌ম্যানের নির্দেশে মসৃণ রেলপথের মত সোজাপথে চলে। তাহার ধারণা—নিতান্তই ভুলবশতঃ তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং গত বৎসরে যত বিপত্তি ঘটিয়াছে—চীনদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া স্পেনের দুর্ঘটনা, দুর্ভিক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবীণ নেতাদের হত্যা সকলই হয় কতকগুলি অনুশোচনীয় দৈব-দুর্ঘটনা আর না হয় রুবাশভ এবং ঐরূপ আরও কয়েকজন বিপক্ষদলের লোকের ঘৃণ্য কৌশলের ফল। ৪০২ নম্বরের খস্‌কিন দাড়ি মিলাইয়া গিয়া তাহার স্থানে দেখা দিল একটি পরিষ্কার কামানো ধর্মান্ধ লোকের মুখ ; বিপুল আয়াসে সে তাহার সেল পরিষ্কার রাখে এবং সমস্ত নিয়মকানুন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানিয়া লয়। ইহার সঙ্গে তর্ক করিয়া লাভ নাই ; এই ধরণের লোকেদের কখনও কিছু বুঝানো যায় না। কিন্তু জগতের সঙ্গে এই একমাত্র এবং সম্ভবতঃ শেষ যোগাযোগটিকে ছিন্ন করিয়া ফেলারও কোন অর্থ হয় না।

খুব সন্তর্পণে অথচ স্পষ্টভাবে টোকা মারিয়া রুবাশভ প্রশ্ন করিল, "তুমি কে ?"

নিতান্ত খাপছাড়া টোকার দ্বারা প্রতিবেশী উত্তর দিল, "তোমার কি দরকার তা জেনে ?"

রুবাশভ জানাইল, "বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছে।" তারপর ঐখানেই

আলাপের সমাপ্তি ঘটিল ভাবিয়া রুবাশভ উঠিয়া পড়িল এবং আবার পায়চারি করিতে সুরু করিল। কিন্তু কি ব্যাপার, আবার যে টক্ টক্ আরম্ভ হইল। আর, কি জোরে শব্দ হইতেছে। কথায় জোর দিবার জন্য ৪০২ নম্বর নিশ্চয় তাহার জুতা খুলিয়া তাহার সাহায্যেই টোকা দিতেছে।

"সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন।"

ও হরি! এখনও তাহা হইলে এমন খাটি ও বিশ্বস্ত লোক আছে যাহারা বিপ্লবের বিপক্ষে। আমাদের ধারণা ছিল, 'এক নম্বর' তাহার পরাজয় ঢাকিবার জন্যই বক্তৃতাদির সময় বলে যে, এখনও সম্রাটের পক্ষের লোক বাঁচিয়া আছে, তাই এই পরাজয়। কিন্তু সত্যই তো 'এক নম্বরে'র ওজর দেখাইবার মত রক্তমাংসে গড়া একটা লোক এখানে বসিয়া আছে এবং গর্জন করিয়া বলিতেছে, "সম্রাটের জয়…"

রুবাশভ হাসিতে হাসিতে টক্ টক্ শব্দ করিয়া জানাইল "আমেন!" তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল—এবার বোধ হয় আরও জোরে, "পাজী শূয়োর।"

রুবাশভের ভারি মজা লাগিতেছে। সে টোকার আওয়াজ বদলাইবার জন্য পাশনে খুলিয়া তাহার ধাতুনির্মিত ধারটি দ্বারা টোকা দিয়া একঘেয়ে অথচ পরিষ্কার শব্দে জানাইল, "ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

এইবার ৪০২ নম্বর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে সশব্দে জানাইল—'HOUN' —অর্থাৎ, Hound—কুকুর; কিন্তু কথাটিকে শেষ না করিয়া HOUN পর্যন্ত জানাইয়াই হঠাৎ নিতান্ত শান্তভাবে প্রশ্ন করিল, "তোমাকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে?"

কি অদ্ভুত সরলতা…রুবাশভের মানসচক্ষে ৪০২ নম্বরের মুখ আবার বদলাইয়া গেল। এইবার তাহার কল্পনায় ভাসিয়া উঠিল একজন সুন্দর অথচ নির্বোধ অল্পবয়স্ক গার্ডস অফিসারের মুখ।

রুবাশভ পাঁশনের সাহায্যে জানাইল "রাজনৈতিক মতভেদের জন্য।"

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। ৪০২ নম্বর নিশ্চয় ব্যঙ্গসূচক কিছু একটা উত্তর খুঁজিতেছে। অবশেষে উত্তর আসিল, "সাবাস্! নেকড়ে বাঘগুলি পরস্পরকে খেয়ে ফেলে।"

রুবাশভ কোন উত্তর করিল না। যথেষ্ট কৌতুক করা হইয়াছে। কাজেই আবার সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ৪০২ নম্বরের অফিসারকে এখন কথা বলবার নেশায় ধরিয়াছে।

সে টক্ টক্ শব্দ করিল—রুবাশভ…

কি ব্যাপার! এ যে অন্তরঙ্গ হইবার চেষ্টা।

রুবাশভ উত্তর দিল, "হ্যাঁ, বল?"

৪০২ নম্বর যেন খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরই একটি দীর্ঘ প্রশ্ন, "তুমি শেষ কবে স্ত্রীলোকের সঙ্গে শুয়েছ?"

৪০২ নম্বর নিশ্চয় চশমা পরে, হয়ত বা তাহা দিয়াই টোকা মারিতেছে এবং চশমা খুলিয়া লওয়ায় চোখ মিট্‌মিট্‌ করিতেছে। রুবাশভের রাগ হইল না। মানুষটা অন্ততঃ খুব সরল, কোন ঢাকঢাক-গুড়্‌গুড়্‌ নাই, আর রাজার পক্ষ লইয়া নানারূপ ঘোষণা করা অপেক্ষা ইহা অনেক ভাল। রুবাশভ খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া জানাইল, "তিন সপ্তাহ আগে।" তৎক্ষণাৎ আবার অনুরোধ আসিল, "আমাকে সে বিষয়ে সব বিস্তারিতভাবে বল।"

নাঃ, এ যেন একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। প্রথমে তাহার ইচ্ছা হইল আলাপ বন্ধ করিয়া দেয়; কিন্তু তাহার পরেই মনে হইল যে, লোকটা ভবিষ্যতে কাজে লাগিতে পারে—৪০০ নম্বর এবং তারও পরের সেলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করিতে সুবিধা হইবে। বা দিকের সেলে তো কোন কয়েদী নাই। কাজেই এদিকে সব সংযোগ বন্ধ। রুবাশভ একটা উত্তরের জন্য মাথা ঘামাইতে লাগিল। যুদ্ধের আগের একটা পুরনো গান মনে পড়িয়া গেল। কোন শুঁড়িখানায় সে ছাত্রাবস্থায় এই গানটি শুনিয়াছিল। সেখানে কালো মোজা পরিয়া কয়েকজন যুবতী ফরাসীদেশের ক্যান্‌ক্যান্‌ নাচ করিয়াছিল। নিস্পৃহভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রুবাশভ পাঁশনে দিয়া শব্দ করিয়া উত্তর দিল, "তার স্তন দুটি কি সুন্দর ধবধবে সাদা, আর কি শ্যাম্পেন-গ্লাসের ছাঁচের···।"

আশা করি ঠিক হইতেছে। যাক্‌ ঠিক আছে, কারণ ৪০২ নম্বর বলিল—"আঃ থেমো না, সব খুলে বল।"

নিশ্চয় সে এতক্ষণে চঞ্চলভাবে গোঁফে তা দিতেছে। ঐ অফিসারটির নিশ্চয় উপরদিকে পাকানো ছোট্ট এক জোড়া গোঁফ আছে। কি বিপদেই পড়া গেল। কিন্তু কি করা যায়, পৃথিবীর সঙ্গে এই একমাত্র সংযোগ; ইহার সঙ্গে মানাইয়া চলিতেই হইবে। মেসে অফিসারেরা কি ধরণের আলোচনা করে? নারী এবং ঘোড়া। রুবাশভের বিবেকে বাধিতেছে। কিন্তু তবু সে আস্তিনে চশমা ঘষিয়া লইয়া জোর করিয়াই বলিল, "বন্য অশ্বিনীর মত তার ঊরু।"

রুবাশভ থামিয়া পড়িল, তাহার পুঁজি ফুরাইয়া গিয়াছে। শত চেষ্টা করিলেও সে আর কিছু বলিতে পারিবে না। কিন্তু ৪০২ নম্বর তাহার বিবরণে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছে।

"সাবাস্ !"—উৎসাহভরে সে টোকা দিল। সে নিশ্চয় হো হো করিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে ; কিন্তু কিছু শোনা যায় না ; উরুতে চাঁটি মারিয়া নিশ্চয় গোঁফে তা দিতেছে ; কিন্তু কিছুই দেখা যায় না।

"থামলে কেন ? আরও বল।"

না, রুবাশভ আর পারিবে না। সে টোকা দিয়া বলিল, "ব্যস্, আর কিছু বলবার নেই।" কিন্তু পরমুহূর্তেই এই কথাগুলি বলার জন্য রুবাশভের অনুশোচনা হইতে লাগিল। ৪০২ নম্বরকে চটানো উচিত হইবে না। যাক্, ভাগ্য ভাল। ৪০২ নম্বর বোধ হয় কিছুতেই রাগ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সে অবিচলিতভাবে চশমা দিয়া টোকা মারিয়া চলিল, "বল, বল, আরও বল…"

কি ব্যাকুল প্রার্থনা। রুবাশভের এখন বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, টোকাগুলি এখন আর গুণিতে হইতেছে না। অতি দ্রুত সে শব্দবিন্যাসসম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষজ্ঞানে টোকাগুলিকে পরিবর্তন করিয়া লইতেছে। তাহার মনে হইল, ৪০২ নম্বর কি সুরে আরও প্রেমসম্পর্কীয় ঘটনা জানিতে চাহিতেছে তাহাও সে সত্য সত্য দেখিতে পাইতেছে। আবার সেই আকুল আবেদন, "বল, আরও বল…"

৪০২ নম্বর নিশ্চয়ই এখনও খুব ছেলেমানুষ—হয়ত বা নির্বাসন অবস্থার মধ্যে বড় হইয়াছে। কোন প্রাচীন সৈনিক পরিবারে জন্ম, জাল ছাড়পত্রের সাহায্যে হয়ত তাহাকে স্বদেশে পাঠানো হইয়াছিল—এবং এখন সে নিজেকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিতেছে। একেবারে নিশ্চিত যে, হতাশ হইয়া সে তাহার ছোট্ট গোঁফটিকে টানিতেছে, আবার চোখে চশমা লাগাইয়া হতাশচিত্তে চূণকাম-করা দেয়ালের দিকে তাকাইয়া আছে।

"আরও বল, আরও বল।"

…নিরাশ হইয়া হয়ত চূণকাম-করা মূক দেয়ালের দিকে তাকাইয়া আছে, সেদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে স্যাঁৎসেঁতে দেয়ালের গায়ে যে দাগগুলি পড়িয়াছে সেগুলি এখন তাহার চোখে কোন নারীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সেই নারীর শ্যাম্পেন-কাপের ন্যায় স্তনযুগল এবং বন্য অশ্বিনীর ন্যায় উরু।

আবার সেই ব্যাকুল মিনতি, "বল, আমাকে আরও কিছু বল ও সম্বন্ধে।"

এইবার বোধ হয় সে বাঙ্কের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে, তাহার হাত দুইটি অঞ্জলিবদ্ধ, ঠিক যেমনভাবে ৪০৭ নম্বর তাহার রুটির অংশটুকু লইবার জন্য অঞ্জলি পাতিয়াছিল।

এবং এতক্ষণে রুবাশভ বুঝিতে পারিল ঐ কয়েদীটির হাত পাতিবার ভঙ্গী দেখিয়া তাহার বারবার কোন একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়িতেছিল। সেই প্রসারিত দুইটি কৃশ বাহুর মধ্যে যে আকুল প্রার্থনার ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই এতক্ষণ তাহাকে পীড়া দিতেছিল, "পীয়েতা" (Pieta)……।

৯

"পীয়েতা"…এক সোমবারের বিকালে রুবাশভ দক্ষিণ জার্মাণীর কোন শহরের চিত্রশালায় গিয়াছিল। কেবল রুবাশভ এবং যে যুবকটির সহিত সে দেখা করিতে আসিয়াছে এই দু'জন ব্যতীত সেখানে আর একটি প্রাণীও ছিল না। শূন্য ঘরের মাঝখানে লোমশ কাপড়ে ঢাকা একটি গোল সোফায় বসিয়া তাহাদের কথাবার্তা হইয়াছিল। চারিদিকের দেয়ালে ফ্লাণ্ডার্স দেশীয় প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের অঙ্কিত স্থূলাঙ্গী নারীচিত্র। ইহা ১৯৩৩ সনের কথা; ত্রাসের প্রথম কয়েক মাস, রুবাশভের গ্রেপ্তারের অল্পদিন পূর্বে। আন্দোলন সফল হয় নাই, আইনের আশ্রয় হইতে সভ্যদের বাহির করিয়া দিয়া, খুঁজিয়া-পাতিয়া আনিয়া হত্যা করা হইল। পার্টি আর তখন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, উহা যেন একটি সহস্রমুণ্ড এবং সহস্র বাহুযুক্ত রক্তাক্ত মাংসের পিণ্ড। মানুষের মৃত্যুর পরও যেমন তাহার চুল এবং নখ বাড়িয়া চলে তেমনি মৃত পার্টির দেহেরও কোন কোন মাংসপেশীতে অথবা অন্য কোন অংশে অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে ঐ আন্দোলন জাগিয়া উঠিত। ঐ দুর্দৈব হইতে অল্প কিছু লোক বাঁচিয়াছিল। দেশময় তাহারা গুপ্তভাবে ছোট ছোট দল গড়িয়া ষড়যন্ত্র করিত। তাহারা কখনও মাটির নীচে ক্ষুদ্র কক্ষে, কখনও জঙ্গলের মধ্যে, রেলস্টেশনে, যাদুঘরে অথবা খেলার ক্লাবে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিত। অনবরত তাহাদের শয়নের স্থান, নাম এবং অভ্যাসাদি বদলাইত। তাহারা শুধু নামের প্রথম শব্দটি দিয়াই পরস্পরের নিকট পরিচিত ছিল; কেহ কখনও কাহাকেও তাহার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিত না। প্রত্যেকেই অপরের হাতে নিজের প্রাণ সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকিত। একজন আর একজনকে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করিত না। তাহারা পুস্তিকা ছাপাইয়া নিজেদের এবং অপরকেও আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিত যে, তাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে। আজও যে তাহারা মরে নাই ইহা প্রমাণ করিবার জন্য রাত্রে শহরতলীর সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া বাহিরে আসিয়া দেয়ালে তাহাদের পুরাতন শ্লোগান লিখিয়া রাখিত। নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য

ভোররাত্রে ফ্যাক্টরীর চিমনির উপর নিজেদের পতাকা উত্তোলন করিত। কিন্তু ঐ সব পুস্তিকা খুব অল্প লোকই দেখিতে পাইত এবং যাহাদের হাতে পড়িত তাহারাও মৃতাত্মার বাণী পাঠ করিয়া এত ভীত হইত যে, তাড়াতাড়ি উহা ফেলিয়া দিত; সকালে মুরগী ডাকার আগেই দেয়ালের শ্লোগান মুছিয়া যাইত এবং পতাকাগুলিও চিমনি হইতে নামাইয়া ফেলা হইত; কিন্তু তাহারা আবার প্রতিদিনই দেখা দিত। কারণ সমস্ত দেশ জুড়িয়াই এরূপ ছোট ছোট দল ছিল। তাহারা নিজেদের নাম দিয়াছিল 'ছুটির দিনের মৃতাত্মা'। তাহাদের জীবন যে এখনও আছে ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য তাহারা অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল।

উহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সংবাদের আদান-প্রদান হইত না; কারণ পার্টির যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তখন প্রত্যেকটি দলই আলাদা হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু আবার তাহারা ধীরে ধীরে জনগণের মনোভাব জানিবার জন্য প্রস্তাব পাঠাইতে আরম্ভ করিল। বিদেশ হইতে জাল ছাড়পত্রের সাহায্যে সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী পর্যটকেরা আসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিত ডবল খোপ-দেওয়া ট্রাঙ্ক। তাঁহারা ছিলেন আন্দোলনের দূত। সাধারণতঃ তাঁহারা ধরা পড়িতেন এবং বহু নির্যাতনের পর তাঁহাদের শিরশ্ছেদ করা হইত। তাঁহাদের স্থানে অবশ্য আবার নূতন লোক আসিতেন। পার্টির জীবন আর ফিরিয়া আসিল না, তাহার চলিবার বা শ্বাসপ্রশ্বাস লইবার শক্তিও রহিল না, কিন্তু তাহার চুল ও নখ বাড়িয়াই চলিল; বাহির হইতে নেতারা পার্টির আড়ষ্ট শরীরে তড়িৎশক্তির প্রবাহ ছুটাইতেন, কিন্তু ইহার অঙ্গ কেবল ক্ষণিকের জন্যই সহসা নড়িয়া চড়িয়া উঠিত।

"পীয়েতা"· রুবাশভ ৪০২ নম্বরের কথা ভুলিয়া সেই সাড়ে ছয় পা জায়গায় পায়চারি আরম্ভ করিল। সে যেন আবার চিত্রশালার সেই লোমশ কাপড়ে ঢাকা গোল সোফাটিতে ফিরিয়া গিয়াছে। স্থানটিতে ধুলার এবং মেঝেতে লাগানো রঙের গন্ধ। চিত্রশালায় দেখা করার কথা পূর্বেই স্থির করা হইয়াছিল। রুবাশভ স্টেশন হইতে সোজা সেখানেই যায় এবং পৌঁছিয়া দেখে নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু আগেই আসিয়া পড়িয়াছে। রুবাশভ নিশ্চিত ছিল যে, কেহ তাহাকে দেখে নাই। তাহার সুটকেস পড়িয়া আছে জামাকাপড় ছাড়িবার ঘরে। সুটকেসে আছে একটি ওলন্দাজ কারখানার তৈরি দাঁতের ডাক্তারের নূতনতম সাজসরঞ্জামের নমুনা। রুবাশভ পাঁশনের ভিতর দিয়া দেয়ালের নারীমূর্তিগুলি দেখিতে দেখিতে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

যে যুবকের সঙ্গে রুবাশভের দেখা করার কথা, সে এই শহরের পার্টির নেতা, নাম রিচার্ড। তাহার আসিতে কয়েক মিনিট দেরী হইয়া গেল। রিচার্ড ও রুবাশভ পরস্পরকে পূর্বে কখনও দেখে নাই। দুইটি শূন্য গ্যালারী পার হইয়া আসিয়া সে দেখিল রুবাশভ গোল সোফাটিতে বসিয়া আছে। রুবাশভের হাঁটুর উপর গ্যেটের 'ফাউষ্ট' বইখানা রাখা ছিল। বইখানি রীক্ল্যামের ইউনিভার্সাল সংস্করণ। যুবক বইখানি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল। তাহার পর একটু সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে চাহিয়া রুবাশভের পাশে বসিয়া পড়িল। যুবকটি একটু লাজুক প্রকৃতির। সে হাঁটুর উপর টুপিটি রাখিয়া, রুবাশভের কাছ হইতে প্রায় দুই ফুট দূরে একেবারে সোফার ধারটিতে বসিল। তাহার ব্যবসা তালা তৈয়ার করা। রিচার্ড রবিবারের কালো স্যুট পরিয়া আসিয়াছে, কারণ সে জানিত যে, কাজের পোশাকে যাদুঘরে আসিলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনা আছে।

"আমার একটু দেরী হয়ে গেল, ক্ষমা করবেন।"

রুবাশভ উত্তর দিল, "আচ্ছা বেশ। এসো আগে তোমাদের দলের সভ্যদের বিষয় আলোচনা করা যাক্। তোমার কাছে সভ্যদের নামের তালিকা আছে?"

রিচার্ড মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি নিজের কাছে কোন তালিকা রাখি না। সভ্যদের নাম, ঠিকানা সব আমার মাথায়ই রয়েছে।"

"তা বেশ। কিন্তু তোমাকে যদি গ্রেপ্তার করে, তখন কি হবে?"

"ও, সে আমি অ্যানিকে একটা তালিকা দিয়ে রেখেছি। অ্যানি আমার স্ত্রী।"

এই বলিয়া রিচার্ড চুপ করিয়া ঢোক গিলিল এবং সেই সঙ্গে তাহার কণ্ঠাটি ওঠানামা করিল। তাহার পর এই প্রথম সে পূর্ণদৃষ্টিতে রুবাশভের মুখের দিকে তাকাইল। রুবাশভ দেখিল রিচার্ডের চোখ দুইটি জ্বলজ্বল করিতেছে, চোখের তারাগুলি একটু বাহির হইয়া আছে, আর সেগুলি যেন রক্তবর্ণ শিরার পর্দায় ঢাকা। স্যুটের কালো কলারের উপরে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা তাহার গাল এবং চিবুক। রুবাশভের দিকে তাকাইয়া সে বলিল, "কাল রাত্রে অ্যানি গ্রেপ্তার হয়েছে।" রুবাশভ দেখিল রিচার্ডের চোখে একটা শিশুসুলভ অর্থহীন আশা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে যেন ভাবিল—কেন্দ্রীয় সমিতির এই দূত নিশ্চয় অসাধ্য সাধন করিতে পারে এবং কোন অলৌকিক উপায়ে তাহাকে সাহায্য করিতেও সক্ষম।

রুবাশভ আস্তিনে পাঁশনে ঘষিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাই নাকি? তা হলে তো সমস্ত তালিকা পুলিসের হাতে পড়েছে।"

"না, অ্যানিকে যখন গ্রেপ্তার করতে আসে তখন সেই ফ্লাটে আমার শালীও ছিল। অ্যানি কোনরকমে সেটা তার হাতে দিয়ে দেয়। আপনি ভাববেন না; আমার শালীর হাতে ওটা বেশ নিরাপদেই থাকবে। তার বিয়ে হয়েছে একজন পুলিস কনষ্টেবলের সঙ্গে, কিন্তু সে আমাদের দলে।"

"তোমার স্ত্রীকে যখন গ্রেপ্তার করে, তখন তুমি কোথায় ছিলে?"

"আপনাকে সবটা খুলেই বলি। আমি আমার ফ্লাটে গত তিন মাস যাবৎ শুই না। আমার এক বন্ধু সিনেমার অপারেটরের কাজ করে। আমি তার কাছে যখন ইচ্ছা যাই এবং সিনেমার 'শো' শেষ হলে তার ঘরে শুয়ে থাকতে পারি। পিছনের সিঁড়ি দিয়ে রাস্তা থেকে সোজা ঢুকে পড়া যায়। আর বিনা পয়সায় সিনেমাও…"—রিচার্ড থামিয়া ঢোক গিলিল।—"আমার বন্ধু সবসময় অ্যানিকে বিনা টিকিটে সিনেমায় আসতে দিত, আর ভিতরে অন্ধকার হলেই যেখান থেকে সিনেমা দেখানো হয় সেই ঘরের দিকে অ্যানি মুখ তুলে তাকাত। আমাকে অবশ্য দেখতে পেত না, তবে পর্দার ওপর বেশী আলো থাকলে আমি মাঝে মাঝে তার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেতাম··।"

রিচার্ড চুপ করিল। ঠিক তাহার বিপরীত দিকে যে চিত্রটি তার নাম 'লাষ্ট্ জাজ্মেণ্ট্' ('অন্তিম বিচার'): স্বর্গীয় দুতগণ তূরাধ্বনি করিতে করিতে ঝড়ের মধ্য দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে; তাহাদের কুঞ্চিত কেশ, সুস্পষ্ট পশ্চাদ্‌ভাগ। রিচার্ডের বাঁদিকে টাঙানো কোন জার্মান চিত্রকরের কালির আঁকা একটি ছবি। রুবাশভ ছবিটির খানিকটা মাত্র দেখিতে পাইতেছিল, বাকীটুকু সোফার পিছন দিক, রিচার্ডের মাথার আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে: মেরীর কৃশ বাহু দুটি উপরদিকে তোলা, ভিক্ষার পাত্রের মত হাতের ভঙ্গী; সমান্তরাল কালির রেখায় আঁকা শূন্য আকাশের একটু অংশ। ছবির বাকীটুকু দেখিতে পাইবার উপায় নাই, কারণ কথা বলিবার সময়ও রিচার্ডের মাথা নড়িতেছিল না, অল্প ঝোঁকানো রক্তাভ ঘাড়ের উপর তাহার মাথাটি স্থির হইয়া আছে।

"তাই নাকি? তোমার স্ত্রীর বয়স কত?"

"সতেরো বছর।"

"আচ্ছা! আর তোমার বয়স?"

"উনিশ।"

"কোন ছেলেপুলে আছে?"—প্রশ্ন করিয়াই রুবাশভ একটু মুখ বাড়াইল, কিন্তু চিত্রটির আর বেশী কিছু দেখিতে পাইল না।

"এই প্রথম হবে।"—রিচার্ড নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল, যেন লোহায় গড়া মূর্তি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিবার পর রুবাশভ তাহার কাছ হইতে পার্টির সভ্যদের একটি তালিকা জানিয়া লইল। প্রায় ত্রিশ জন সভ্য। রুবাশভ রিচার্ডকে কয়েকটি প্রশ্ন করিল এবং তাহার সেই ওলন্দাজ কারখানার দাঁতের যন্ত্রপাতির অর্ডার লইবার খাতায় অনেকগুলি ঠিকানা লিখিয়া লইল। খাতাটিতে টেলিফোন ডাইরেক্টরী হইতে লেখা স্থানীয় দাঁতের ডাক্তার এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের নামের একটি লম্বা তালিকা, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে রুবাশভ এই ঠিকানাগুলি লিখিল। এই কাজ শেষ হইলে রিচার্ড বলিল—"কমরেড, এবার আমি আপনাকে আমাদের কাজের একটা ছোট ফিরিস্তি দেব।"

"বেশ বল, আমি শুনছি।"

রিচার্ড ফিরিস্তি দিল। সে একটু সামনে ঝুঁকিয়া রুবাশভের কাছ হইতে প্রায় দুই ফুট দূরে সরু সোফাটিতে বসিয়া। রবিবারের সুটের উপর হাঁটুতে তাহার দীর্ঘ, লাল হাত দুখানি রাখা। কথা বলিবার সময় সে একবারও নড়ে নাই। চিমনির নলের উপর পতাকা লাগানো, দেয়ালের গায়ে লেখা ফ্যাক্টরীর পায়খানায় যে সব পুস্তিকা ফেলিয়া আসা হইত—সকল কথাই রিচার্ড খাতাঞ্চির ন্যায় সম্পূর্ণ নীরস ও আড়ষ্টভাবে বলিতে লাগিল, তাহার সামনে তূরী বাজাইতে বাজাইতে স্বর্গদূত ঝড়ের মধ্যে উড়িয়া চলিয়াছে; মাথার পিছনে অদৃশ্য কুমারী মেরী তাহার ক্ষীণ বাহুদুটিকে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছে। চারিদিকের দেয়াল হইতে বিশাল নিতম্ব ও স্তনবিশিষ্ট বহু নারীমূর্তি তাহাদের দিকে যেন তাকাইয়া আছে।

হঠাৎ রুবাশভের মনে কয়টি কথা জাগিয়া উঠিল—"শ্যাম্পেন-গ্লাসের মাপের স্তন।" সেলের জানালা হইতে তৃতীয় কালোর টালির উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সে শুনিতে চেষ্টা করিল যে, ৪০২ নম্বর তখনও টোকা দিতেছে কি না। না, কোন শব্দ আসিতেছে না। রুবাশভ এই বার গুপ্ত ছিদ্রের দিকে আগাইয়া গেল এবং যে কয়েদীটি রুটির জন্য হাত বাড়াইয়াছিল তাহার সেলের দিকে তাকাইল। ৪০৭ নম্বর সেলের ধূসর রঙের ইস্পাতের দরজা এবং তাহার গায়ে ছোট্ট কালো গুপ্ত ছিদ্রটি দেখা গেল। অলিন্দে যথারীতি বৈদ্যুতিক বাতি

জ্বলিতেছে। উহা একেবারে শূন্য এবং স্তব্ধ ; বিশ্বাস করা যায় না যে, ঐ দরজাগুলির পিছনে কোন মানুষ থাকে।

যুবক রিচার্ড যখন তাহার বিবরণ দিতেছিল তখন রুবাশভ কোন বাধা দেয় নাই। দুর্ঘটনার পর রিচার্ড যে ত্রিশ জন স্ত্রীলোক ও পুরুষকে লইয়া দল গঠন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মাত্র সতর জন অবশিষ্ট আছে। এদের দু'জন হ'ল ফ্যাক্টরীর এক মজুর ও তাহার প্রেমিকা। পুলিস যখন এদের গ্রেপ্তার করিতে আসে, তখন তাহারা জানালা দিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। এক জন দল ত্যাগ করিয়া, শহর ছাড়িয়া অদৃশ্য হইয়াছে। দুই জনকে পুলিসের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তাহারা সত্যই গুপ্তচর কিনা জানা যায় নাই। কেন্দ্রীয় সমিতির কর্মপদ্ধতির প্রতিবাদস্বরূপ তিন জন দল ছাড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুই জন একটি নূতন বিপক্ষ দল গঠন করে এবং তৃতীয় ব্যক্তি মধ্যপন্থীদের দলে যোগ দেয়। পাঁচ জন গতরাত্রে ধৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অ্যানি এক জন। জানা গিয়াছে ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুই জন আর বাঁচিয়া নাই। কাজেই বাকী রহিল সতর জন, তাহারাই এখনও পুস্তিকা বিতরণ করিয়া এবং দেয়ালে লিখিয়া বেড়াইতেছে।

রুবাশভ যাহাতে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ এবং বিশিষ্ট কারণগুলি জানিতে পারে সেইজন্য রিচার্ড সবিস্তারে খুঁটিনাটি সব বলিল। রিচার্ড তো জানিত না যে, তাহাদের এই দলে কেন্দ্রীয় সমিতির লোক আছে এবং সে অধিকাংশ ঘটনা অনেক দিন পূর্বেই রুবাশভকে জানাইয়াছে। সে জানিত না যে, সেই লোকটি তাহারই বন্ধু ঐ সিনেমা অপারেটর যাহার ঘরে সে রাত্রে ঘুমাইত। আর ইহাও সে জানে না যে, বহুদিন যাবৎ তাহার স্ত্রী অ্যানি—যাহাকে গতরাত্রে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এবং ঐ বন্ধুটির মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। রিচার্ড এ সব কথা কিছু না জানিলেও, রুবাশভের কিন্তু সমস্তই জানা ছিল। তাহাদের আন্দোলন তখন শেষ অবস্থায়, কিন্তু উহার সাংবাদিক ও শাসনবিভাগ মাত্র তখনও কাজ চালাইতেছিল। রুবাশভ তখন উহার শীর্ষস্থানে। রবিবারের সুটপরা ঐ যুবকটি এ খবরও জানিত না। সে শুধু জানে যে, অ্যানিকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, আর এক জন কাহাকেও পুস্তিকা বিতরণ ও দেয়ালে লিখিবার কাজ করিয়া যাইতে হইবেই ; পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতি হইতে যে কমরেড রুবাশভ আসিতেছেন তাঁহাকে পিতার মত বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু এ কোমল ভাবটা দেখাইতে গিয়া বাহিরে কোনরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করা

চলিবে না। কারণ যে কোমলচিত্ত ও আবেগপূর্ণ সে দেশের কাজের উপযুক্ত নয়। তাহাকে সরাইয়া ফেলা উচিত, একেবারে আন্দোলন হইতে বাহির করিয়া তাহাকে নিঃসঙ্গ অন্ধকারে ফেলিয়া দেওয়া দরকার।

বাহিরে অলিন্দে পদশব্দ শোনা গেল। রুবাশভ দরজার নিকট গিয়া পাশনে খুলিয়া গুপ্ত ছিদ্রে চোখ লাগাইয়া দেখিল কোমরে রিভলভারের বেল্ট বাঁধা দুই জন অফিসার একটি চাষী যুবককে লইয়া সেই দিকে আসিতেছে, তাহাদের পিছনে চাবির গোছা হাতে বৃদ্ধ ওয়ার্ডার। চাষীটির একটা চোখ ফোলা, উপরের ঠোঁটে রক্ত শুকাইয়া আছে। যাইতে যাইতে সে একবার তাহার রক্তাক্ত নাকের উপর জামার আস্তিন ঘষিল। তাহার মুখ চ্যাপ্টা এবং নির্বিকার। ক্রমে তাহারা অলিন্দ ধরিয়া রুবাশভের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। তারপরঃ রুবাশভ একটি দরজার তালা খোলার ও বন্ধ করার শব্দ শুনিতে পাইল। খানিক পরে অফিসার দুই জন এবং ওয়ার্ডার ফিরিয়া আসিল।

রুবাশভ সেলের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। তাহার মনে হইল যেন সে রিচার্ডের পাশে গোল সোফাটিতে বসিয়া আছে। রিচার্ডের কথা শেষ হইবার পর চারিদিকে যে স্তব্ধতা নামিয়াছিল আবার যেন সে তাহা অনুভব করিল। রিচার্ড হাটুর উপর হাত রাখিয়া চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এমনভাবে রিচার্ড বসিয়াছিল যে, সে যেন তাহার সব অপরাধ স্বীকার করিয়া পাদ্রীর কথাটির অপেক্ষা করিতেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত রুবাশভ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিল—

"আচ্ছা, সব কথা বলা হয়েছে তো?"

যুবক মাথা নাড়িল; তাহার কণ্ঠাটি ওঠানামা করিল।

রুবাশভ বলিল, "তোমার বিবরণে অনেকগুলো ব্যাপারই পরিষ্কার হয় নি।" তুমি বারবারই তোমাদের লেখা পুস্তিকা ও ছোট ছোট ইস্তাহারের কথা বললে। সেগুলো আমাদের জানা আছে, কিন্তু তাতে যা সব লেখা হয়েছিল তার খুব তীব্র সমালোচনা হয়েছে। ওতে এমন অনেক কথা আছে যা পার্টি মেনে নিতে পারে না।"

রিচার্ড ভীতভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইল। তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। রুবাশভ দেখিল যে, তাহার গালের হাড়ের উপরে চামড়া লাল হইয়া উঠিতেছে এবং স্ফীত চোখের লাল শিরার পর্দাটি গাঢ়তর দেখাইতেছে।

"অথচ এদিকে বিতরণ করবার জন্য আমাদের ছাপানো কাগজপত্র আমরা বারবার পাঠিয়েছি তোমার কাছে। তার মধ্যে পার্টির মুখপত্রের একটি ছোট বিশেষ সংস্করণ ছিল। এ সবই তো তুমি পেয়েছ।"

রিচার্ড ঘাড় নাড়িল, তার মুখ তখনও আরক্ত।

"কিন্তু তোমরা আমাদের পাঠানো ছাপা পুস্তিকা বিতরণ করনি; এমন কি তোমার বিবরণে তার বিষয়ে কোন উল্লেখই নেই। তার বদলে পার্টির সম্মতি ছাড়াই তুমি তোমাদের নিজেদের ছাপানো জিনিষ প্রচার করেছ।"

রিচার্ড বহু চেষ্টায় কোনরকমে বলিল, "কি-কিন্তু তা না করে আমাদের উপায় ছিল না।" রুবাশভ তাহার পাশনের ভিতর দিয়া রিচার্ডকে ভালভাবে লক্ষ্য করিল। সে এতক্ষণ খেয়াল করে নাই যে, যুবকটি তোতলা। রুবাশভ মনে মনে ভাবিল—"অদ্ভুত ব্যাপার। পনর দিনের মধ্যে এই তৃতীয় জন। আশ্চর্য যে আমাদের পার্টিতে এত জন সভ্য বিকলাঙ্গ। এর কারণ, হয় আমরা যে অবস্থার ভিতর কাজ করি তাতে, নয়ত এই আন্দোলনে বেছে বেছে অপুর্ণাঙ্গ লোকই আসে…"

রিচার্ড ভয়ে ভয়ে বলিল, "ক-কমরেড, আপনাকে যে এ কথা বুঝতেই হবে, আপনাদের প্রচারের কথাগুলির সু—সুরটা ভুল ছিল, কা-কারণ—"

রুবাশভ হঠাৎ একটু তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "আস্তে কথা বল, আর দরজার দিকে মুখ ফিরিও না।"

সরকারী কৃষ্ণ-দেহরক্ষী দলের পোশাক-পরা একটি দীর্ঘকায় যুবক তাহার এক বান্ধবী লইয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে। মেয়েটি বেশ সুশ্রী ও হাসিখুশী এবং মোটাসোটা, যুবক তাহার বিস্তৃত নিতম্বের কাছটিতে হাত দিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে আর মেয়েটির হাত যুবকের কাঁধে। তাহারা রুবাশভ বা তাহার সঙ্গীর দিকে তাকাইয়া দেখিল না এবং একেবারে সেই তুরীবাদক স্বর্গদূতগণের চিত্রটির সামনে গিয়া সোফার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

শান্ত ও নিম্নস্বরে রুবাশভ বলিল, "কথা বলে যাও।" অভ্যাসবশতঃ রুবাশভ পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিল। তাহার পরই মনে পড়িয়া গেল, যাদুঘরে বা চিত্রশালায় বসিয়া ধূমপান করা হয়ত নিষিদ্ধ। কাজেই আবার কেসটি পকেটে ভরিয়া রাখিল। যেন হঠাৎ একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহের ধাক্কা খাইয়া অবশ হইয়া গিয়াছে এইভাবে বসিয়া রিচার্ড ঐ দু'জনের দিকে তাকাইয়া রহিল। রুবাশভ ধীরভাবে আবার বলিল, "কথা বলে যাও। আচ্ছা

তুমি কি ছেলেবেলায়ও তোতলা ছিলে? নাও, উত্তর দাও, আর ওদিকে তাকিও না।"

রিচার্ড অতি কষ্টে বলিল, "ক-কখনও কখনও।"

সেই যুবক ও তাহার সঙ্গিনী পরপর ছবি দেখিতে দেখিতে চলিতেছে। তাহারা একটি অত্যন্ত স্থূলাঙ্গিনী রমণীর নগ্নমূর্তির সামনে গিয়া দাঁড়াইল। সেই নারী একটি সাটিনের কোঁচে বসিয়া দর্শকদের দিকে তাকাইয়া আছে। বুঝা গেল, যুবকটি খুব পরিহাসের কিছু ফিসফিস করিয়া বলিল, কারণ মেয়েটি হাসিতে লাগিল এবং সোফায় উপবিষ্ট লোক দু'জনের দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তারপর তাহারা আর একটু সরিয়া মৃত একটি ফেজেণ্ট পাখী ও ফলের চিত্রের কাছে গেল।

রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিল, "এবার আমরা চলে গেলে হয় না?"

"না"—রুবাশভ উত্তর দিল। তাহার ভয় হইতেছিল যে উঠিয়া দাঁড়াইলেই রিচার্ড ভয়ে এমন ব্যবহার করিবে যে, সে লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কাজেই রুবাশভ বলিল, "ওরা এখনই চলে যাবে। আমরা আলোর দিকে পিছন ফিরে বসে আছি, কাজেই ওরা আমাদের স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে না। বেশ কয়েকবার ধীরে ধীরে গভীর নিঃশ্বাস নাও, ওতে উপকার হয়।"

মেয়েটি খিলখিল করিয়া হাসিয়াই চলিয়াছিল। তারপর তাহারা দুই জন বাহির হইবার দরজার দিকে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। পাশ দিয়া যাইবার কালে তাহারা উভয়েই রুবাশভ ও রিচার্ডের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল। ঠিক ঘর হইতে বাহির হইবার সময় মেয়েটি সেই "পীয়েতা" নামক কালির আঁকা ছবিটির দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইল, উহা দেখিবার জন্য দুই জন খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াও রহিল।

"আচ্ছা, আমি যখন তো-তোতলাই তখন কি খুব বিশ্রী শোনায়?"—রিচার্ড মেঝের দিকে তাকাইয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

রুবাশভ শুধু বলিল, "নিজেকে সংযত করা উচিত।" এখন সে আর কিছুতেই কথাবার্তার মধ্যে মন পুরোপুরি নিবিষ্ট করিতে পারিল না।

"মিনিট খানেকের ম-মধ্যেই ঠি-ঠিক হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে রিচার্ডের কণ্ঠ কাঁপিয়া ওঠানামা করিতে লাগিল।—"জা-জানেন আমি সব সময় এই নিয়ে হাসত।"

যতক্ষণ ঐ যুবক ও তাহার সঙ্গিনী ঘরের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত রুবাশভ

আলোচনা চালাইতে পারে নাই। ঐ ইউনিফর্ম-পরিহিত লোকটির পিঠ তাহাকে যেন রিচার্ডের পাশে পেরেক দিয়া আটকাইয়া দিয়াছে। একই বিপদে পড়িয়া রিচার্ডের লজ্জা কাটিয়া গেল; এমনকি সে রুবাশভের আর একটু কাছে ঘেঁষিয়া বসিল।

কেমন যেন একটু কম চাঞ্চল্যের সঙ্গে রিচার্ড ফিসফিস করিয়া বলিল, "কিন্তু ত-তবু অ্যানি আমাকে ভালবাসত। আমি ঠি-ঠিক তাকে বুঝে উঠতে পা-পারতাম না। সে সন্তান চায়নি, কিন্তু এড়াতেও পারল না। সে অ-অন্তঃসত্বা বলে তাকে বো-বোধ হয় ওরা কিছু করবে না। এতো বো-বোঝাই যায়। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ওরা অ অন্তঃসত্বা মেয়েদেরও মারে?"

"ওরা" কথাটি বলিবার সময় রিচার্ড তাহার চিবুক একটু বাড়াইয়া ঐ ইউনিফর্ম-পরিহিত যুবকটির দিকে দেখাইল। তৎক্ষণাৎ সেই যুবকটিও হঠাৎ রিচার্ডের দিকে ঘাড় ফিরাইল। এক মুহূর্তের জন্য দু'জন পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল। যুবক নিম্নস্বরে তাহার সঙ্গিনীকে কি বলিতেই মেয়েটিও এদিকে তাকাইল। রুবাশভ আবার সিগারেট-কেসের জন্য পকেটে হাত ঢুকাইল, কিন্তু পকেট হইতে বাহির করিবার আগেই তাহা ছাড়িয়া দিল। মেয়েটি ওদিকে কি একটা বলিয়াই যুবককে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। দু'জন ধীরে ধীরে চিত্রশালা ছাড়িয়া বাহির হইল। যুবককে দেখিয়া মনে হয় সে যেন কিঞ্চিৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেই যাইতেছে। বাহিরে গিয়া মেয়েটি আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তাহাদের পদশব্দ মিলাইয়া গেল।

রিচার্ড ঘাড় ফিরাইয়া উহাদের দু'জনের দিকে দৃষ্টি যতদূর যায় তাকাইয়া রহিল। সে নড়িতেই রুবাশভ ছবিটি একটু ভাল করিয়া দেখিতে পাইল। এই বার কনুই পর্যন্ত মেরীর ক্ষীণ বাহু দুখানি দেখা গেল; হাত দুইটি কৃশ, একটি ছোট বালিকার হাতের মত, অত্যন্ত অদৃশ্য হাল্‌কাভাবে ক্রুশ-দণ্ডের দিকে তুলিয়া ধরা।

রুবাশভ ঘড়ি দেখিল। রিচার্ড এই বার তাহার নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া গেল।

তখন রুবাশভ বলিল, "দেখ, আমাদের এখন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হবে। তোমার কথা যদি আমি ঠিক বুঝে থাকি, তা হলে তুমি বললে যে আমাদের প্রেরিত কাগজপত্রে যা লেখা থাকত তার সঙ্গে তোমার মতের মিল হ'ত না বলে তুমি ইচ্ছে করেই সেগুলো লোকের মধ্যে বিতরণ করনি। কিন্তু তোমাদের

"লেখা ইস্তাহারের সঙ্গে আমরাও একমত হতে পারিনি। কমরেড, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, এর ফল তোমায় কিছু ভোগ করতে হবে।"

রিচার্ড তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি রুবাশভের মুখের উপর যেন তুলিয়া ধরিল, তারপরই মাথা নত করিল। সে মোটাস্বরে বলিল, "আপনি নিজেও নিশ্চয় বোঝেন যে, আপনাদের পাঠানো পুস্তিকাগুলো অর্থহীন লেখায় ভরা।" হঠাৎ রিচার্ডের তোতলামি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

রুবাশভ শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

তেমনি ক্লান্তস্বরে রিচার্ড বলিল, "আপনারা এমনভাবে লিখতেন যেন কিছুই হয়নি। এখানে তারা পার্টিকে মেরে শেষ করে ফেলল আর আপনারা তখনও জয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির বিষয়ে নানা কথা লিখে চলেছেন —ঠিক যে ধরণের মিথ্যে কথা মহাযুদ্ধের সময় সরকারী সংবাদে লেখা হ'ত। ঐ সব যাদেরই দেখাতে যেতাম তারাই নিশ্চয় থুথু ফেলত। এ আপনিও জানেন।"

রুবাশভ রিচার্ডের দিকে তাকাইল। সে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়াছে, হাঁটুর উপর কনুই দু'টি রাখা, চিবুক রক্তাভ মুঠির উপর। রুবাশভ নীরসস্বরে বলিল, "এই নিয়ে দু'বার তুমি আমার ওপর এমন একটা মত আরোপ করছ, যা আমার নয়। আমি তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আর কখনো এরূপ ক'রো না।"

রিচার্ড তাহার রক্তাভ চোখ তুলিল যেন রুবাশভের কথায় সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। রুবাশভ বলিয়া চলিল, "পার্টি এখন একটা ভীষণ পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য বিপ্লবী দলকে আরও বেশী বিপদের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। কাজেই এখন সবকিছু নির্ভর করছে একমাত্র আমাদের অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তির ওপর। এখন যে কেউ দুর্বলতা প্রকাশ করবে সে আর আমাদের দলে থাকতে পারবে না। যে অমূলক ভীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করে সে প্রকারান্তরে শত্রুকে সাহায্য করে, তার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। তার আচরণ দিয়েই সে আমাদের আন্দোলনের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠে; কাজেই তাকে সেইভাবে আমাদের বিচার করতে হয়।"

রিচার্ড তখনও হাতের উপর চিবুক রাখিয়া রুবাশভের দিকে তাকাইয়া আছে।

—"তা হলে এ আন্দোলনের পক্ষে আমি বিপজ্জনক? আমি শত্রুদের সাহায্য করছি। আমাকে বোধ হয় তারা সেজন্য মাইনেও দেয়। এবং অ্যানিকেও···"

তেমনি নীরসকণ্ঠে রুবাশভ বলিল, "তুমি স্বীকার করলে ঐ পুস্তিকাগুলো তুমিই লিখতে। ওতে প্রায়ই এরকম সব কথা থাকত—আমরা পরাজিত হয়েছি,

আমাদের পার্টি এখন মহা বিপদে পড়েছে, আমাদের আবার নতুন করে কাজ আরম্ভ করতে হবে, আর আমাদের মতবাদকে একেবারে গোড়া থেকে বদলাতে হবে। এর মানে—তুমি পরাজয় স্বীকার করছ। এতে আত্মবিশ্বাস কমে যায়, পার্টির সংগ্রামশক্তি ক্ষুন্ন হয়।"

রিচার্ড বলিল, "আমি এই বুঝি যে লোককে সব সময় সত্যকথা জানাতে হয়; আর যখন তারা তা জানেই। তাদের কাছে মিথ্যা বলা হাস্যাস্পদ।"

"পার্টি-কংগ্রেস গত অধিবেশনে এক প্রস্তাবে বলে যে, পার্টির পরাজয় হয়নি, তারা যে পালিয়েছে সে শুধু একটা যুদ্ধকৌশল। কাজেই আগের মতবাদ বদলাবার কোনই কারণ নেই।"

"কিন্তু ও তো বাজে কথা।"

"দেখ, এভাবে যদি তুমি কথা বল তা হলে আমার মনে হয় আমাদের আলোচনা বন্ধ করে দিতে হবে।"

রিচার্ড খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। দেয়ালের গায়ে স্বর্গীয় দূত ও নারীমূর্তিগুলি অঙ্গের রেখা আরও কোমল ও অস্পষ্ট দেখাইতেছে।

রিচার্ড বলিল, "মাপ করবেন, পার্টির নেতৃত্ব আজ ভ্রান্ত পথে চলেছে। আপনারা বলছেন পার্টির পিছু-হটা একটা যুদ্ধকৌশল মাত্র, কিন্তু এদিকে আমাদের অর্ধেক লোককে যে মেরে ফেলা হয়েছে; আর যারা বেঁচে গেছে, তারা আজও প্রাণ হারায়নি এই ভেবেই এত খুশী যে, দল বেধে সব বিপক্ষদলে যোগ দিয়েছে। আপনারা দূরে থেকে লোকেরা যে সব সূক্ষ্ম নীতি বার করেন, তা এখানকার লোকেরা বোঝে না··· ।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে রিচার্ডের চেহারা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। সে একটু থামিয়া আবার বলিল, "এখন আপনারা হয়ত বলবেন, কাল রাত্রে অ্যানিও কোন বিশেষ যুদ্ধকৌশল অনুযায়ী ধরা দিয়েছে। দেখুন, দয়া করে আমাকে বুঝতে চেষ্টা করুন। এখানে আমরা সকলে আঁধারে হাতড়াচ্ছি··· ।"

রিচার্ডের আরও কিছু বলিবার আছে কি না তাহারই অপেক্ষায় রুবাশভ চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু রিচার্ড আর কিছু বলিল না। অতি দ্রুত সন্ধ্যা নামিতেছে। রুবাশভ চশমা খুলিয়া জামার আস্তিনে ঘষিয়া বলিল, "পার্টির কখনও ভুল হতে পারে না। তুমি বা আমি ভুল করতে পারি, কিন্তু পার্টি পারে না। কমরেড! পার্টি তোমার আমার এবং আমাদের মত আরও হাজার হাজার

লোকের চেয়েও অনেক বেশী উপরে। পার্টি ইতিহাসের বৈপ্লবিক ভাবের সন্নিবেশ। ইতিহাস কোন নিয়ম বা নিষেধ মেনে চলে না। ধীর ও নির্ভুল গতিতে সে তার লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলে। সে যে পলিমাটি বয়ে নিয়ে আসে তা এবং নিমজ্জিত মৃতদেহ তার গতিপথের প্রত্যেক মোড়ে ফেলে দিয়ে যায়। ইতিহাস তার পথ চেনে। সে কখনও ভুল করে না। ইতিহাসে যার সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই, সে আমাদের দলভুক্ত থাকতে পারে না।"

রিচার্ড কোন জবাব দিল না; হাতের মুঠির উপর মাথা রাখিয়া নিশ্চলভাবে রুবাশভের দিকে তাকাইয়া রহিল। সে খানিকক্ষণ এইরকম চুপ করিয়া থাকার পর রুবাশভ বলিল, "তুমি আমাদের পুস্তিকা প্রচার করায় বাধা দিয়েছ; তুমি পার্টির বাণীকে দাবিয়ে রেখেছ। তুমি এমন সব ইস্তাহার লোকের মধ্যে বিতরণ করেছ যার প্রত্যেকটি কথা ক্ষতিকর এবং মিথ্যা। তুমি লিখেছিলে—'বৈপ্লবিক আন্দোলনের অবশিষ্ট লোককে একত্র করতে হবে এবং অত্যাচার ও নিষ্ঠুর শাসনের বিপক্ষ সব শক্তিকে সংঘবদ্ধ হতে হবে; এখন আমাদের কর্তব্য আমাদের ভেতরের পুরনো মনোমালিন্য ভুলে একত্র হয়ে নতুন করে সংগ্রাম আরম্ভ করা।' এ মিথ্যা। কিছুতেই মধ্যপন্থীদের সঙ্গে পার্টির যোগ দিলে চলবে না। কারণ এই মধ্যপন্থীরাই সরলভাবে বহু বার আমাদের আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা এর পরের বারও এবং তার পরও আবার তাই করবে। যে তাদের সঙ্গে আপোষ করতে যায় সে বিপ্লবকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। তুমি এও লিখেছিলে—'বাড়ীতে যখন আগুন লাগে, তখন সকলেরই উচিত তা নেবাতে চেষ্টা করা; আমরা যদি এখনও মত ও আদর্শ নিয়ে ঝগড়া করি, তা হলে আমরা সব ধ্বংস হয়ে যাব!' একথা মিথ্যা। আমরা আগুনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি জল দিয়ে, অন্য লোকে করে তেল দিয়ে। কাজেই দমকলের লোক একত্র করবার আগে আমাদের প্রথমে স্থির করতে হবে কোন্‌টা ঠিক পন্থা, তেল না জল। ওভাবে রাজনীতি করা চলে না। উত্তেজনা আর হতাশা নিয়ে কোন মতবাদ গঠন করা চলে না। পার্টির পথের সীমানা একেবারে পরিষ্কার ভাবে আঁকা, পাহাড়ের গায়ে সরু রাস্তার মত। ডান বা বাঁদিকে সামান্য ভুল পদক্ষেপেই গিরিশৃঙ্গ থেকে একেবারে নীচে ফেলে দেবে। বায়ুর চাপ সেখানে খুব হাল্‌কা, কাজেই যারই মাথা ঘুরবে তার আর বাঁচবার উপায় নেই।

অন্ধকার তখন এত ঘন হইয়া উঠিয়াছে যে, রুবাশভ আর ছবির মধ্যে মেরীর হাত দুখানি দেখিতে পাইতেছে না। দুই বার ঘণ্টাধ্বনি হইল—তীব্র,

কর্কশ শব্দ। আর পনের মিনিটের মধ্যেই চিত্রশালা বন্ধ হইয়া যাইবে। রুবাশভ নিজের ঘড়ির দিকে তাকাইল; এখনও তাহার আসল কথাটি বলা বাকি, ঐটি বলিলেই শেষ হয়। হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া রিচার্ড স্থিরভাবে তাহার পাশে বসিয়া আছে।

অবশেষে রিচার্ড বলিল, "হ্যা, এর উত্তরে আমার আর বলবার কিছুই নেই।" তার কণ্ঠস্বর আবার নীরস এবং অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে যেন। "আপনি যা বলছেন তা খুবই সত্যি; এবং ঐ পাহাড়ী রাস্তার কথা আপনি যা বললেন তা ভারী চমৎকার। কিন্তু আমি যা বুঝি, তাতে বলতে হয় আমরা পরাজিত হয়েছি। যারা আজও বাকী রয়েছে তারা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার কারণ বোধ হয় এই যে, আমাদের পাহাড়ী রাস্তায় অত ওপরে ঠাণ্ডা বড় বেশী। অন্যদের জীবনে রয়েছে সঙ্গীত, উজ্জ্বল সুন্দর পতাকা, তারা সবাই মিলে বসে থাকে সুন্দর, গরম আগুনের পাশে। তাই হয়ত তারা জয়লাভ করেছে। আর আমরা ঘাড় ভেঙ্গে মরছি।"

রুবাশভ চুপ করিয়া শুনিল। নিজে চরম ও শেষ কথাটি বলিবার আগে দেখিতে চায় রিচার্ডের আর কিছু বক্তব্য আছে কি না। অবশ্য রিচার্ড এখন যাহাই বলুক না কেন, তাহার সেই বাক্যের আর নড়চড় হইতে পারে না; তবু সে চুপ করিয়া রহিল।

ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকারে রিচার্ডের ভারী চেহারা ক্রমশঃই অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সে গোল সোফাটির আরও ধারে সরিয়া বসিয়াছে, তার কাঁধ দুইটি অবনমিত এবং মুখখানি হাতের মধ্যে প্রায় সমাহিত। রুবাশভ সোফায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার উপরের চোয়ালে অল্প অল্প ব্যথা করিতেছে, বোধ হয় কশের দাঁতটিতে গোলমাল আছে তাহারই জন্য। খানিকক্ষণ পরে সে রিচার্ডের গলা শুনিতে পাইল, "তা হলে আমার এখন কি হবে?"

রুবাশভ যে দাঁতটা ব্যথা করিতেছিল তাহা জিভ দিয়া অনুভব করিল। চরম কথাটি বলিবার পূর্বে সে একবার আঙ্গুল দিয়া উহা স্পর্শ করিবার প্রয়োজন বোধ করে; কিন্তু সে নিজেকে সংযত করিল। তাহার পর শান্তস্বরে বলিল, "কেন্দ্রীয় সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, তুমি আর আমাদের পার্টির সভ্য নও রিচার্ড।"

রিচার্ড নড়িল না। উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্বে রুবাশভ আরও খানিকক্ষণ

অপেক্ষা করিল। রিচার্ড বসিয়াই আছে। শেষে মাথাটি তুলিয়া রুবাশভের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এজন্যই এখানে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ, আসলে এই কাজেই।" রুবাশভ চলিয়া যাইতে চায়, কিন্তু তবু সে রিচার্ডের সামনে দাড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিল, "আমার এখন কি হবে?" রুবাশভ কোন উত্তর দিল না। খানিক পরে রিচার্ড আবার বলিল, "তা হলে বোধ হয় আমি এখন আর আমার বন্ধুর ঘরেও থাকতে পারব না?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রুবাশভ বলিল, "না থাকলেই ভাল?"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই রুবাশভের নিজের উপর রাগ হইল। রিচার্ড এই কথাটির অর্থ বুঝিয়াছে কি না সে সম্বন্ধেও সে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিল না। রুবাশভও রিচার্ডের স্থাণু মূর্তির দিকে তাকাইয়া বলিল, "এখান থেকে আমাদের দু'জনের আলাদাভাবে বেরনোই ভাল। আচ্ছা চলি।"

রিচার্ড সোজা হইল, কিন্তু উঠিল না। গোধূলির ম্লান আলোয় রুবাশভ তাহার প্রদীপ্ত, সামান্য-বাহির-করা চোখদুটি শুধু আন্দাজ করিতে পারিল। কিন্তু রিচার্ডের ঐ উপবিষ্ট জবুথবু অস্পষ্ট মূর্তিটিই রুবাশভের স্মৃতিতে চিরকালের জন্য ছাপ মারিয়া দিল।

রুবাশভ ঐ ঘর ছাড়াইয়া পরের ঘরটি পার হইয়া গেল। দ্বিতীয় ঘরটিও আগের ঘরের মত শূন্য এবং অন্ধকার। কাঠের মেঝেয় তাহার জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দ হইতেছিল। একেবারে বাহিরের দরজার কাছে আসিয়া তাহার মনে হইল যে, "পীয়েতা" ছবিটি দেখিয়া আসিতে সে ভুলিয়া গিয়াছে, শুধু অঞ্জলিবদ্ধ হাতদুটি এবং কনুই পর্যন্ত কৃশ বাহুদুটির খানিকটা অংশ—এইমাত্র তাহার জানা রহিল। প্রবেশদ্বার হইতে যে সিঁড়ির ধাপ নামিয়া গিয়াছে সেখানে আসিয়া রুবাশভ দাড়াইল। দাঁতের ব্যথাটা বাড়িয়াছে; বাহিরে বেশ ঠাণ্ডা। সে রং-ওঠা ধূসর উলের মাফ্‌লারটি আর একটু ভাল করিয়া গলায় জড়াইয়া লইল। চিত্রশালার সামনে নির্জন প্রশস্ত রাজপথের বাতিগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তখন রাস্তায় লোক খুবই কম; একটা সরু ট্রাম ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে এল্‌ম্‌গাছ-লাগানো রাস্তার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। এখানে কোন ট্যাক্সি পাওয়া যাইবে কি না কে জানে।

সিঁড়ির একেবারে নীচের ধাপে পৌঁছাইতেই রিচার্ড উর্দ্ধশ্বাসে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া পড়িল। রুবাশভ সোজা হাঁটিয়া চলিল, গতিবেগের কোন

পরিবর্তন হইল না, পিছনদিকে তাকাইয়াও দেখিল না। রিচার্ড আকৃতিতে রুবাশভের চেয়ে বেশ খানিকটা দীর্ঘ এবং চওড়া, কিন্তু কাঁধ দুটিকে কুঁজো করিয়া রাখায় রুবাশভের পাশে তাহাকে ছোটই দেখাইতেছিল। রুবাশভের পাশে আসিয়া সে গতি মন্থর করিল; কয়েক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আমার বন্ধুর সঙ্গে আর থাকতে পারি কি না, আপনি বললেন, 'না থাকাই ভাল।' এটা কি আমার প্রতি সতর্কবাণী?"

রুবাশভ দেখিল একটা ট্যাক্সি সেই রাস্তায় আসতেছে, গাড়ীর সম্মুখের বাতিগুলি জ্বালানো; তাহার উজ্জ্বল আলো ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতেছে। রুবাশভ ফুটপাথের উপর থামিয়া ট্যাক্সিটির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। রিচার্ড তাহার পাশে দাঁড়াইয়া।—"রিচার্ড, আমার আর তোমাকে বলবার কিছু নেই"—এই কথা বলিয়াই সে ট্যাক্সি ডাকিল।

"কমরেড, কি-কিন্তু আপনি আমাকে এমন দ-দণ্ড দিতে পারেন না কমরেড···।" ট্যাক্সি গতি কমাইয়াছে; তাহাদের কাছ হইতে আর কুড়ি পা'র বেশী দূর নয়। রিচার্ড রুবাশভের সামনে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে রুবাশভের ওভারকোটের আস্তিন ধরিয়া একেবারে সোজাসুজি তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া কথা বলিতেছে। রিচার্ডের নিঃশ্বাস তাহার গায়ে লাগিতেছে এবং তাহার কপালে একটু আর্দ্রতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

রিচার্ড বলিল, "আমি পার্টির শত্রু নই। আপনি আমাকে এরকম বিপদে ফেলে যেতে পা-পারেন না ক-কমরেড···।"

ট্যাক্সি আসিয়া ফুটপাথের পাশে দাঁড়াইল। ট্যাক্সি-চালক নিশ্চয় শেষ কথাটি শুনিতে পাইয়াছে। রুবাশভ তাড়াতাড়ি ভাবিয়া দেখিল যে, ইহাকে ফিরাইয়া দিয়া কোন লাভ নাই; এক শত গজ দূরেই একটি পুলিস দাঁড়াইয়া আছে। চামড়ার জ্যাকেট-পরিহিত শীর্ণ বৃদ্ধ ট্যাক্সি-চালক নির্বিকার চিত্তে রুবাশভদের দিকে তাকাইল।

"স্টেশনে চল"—বলিয়াই রুবাশভ গাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। ট্যাক্সিওয়ালা ডান হাত বাড়াইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রিচার্ড ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া—তাহার হাতে টুপি; গলার কণ্ঠীটি খুব তাড়াতাড়ি ওঠানামা করিতেছে। ট্যাক্সি চলিতে আরম্ভ করিল; পুলিসের দিকে ক্রমশঃ আগাইয়া গেল এবং পুলিসকে পার হইয়াও গেল। রুবাশভ ভাবিল যে, পিছনে না তাকানোই ভাল; কিন্তু সে

বুঝিতে পারিতেছিল যে, রিচাড তখনও ট্যাক্সির পিছনের লাল আলোর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ফুটপাথের ধারটিতে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাদের গাড়ী ভীড়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। ট্যাক্সি-চালক অনেকবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ; যেন তাহার যাত্রী তখনও ট্যাক্সির ভিতরে আছে কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার জন্য। রুবাশভ শহরটির তেমন কিছুই চিনে না, কাজেই তাহার বুঝিবারও উপায় নাই যে, সত্যই তাহারা স্টেশনের দিকে যাইতেছে কি না। ক্রমশঃ রাস্তাগুলি নির্জন হইয়া আসিতেছে। একটি রাস্তার শেষে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী দেখা গেল, তাহার গায়ে মস্ত বড় আলোকিত একটি ঘড়ি। তাহারা স্টেশনে আসিয়া থামিল।

রুবাশভ নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিতে হবে ?" তখনও ঐ শহরে ট্যাক্সির মিটার হয় নাই।

ট্যাক্সি-চালক উত্তর দিল, "কিছু না।" তাহার মুখে বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়িয়াছে, শত কুঞ্চিত রেখা ; সে চামড়ার কোটের পকেট হইতে একটি অপরিষ্কার লাল কাপড়ের টুকরা বাহির করিয়া সাড়ম্বরে নাক ঝাড়িল।

রুবাশভ তাহার পাঁশনের ভিতর দিয়া মনোযোগ সহকারে তাহাকে লক্ষ্য করিল। এই মুখ যে সে আগে আর কখনও দেখে নাই সে বিষয়ে রুবাশভ নিশ্চিত। ট্যাক্সি-চালক রুমালটি পকেটে ভরিয়া বলিল, "মশাই, আপনাদের মত লোকের কোন পয়সা লাগবে না।" এই কথা বলিতে বলিতে সে হ্যাণ্ড-ব্রেক লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার পরই হঠাৎ করমর্দনের জন্য হাতটি বাড়াইয়া দিল। বৃদ্ধের শীর্ণ বাহু, মোটা মোটা শিরা, নখগুলি কালো। একটু লজ্জিতভাবে হাসিয়া সে রুবাশভকে বলিল, "নমস্কার! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনার ঐ ছেলেমানুষ বন্ধুটির যদি কোন দিন কোন দরকার থাকে তা হলে বলবেন আমার স্ট্যাণ্ড ঐ চিত্রশালার সামনে। আপনি তাকে আমার নম্বরটা পাঠিয়ে দিতে পারেন।"

রুবাশভ দেখিল, তাহার ডানদিকে একটা থামে হেলান দিয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়া একটি কুলি দাঁড়াইয়া আছে। সে ট্যাক্সি-চালকের প্রসারিত হাত নিজের হাতের মধ্যে না লইয়াই, একটি কথামাত্র না বলিয়া তাহার হাতে একটি মুদ্রা দিল এবং স্টেশনে ঢুকিয়া পড়িল।

ট্রেন ছাড়িতে তখনও এক ঘণ্টা দেরী। সে একটা হোটেলে গিয়া খানিকটা সস্তা কফি পান করিল। দাঁতের যন্ত্রণায় বেশ কষ্ট হইতেছে। ট্রেনে বসিয়া

রুবাশভ ঝিমাইতে লাগিল এবং সেই অবস্থায় স্বপ্ন দেখিল যে, তাহাকে ইঞ্জিনের সামনে সামনে দৌড়াইতে হইতেছে। রিচার্ড এবং সেই ট্যাক্সি-চালক ইঞ্জিনের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে এবং রুবাশভ তাহাদের ভাড়া দেয় নাই বলিয়া তাহাকে চাপা দিতে চাহিতেছে। চাকাগুলি ঘর্ঘর্ করিতে করিতে ক্রমশঃ কাছে আসিতেছে। কিন্তু পা আর চলে না। একটা অসোয়াস্তি লইয়া সে জাগিয়া উঠিল; দেখিল তাহার কপাল ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। কামরার অন্য অন্য যাত্রীরা একটু বিস্মিতভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিল। বাহিরে তখন রাত্রির অন্ধকার নামিয়াছে; অজানা শত্রু-দেশের মধ্য দিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে। রিচার্ডের সহিত ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাহার দাঁতে খুব ব্যথা হইতেছে।

এক সপ্তাহ পরে রুবাশভ গ্রেপ্তার হইল।

১০

রুবাশভ জানালায় কপাল ঠেকাইয়া নীচে উঠানের দিকে চাহিল। অনবরত পায়চারি করিয়া তাহার পা ধরিয়া গিয়াছে, মাথা ঘুরিতেছে। সে ঘড়ি দেখিল —পৌনে বারটা। সেই প্রথম "পীয়েতা" চিত্রটির কথা মনে পড়িয়া যাওয়ার পর হইতে সে অনবরত চারঘণ্টা ধরিয়া সেলের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। ইহাতে অবশ্য রুবাশভের বিস্মিত হইবার কারণ ছিল না; দিবা-স্বপ্ন এবং চুণকাম-করা সাদা দেয়াল দেখিতে দেখিতে কয়েদীদের মনে যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাহা সে জানিত। রুবাশভের মনে পড়িল একজন অল্পবয়স্ক কমরেড—এক ক্ষৌরকারের সহকারী, তাহাকে বলিয়াছিল কি করিয়া তাহার নির্জন কারাবাসের দ্বিতীয় এবং সর্বাপেক্ষা দুর্বিষহ বৎসরে সে ক্রমান্বয়ে সাত ঘণ্টা জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়াছিল; পাঁচ পা লম্বা সেলে সে প্রায় সতর-আঠারো মাইল হাঁটিতে হাঁটিতে এই স্বপ্ন দেখে। ইহাতে তাহার অজ্ঞাতেই দু'পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল।

এবার অবশ্য একটু তাড়াতাড়িই এই অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে, প্রথম দিনেই এই দুশ্চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বারে বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে তাহাকে ঐ রোগে ধরিত। আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সে অতীতের কথা ভাবিতেছে; যে কয়েদীদের দিবা-স্বপ্নের রোগ হয় তাহারা সাধারণতঃ সর্বদাই ভবিষ্যতের কথা ভাবে—আর যদিও-বা অতীত সম্বন্ধে চিন্তা করে তাহা

হইলে সে অতীত কিরূপ হইতে পারিত তাহাই, তাহা কিরূপ ছিল তা নয়। রুবাশভ অবাক্-বিস্ময়ে ভাবিল তাহার ভাবনা তাহাকে আর কতদূরে লইয়া যাইবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে সে জানে যে, মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে সর্বদা চিন্তা-ধারার পদ্ধতি বদলাইয়া যায় এবং মনের মধ্যে তাহার নানারকম অদ্ভূত প্রতিক্রিয়া হয়— এ যেন ঠিক চুম্বকদণ্ডের প্রভাবে কম্পাসের ন্যায়।

আকাশ তখনও থমথমে, আসন্ন তুষারপাতের সূচনা করিতেছে। উঠানে পরিষ্কার করা রাস্তায় দুই জন লোক তাহাদের প্রাত্যহিক ভ্রমণে রত। তাহাদের মধ্যে এক জন বারবার রুবাশভের জানালার দিকে মুখ তুলিয়া দেখিতেছে— তাহা হইলে তাহার গ্রেপ্তারের খবর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহার শরীর ক্ষীণ, রং পীতাভ এবং ঠোঁট কাটা। একটি পাতলা বর্ষাতি গায়ে, হাত দিয়া সে বারবার গায়ের উপর টানিতেছে, যেন তাহা না হইলে সে বরফে জমিয়া যাইবে। অন্য লোকটি আর একটু বয়স্ক এবং তাহার গায়ে একটি কম্বল জড়ানো। হাটিবার সময় দু'জন পরস্পরে একটিও কথা বলিল না। মিনিট কয়েক পরে রবারের দণ্ড ও রিভলভার ঝোলানো ইউনিফর্ম-পরিহিত এক জন অফিসার আসিয়া তাহাদের জেলের ভিতরে লইয়া গেল। অফিসারটি যে দরজায় তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল সেটি রুবাশভের জানালার ঠিক সামনে; সেই ঠোঁট-কাটা লোকটির পিছনে দরজা বন্ধ হইয়া যাইবার আগে সে আর একবার রুবাশভের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইল। সে ত নিশ্চয়ই রুবাশভকে দেখিতে পাইতেছে না, কারণ উঠান হইতে তাহার জানালা একেবারে অন্ধকার দেখায়, কিন্তু তবু লোকটার চোখজোড়া যেন রুবাশভকে জানালার কাছে খুঁজিতে লাগিল। রুবাশভ ভাবিল, 'আমি তোমাকে দেখছি কিন্তু চিনি না; আর তুমি আমাকে দেখতে পারছ না অথচ বোঝা যাচ্ছে তুমি আমাকে জান।' রুবাশভ বিছানায় বসিয়া পড়িয়া ৪০২ নম্বরকে দেয়ালে টোকা দিয়া ডাকিল:

"ওরা দু'জন কে?"

রুবাশভ ভাবিল ৪০২ নম্বর হয়ত রাগ করিয়াছে, কাজেই উত্তর দিবে না। কিন্তু দেখা গেল অফিসারের রাগ হয় নাই, সে তৎক্ষণাৎ বলিল,

"রাজনৈতিক বন্দী।"

রুবাশভ বিস্মিত হইল, সে ভাবিয়াছিল ঐ ঠোঁট কাটা রোগা লোকটা সাধারণ অপরাধী।

সে জিজ্ঞাসা করিল: "তোমার মত?"

"না, তোমার মত।" ৪০২ নম্বর নিশ্চয় খানিকটা পরিতৃপ্তির হাসি হাসিতেছে। এর পরের কথাগুলি আসিল বেশ জোরে, বোধ হয় ৪০২ নম্বর তাহার চশমা দিয়া টোকা দিতেছে।

"ঐ ঠোঁট-কাটা লোকটি আমার প্রতিবেশী, ৪০০ নম্বরে আছে। ওকে কাল স্বীকারোক্তির জন্য উৎপীড়ন করা হয়েছে।"

রুবাশভ এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পাশনে জামার আস্তিনে ঘষিয়া লইল, যদিও সে উহা শুধু টোকা দিবার জন্যই ব্যবহার করিতেছিল। প্রথমে সে জিজ্ঞাসা করিতে গেল, "কেন?" কিন্তু তাহার পরিবর্তে টোকার সাহায্যে প্রশ্ন করিল, "কি ভাবে?"

৪০২ নম্বর শুষ্ক কণ্ঠে জানাইল, "বাষ্পস্নান।"

আগের বারে গ্রেপ্তারের সময় রুবাশভ বিস্তর মার খাইয়াছে, কিন্তু এই প্রণালীর কথা তখন সে শুনিয়াছিল মাত্র। সে জানিত যে, জানা থাকিলে যে-কোন রূপ শারীরিক অত্যাচারই সহ্য করা যায়; একজন যদি আগেই সঠিক জানিতে পারে তাহাকে কি করা হইবে, তাহা হইলে ডাক্তারের অস্ত্রোপচারের মত তাহা সহ্য করিতে পারে—যেমন ধরো দাঁত তোলানো। আসলে অজানা বস্তুই খারাপ, কারণ তাহাতে কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহা বুঝিবার সুযোগ পাওয়া যায় না বা প্রতিরোধের শক্তি পরিমাপ করার মত তুলাদণ্ডও মেলে না। সবচেয়ে বিশ্রী ভয় এই যে, হয়ত লোকে এমন কিছু করিয়া বসে বা বলিয়া ফেলে যাহা আর প্রত্যাহার করা যাইবে না।

"কেন?"—রুবাশভ জিজ্ঞাসা করিল।

৪০২ নম্বর ব্যঙ্গভরে উত্তর দিল, "রাজনৈতিক মতভেদ।"

রুবাশভ আবার চশমা পরিয়া সিগারেট-কেসের জন্য পকেটে হাত ঢুকাইল। আর মাত্র দুইটি সিগারেট আছে। সে টোকা দিল: "তারপর, তোমার কেমন চলছে?"

"ধন্যবাদ, ভালই..." এই বলিয়াই ৪০২ নম্বর কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিল।

রুবাশভ কাঁধ ঝাঁকাইয়া আর একটা সিগারেট ধরাইয়া আবার পায়চারি সুরু করিয়া দিল। আশ্চর্য ব্যাপার, ভাগ্যে কি আছে ভাবিয়া সে যেন বেশ খুশীই হইল। তাহার সেই পুরাতন অবসাদ দূর হইয়া গেল, মাথাও বেশ পরিষ্কার বোধ হইতেছে, স্নায়ুগুলিও সবল হইয়া উঠিয়াছে। রুবাশভ ঠাণ্ডা জল দিয়া বেসিনে মুখ, হাত ও বুক ধুইয়া কুলকুচা করিয়া, রুমালে হাত-মুখ মুছিয়া লইল।

গানের একটি কলি শিস দিতে দিতে তাহার হাসি পাইল—গানের সুরে তাহার কোনকালেই বাহির হয় না। এই ত দিনকয়েক আগেই কে এক জন তাহাকে বলিয়াছিল—"এক নম্বর যদি গাইয়ে হ'ত, তা হলে অনেকদিন আগেই সে তোমাকে হত্যা করবার একটা ছুতো খুঁজে বার করত।"

"এমনিতেও তা করবে।"—রুবাশভ ঠিক বিশ্বাস না করিয়াই এই উত্তর দিয়াছিল।

সে শেষ সিগারেটটি ধরাইল এবং মাথা ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিতে লাগিল, তাহাকে যখন জেরা করা হইবে তখন সে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে। ছাত্রাবস্থায় কোন বিশেষ কঠিন পরীক্ষার পূর্বে তাহার মন যেরূপ শান্ত এবং স্থির আত্মবিশ্বাসে ভরিয়া উঠিত, আজও ঠিক তেমনি হইল। "বাষ্পস্নান" সম্বন্ধে সে খুঁটিনাটি যা জানে সব মনে আনিতে চেষ্টা করিল। ঐ অবস্থা সবিস্তারে কল্পনা করিয়া শরীরের উপর উহার কি প্রতিক্রিয়া এবং কি অনুভূতি হইতে পারে তাহাও বিশ্লেষণ করিল যাহাতে সব ভয়টুকু দূর হইয়া যায়। নিজেকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা না দেওয়াটাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। এখন রুবাশভ একেবারে নিশ্চিত যে, তাহারা অপ্রস্তুত অবস্থায় তাহাকে পাইবে না, ঠিক যেমন ওখানেও পারে নাই; সে জানে যে তাহার যাহা বলিবার ইচ্ছা নাই তাহা সে কিছুতেই বলিবে না। সে শুধু চায় যে, তাহারা যত শীঘ্র সম্ভব আরম্ভ করুক।

তাহার স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। রিচার্ড এবং সেই বৃদ্ধ ট্যাক্সি-চালক তাহাকে তাড়া করিতেছে, কারণ তাহাদের ধারণা হইয়াছে যে, রুবাশভ তাহাদের সহিত প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

"আমি আমার ভাড়া নিশ্চয় দেব"—ভাবিতে ভাবিতে তাহার মুখে অদ্ভুত অপ্রস্তুতির হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তাহার শেষ সিগারেটটি ফুরাইয়া আসিয়াছে,—আঙ্গুলের ডগা পুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; সিগারেটের টুকরাটি রুবাশভ ফেলিয়া দিল। কিন্তু তাহা পা দিয়া নিভাইতে গিয়াই হঠাৎ কি মনে হইল, নীচু হইয়া উহা কুড়াইয়া লইল। নিজের হাতের উল্টাদিকে নীল সর্পিল শিরাগুলির মাঝখানে সেই জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরাটি আস্তে আস্তে চাপিয়া ধরিল। ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার সঙ্গে মিলাইয়া সে ঠিক আধ মিনিট এই অবস্থায় রহিল। রুবাশভের মনে একটা আত্মতৃপ্তির ভাব জাগিয়া উঠিল, এই ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে তাহার হাত একবারও কাঁপে নাই। আবার রুবাশভ হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

গুপ্ত ছিদ্রের মধ্য দিয়া যে চোখ তাহাকে অনেকক্ষণ যাবৎ নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাহা এখন সরিয়া গেল।

১১

মধ্যাহ্নের খাবার লইয়া লোকগুলি চাতালে দিয়া গেল, কিন্তু এবারও রুবাশভের সেল বাদ পড়িল। গুপ্ত ছিদ্রের মধ্য দিয়া দেখিয়া নিজেকে নীচু করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না, কাজেই কি খাবার দিতেছে তাহাও সে জানিতে পারিল না। তবে সুগন্ধে তাহার সেল ভরিয়া গেল।

একটা সিগারেটের নিমিত্ত তাহার আকাঙ্ক্ষা জাগিল। চিত্তের একাগ্রতার জন্য সিগারেট তাহাকে জোগাড় করিতেই হইবে, খাদ্য অপেক্ষাও ইহার পয়োজন বেশী। খাবার বিলি হইয়া যাইবার পর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া রুবাশভ দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করিল। প্রায় পনর মিনিট পরে বৃদ্ধ ওয়ার্ডার আসিল। তাহার স্বাভাবিক অসন্তুষ্ট শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?"

রুবাশভ বলিল, "আমার জন্য ক্যান্টিন থেকে সিগারেট আনতে হবে।"

"তোমার কাছে জেলের রসিদ আছে?"

"আমি এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সব টাকাপয়সা নিয়ে নেওয়া হয়েছে।"

"তা হলে তার বদলে রসিদ না দেওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

"তোমাদের এই আদর্শ প্রতিষ্ঠানে তা হতে কতক্ষণ লাগবে?"

বৃদ্ধ উত্তর দিল, "তুমি একটা অভিযোগপত্র লিখে দেখতে পার।"

"কিন্তু তুমি ভাল করেই জান যে, আমার কাছে কাগজ বা পেন্সিল কিছুই নেই।"

"লেখবার সরঞ্জাম কেনবার জন্যও রসিদ চাই।"

রুবাশভ বুঝিল, তাহার মেজাজ গরম হইয়া উঠিতেছে; বুকে পূর্বের মত একটা চাপ অনুভব করিল এবং কণ্ঠও প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল; কিন্তু সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। বৃদ্ধ ওয়ার্ডার দেখিল পাঁশনের ভিতরে রুবাশভের চোখের তারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। রুবাশভের ইউনিফর্ম-পরিহিত রঙীন ছবিটির কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল; ঐ ছবি তখন সর্বত্রই দেখা যাইত। ঘৃণার হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ ওয়ার্ডার এক পা পিছাইয়া গেল।

"নোংরা ভূত"—ধীরে ধীরে এই কথা কয়টি বলিয়া রুবাশভ পিছন ফিরিল এবং তারপর গিয়া দাড়াইল জানালার কাছে।

পিছনে বৃদ্ধের গলা শোনা গেল, "আমি নালিশ করে দেব যে তুমি আমাকে অপমান করে কথা বলেছ।" তাহার পরই দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

রুবাশভ আস্তিনে পাঁশনে ঘষিয়া, যতক্ষণ না খানিকটা শান্তভাবে নিশ্বাস নিতে পারে ততক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিল। তাহাকে সিগারেট জোগাড় করিতেই হইবে। তাহা না হইলে সে থাকিতে পারিবে না। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া রুবাশভ দেয়ালে টোকা দিয়া ৪০২ নম্বরকে জিজ্ঞাসা করিল: "তোমার কাছে তামাক আছে?"

উত্তরের জন্য রুবাশভকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। তাহার পর বেশ পরিষ্কার উত্তর আসিল: "তোমার জন্য নেই।"

রুবাশভ আস্তে আস্তে জানালার কাছে ফিরিয়া গেল। সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে ছোট্ট গোঁফওয়ালা যুবক অফিসার চশমা পরিয়া তাহাদের মাঝের ব্যবধানস্বরূপ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া বোকার মত হাসিতেছে: চশমার আড়ালে চোখ দুইটি কাচের মত স্বচ্ছ, রক্তাভ চোখের পাতা উপরদিকে তোলা। তাহার মাথার মধ্যে এখন কি চিন্তা ঘুরিতেছে? হয়ত সে ভাবিতেছে: 'তোমাকে ঠিক জব্দ করেছি।' হয়ত ইহাও ভাবিতেছে—'কি হে ছোটলোক, আমার দেশের কত লোককে তুমি গুলি করে মেরেছ?' রুবাশভ চূণকাম-করা দেয়ালের দিকে তাকাইল। তাহার মনে হইল এই দেয়ালের ওধারে আর এক জনও এই দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এমনকি রুবাশভের মনে হইল সে ৪০২ নম্বরের উত্তেজিত নিশ্বাসের শব্দও শুনিতে পাইতেছে। 'সত্যি আমিও ভাবছি, তোমার দলের কত লোককে আমি মেরেছি?' সত্যই রুবাশভ মনে করিতে পারিল না; বহুদিন আগের কথা গৃহযুদ্ধের সময়, তা সত্তর হইতে এক শত জনের মধ্যে হইবে। তাহাতে কি হইয়াছে? সে ঠিকই করিয়াছিল, ঐ ব্যাপার রিচার্ডের ব্যাপার হইতে ভিন্ন, আর আজও প্রয়োজন হইলে, সে উহা করিবে। যদি সে পূর্ব হইতে জানে যে রাষ্ট্রবিপ্লবের পর এক নম্বর গদিতে বসিবে? হ্যাঁ, তাহা হইলেও।

রুবাশভ ভাবিল, "তোমার সঙ্গে"—যে চূণকাম-করা দেয়ালের ঐদিকে আর এক জন দাঁড়াইয়া আছে সেইদিকে সে তাকাইল, এতক্ষণে হয়ত ৪০২ নম্বর সিগারেট ধরাইয়া দেয়ালের দিকে ধোঁয়া ছাড়িতেছে—"তোমার সঙ্গে আমার

কোন দেনাপাওনার হিসাব নেই। তোমার কাছে আমার কিছু ধার নেই। তোমাদের আর আমাদের প্রচলিত মুদ্রা বা ভাষা কোনটাই এক নয়…কি ব্যাপার, তোমার আবার কি চাই?”

৪০২ নম্বর আবার দেয়ালে টোকা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। রুবাশভ দেয়ালের দিকে আগাইয়া গেল এবং…“তোমাকে তামাক পাঠাচ্ছি।” এই কয়টি কথা শুনিতে পাইল। তারপর আরও অস্পষ্টভাবে শোনা গেল, ৪০২ নম্বর ওয়ার্ডারের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য নিজের দরজায় ধাক্কা দিতেছে।

রুবাশভ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিল; কয়েক মিনিট পরে শুনিল বৃদ্ধ ওয়ার্ডারের এলোমেলো চলার আওয়াজ। ওয়ার্ডার ৪০২ নম্বরের দরজা খুলিল না, গুপ্ত ছিদ্রের মধ্য দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি চাই?”

রুবাশভ উত্তর শুনিতে পাইল না, যদিও ৪০২ নম্বরের কণ্ঠস্বর শুনিবার তাহার খুব ইচ্ছা ছিল। রুবাশভকে শুনাইয়া জোরে জোরে বৃদ্ধ বলিল, “দেবার হুকুম নেই, এটা আইন-বিরুদ্ধ কাজ।”

রুবাশভ এবারও উত্তর শুনিতে পাইল না। তাহার পর ওয়ার্ডার বলিল, “আমি নালিশ করে দেব যে, তুমি আমাকে অপমান করেছ।” টালির উপর তাহার পদধ্বনি শোনা গেল এবং শেষে অলিন্দে পদশব্দ মিলাইয়া গেল।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। তাহার পর ৪০২ নম্বর টোকা দিল—“তোমার কপাল খারাপ।”

রুবাশভ কোন উত্তর দিল না। সে পায়চারি করিতে লাগিল, তামাকের তৃষ্ণায় তাহার গলার শুক্‌না পর্দা সুড়সুড় করিতেছে। ৪০২ নম্বরের কথা সে ভাবিতে লাগিল। “তবু এ কাজ আমি আবারও করব প্রয়োজন হলে। ও কাজের দরকার ছিল, আর আমি ঠিকই করেছিলাম। কিন্তু তবু তোমার কাছেও বোধ হয় আমার কিছু ধার রয়েছে? ন্যায়সঙ্গত এবং অবশ্যকর্তব্য কাজের জন্যও কি দণ্ড দিতে হয়?”—রুবাশভ নিজের মনে ভাবিয়া চলে।

গলা আরও শুকাইয়া উঠিতেছে। কপাল ভার বোধ হইতেছে; রুবাশভ অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিল। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঠোঁট নড়িতে আরম্ভ করিল।

ন্যায় কার্যের জন্যও কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? বিবেক, বিচারবুদ্ধি ব্যতীত কি আরও কোন তুলাদণ্ড আছে? তাহার বিবেচনায় কি তবে ন্যায়-

পরায়ণ লোকেরই সর্বাপেক্ষা অধিক ঋণ হয়? তাহার ঋণ কি দ্বিগুণ করিয়া ধরা হয়—কারণ অন্য লোকেরা ত জানে না তাহারা কি করিতেছে?···

জানালা হইতে তৃতীয় কালো টালির উপর রুবাশভ স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

ইহা কি? এই কি ধর্মোন্মত্ততা? রুবাশভের খেয়াল হইল সে অনেকক্ষণ যাবৎ অস্ফুটস্বরে নিজের সহিত কথা বলিতেছে, এবং এইভাবে নিজেকে লক্ষ্য করিতে করিতেই সে স্বগতোক্তি করিয়া উঠিল, 'আমি প্রায়শ্চিত্ত করব।'

গ্রেপ্তার হইবার পর এই প্রথম রুবাশভ ভীত হইয়া উঠিল। সে সিগারেটের জন্য পকেট হাতড়াইল। কিন্তু সিগারেট তো নাই।

এই সময় আবার দেয়ালে আস্তে আস্তে টক্ টক্ শব্দ হইল। ৪০২ নম্বরের একটি খবর দিবার আছে: "ঠোটকাটা তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।"

কল্পনার চোখে রুবাশভ দেখিল—উপর দিকে ফিরানো একটি পীতাভ মুখ: খবরটি পাইয়া তাহার কেমন অস্বস্তিবোধ হইল। রুবাশভ টোকা দিল: "ওর নাম কি?"

"নাম বলছে না। কিন্তু যা হোক তোমাকে ও তার শুভেচ্ছা জানিয়েছে।"

১২

বিকালের দিকে রুবাশভের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ পরপর তাহার কাঁপুনি হইতে লাগিল। ডানদিকের একটি দাঁত আবার ব্যথা করিতেছে—চোখের স্নায়ুর সঙ্গে যে কশদাঁতের সংযোগ আছে সেই দাঁত। গ্রেপ্তারের সময় হইতে সে এখন পর্যন্ত কিছুই খায় নাই, তবু তাহার ক্ষুধাবোধ হইতেছে না। সে তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা ঠিক রাখিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু শরীরের উপর দিয়া এমন একটা হিমশীতল কাঁপুনি বহিয়া যাইতেছে এবং গলার ভিতর এমন সুড়সুড় করিতেছে যে, রুবাশভ কিছুতেই মনকে স্থির রাখিতে পারিল না। পালা করিয়া দুইটি সমস্যাকে ঘিরিয়া তাহার চিন্তাস্রোত বহিতে লাগিল: সিগারেটের আকুল তৃষ্ণা এবং একটি বাক্য—'আমি প্রায়শ্চিত্ত করব।'

বিগত দিনের স্মৃতি রুবাশভকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ঐ সব ঘটনা যেন তাহার কানের কাছে অস্ফুট গুঞ্জন করিতেছে। চোখের সামনে কত মুখ ভাসিয়া উঠিয়া, কত কণ্ঠস্বর কানে বাজিয়া আবার মিলাইয়া গেল। যেখানেই সে তাহাদের ধরিতে চেষ্টা করে সেখানেই সে ব্যথাই পায়। তাহার অতীতের সর্বত্রই

ক্ষত, যেখানেই স্পর্শ করিতে যাও ব্যথা লাগে। তাহার অতীত সবটুকুই ত আন্দোলন, পার্টি; বর্তমান এবং ভবিষ্যৎও পার্টির জন্য উৎসর্গীকৃত। পার্টির ভাগ্যের সঙ্গে তাহারও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত; কিন্তু তাহার অতীত ও পার্টি অভিন্ন। এবং আজ সহসা এই অতীত সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগিয়াছে। তাহার মনে হইল পার্টির উষ্ণ জীবন্ত শরীর আজ ক্ষতচিহ্নে ভরিয়া গিয়াছে, ক্ষত হইতে পূঁয গড়াইতেছে, তপ্ত লোহা দিয়া পোড়ানো দাগগুলি হইতে রক্ত ঝরিতেছে। ইতিহাসে আর কোথায় কবে এইরূপ সব দোষত্রুটি-পূর্ণ মহাপুরুষ দেখা গিয়াছে? একটা মহৎ উদ্দেশ্যের ইহা অপেক্ষা অযোগ্য প্রতিনিধি আর কখনও হয় নাই। পার্টি যদি ইতিহাসের ইচ্ছার প্রতীক হয়, তাহা হইলে ইতিহাসও স্বয়ং দোষমুক্ত নহে।

রুবাশভ তাহার সেলের দেয়ালে ভিজা দাগগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। সে বিছানার উপর হইতে কম্বলটি তুলিয়া লইয়া কাঁধে জড়াইল। গতি আরও বাড়াইয়া দিল এবং দরজা ও জানালার নিকট হঠাৎ মোড় ফিরিয়া ফিরিয়া ক্ষিপ্রপদে পায়চারি করিতে লাগিল; কিন্তু তবু তাহার মেরুদণ্ড বহিয়া যেন কম্পন নামিতেছে। তাহার কানের কাছে গুঞ্জন চলিয়াছে। সে গুঞ্জনের সঙ্গে অস্পষ্ট ও মৃদু কণ্ঠস্বর মিলিয়া তাহার কানে আসিয়া লাগিতেছে। রুবাশভ ঠিক বুঝিতে পারিল না যে, ঐ কণ্ঠস্বর অলিন্দ হইতে আসিতেছে, না তাহার মতিভ্রম হইয়াছে। সে মনে মনে বলিল, ইহা সেই চক্ষুর স্নায়ু, কশের দাঁতের ভাঙ্গা গোড়াটা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কাল ডাক্তারকে বলিতে হইবে, কিন্তু ইতিমধ্যে আরও বহু কাজ বাকী আছে। পার্টির ত্রুটিগুলির মূল খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমাদের মূলনীতি, আদর্শ সবই ঠিক ছিল, কিন্তু ফল দাঁড়ায় বিপরীত। ইহা একটি ব্যাধিগ্রস্ত শতাব্দী। আমরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় ও তাহার কারণ আবিষ্কার করিয়াছিলাম, কিন্তু যেখানে আমরা তাহার আরোগ্যের জন্য ছুরি চালাইয়া অস্ত্রোপচার করিতে গেলাম সেখানে নূতন ক্ষত দেখা দিল। আমাদের উদ্দেশ্য দৃঢ় এবং খাঁটি ছিল, কাজেই জনগণের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাই ছিল আমাদের প্রাপ্য। কিন্তু তাহারা আমাদের ঘৃণা করে। কেন আমরা তাহাদের বিরক্তি ও ঘৃণার পাত্র?

আমরা তোমাদের জন্য সত্য আনিলাম, কিন্তু আমাদের মুখে তাহা মিথ্যা শুনাইল। আমরা স্বাধীনতা আনিলাম, কিন্তু আমাদের হাতে তাহা চাবুকের

মত দেখাইল। আমরা তোমাদের প্রাণবন্ত জীবন আনিয়া দিলাম; কিন্তু যেখানেই আমাদের কণ্ঠস্বর, সেখানেই গাছপালা শুকাইয়া উঠে, শুষ্ক ঝরাপাতার মড়মড় শব্দ শুনা যায়। আমরা তোমাদের জন্য আনিলাম ভবিষ্যতের আশ্বাস-বাণী, কিন্তু আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল নিষ্ফল, বিকৃত হুঙ্কার···।

রুবাশভ কাঁপিতে লাগিল। তাহার চোখের সামনে একটি ছবি ভাসিয়া উঠিল। কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো একখানা বড়ো ফটো: পার্টির প্রথম অধিবেশনের প্রতিনিধিগণ। সকলে একটা লম্বা কাঠের টেবিলের সামনে বসিয়া আছে, কেহ টেবিলে কনুই ভর দিয়া আছে, কাহারও বা হাত হাঁটুর উপর রাখা; সকলেরই মুখে দাড়ি। স্থিরসঙ্কল্প ও উৎসাহভরা মুখে তাহারা ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার কাঁচের দিকে তাকাইয়া আছে। প্রত্যেকের মাথার উপর এক একটা ছোট গোল বৃত্তের মধ্যে নীচে লেখা নামের সহিত মিলাইয়া একটি করিয়া নম্বর। সকলেই গম্ভীর, শুধু বৃদ্ধ যিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন তাঁহার তাতারদের ন্যায় লম্বা চেরা চোখে একটা ধূর্ত এবং কৌতুকভরা চাহনি। রুবাশভ তাঁহার ডানদিকে বসিয়া, তাহার চোখে পাঁশনে। এক নম্বর টেবিলের শেষ দিকে কোথাও বসিয়া আছে। ফটোতে লোকগুলিকে দেখিয়া মনে হয় যেন একটা প্রাদেশিক সাধারণ নগরসমিতির সভা; কিন্তু তাহারা তখন বিশ্বের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিপ্লবের আয়োজন করিতেছিল। সেই সময় তাহারা এক সম্পূর্ণ নূতন স্তরের মুষ্টিমেয় কয়জন লোক: সংগ্রাম বড় দার্শনিক। ভ্রমণকারী ব্যবসায়ীদের সহিত যেমন হোটেলের পরিচয় থাকে তেমনি তাহারা ইউরোপের সব শহরের কারাগারের সহিত পরিচিত ছিল। ক্ষমতা দূর করিবার জন্যই তাহারা ক্ষমতার স্বপ্ন দেখিত, মানুষকে শাসিত হইবার অভ্যাস ছাড়ানোর জন্যই জনগণকে শাসন করিবার স্বপ্ন দেখিত। তাহাদের সকল চিন্তাই কার্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল, সব স্বপ্নই সফল হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহারা কোথায়? তাহাদের যে মস্তিষ্ক পৃথিবীর গতির মোড় ফিরাইয়া দিয়াছিল তাহার প্রতিটিই গুলির আঘাত পাইয়াছে। গুলি বিঁধিয়াছে কাহারও ললাটে, কাহারও বা ঘাড়ে। তাহাদের মধ্যে আর মাত্র দুই-তিন জনই বাকী রহিয়াছে। তাহারা আজ শ্রান্ত, ক্লান্ত, নিঃশেষিত, পৃথিবীর এদিক ওদিক ছড়াইয়া আছে। ইহা ছাড়া আছে সে নিজে এবং এক নম্বর।

ঠাণ্ডায় যেন রুবাশভ জমিয়া যাইতেছে। একটা সিগারেট পাইবার ইচ্ছা তাহার অদম্য হইয়া উঠিতেছে। তাহার মনে হইল সে যেন বেলজিয়ামের সেই পুরানো বন্দরটিতে ফিরিয়া গিয়াছে; সদাহাস্যময় খর্বকায় লীউই তাহাকে পথ

দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। লীউই অল্প কুঁজো হইয়া চলিত এবং নাবিকদের পাইপে ধূমপান করিত। সেই বন্দরের গন্ধ যেন তাহার নাকে আসিয়া লাগিতেছে, পচা সামুদ্রিক আগাছা এবং পেট্রোলের এক অদ্ভুত মিশ্রিত গন্ধ। পুরাতন সমিতি-গৃহের চূড়ার ঘড়িটির মধুর টং টং শব্দ সে যেন শুনিতে পাইল। সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। বাড়ীর জানালাগুলি যেন একেবারে রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জাফ্‌রিতে দিনের বেলায় বন্দরের গণিকারা তাহাদের জামাকাপড় শুকাইতে দিত। রিচার্ডের সঙ্গে ঐ ব্যাপার ঘটিবার দুই বৎসর পরের কথা। তাহারা রুবাশভের বিরুদ্ধে কোনকিছু প্রমাণ করিতে পারে নাই। তাহাকে যখন মারা হয় সে একটি কথাও বলে নাই, এমন কি যখন তাহার মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করে, তাহার শ্রবণশক্তি নষ্ট করিয়া দেয় এবং তাহার চশমা ভাঙ্গিয়া ফেলে তখনও সে চুপ করিয়া ছিল। সে চুপ করিয়া রহিয়াছে, সমস্ত অস্বীকার করিয়াছে এবং নিতান্ত উদাসীন অথচ সতর্কভাবে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। রুবাশভ সেলে পায়চারি করিয়াছে, অন্ধকার শাস্তিগৃহের পাথরের মেঝের উপর বুক দিয়া হাঁটিয়াছে। তাহার ভয় করিয়াছিল এবং নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। ঠাণ্ডা জলে যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন সে একটি সিগারেটের জন্য হাতড়াইয়া সমানে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। তখন তাহার উপর যাহারা অত্যাচার করিত, তাহাদের প্রতি ঘৃণা হওয়ায় রুবাশভ বিস্মিত হইত না এবং কখনও ইহা ভাবিয়াও আশ্চর্য হইত না যে সে-ই বা কেন তাহাদের নিকট এত ঘৃণ্য। ডিক্টেটর শাসনের সমগ্র আইন-বিভাগ নিষ্ফল আক্রোশে দাতে দাঁত ঘষিয়াছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করিতে পারে নাই। তাহার মুক্তির পর তাহাকে বিমানযোগে রাষ্ট্রবিপ্লবের মাতৃভূমি—তাহার দেশে লইয়া যাওয়া হয়। তারপর কত অভ্যর্থনা-সভা, মহাসমারোহে উল্লসিত জনগণের সভা, সৈনিকদের প্যারেড। এমনকি এক নম্বরও অনেকবার তাহার সহিত জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

রুবাশভ বহু বৎসর যাবৎ স্বদেশ ছাড়া। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সেখানে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ঐ ফটোর দাড়িওয়ালা লোকেদের অর্দ্ধেক আর তখন বাঁচিয়া নাই। তাহাদের নাম উচ্চারণ করা যায় না, তাহাদের স্মৃতির বন্দনা হয় অভিশাপ দিয়া—আগের দিনের এক প্রবীণ নেতা তাতার-দেশীয় তেরছা চোখের সেই বৃদ্ধ লোকটিই সময়মত মরিয়া গিয়া এই সবের হাত এড়াইয়াছে। তাঁহাকে "দেবতা—দেশের পিতা" বলিয়া পূজা করা হয়, এক

নম্বর তাঁহার "পুত্র", কিন্তু সর্বত্রই এইরূপ কানাঘুষা চলিত যে, "এক নম্বর" বৃদ্ধের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য তাঁহার উইল জাল করিয়াছে। ঐ পুরাতন ফটোর লোকেদের মধ্যে আজও যাহারা আছে তাহাদের আর চেনা যায় না; দাড়িগোঁফ কামানো, ক্লান্ত। তাহাদের মোহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মন ভরিয়া উঠিয়াছে হতাশ অবসাদে। কিছুদিন পর পর এক নম্বর তাহাদের মধ্য হইতে একজন করিয়া নূতন বলি গ্রহণ করিয়াছে। তখন তাহারা সকলে মিলিয়া বুক চাপড়াইয়াছে এবং সমস্বরে নিজেদের পাপের জন্য অনুশোচনা করিয়াছে। দিন পনের পরে—রুবাশভ তখনও লাঠিতে ভর দিয়া হাঁটে, সে বাহিরে কোন নূতন দৌত্য লইয়া যাইতে চাহিল। একরাশ সিগারেটের ধোঁয়ার আড়াল হইতে তাহার দিকে তাকাইয়া এক নম্বর বলিয়াছিল—"তোমার যেন বড় বেশী তাড়া মনে হচ্ছে।" বিশ বৎসর পার্টির নেতৃত্ব করার পর আজও তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া ওঠে নাই। এক নম্বরের মাথার উপরদিকে সেই "বৃদ্ধ নেতা"র চিত্র টাঙানো, তাহার পাশেই ঝুলানো থাকিত সেই অধিবেশনের ছবি—যাহাতে সকলের মাথার উপর নম্বর লেখা; কিন্তু এখন আর সেটি নাই। খুব অল্পক্ষণই তাহাদের কথাবার্তা হইয়াছিল—মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, কিন্তু সে চলিয়া আসিবার সময় এক নম্বর কেমন যেন অদ্ভুত জোর দিয়া তাহার সহিত করমর্দন করিয়াছিল। রুবাশভ পরে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াছে ঐ করমর্দনের পিছনে কি অর্থ ছিল। এক নম্বর সিগারেটের ধোঁয়ার আড়াল হইতে তাহার দিকে যখন তাকাইয়াছিল তখন তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল অদ্ভুত, তীক্ষ্ণ কুটিলতা—তারই বা কি অর্থ। রুবাশভ তারপর লাঠিতে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল; এক নম্বর তাহাকে দরজা পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয় নাই। ইহার পরদিনই রুবাশভ বেলজিয়ামে চলিয়া যায়।

নৌকায় থাকিতেই সে খানিকটা সারিয়া উঠিল, নিজের কর্তব্য সম্বন্ধেও সে চিন্তা করিয়া লইল। বেলজিয়ামে পৌছিলে নাবিকদের পাইপ মুখে খর্বকায় লীউই তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসে। পার্টির ডক-মজুর বিভাগের স্থানীয় নেতা ছিল লীউই, প্রথম দর্শনেই লাউইকে রুবাশভের খুব ভাল লাগে। সে অত্যন্ত গর্বের সহিত রুবাশভকে ডকগুলি এবং বন্দরের আঁকাবাঁকা রাস্তাঘাট সব ঘুরিয়া দেখাইয়াছে যেন সে নিজেই এই সবের নির্মাতা। প্রত্যেক হোটেলেই লীউইর পরিচিত লোক—ডকের মজুর, নাবিক, গণিকা, প্রত্যেক জায়গাতেই তাহাকে মদ্যপান করিতে অনুরোধ করে, লীউই তাহাদের অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে কানের

কাছে পাইপটি তুলিয়া ধরিত। এমনকি বাজারের রাস্তায় পুলিসের লোকগুলিও লীউইর দিকে তাকাইয়া বন্ধুভাবে চোখ নাচাইত। বিদেশী জাহাজের নাবিক বন্ধুরা ভাষায় নিজেদের কথা বুঝাইতে পারিত না, কিন্তু লীউইর বিকৃত কাঁধে কোমল হাতে চাপড় দিয়া আদর করিত। রুবাশভ একটা মৃদু বিস্ময় লইয়া এই সব দেখিত। না, খর্বকায় লীউই অপ্রীতিকর বা ঘৃণ্য ছিল না। এই শহরের ডকের মজুর-বিভাগ পৃথিবীর মধ্যে পার্টির অন্যতম সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল।

সন্ধ্যাবেলায় রুবাশভ, খর্বকায় লাউই এবং আরও দু'তিন জন বন্দরের কোন এক হোটেলে বসিত। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম পল—সেই ঐ বিভাগের পরিচালনা-সম্পাদক। এককালে সে ছিল মল্লযোদ্ধা; মাথায় টাক, মুখে বসন্তের দাগ, বড় বড় লম্বা কান। কোটের নীচে নাবিকদের কালো সোয়েটার, মাথায় একটি কালো 'বোলার' হ্যাট। পলের একটা মজার অভ্যাস ছিল একটু পর পর কান দুটিকে নড়ানো, তাহাতে হ্যাটটা একবার উপরে উঠিয়া আবার নামিয়া পড়িত। তাহার সঙ্গে আর একজন লোক আসিয়াছিল, বিল নামে প্রাক্তন নাবিক। নাবিকের জীবন সম্বন্ধে একখানি উপন্যাস লিখিয়া সে বৎসরখানেক প্রচুর খ্যাতিলাভ করে, কিন্তু অতি শীঘ্রই আবার বিস্মৃতির গর্ভে হারাইয়া যায়। এখন সে পার্টির কাগজে প্রবন্ধ লেখে। বাকী কয়জন ডকের মজুর, তাহাদের ভারী শরীর এবং সকলেই নিয়মিত মদ্যপায়ী। একের পর এক নূতন নূতন লোক আসিত, খানিকক্ষণ তাহাদের সঙ্গে টেবিলে বসিয়া বা তাহাদের কাছে দাঁড়াইয়া গল্প করিত, একদফা মদের দাম দিয়া আবার অলস মন্থর গতিতে বাহির হইয়া যাইত। মোটা হোটেলওয়ালা একটু অবসর পাইলেই তাহাদের টেবিলে আসিয়া বসিত। সে খুব ভাল 'মাউথ-অরগ্যান' বাজাইত। ঐখানে বসিয়া প্রচুর মদ্যপান করা হইত।

বেশী কিছু না বলিয়া শুধু "ওদিকের একজন কমরেড" বলিয়াই খর্বকায় লীউই রুবাশভকে সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। একমাত্র খর্বকায় লীউই তাহার সত্য পরিচয় জানিত। হয় রুবাশভের বেশী আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা নয়, কিংবা সে বিশেষ কোন কারণে আলাপ করে না এই ভাবিয়া টেবিলের লোকেরা তাহাকে বেশী প্রশ্ন করিত না। আর যেটুকুও জিজ্ঞাসা করিত তাহা 'ওখানকার' লোকের আর্থিক এবং সাংসারিক অবস্থা, তাহাদের বেতন, জমিসংক্রান্ত সমস্যা এবং শিল্পোন্নতি সম্পর্কীয়। তাহাদের কথা-বার্তা হইতে শিল্পবিস্তার খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে তাহাদের আশ্চর্যরকম

জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত, কিন্তু সেই সঙ্গে "ওখানকার" সাধারণ অবস্থা এবং রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্বন্ধে তাহারা ঠিক তেমনি আশ্চর্যরকম অজ্ঞ। ছোট ছেলেমেয়েরা যে ভাবে ক্যানানের আঙ্গুরের সঠিক আকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, ঠিক সেইভাবে তাহারা হাল্‌কা ধাতুশিল্পের উৎপাদনের উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিত। একজন বৃদ্ধ ডকের মজুর কোন অর্ডার না দিয়াই অনেকক্ষণ যাবৎ মদ্য বিক্রয়ের স্থানটিতে দাঁড়াইয়া ছিল। খর্বকায় লীউই মদ্যপান করিবার জন্য তাহাকে ডাকিতেই সে কাছে আসিয়া রুবাশভের সহিত করমর্দন করিয়া বলিল, "আপনাকে দেখতে অনেকটা বৃদ্ধ রুবাশভের মত।" রুবাশভ উত্তর দিয়াছিল, "হ্যাঁ, আমাকে অনেকেই এ কথা বলে।" বৃদ্ধ তাহার গ্লাসের মদ শেষ করিয়া স্বগতোক্তি করিল—'রুবাশভ মানুষের মত মানুষ বটে।' রুবাশভ জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছে তখনও এক মাস হয় নাই, এবং সে যে বাঁচিবে এ কথা জানিবার পর ছয় সপ্তাহও যায় নাই। মোটা হোটেলওয়ালা বসিয়া 'মাউথ-অগ্যান' বাজাইতেছিল। রুবাশভ সিগারেট ধরাইয়া সমানে সকলের নিমিত্ত মদের অর্ডার দিয়া চলিল। সকলে তাহার এবং "ওখানকার" লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি কামনা করিয়া মদ্যপান করিল। আর সম্পাদক পল বসিয়া বসিয়া তাহার কাণ নড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হ্যাটটিকেও নাচাইতে লাগিল।

পরে রুবাশভ ও খর্বকায় লীউই একটা কাফে'তে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। সেই কাফের মালিক জানালার পর্দা নামাইয়া, টেবিলের উপর সব চেয়ার একত্র করিয়া রাখিয়া কাউণ্টারে হেলান দিয়া ঘুমাইতেছিল। সেইখানে বসিয়াই খর্বকায় লীউই রুবাশভকে তাহার জীবনকাহিনী শুনাইয়াছিল। রুবাশভ লীউইকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাও করে নাই। পরদিন যে গোলমাল হইবে তাহাও বুঝিতে পারিল। কিন্তু রুবাশভ কি করিবে, সে দেখিয়াছে সব কমরেডই তাহার কাছে নিজেদের জীবনের ইতিহাস বলিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে। সে ভাবিয়াছিল চলিয়াই যাইবে কিন্তু হঠাৎ তাহার অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ হইল—ক্ষমতার অতিরিক্ত সে পরিশ্রম করিয়াছে; কাজেই শেষ পর্যন্ত সে বসিয়া সব শুনিতে লাগিল।

দেখা গেল খর্বকায় লীউই ঐ দেশের লোক নয়, যদিও ঐখানকার লোকের মতই সে ঐ দেশের ভাষা জানে এবং ঐ স্থানের সকলকেই চিনে। আসলে তাহার জন্ম দক্ষিণ জার্মাণীর কোন এক শহরে। সে ছুতারের কাজ শিখিয়াছিল। গীটার বাজাইয়া, বৈপ্লবিক যুবসংঘের রবিবারের আসরে ডারউইনবাদের

উপর বক্তৃতা দিয়া তাহার দিন কাটিত। একনায়ক-তন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার আগের কয়েকমাস খুব গোলমালে চলিতেছিল, পার্টির তখন অস্ত্রশস্ত্রের খুব প্রয়োজন, সেই শহরে তখন একটা দুঃসাহসিক কৌশল অবলম্বন করা হয়ঃ পুলিসের থানা ছিল শহরের সর্বাপেক্ষা কর্মব্যস্ত পল্লীতে, এক রবিবার বিকালে সেখান হইতে একটা ফার্নিচারের গাড়ীতে করিয়া পঞ্চাশটা রাইফেল, কুড়িটা রিভলভার, দুইটি হাল্‌কা মেশিনগান ও তাহার বারুদ উধাও হইল। ঐ গাড়ীর লোকেরা সরকারী স্ট্যাম্প-লাগানো একটা আদেশপত্র লইয়া আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে ছিল আসল ইউনিফর্ম-পরিহিত দুই জন জাল পুলিস। কিছুদিন পর তদন্তের সময় অন্য এক শহরে পার্টির কোন সভ্যের গ্যারেজে ঐ সব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। কোনদিনই এই ঘটনাটির কার্যকারণ পুরাপুরি উদ্‌ঘাটিত হয় নাই; আর এমনই হইল ঐ ব্যাপারের পরদিনই খর্বকায় লীউই শহর হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। পার্টি তাহাকে ছাড়পত্র এবং পরিচয়-জ্ঞাপক কাগজপত্র দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল; কিন্তু সেই বন্দোবস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। অর্থাৎ, পার্টির উপরদিক হইতে তাহার জন্য ছাড়পত্র ও যাতায়াতের টাকা লইয়া যে সংবাদবাহকের একটি নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দেখা করিবার কথা ছিল, সে আর আসিল না।

খর্বকায় লীউই দার্শনিকের মত খুব বিজ্ঞভাবে বলিয়াছিল, "আমাদের ভাগ্যে সবসময়ই এরকম হয়।" রুবাশভ কোন উত্তর দেয় নাই।

যাহা হউক, খর্বকায় লীউই কোনরকমে পলাইয়া গিয়া শেষ পর্যন্ত সীমান্ত পার হইয়াছিল। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা বাহির হয় এবং প্রত্যেক পুলিস-ফাঁড়িতে তাহার ছবি টাঙাইয়া দেওয়া হয়, ছবিতে তাহার কুৎসিত বিকৃত ঘাড় দেখিয়া তাহাকে চেনাও অসুবিধা নয়, কাজেই ঐ দেশ ছাড়িয়া বাহির হইতে তাহাকে অনেক মাস ঘুরিতে হইয়াছিল। সে যখন পার্টির "উচ্চতর মণ্ডলে"র সংবাদবাহক কমরেডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হয়, তখন তাহার পকেটে ছিল মাত্র তিন দিন খরচ চালাইবার মত পয়সা। খর্বকায় লীউই বলিল, "আমার আগে বরাবর ধারণা ছিল যে, লোকে গাছের ছাল চিবিয়ে খেয়ে দিন কাটায় এ সব বুঝি গল্পকথা, শুধু বইয়েই লেখা থাকে। জানেন, ছোট ছোট প্লেন গাছের ছালেরই সবচেয়ে ভাল স্বাদ।" ঐ কথা মনে পড়াতেই বোধ হয় লীউই উঠিয়া গিয়া কাউণ্টার হইতে কয়েকটা মাংসের কাবাব লইয়া আসিল। রুবাশভের মনে পড়িয়া গেল জেলের সুপ এবং অনশন ধর্মঘটের কথা, সেও খর্বকায় লীউইর সঙ্গে বসিয়া কাবাব খাইল।

অবশেষে খর্বকায় লীউই ফ্রান্সের সীমান্ত পার হয়। ছাড়পত্র না থাকায়, কয়েকদিন পরই সে গ্রেপ্তার হইল। অন্য কোন দেশে চলিয়া যাইতে আদেশ দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। লীউই বলিল, "এ যেন আমাকে চাঁদের দেশে যেতে বলার মত।" সে আবার পার্টির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিল; কিন্তু ঐদেশে পার্টির লোকেরা তাহাকে চিনিত না। কাজেই তাহারা বলিল যে, আগে লীউইর জন্মভূমিতে তাহাদের খোঁজখবর লইতে হইবে। খর্বকায় লীউই এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; কয়েকদিন পরে আবার সে গ্রেপ্তার হয় এবং তাহার তিন মাস কারাদণ্ড হয়। সেলে তাহার সঙ্গী ছিল একটি ভবঘুরে। ঐ তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করার সময় খর্বকায় লীউই পার্টির শেষ অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তাহাকে বুঝাইয়া বলে। ইহার পরিবর্তে কি ভাবে বিড়াল ধরিয়া এবং তাহার চামড়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা উপার্জন করা যায় তাহার সঙ্গী এই গোপন তথ্যটি তাহাকে শিখাইয়াছিল। তিন মাস শেষ হইলে তাহাকে রাত্রে বেলজিয়াম সীমান্তে একটি বনে লইয়া যাওয়া হয়। শান্ত্রীরা তাহাকে রুটি, পনির ও এক প্যাকেট ফরাসী সিগারেট দিয়া বলিল, "সোজা চলে যাও। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তুমি বেলজিয়ামে পৌঁছে যাবে। আবার যদি তোমাকে কখনও এখানে ধরি তা হলে তোমার মাথা উড়িয়ে দেব।"

বহুদিন যাবৎ খর্বকায় লীউই বেলজিয়ামে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইল। আবার সে পার্টির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে; কিন্তু ফ্রান্সে যে উত্তর পাইয়াছিল এখানেও পার্টির কাছ হইতে সেই উত্তরই আসিল। প্লেন গাছের ছাল খাইয়া আর পারা যায় না, এইবার লীউই বিড়ালের ব্যবসা আরম্ভ করিল। দেখিল বিড়াল ধরা তো খুবই সহজ আর যদি বিড়ালটি বুড়া বা ক্ষতযুক্ত না হয় তাহা হইলে তার চামড়ার বদলে আধখানা পাঁউরুটি এবং এক প্যাকেট পাইপের তামাক পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ ধরা এবং বিক্রী করার মধ্যের কাজটিই বড় অপ্রীতিকর। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটি শেষ করা যায় যদি এক হাতে বিড়ালের কাণ দুটি ধরিয়া, অন্য হাতে লেজ ধরিয়া হাঁটুর উপর রাখিয়া তার পিঠটি দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। প্রথম প্রথম বিষম ঘৃণা বোধ হয়। কিন্তু তার পর ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েক সপ্তাহ পরে খর্বকায় লীউই আবার গ্রেপ্তার হইল, কারণ বেলজিয়ামেও পরিচয়পত্রাদি থাকা প্রয়োজন হইত। তাহার পরই এক এক করিয়া নির্বাসন, মুক্তি, দ্বিতীয় বার গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড।

তারপর একরাত্রে দুই জন বেলজিয়ামদেশীয় পুলিস তাহাকে ফরাসী সীমান্তে এক বনের মধ্যে লইয়া গেল। রুটি, পনির ও এক প্যাকেট বেলজিয়ামদেশীয় সিগারেট দিয়া তাহারা লীউইকে বলিল, "সোজা চলে যাও। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফ্রান্সে পৌঁছে যাবে। আবার যদি তোমাকে আমরা এখানে পাই, মাথা একেবারে উড়িয়ে দেব।"

তার পরের বৎসর ফরাসী শাসনকর্তাদের সহযোগিতায়ই হউক বা বেলজিয়ামের সহকারিতাতেই হউক, খর্বকায় লীউইকে সীমান্তের উপর দিয়া একবার এই পারে আবার ঐ পারে, এইরূপে তিন তিন বার পাঠানো হয়। সে জানিতে পারিল যে, এই খেলা বহু বৎসর যাবৎ তাহার মত আরও শত শত লোককে লইয়া করা হইয়াছে। খর্বকায় লীউই বারবার পার্টির কাছে আবেদন করিয়াছে; কারণ তাহার প্রধান উদ্বেগ ও চিন্তা এই ছিল যে, সে আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। পার্টি উত্তর দিল, "আমরা তোমার প্রতিষ্ঠান থেকে তোমার আসার কোন খবর পাইনি। তুমি যদি পার্টির সভ্য হও, তা হলে পার্টির নিয়ম মেনে চল।" ইতিমধ্যে খর্বকায় লীউই তাহার বিড়ালের ব্যবসা চালাইতেছিল এবং সীমান্তের এদিক ওদিক করিতেছিল। এদিকে তাহার দেশেও একনায়কতন্ত্র দেখা দিল। আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল, এত বেশী ঘোরাফেরা করায় লাউইর শরীর খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, এখন তাহার থুথুর সঙ্গে রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিল এবং সে বিড়ালের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তাহার এক বিকার দেখা দিল—সমস্ত জিনিষেই বিড়ালের গন্ধ, তাহার খাবারে, পাইপে, এমনকি মাঝে মাঝে তাহাকে যে বৃদ্ধা দয়াবতী গণিকারা আশ্রয় দিত তাহাদের গায়েও। পার্টির সেই এক উত্তর, 'আমরা আজ পর্যন্ত আমাদের অনুসন্ধানের কোন জবাব পাইনি।' আরও এক বৎসর পরে জানা গেল যে, খর্বকায় লীউইর কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় খবর যে কমরেডরা দিতে পারিত তাহারা সকলেই হয় নিহত না হয় বন্দী হইয়াছে, আর না হয় ত পলাইয়া গিয়াছে। পার্টি বলিল, 'আমরা দুঃখিত, তোমার জন্য আমরা কিছুই করতে পারব না। উপরওয়ালাদের কোন চিঠি না নিয়ে তোমার আসা উচিত হয়নি। হয়ত-বা তুমি পার্টির অনুমতি না নিয়েই চলে এসেছিলে। আমরা কি করে বুঝব? অনেক গুপ্তচর এবং প্ররোচক আমাদের দলে এসে ঢুকবার চেষ্টা করে। কাজেই পার্টিকে খুব সাবধানে থাকতে হয়।'

রুবাশভ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আমাকে এ সব কেন বলছ তুমি?" এখন রুবাশভের মনে হইল যে, আরও আগে চলিয়া গেলেই ভাল ছিল।

খর্বকায় লাউই নিজের জন্য কল হইতে বীয়ার মদ আনিয়া পাইপটি তুলিয়া রুবাশভকে অভিবাদন করিল। তাহার পর বলিল,—"কারণ এটা খুব শিক্ষাপ্রদ। এটা একটা আদর্শ উদাহরণ। আমি আরও শত শত লোকের জীবনের এরকম ঘটনা বলতে পারি। কত বছর ধরে আমাদের শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে উপযুক্ত লোকেরা এইভাবে ধ্বংস হয়েছে। পার্টি ক্রমশঃই জড়, স্থবির হয়ে যাচ্ছে। পার্টি বাতে পঙ্গু হয়ে গেছে, তার হাত-পায়ের শিরা সব ফুলে উঠেছে। এ ভাবে কখনও বিপ্লব আনা যায় না।"

রুবাশভ মনে মনে ভাবিল—'আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলতে পারি।' কিন্তু সে চুপ করিয়াই রহিল।

যাহা হউক, খর্বকায় লাউইর গল্পের শেষ আশাতীত সুখেরই হইল। তাহার অসংখ্য কারাদণ্ডের মধ্যে একবার ভূতপূর্ব মল্লযোদ্ধা পল তাহার সেলের সঙ্গী ছিল। পল সেই সময় এক ডকের মজুর। একবার এক ধর্মঘটের সময় দাঙ্গা হয়; পলের হঠাৎ তাহার অতীতের পেশার কথা মনে পড়িয়া যায় এবং এক জন পুলিসের উপর সে 'ডবল নেলসন' নামক একটা প্যাঁচ প্রয়োগ করে—তারই শাস্তিস্বরূপ পলের জেল হয়। এই প্যাঁচটি ছিল পিছন হইতে প্রতিপক্ষের বগলের তলা দিয়া নিজের হাত ঢুকাইয়া দিয়া ঘাড়ের পিছনে হাত দুইটিকে বন্ধ করা, তাহার পর প্রতিপক্ষের মাথা নীচের দিকে চাপিয়া দেওয়া, যতক্ষণ না তাহার মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত ঘাড়ের হাড় মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। মল্লভূমিতে এই প্যাঁচের খাতিরে সে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত সে জানিতে পারিল যে, শ্রেণীসংগ্রামে 'ডবল নেলসন' চালাইবার নিয়ম নাই। খর্বকায় লাউই এবং ভূতপূর্ব মল্লযোদ্ধা পলের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হইল। জানা গেল, পল পার্টির ডকমজুর বিভাগের কার্যপরিচালনা-সমিতির সম্পাদক। কাজেই যেন কিছুই হয় নাই এইভাবেই খর্বকায় লাউই আবার ডকের মজুরদের ডারউইনবাদ এবং পার্টির শেষ অধিবেশন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল। লাউইর দিন বেশ আনন্দেই কাটে; বিড়ালের কথা এবং পার্টির কর্মকর্তাদের উপর ক্রোধ সে একরকম ভুলিয়া গেল। ছয় মাস পরে সে স্থানীয় বিভাগের রাজনৈতিক সম্পাদক হয়। সব ভাল যার শেষ ভাল।

রুবাশভের নিজেকে বৃদ্ধ এবং পরিশ্রান্ত মনে হইতেছে। সে সর্বান্তঃকরণে চাহিতেছিল যে ইহার ভালমতেই শেষ হউক। কিন্তু রুবাশভ জানে তাহাকে কেন এখানে পাঠানো হইয়াছে। একটি মাত্র বৈপ্লবিক গুণ সে আয়ত্ত করিতে

পারে নাই—সেটি আত্মপ্রতারণার গুণ। সে পাঁশনের ভিতর দিয়া শান্তভাবে খর্বকায় লাউইর দিকে তাকাইয়া রহিল। লাউই যখন এই চাহনির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া একটু অপ্রস্তুতভাবে মৃদু মৃদু হাসির সহিত পাইপটি তুলিয়া অভিবাদন করিল, রুবাশভ তখন বিড়ালের ব্যাপারটির কথা ভাবিতেছে। রুবাশভ নিদারুণ ভীতির সহিত লক্ষ্য করিল,—তাহার স্নায়ুর মধ্যে কি যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছে। পানের মাত্রাটা বোধ হয় বেশী হইয়া পড়িয়াছে, কারণ সে কিছুতেই একটি অদ্ভুত চিন্তা মাথা হইতে দূর করিতে পারিতেছে না। তাহাকে যেন খর্বকায় লাউইর কান এবং পা ধরিয়া নিজের হাঁটুর উপর রাখিয়া খাটো ঘাড়সুদ্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। রুবাশভের অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হওয়ায় সে উঠিয়া দাঁড়াইল। খর্বকায় লাউই তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। তাহার ধারণা হইল যে, রুবাশভের মনে হয়ত অকস্মাৎ একটা বিষাদের ভাব আসিয়াছে, কাজেই সে অত্যন্ত সম্ভ্রমভরে চুপ করিয়া রহিল। ইহার এক সপ্তাহ পরেই খর্বকায় লাউই গলায় দড়ি দিয়া মরিল।

এই সন্ধ্যাটি এবং খর্বকায় লাউইর মৃত্যুর মধ্যে পার্টির অন্তর্গোষ্ঠীর অনেকগুলি উত্তেজনাবিহীন সভা হইয়াছিল। ঘটনাগুলি ছিল খুবই সাধারণ।

দুই বৎসর পূর্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধর্মঘটের দ্বারা ইউরোপের বুকের উপর নবপ্রতিষ্ঠিত একনায়ক-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য পার্টি পৃথিবীর সব মজুরকে আহ্বান করে। শত্রুর দেশ হইতে যে দ্রব্যাদি আমদানী হয় তাহা ক্রয় করা চলিবে না; তাহার নিকট হইতে যে বিপুল অস্ত্রশস্ত্রের চালান আসিবে তাহা নিজেদের দেশের মধ্য দিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। পার্টির সকল শাখাই এই আদেশ সোৎসাহে পালন করিয়াছিল। যে-সব মালবোঝাই জাহাজ শত্রুদেশ হইতে আসিত বা সে দেশের দিকে যাইত, তাহার জিনিষ উঠাইয়া বা নামাইয়া দিতে ঐ ছোট্ট বন্দরের ডকের মজুরগণ অস্বীকার করিল। অন্যান্য বণিকসঙ্ঘগুলিও তাহাদের সহিত যোগ দিল। ধর্মঘট চালাইয়া যাওয়া বেশ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। পুলিসের সহিত সংঘর্ষ বাধে, তাহার ফলে লোক আহত ও নিহত হয়। সংগ্রামের শেষ পরিণাম তখনও অনিশ্চিত, এমন সময়ে অদ্ভুত আকারের পুরনো ছাঁদের কালো রঙের পাঁচটি মালবোঝাই নৌকা সেই বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ওদেশে যে অদ্ভুত অক্ষর ব্যবহার হইত সেই অক্ষরে প্রত্যেকটি নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে একজন করিয়া বিপ্লবের বড় নেতার নাম অঙ্কিত ছিল এবং তাহাদের অগ্রভাগে বিপ্লবের পতাকা উড়িতেছিল। যে মজুরেরা ধর্ম-

ঘট করিতেছিল তাহারা ঐ নৌকাগুলিকে আগ্রহভরে অভ্যর্থনা জানাইল। তাহারা মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাল নামাইতেও আরম্ভ করিল। কয়েক ঘণ্টা পরে জানা গেল ঐ নৌকাগুলিতে কয়েক প্রকারের দুষ্প্রাপ্য ধাতু আছে, যুদ্ধসরঞ্জামের জন্য ঐগুলি শত্রুদেশে যাইতেছে।

পার্টির ডকমজুর-শাখা তৎক্ষণাৎ তাহাদের কার্যনির্বাহক সমিতির জরুরী সভা ডাকিল। সেখানে লোকেদের মধ্যে পরস্পরে মারামারি লাগিয়া গেল। সমস্ত দেশব্যাপী আন্দোলনের মধ্যে এ বিবাদ ছড়াইয়া পড়িল। প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদ-পত্র এই ঘটনার সুযোগে এক হাত বিদ্রূপ করিয়া লইল। পুলিস ধর্মঘট ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া নিজেদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল ও বন্দরের মজুরেরা ঐ অদ্ভুত কৃষ্ণবর্ণ নৌবাহিনীর মাল খালাস করিবে কিনা সে সিদ্ধান্তের ভার মজুর-দের উপরই ছাড়িয়া দিল। পার্টির উপরওয়ালারা ধর্মঘট প্রত্যাহার করিল এবং নৌকার মাল নামাইতে আদেশ দিল। তাহারা বিপ্লবের দেশের ঐরূপ আচরণের ন্যায়সঙ্গত কারণ এবং চাতুর্যপূর্ণ যুক্তি দেখাইল; কিন্তু খুব কম লোকেই তাহা বিশ্বাস করিল। শাখা ভাঙ্গিয়া গেল, পুরাতন সভ্যদের মধ্যে অধিকাংশই পার্টি ছাড়িয়া দিল। ক'মাস যাবৎ পার্টি মাত্র প্রাণে বাঁচিয়া রহিল; কিন্তু ক্রমশঃ দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের দুর্দশা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা পুনরায় জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতা লাভ করিল।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ইউরোপের আর এক ক্ষুধার্ত একনায়ক-তন্ত্র ধন ও রাজ্যলোভী হইয়া আফ্রিকায় সংগ্রাম আরম্ভ করিল। পার্টি পুনরায় ধর্মঘটের আবেদন জানায় এবং পূর্বাপেক্ষাও এইবার তাহারা অধিক সহযোগিতা লাভ করে, কারণ এইবার পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের সরকার আক্রমণকারীর কাঁচামালের সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া স্থির করিয়াছিল।

কাঁচামাল, বিশেষ করিয়া পেট্রোল না পাইলে শত্রু পরাজিত হইবে। এইরূপ যখন অবস্থা তখন আবার সেই অদ্ভুত কৃষ্ণবর্ণের ছোট নৌবাহিনী যাত্রা করিল। সর্বাপেক্ষা বড় জাহাজগুলিতে এমন একজনের নাম লেখা যিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া নিহত হইয়াছেন। সেগুলির মাস্তলের অগ্রভাগে বিপ্লবের পতাকা এবং ভিতরে রহিয়াছে আক্রমণকারীর জন্য পেট্রোল। এই বন্দর হইতে নৌবাহিনীর দূরত্ব তখন আর মাত্র একদিনের পথ; খর্বকায় লীউই এবং তাহার বন্ধুরা এখন পর্যন্ত ইহার আগমন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। রুবাশভের উপরই তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার ভার।

প্রথম দিন রুবাশভ কিছুই বলে নাই—শুধু সে অবস্থাটা বুঝিতে চেষ্টা করিল। পরদিন সকালে পার্টির সমিতিকক্ষে আলোচনা আরম্ভ হইল।

ঘরটি বেশ বড়, কিন্তু একেবারে খালি, অপরিষ্কার। যা কিছু আসবাবপত্র দিয়া সাজানো, তাহার মধ্যে যত্নের অভাব সুপরিস্ফুট। যত্নের অভাবহেতু পৃথিবীর যে যে শহরে পার্টি আছে তাহার প্রত্যেকটি আপিসই দেখিতে অবিকল একরূপ। ইহার আংশিক কারণ দারিদ্র্য বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ ইহা হইল কঠোরতা এবং বিষাদময় ঐতিহ্যের নিদর্শন। দেয়ালগুলি পুরাতন নির্বাচনের ইস্তাহার, রাজনৈতিক শ্লোগান এবং টাইপ-করা নোটিশ প্রভৃতিতে ঢাকা। এক কোণে ধূলায় ঢাকা প্রতিলিপি করার একটি পুরাতন যন্ত্র। আর এক কোণে ধর্মঘটকারী-দের পরিবারের জন্য রাখা পুরনো জামাকাপড়, সেগুলির পাশে পুরাতন বিবর্ণ পত্র-পত্রী ও পুস্তিকাদির স্তূপ। একজোড়া পায়ার উপর সমান্তরালভাবে দুইটি মোটা তক্তা রাখিয়া একটা লম্বা টেবিল তৈয়ারী করা হইয়াছে। অসমাপ্ত বাড়ীর জানালার মত জানালাগুলিতে রঙের দাগ। ছাদ হইতে দড়ি দিয়া টাঙানো একটি আচ্ছাদনবিহীন বৈদ্যুতিক বাল্‌ব টেবিলের উপর ঝুলিতেছে, তাহার পাশেই একটি চটচটে আঠাযুক্ত কাগজের তৈয়ারী মাছ ধরিবার জাল। টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া আছে কুব্জপৃষ্ঠ খর্বকায় লাউই, ভূতপূর্ব মল্লযোদ্ধা পল, লেখক বিল এবং আরও তিন জন।

রুবাশভ খানিকক্ষণ কথা বলিল। এই পারিপার্শ্বিক তাহার সুবিদিত। তাহাদের আনুপূর্বিক অপরিচ্ছন্নতার জন্য সে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিল। এই পারিপার্শ্বিকের ভিতরে সে পুনরায় তাহার দৌত্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইল। সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না কেন আগের রাত্রে কোলাহলমুখর হোটেলে সে ঐরূপ অস্বস্তি বোধ করিয়াছিল। তাহার এখানে আসিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এখনও কিছু উল্লেখ না করিয়াই সে বেশ খানিকটা আগ্রহের সহিত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত অবস্থা খুলিয়া বলিল। ইউরোপীয় শাসনকর্তাদের ভণ্ডামি এবং লোভের জন্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এই পৃথিবীজোড়া 'বর্জন' আজ বিফল হইয়াছে। কেহ কেহ এখনও 'বর্জনে'র পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকার ভান করিতেছে, অনেকে আবার তাহাও করিতেছে না। আক্রমণ-কারীদের পেট্রোলের প্রয়োজন। অতীতে বিপ্লবের জন্মস্থান এই চাহিদার বেশ একটি প্রধান অংশ জোগাইত। এখন যদি সে সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেয় তাহা

হইলে অন্যান্য দেশগুলি সাগ্রহে ইহার সুযোগ লইবে; কারণ তাহারা তো বিপ্লবের জন্মভূমিকে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দিতেই চায়। এরূপ নাটকীয় কাজ শুধু 'ও দেশে'র শিল্পোন্নতির ব্যাঘাতই ঘটাইবে এবং কেবল 'ও দেশে'র নয় সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর বৈপ্লবিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কাজেই বর্তমানে কর্তব্য কি তাহা খুবই স্পষ্ট।

পল এবং ডকের মজুর তিনটি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তাহারা কিঞ্চিৎ অল্পবুদ্ধি; কোন কিছু বুঝিতে বেশ বিলম্ব হইয়া যায়। 'ও দেশে'র কমরেড যা বলিতেছে, সবই তাহাদের নিকট খুব সত্য বলিয়াই মনে হইল; ইহা তো কেবল অবাস্তব আলোচনা, তাহাদের উপর কোন আশু প্রভাব দেখা যায় না। রুবাশভ প্রকৃতপক্ষে কোন্ জিনিষটির দিকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা তাহারা বুঝে নাই; কৃষ্ণবর্ণের যে ছোট নৌবাহিনী তাহাদের বন্দরের দিকে আগাইয়া আসিতেছে তাহার কথা কাহারও মনে হইল না। কেবল খর্বকায় লীউই এবং বিকৃতমুখের সেই লেখকের মধ্যে চকিত চাহনি বিনিময় হইল। ইহা রুবাশভের দৃষ্টি এড়ায় নাই। কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া আরও খানিকটা শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল, "আদর্শের দিক দিয়ে আমার শুধু এই বলবার ছিল, এই হ'ল মূলতত্ত্ব। এখন তোমাদের কাজ হ'ল কেন্দ্রীয় সমিতির সিদ্ধান্তের কথা প্রচার করা, রাজনৈতিক ব্যাপারে কম অভিজ্ঞ কমরেডদের মধ্যে যদি কারও কোন সন্দেহ থাকে তা হলে এই ব্যাপারের খুঁটিনাটি সব বুঝিয়ে বলা।... বর্তমানে আমার বলবার আর কিছু নেই।"

এক মিনিটের জন্য সব চুপচাপ। রুবাশভ তাহার পাঁশনে খুলিয়া রাখিয়া সিগারেট ধরাইল। খর্বকায় লীউই সহজসুরে বলিল, "বক্তাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কেউ কি কোন প্রশ্ন করতে চাও?"

কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। খানিকক্ষণ পরে ডকমজুর তিনটির মধ্যে একজন হঠাৎ বলিল, "এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলবার নেই। 'ও দেশে'র কমরেডরা নিশ্চয় ভাল করেই জানেন তাঁরা কি করছেন। আমরা অবশ্য 'বর্জনে'র সহায়তার জন্য কাজ করে যাব। আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন। ঐ শূয়োরদের জন্য কোন জিনিষই আমাদের বন্দর পেরিয়ে যেতে পারবে না।"

তাহার সঙ্গী দু'জন সম্মতি জানাইয়া মাথা নাড়িল। মল্লযোদ্ধা পল ইহার সমর্থন করিয়া বলিল, "না, এখানে কেউ সুবিধা করতে পারবে না।" তাহার পর যুযুৎসুর একপ্রকার ভঙ্গী করিয়া রঙ্গভরে কানদুটি নাড়াইল।

এক মুহূর্তের জন্য রুবাশভের মনে হইল যে সে একটি প্রতিপক্ষদলের সম্মুখীন হইয়াছে ; কিন্তু ক্রমশঃ বুঝিতে পারিল যে, অন্য লোকগুলি আসল ব্যাপারটি ধরিতেই পারে নাই। খর্বকায় লীউই হয়ত এ ভুলটি পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে এই আশায় রুবাশভ তাহার দিকে তাকাইল। কিন্তু খর্বকায় লীউই চোখ নামাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। হঠাৎ লেখক একটু ভীতভাবে মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনাদের ছোটখাটো কাজের জন্য আপনারা এবার অন্য একটা বন্দর বেছে নিতে পারলেন না ? প্রতিবারেই কি আমাদের ওপর দিয়ে যাবে ?"

ডকের কুলিরা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইল, সে 'কাজ' বলিতে কি বুঝাইল তাহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না ; কুয়াসা এবং ধোঁয়ার মধ্য দিয়া যে কৃষ্ণবর্ণের ছোট নৌবাহিনী তাহাদের তীরের দিকে আসিতেছে তাহার চিন্তা একবারের জন্যও তাহাদের মনে উঁকি দিল না। কিন্তু রুবাশভ এই প্রশ্নই আশা করিতেছিল। সে উত্তর দিল, "রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক দু'দিক দিয়েই এই বন্দরটি উপযুক্ত। এখান থেকে স্থলপথে মাল নিয়ে যাওয়া যাবে। আমাদের অবশ্য লুকোবার কিছুই নেই, তবু কোনরকম চাঞ্চল্য এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। একটা চাঞ্চল্য জাগলে প্রতিপক্ষের খবরের কাগজ তার খুব সুযোগ নেবে।"

লেখক পুনরায় খর্বকায় লীউইর সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিল। ডকের কুলিরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া রুবাশভের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল তাহারা ধীরে ধীরে কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। পল সহসা পরিবর্তিত রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি বিষয়ে কথাবার্তা বলছ খুলে বল।"

সকলে তাহার দিকে তাকাইল। পলের ঘাড় লাল হইয়া উঠিয়াছে, সে বিস্ফারিত নেত্রে রুবাশভের দিকে চাহিয়া রহিল। খর্বকায় লীউই সংযত কণ্ঠে বলিল, "তুমি কি মাত্র এখ্খুনি বুঝতে পারলে ?"

রুবাশভ এক এক করিয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া শান্তভাবে বলিল, "আমি তোমাদের সবটা একটু সবিস্তারে খুলে বলতে ভুলে গেছি। বিদেশী বাণিজ্যের কমিসারিয়েটের পাঁচটি মালবোঝাই নৌকোর কাল সকালে এখানে এসে পৌছবার কথা, যদি অবশ্য আবহাওয়া ভাল থাকে।"

এখনও তাহাদের সকলের ব্যাপারটা বুঝিতে বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটিয়া

গেল। কেহ একটি কথাও না বলিয়া রুবাশভের দিকে চাহিয়া রহিল। পল তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপিটি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার দুই জন সহকর্মী তাহাকে অনুসরণ করিল। কেহ কথা বলিল না। তখন খর্বকায় লীউই কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "আমাদের বক্তা কমরেড এইমাত্র এ কাজের কারণগুলি বুঝিয়ে বলেছেন; তাঁরা যদি জিনিষ সরবরাহ না করেন অন্যরা করবে। আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলতে চাও?"

যে কুলি খানিকক্ষণ আগে কথা বলিয়াছিল সে তাহার চেয়ারে নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিল, "ও সুর আমরা চিনি। ধর্মঘটে সবসময় একরকম একদল লোক থাকে যারা বলে, 'আমি যদি কাজ না করি তো অন্য কোন লোক করবে।' ও রকম কথা আমরা যথেষ্ট শুনেছি। প্রবঞ্চক যারা তারাই এ ধরণের কথা বলে।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল। উহারা শুনিতে পাইল পল সশব্দে সদর দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন রুবাশভ কথা কহিল, "কমরেডগণ! 'ও দেশে'র আমাদের শিল্পের প্রগতির সুবিধার কথাই আমাদের সবচেয়ে প্রথম বিবেচনা করা উচিত। শুধু আবেগ বা উচ্ছ্বাসে কোনই লাভ হয় না। একথা একটু চিন্তা করে দেখ।"

সেই মজুরটি তাহার চিবুক সামনের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "আমরা সে কথা আগেই ভেবে দেখেছি। এরকম কথা ত যথেষ্ট শুনলাম। 'ও দেশে'র তোমরাই ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সমস্ত পৃথিবী এজন্য তোমাদের দিকে চেয়ে বসে আছে। তোমরা একতা, ত্যাগ, আইন মেনে চলা, এসব সম্বন্ধে বক্তৃতা দাও অথচ সেই সঙ্গেই আবার তোমরা তোমাদের শক্তি ব্যবহার কর প্রবঞ্চনা করবার জন্যে।"

এই কথায় খর্বকায় লীউই সহসা মাথা তুলিয়া তাকাইল, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে পাইপ তুলিয়া রুবাশভকে নমস্কার করিয়া নিম্নস্বরে অথচ খুব তাড়াতাড়ি বলিল, "কমরেড যা বলেছেন আমি সে বিষয়ে ওঁর সঙ্গে একমত। কারও আর কিছু বলবার আছে? সভা শেষ হ'ল।"

রুবাশভ লাঠিতে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ইহার পর যে ঘটনাগুলি ঘটিল তাহা পূর্বনির্দিষ্ট এবং অপরিহার্য। সেই পুরনো ছাঁদের ছোট নৌবাহিনী যখন এই বন্দরে আসিয়া ঢুকিতেছে তখন রুবাশভের সহিত 'ও দেশে'র ক্ষমতাশালী শাসনকর্তাদের কয়েকটি তারের আদানপ্রদান হয়। তিন দিন পরে ডকমজুর-শাখার দলপতিদের পার্টি হইতে বাহির করিয়া

দেওয়া হইল, খর্বকায় লীউইকে "প্ররোচক" বলিয়া পার্টির মুখপত্রে অভিযুক্ত করা হইল। আরও তিন দিন পরে খর্বকায় লীউই নিজে গলায় দড়ি দিয়া মরিল।

১৩

রাত্রি কাটিল আরও শোচনীয়ভাবে। ভোরের আগে রুবাশভের ঘুম আসিল না। অসম্ভব দাঁতের ব্যথায় খানিকক্ষণ পরে পরে তাহার শরীরে কাঁপুনি উঠিতে লাগিল। তাহার কেমন যেন বোধ হইল যে, তাহার মাথার ভিতরের স্মৃতি-কেন্দ্রগুলিতে ঘা হইয়াছে এবং সেগুলি ফুলিয়া গিয়াছে। তবু অতীত জীবনের চিত্র এবং কণ্ঠস্বরগুলির চিন্তা হইতে সে অব্যাহতি পাইল না। কে যেন তাহাকে দিয়া জোর করিয়া এই বেদনাদায়ক কাজ করাইতেছে। রবিবারের কালো স্যুট-পরা যুবক রিচার্ডের কথা, তাহার রক্তাভ স্ফীত চোখের কথা মনে পড়িয়া গেল— কিন্তু কমরেড, আপনি আমাকে এভাবে বিপদের মুখে ফেলে যেতে পারেন না…। খর্বকায় অপূর্ণাঙ্গ লীউইর কথা মনে হইল : 'আর কেউ কি কিছু বলতে চাও?' এমন কত লোক ছিল যাহাদের বলিবার অনেক কিছুই ছিল। কারণ আন্দোলন কোন বাধাকেই স্বীকার করে নাই, সে স্বচ্ছন্দগতিতে পরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে তাহার উদ্দেশ্যের দিকে চলিয়াছে এবং নিমজ্জিতদের মৃতদেহগুলিকে ফেলিয়া গিয়াছে পথের বাঁকে বাঁকে। আন্দোলনের পথে মোড় এবং বাঁক কম ছিল না, কারণ ইহাই তাহার প্রকৃতি। তাহার কুটিল ও বক্রগতিকে যে অনুসরণ করিতে পারে নাই তাহাকেই সে তীরে ঠেলিয়া দিয়াছে, কারণ ইহাই তাহার নিয়ম। তাহার কাছে মানুষের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের কোন মূল্যই যে নাই। লোকের বিবেকের কথাও সে ভাবিত না অথবা মানুষের মস্তিষ্কে বা অন্তরে কি ঘটিতেছে তাহাও সে গ্রাহ্য করিত না। পার্টি শুধু একটি অপরাধকে স্বীকার করে—নির্ধারিত পথ হইতে বিচ্যুতি এবং তাহার হাতে ছিল মাত্র একটি দণ্ড— মৃত্যু। আন্দোলনে 'মৃত্যু'র কোন রহস্য ছিল না; ইহাকে খুব গৌরবের বস্তু বলিয়াও ধরা হইত না: রাজনৈতিক ব্যাপারে মতভেদের ইহাই ছিল একমাত্র ন্যায়সঙ্গত সমাধান।

ঊষার আলো দেখা দিলে রুবাশভ পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। নূতন দিন ঘোষণা করিয়া বিউগল বাজিতেই রুবাশভের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। খানিকক্ষণ পরই বৃদ্ধ ওয়ার্ডার এবং ইউনিফর্ম-পরিহিত দুই জন অফিসার আসিল তাহাকে ডাক্তারের কাছে লইয়া যাইতে।

রুবাশভ ভাবিয়াছিল সেই ঠোঁটকাটা লোকটির এবং ৪০২ নম্বরের সেলের

দরজায় কার্ডে লিখিত নামগুলি পড়িতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল বিপরীত দিকে। তাহার ডানদিকের সেলটি শূন্য। অলিন্দের এধারে ইহাই শেষ একটি সেল; বিচ্ছিন্ন সেলটি একটা ভারী কংক্রীটের দরজা দিয়া পৃথক করা, ওয়ার্ডার বহুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া সেই দরজা খুলিল। তাহারা একটা লম্বা বারান্দা ধরিয়া চলিয়াছে; রুবাশভ ও বৃদ্ধ ওয়ার্ডার সম্মুখে, পিছনে ইউনিফর্ম-পরিহিত অফিসার দুই জন। এখানে প্রত্যেক সেলের দরজায় কার্ডে বহু নাম লেখা; সেলের ভিতর হইতে হাসি-গল্প, এমনকি গানের শব্দও শুনা গেল। রুবাশভ তখনই বুঝিল যে, তাহারা ছোটখাটো অপরাধের কয়েদীদের এলাকায় আসিয়াছে। তাহারা নাপিতের দোকান পার হইল। দোকানের দরজা খোলা, তখনই একজন কয়েদীর দাড়ি কামানো শেষ হইয়াছে, একটি পুরনো দাগী চোরের মুখ। দুইটি চাষী মাথা কামাইতেছে। রুবাশভ এবং তাহার সঙ্গের রক্ষিগণ সেখান দিয়া যাইতেই তিনটি লোকই ঘাড় ফিরাইয়া কৌতূহলভরে তাকাইল। অবশেষে তাহারা লাল ক্রস-আঁকা একটি দ্বারের সামনে থামিল। ওয়ার্ডার সসম্ভ্রমে দরজায় টোকা দিয়া রুবাশভকে লইয়া ভিতরে ঢুকিল, ইউনিফর্ম-পরিহিত লোক দুই জন বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চিকিৎসাগারটি ছোট, হাওয়া যেন সেখানে গুমোট বাঁধিয়া আছে। কার্বলিক ও তামাকের গন্ধে ঘরটি ভরিয়া গিয়াছে। তুলা ও অপরিষ্কার ব্যাণ্ডেজে একটি বালতি এবং দুইটি প্যানের উপর পর্যন্ত ঠাসা। ডাক্তার তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া টেবিলের সামনে বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে রুটি এবং ঝল্‌সানো মাংস চিবাইতেছেন। সাঁড়াশী, পিচকারি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির স্তূপের উপর খবরের কাগজটি রাখা। ওয়ার্ডার দরজা বন্ধ করিয়া দিবার পর ডাক্তার আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরাইলেন। তাঁর মাথায় টাক, মাথাটি অস্বাভাবিক রকমের ছোট এবং সাদা রঙের এক গোছা রোঁয়ার মত চুলে ঢাকা। ইহা দেখিয়া রুবাশভের উটপাখীর কথা মনে পড়িয়া গেল।

ওয়ার্ডার বলিল, "এ বলছে এর দাঁতে ব্যথা হয়েছে।"

রুবাশভকে ছাড়াইয়া আরও দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "দাঁতে ব্যথা? মুখ খোল দেখি, তাড়াতাড়ি কর।"

রুবাশভ পাঁশনের ভিতর দিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া ধীরভাবে বলিল, "মাপ করবেন, আমি রাজনৈতিক আসামী, কাজেই ঠিক ঠিক পরীক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার আমার আছে।"

ডাক্তার ওয়ার্ডারের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মক্কেলটি কে হে?"

ওয়ার্ডার রুবাশভের নাম বলিল। এক মুহূর্তের জন্য ডাক্তারের উটপাখীর মত গোল চোখ দুইটি রুবাশভের উপর স্থির হইয়া রহিল। তারপর ডাক্তার বলিলেন, "তোমার গাল ফুলে গেছে। মুখ খোল।"

তখন রুবাশভের দাঁতে ব্যথা ছিল না। সে মুখ খুলিল।

রুবাশভের মুখে আঙ্গুল ঢুকাইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ডাক্তার বলিলেন, "তোমার বাঁদিকে ওপরের মাড়িতে একটাও দাত নেই।" হঠাৎ রুবাশভের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল এবং দেয়ালে হেলান দিয়া সে সামলাইয়া লইল।

ডাক্তার বলিলেন, "এই যে, ডান দিকের কশের দাঁতের গোড়া ভেঙ্গে মাড়ির মধ্যে রয়ে গেছে।"

রুবাশভ কয়েকবার গভীরভাবে নিশ্বাস লইল। ব্যথাটা তাহার মাড়ি হইতে চোখ পর্যন্ত এবং একেবারে মাথার পিছনদিক পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে নিয়মিত সময় পর পর ধমনীর প্রতিটি রক্তকণার চলাচল পৃথকভাবে অনুভব করিল। ডাক্তার আবার বসিয়া খবরের কাগজটি মেলিয়া ধরিলেন। "তুমি যদি চাও দাঁতের গোড়াটা আমি বার করে দিতে পারি," এই কথা বলিয়া তিনি এক গ্রাস রুটি ও মাংস মুখে পুরিলেন। "আমাদের এখানে অবশ্য ঐ স্থল অবশ করে নেবার জন্য কোন ওষুধ বা অন্য কিছুর ব্যবস্থা নেই। অপারেশন করতে আধঘন্টা থেকে এক ঘন্টা পর্যন্ত লাগতে পারে।"

রুবাশভ যেন একটা আবেশভরে ডাক্তারের কথা শুনিতে পাইতেছে। সে দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া গভীর নিশ্বাস টানিল; তারপর বলিল, "ধন্যবাদ, এখন নয়।" ঠোঁটকাটা কয়েদী ও বাস্পগানের কথা···সিগারেটের টুকরা হাতের পিঠে চাপিয়া ধরিয়া সে যে হাস্যকর কাণ্ডটি করিয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া গেল। তাহার মনে হইল—দিন তেমন ভাল যাইবে না।

সেলে ফিরিয়া আসিয়াই রুবাশভ বিছানায় শুইয়া তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

দুপুরে যখন 'সুপ' আসিল তখন আর তাহাকে বাদ দেওয়া হইল না এবং সেদিন হইতে সে তাহার খাবারের ভাগ নিয়মিত পাইতে লাগিল। দাঁতের ব্যথা ক্রমশঃ কমিয়া সহ্যের সীমার মধ্যেই আসিল। রুবাশভের আশা হইল—হয়ত দাঁতের গোড়ার ফোঁড়াটা আপনা হইতেই ফাটিয়া গিয়াছে।

তিন দিন পরে প্রথম তাহাকে জেরা করিবার জন্য ডাকা হইল।

১৪

লোক যখন রুবাশভকে লইয়া যাইতে আসিল তখন সকাল এগারটা। ওয়ার্ডারের মুখের গম্ভীর ভাব দেখিয়াই রুবাশভ আন্দাজ করিল তাহারা কোথায় যাইতেছে। স্থির ঔদাসীন্যের সহিত সে ওয়ার্ডারের পিছু পিছু চলিল। অপ্রত্যাশিত দৈবকৃপার ন্যায় বিপদের সময় সর্বদাই তাহার একটা ঔদাসীন্য দেখা দেয়।

তিন দিন পূর্বে ডাক্তারের কাছে যাইবার সময় যে পথে গিয়াছিল আজও তাহারা সেই পথেই চলিল। কংক্রীটের দুয়ার খুলিয়া আবার সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। রুবাশভ ভাবিল, আশ্চর্য! কঠোর আবেষ্টনীতে মানুষ কত তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হইয়া যায়; তাহার মনে হইল যেন সে কত বৎসর ধরিয়া এই অলিন্দের বায়ু সেবন করিতেছে, যেন যত কারাগারে সে রহিয়াছে, সবগুলির ভ্যাপ্‌সা বাতাস একত্র হইয়া এখানে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

তাহারা নাপিতের দোকান এবং ডাক্তারের ঘর পার হইয়া গেল; ডাক্তারের ঘরের বন্ধ দরজার সম্মুখে তিন জন কয়েদী অপেক্ষা করিতেছে, একজন ওয়ার্ডার ঝিমাইতে ঝিমাইতে তাহাদের পাহারা দিতেছে।

ডাক্তারের ঘরের পর সব জায়গাই রুবাশভের নিকট নূতন। তাহারা একটা ঘুরানো সিঁড়ি পার হইল। সিঁড়িটি কত নীচে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ঐখানে নীচে কি আছে—গুদামঘর না শাস্তি দিবার কুঠুরি? রুবাশভ একজন অভিজ্ঞ লোকের মত সোৎসাহে আন্দাজ করিতে চেষ্টা করিল। ঐ সিঁড়ির চেহারা তাহার কাছে কেমন যেন ভাল লাগিল না।

তাহারা একটি সঙ্কীর্ণ জানালাবিহীন প্রাঙ্গণ পার হইল, ইহা একটি বন্ধ সুড়ঙ্গপথ, বেশ অন্ধকার কিন্তু উপরে উন্মুক্ত আকাশ দেখা যায়। প্রাঙ্গণের অপর ধারে অলিন্দ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। এখানে দরজা কংক্রীটের নয়, রং-করা কাঠের এবং তাহাতে পিতলের হাতল। ব্যস্ত কর্মচারিগণ তাহাদের পাশ দিয়া গেল; একটা দরজার পিছনে রেডিও বাজিতেছে, পিছনে টাইপরাইটার মেশিনের শব্দ শুনা যাইতেছে। তাহারা আপিস ঘরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

অলিন্দের সীমান্তে একেবারে শেষ দরজার সামনে আসিয়া ওয়ার্ডার টোকা দিল। ভিতরে কেহ টেলিফোন করিতেছে; একজন লোক শান্ত স্বরে বলিল, "এক মিনিট অপেক্ষা কর"; তারপরই আবার টেলিফোনের রিসিভারে মুখ দিয়া ধৈর্যের সহিত 'হ্যাঁ', "ঠিক", "ঠিক" বলিয়া চলিল। রুবাশভের নিকট এ

কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত ; কিন্তু সে ঠিক মনে করিতে পারিল না। বেশ পুরুষোচিত দৃঢ় অথচ সুন্দর কণ্ঠস্বর, একটু ভাঙ্গা, সে নিশ্চয় এই স্বর পূর্বে কোথাও শুনিয়াছে। ভিতর হইতে ডাক আসিল, "ভেতরে এস।" ওয়ার্ডার দরজা খুলিয়া, রুবাশভ ভিতরে ঢুকিতেই তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল। রুবাশভ দেখিল একটি ডেস্ক, তাহার পিছনে বসিয়া আছে তাহার কলেজের পুরাতন বন্ধু এবং পদাতিক সৈন্যদলের প্রাক্তন সেনাপতি—আইভানভ ; টেলিফোনের রিসিভারটি নামাইয়া রাখিতে রাখিতে সে স্মিতমুখে রুবাশভের দিকে তাকাইয়া আছে। —"তা হলে এতদিন পরে আবার দু'জনে দেখা হ'ল।"

রুবাশভ তখনও দরজার নিকট দাঁড়াইয়া। সে শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "কি আনন্দ ও আশ্চর্যের কথা।"

অত্যন্ত নম্রভাবে আইভানভ বলিল—"বস।" সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা গেল আইভানভ রুবাশভ অপেক্ষা অনেকটা লম্বা। সে রুবাশভের দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। দুই জনেই বসিল ; আইভানভ ডেস্কের পিছনে, রুবাশভ ডেস্কের সামনে। তারপর খানিকক্ষণের জন্য দুই জন অপ্রশমিত কৌতূহল লইয়া পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিল—আইভানভের দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ স্মিত হাসি, রুবাশভের চোখ আশা ও সতর্কতায় ভরা। তাহার দৃষ্টি তাড়াতাড়ি টেবিলের তলায় রাখা আইভানভের ডান পায়ের দিকে নামিয়া গেল।

"ও, ঠিক আছে। নকল পা, জোড়াগুলো আপনা-আপনি কাজ করে, ক্রোমিয়ামের প্লেট লাগানো, কখনও মরচে পড়ে না। আমি সাঁতার কাটতে, ঘোড়ায় চড়তে, মোটর চালাতে এমন কি নাচতেও পারি। একটা সিগারেট খাবে নাকি ?"—রুবাশভের দিকে আইভানভ একটি কাঠের সিগারেট-কেস বাড়াইয়া দিল।

সিগারেটের দিকে তাকাইয়া রুবাশভের মনে পড়িল আইভানভের পা কাটিয়া ফেলার পর সৈনিকদের হাসপাতালে তাহাকে প্রথম দেখিতে যাওয়ার কথা। আইভানভ তাহাকে কিছু ঘুমের ঔষধ আনাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিল এবং সমস্তটা বৈকাল তর্ক ও আলোচনার মধ্যে সে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, প্রত্যেক মানুষেরই আত্মহত্যা করিবার অধিকার আছে। রুবাশভ শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিবার জন্য সময় চায়, কিন্তু সেই রাত্রেই যুদ্ধসীমান্তের আর এক বিভাগে তাহাকে বদলি করিয়া দেওয়া হয়। ইহার অনেক বৎসর পর আইভানভের সহিত তাহার এই সাক্ষাৎ। রুবাশভ কাঠের কেসের সিগারেটগুলির

দিকে তাকাইল—হাল্‌কা সুন্দর আমেরিকান তামাক-ভরা হাতে-তৈয়ারি সিগারেট।

রুবাশভ জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও কি বেসরকারী গৌরচন্দ্রিকা চলছে, না শত্রুতা আরম্ভ হয়ে গেছে? যদি দ্বিতীয়টি হয়, তা হলে সিগারেট নেব। এসব শিষ্টাচার ত জান।"

"কি বাজে বক্‌ছ।"

"বেশ, তা হলে বাজেই বক্‌ছি"—বলিয়া রুবাশভ আইভানভের নিকট হইতে একটি সিগারেট লইয়া ধরাইল। যাহাতে তাহার আরামটুকু অন্যের চোখে না পড়ে সেই চেষ্টা করিয়া সে খুব গম্ভীরভাবে সিগারেটে টান দিতে লাগিল।—"তার পর, তোমার ঘাড়ের সেই বাত কেমন আছে?"

"ও, ভালই আছে, ধন্যবাদ। আর তোমার ঐ পোড়ার কি অবস্থা?"—হাসিয়া কিছু না জানার ভান করিয়া আইভানভ রুবাশভের বা হাতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। তাহার হাতের উল্টাপিঠে নীল শিরাগুলির মাঝখানে যে স্থানটিতে সে তিন দিন পূর্বে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরা চাপিয়া ধরিয়াছিল সেখানে তামার পয়সার মত বড় একটা ফোস্কা পড়িয়াছে। এক মিনিটের জন্য কোলের উপর রাখা রুবাশভের হাতটির দিকে দু'জনেই তাকাইয়া রহিল। রুবাশভ ভাবিল—এ কি ভাবে জানিল? নিশ্চয় লুকাইয়া আমার উপর নজর রাখিয়াছে। তাহার ক্রোধ অপেক্ষা লজ্জাই বেশী হইল। সিগারেটে শেষ একটি দীর্ঘ টান দিয়া তাহা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমার দিক থেকে কিন্তু বেসরকারী আলাপ শেষ হয়ে গেছে।"

আইভানভ ধোঁয়ার চক্র রচনা করিতে করিতে সেই স্নিগ্ধ অথচ ঈষৎ ব্যঙ্গ-পূর্ণ হাসির সহিত তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল—"এরকম ঝগড়া করার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন বল ত?"

"মাফ্‌ ক'রো, আমি তোমাদের গ্রেপ্তার করেছি, না তোমরা আমাকে গ্রেপ্তার করেছ?"

"আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করেছি।"—আইভানভ ঐ সিগারেটটি নিভাইয়া আর একটা ধরাইয়া বাক্সটি রুবাশভের দিকে আগাইয়া দিল। কিন্তু রুবাশভ নড়িল না—"গোল্লায় যাও। সেই ঘুমের ওষুধের কথা মনে আছে?" আইভানভ ঝুঁকিয়া পড়িয়া রুবাশভের মুখের উপর একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িল।

"আমি চাই না তোমাকে গুলি করে মারা হয়", আস্তে আস্তে কথা কয়টি

বলিয়া আইভানভ আবার চেয়ারে হেলান দিয়া বসিল। তারপর আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "গোল্লায় যাও।"

রুবাশভ বলিল, "তোমার দরদ দেখে সত্যি আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু সে কথা যাক, আমাকে ঠিক করে বল ত তোমরা আমাকে কেন গুলি করে মেরে ফেলতে চাও?"

আইভানভ কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল। সিগারেট টানিতে টানিতে ব্লটিং-পেপারের উপর পেন্সিল দিয়া নানারকম মূর্তি আঁকিয়া চলিল। সে যেন সঠিক কথা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

শেষ পর্যন্ত সে বলিল, "শোন রুবাশভ, তোমাকে একটা কথা বোঝাতে চাই। তুমি এখন ত বেশ কয়েকবার বললে 'তোমরা' অর্থাৎ স্টেট আর পার্টি, এর প্রতিকূলে বলছ 'আমি' অর্থাৎ নিকলাস সালমানোভিচ রুবাশভ। জনসাধারণের জন্য অবশ্য আইন অনুসারে তোমার কাজের একটা বিচার হওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের ভেতরে, আমি এখখুনি যা বললাম তাই যথেষ্ট।"

রুবাশভ খানিকটা চিন্তা করিল, সে যেন কেমন একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। এক মুহূর্তের জন্য তাহার মনে হইল আইভানভ যেন একটি 'টিউনিং-ফর্কে' (বাদ্যযন্ত্র) ঘা দিয়াছে এবং তাহার অন্তরও আপনা হইতে উহাতে সায় দিয়া উঠিল। গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ সে যাহা বিশ্বাস করিয়াছে, প্রচার করিয়াছে, যাহার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে—সে সমস্ত দুর্নিবার বেগে তরঙ্গ তুলিয়া তাহার অন্তরকে ভাসাইয়া তোলপাড় করিয়া দিল। স্বতন্ত্র ব্যক্তি ত কিছুই নয়, পার্টিই সব; বৃক্ষ হইতে যে শাখা ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহাকে শুকাইয়া যাইতেই হইবে··· রুবাশভ আস্তিনে পাঁশনে ঘষিল। আইভানভ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া সিগারেট টানিতেছে। এখন তার মুখে আর হাসি নাই। দেয়ালের কাগজের এক অংশে সহসা রুবাশভের দৃষ্টি পড়িল, চৌকো একটি অংশের রং বাকী কাগজ অপেক্ষা হাল্কা। তৎক্ষণাৎ বুঝিল ওখানে ঐ ফটো টাঙানো ছিল—সেই শ্মশ্রুপূর্ণ মুখ, নম্বর দেওয়া নাম। আইভানভও তাহার দৃষ্টিকে অনুসরণ করিল, কিন্তু তাহার মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন হইল না।

রুবাশভ বলিল, "তোমার যুক্তিটি বর্তমানে অপ্রযোজ্য। তুমি ঠিকই বলেছ আমাদের অভ্যাস ছিল সবসময়ে বহুবচনে 'আমরা' ব্যবহার করা আর যতদূর সম্ভব উত্তমপুরুষ একবচন অর্থাৎ 'আমি' শব্দটি এড়িয়ে চলা। কিন্তু এখন ওভাবে কথা বলার অভ্যাসটা কেমন যেন চলে গেছে, তুমি

অবশ্য কখনও ও অভ্যাস ছাড়নি। কিন্তু যে 'আমরা'র নামে তোমরা আজকাল কথা বল, সেই 'আমরা'টি কে? শব্দটির আবার নতুন করে ব্যাখ্যা করা দরকার। আসল কথা হ'ল এই, বুঝলে?"

আইভানভ বলিল, "এ আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মত। যাক্, আমি খুশী হয়েছি যে, এত তাড়াতাড়ি আসল ব্যাপারটিতে এসে পড়েছি। তুমি যা বলছ তা থেকে বোঝায় তুমি এখন নিশ্চিত যে, 'আমরা' অর্থাৎ পার্টি, স্টেট এবং তার পেছনে রয়েছে যে জনসাধারণ তারা আর বিপ্লবের আদর্শের প্রতিনিধি নয়।"

"হাঁ, কিন্তু জনগণকে এ থেকে বাদ দাও।"

আইভানভ জিজ্ঞাসা করিল, জনগণ সম্বন্ধে তোমার এই পরম অবজ্ঞাটি কবে থেকে হয়েছে? 'আমরা'-কে প্রথম পুরুষ একবচনে বদলাবার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে নাকি?"

আইভানভ ডেস্কের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল, তাহার চাহনিতে ফুটিয়া উঠিল কৃপামিশ্রিত ব্যঙ্গ। দেয়ালের হাল্‌কা অংশটি তাহার মাথার আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে। হঠাৎ রুবাশভের চিত্রশালার সেই দৃশ্যটি মনে পড়িয়া গেল— "পীয়েতা"র অঞ্জলিবদ্ধ দুটি বাহু এবং তাহার মাঝে আসিয়াছিল রিচার্ডের মাথাটি। সেই মুহূর্তেই সহসা তাহার চোয়াল হইতে ললাট এবং কান পর্যন্ত ব্যথায় দপ্‌দপ্ করিয়া উঠিল। এক মুহূর্তের জন্য রুবাশভ চোখ বন্ধ করিল। সে ভাবিল—"এইবার প্রায়শ্চিত্ত করছি।" তার পরমুহূর্তেই তাহার আর মনে পড়িল না সে জোরে কথা বলিয়া ফেলিয়াছে কি না।

"কেমন করে? কি বলছ তুমি?"—আইভানভ প্রশ্ন করিল। তাহার কানের খুব কাছে কথাগুলি শোনা গেল, কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ এবং খানিকটা বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ব্যথাটা কমিয়া আসিল এবং সেই সঙ্গে এক শান্তিময় স্তব্ধতায় তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রুবাশভ আবার বলিল, "জনগণকে ও থেকে বাদ দাও। ওদের বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না। হয়ত বা আমিও তোমাদের চেয়ে বেশী বুঝি না। এক সময় যখন সেই মহান্ 'আমরা' বেঁচে তখন আমরা জনগণকে ঠিকমত বুঝতে পেরেছিলাম। এর আগে তেমন আর কেউ পারে নি। আমরা তাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম, স্বয়ং ইতিহাসের আকারবিহীন অসম্পূর্ণ রূপের মধ্যে কাজ করেছিলাম…।"

আইভানভের সিগারেট-কেসটি তখনও টেবিলের উপর খোলা পড়িয়া ছিল। নিজের অজ্ঞাতেই কখন রুবাশভ তাহা হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া লইয়াছে, সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আইভানভ তাহা ধরাইয়া দিল।

রুবাশভ বলিয়া চলিয়াছে—"তখন আমাদের বলা হ'ত জনগণের পার্টি। আর কে ইতিহাসের স্বরূপ জানতে পেরেছে? তাতে অবিরত তরঙ্গখেলা, এক তরঙ্গের পিছনে আর এক তরঙ্গ, ছোট ছোট আবর্ত, তীরে প্রতিহত হয়ে ভেঙে-পড়া ঢেউ। নদীবক্ষের এই বিভিন্ন রূপান্তর দেখে তারা বিস্মিত হ'ত, এর অর্থ বুঝতে বা বোঝাতে পারত না। কিন্তু আমরা নেমেছিলাম একেবারে নদীর হৃদয়ে, তার গভীরে; সেই নিরাকার, নাম-না-জানা জনগণের মধ্যে। এই জনগণই তো ইতিহাসের সারাংশ, আমরাই প্রথম তার গতিবিধির নিয়ম আবিষ্কার করেছিলাম। আমরা জেনেছিলাম তার নিশ্চেষ্টতার হেতু, তার আণবিক গঠনের মন্থর ক্রমবিবর্তন, তার আকস্মিক বিদারণের কারণ, নিয়ম। সেইখানেই ছিল আমাদের মতবাদের মহত্ব। ফরাসী রাজবিদ্রোহী জেকোবিন্‌রা ছিল নীতি-শিক্ষক আর আমরা 'পরীক্ষা ও পরিদর্শনেই সকল জ্ঞানের উদ্ভব' এই মতে বিশ্বাসী হয়েছিলাম। আমরা ইতিহাসের গোড়াকার কাদা ঘেঁটে তার নিয়মকানুন আবিষ্কার করেছি। আমরা মানবজাতি সম্বন্ধে যতখানি জেনেছিলাম আর কোন মানুষ তা পারে নি; তাই আমাদের বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। আর এখন তোমরা আবার সে সব বিলুপ্ত করে দিয়েছ...।"

আইভানভ পা ছড়াইয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া শুনিতেছিল এবং ব্লটিং-পেপারে নানারকম ছবি আঁকিতেছিল। সে বলিল, "বলে যাও, তুমি শেষ পর্যন্ত কি বলতে চাইছ সেটা জানতে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে।"

রুবাশভ পরম তৃপ্তির সহিত ধূমপান করিতেছিল। সে বুঝিল অনেকদিন ধূমপান না করায় তামাকের নিকোটিনে তাহার মাথা অল্প অল্প ঘুরিতেছে।

"দেখতেই পাচ্ছ আমি যা-তা বকৃছি।"—এই বলিয়া রুবাশভ দেয়ালে যেখানে একসময় 'ওল্ডগার্ডে'র ফটো টাঙানো ছিল, সেই বিবর্ণ অংশটির দিকে স্মিতমুখে তাকাইল। এইবার আর আইভানভ তাহার দৃষ্টিকে অনুসরণ করিল না। তারপর রুবাশভ আবার বলিল, "যাক, আর একজনে তেমন কিছু এসে যায় না। সবই তো গিয়েছে—সেই মানুষগুলি, তাদের জ্ঞান, তাদের আশা। তোমরা সেই 'আমরা'কে হত্যা করেছ, তোমরা তাকে ধ্বংস করেছ। তোমরা কি সত্যি বিশ্বাস কর যে, জনগণ এখনও তোমাদের

পেছনে রয়েছে? ইউরোপে আর যে সব দল জোর করে ক্ষমতা দখল করেছে তারাও এই ভান করে এবং তোমরা যতটুকু অধিকার নিয়ে কর তারাও ঠিক ততখানি অধিকারেই করে…।”

রুবাশভ আর একটি সিগারেট লইল। আইভানভ না নড়ায় সে নিজেই এবার সিগারেটটি ধরাইল।

“আমার এ দাম্ভিকতাতে কিছু মনে ক’রো না, কিন্তু আমাকে বল বন্ধু সত্যিই কি তোমাদের বিশ্বাস যে, জনগণ এখনও তোমাদের পেছনে রয়েছে? মূক পশুর মত ঔদাসীন্যের সঙ্গে তারা তোমাদের বহন করছে, যেমন অন্যান্য দেশে অন্যদেরও করছে, কিন্তু তাদের অন্তরে কোন সাড়া নেই। জনগণ আবার আজ বোবা, কালা হয়ে গিয়েছে। তারা ইতিহাসের এক বিরাট, নীরব ‘x’। সাগরের বুকে কত জাহাজের আনাগোনা, কিন্তু তবু সাগর যেমন উদাসীন এও যেন তেমনি। সমুদ্রের ওপর দিয়ে যত আলো যায়, প্রতিটিরই প্রতিবিম্ব পড়ে তার বুকের ওপর, কিন্তু নীচে সেই আঁধার আর স্তব্ধতা। বহুদিন আগে আমরা তাকে মন্থন করে তার নীচ পর্যন্ত আলোড়িত করে তুলেছিলাম, কিন্তু আজ আর তার কিছুই নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে,”—একটু থামিয়া পাঁশনে চোখে লাগাইয়া রুবাশভ আবার বলিল, “সেদিন আমরা ইতিহাস তৈরি করেছিলাম আর আজ তোমরা সৃষ্টি করছ রাজনীতি। এই হ’ল পার্থক্য।”

আইভানভ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া ধূম্রবলয় রচনা করিয়া ফেলিল। তারপর বলিল, “মাফ করো, কিন্তু এই পার্থক্যটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হ’ল না। আশা করি, তুমি দয়া করে আমাকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলবে।”

“নিশ্চয়! একজন গণিতজ্ঞ একবার বলেছিলেন যে, বীজগণিত হ’ল অলস লোকের উপযুক্ত বিজ্ঞান—সেখানে x-কে পরিষ্কার করে বোঝানো হয় না, যেন x জানা বিষয়, এমনিভাবে তার সাহায্য নেওয়া হয়। আমাদের ক্ষেত্রে x নামবিহীন জনগণের প্রতীক। রাজনীতির অর্থ এই x-এর স্বরূপ জানবার কোনরকম চেষ্টা না করে x-এর সাহায্যে কাজ করা। কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টি করার অর্থ সমীকরণে x-এর মূল্যনিরূপণ।”

“বাঃ চমৎকার! কিন্তু দুঃখের বিষয় এটা বড় বেশী ভাবমূলক হয়ে পড়েছে, বরং আর একটু প্রত্যক্ষ বিষয়ে আসা যাক্। তার মানে তুমি

যা বললে তাতে এই দাঁড়ায় যে, 'আমরা' অর্থাৎ পার্টি এবং স্টেট আজ আর বিপ্লবের, জনগণের বা তুমি যদি বলতে চাও, মানবের উন্নতির প্রতি-নিধি নয়।"

রুবাশভ হাসিয়া উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, এইবার তুমি ঠিক ধরেছ।" আইভানভ তার উত্তরে আর হাসিল না।

"কবে থেকে তুমি এই মত খাড়া করেছ?"

"তা বেশ ধীরে ধীরেই গত কয়েক বছর ধরে।"

"আর একটু সঠিক বলতে পার না? এ ক'বছর হ'ল? না দু'বছর? না তিন?"

"বোকার মত প্রশ্ন ক'রো না। তুমি কত বছর বয়সে সাবালক হয়েছ? সতেরো? না সাড়ে আঠারো বছরে? না উনিশ বছর বয়সে?"

"আমি ত দেখছি তুমিই বোকামির ভান করছ। আমাদের আধ্যাত্মিক গড়নে প্রতিটি পদক্ষেপই বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার ফল। আর সত্যিই জানতে চাও? আমি সাবালক হয়েছি সতেরো বছর বয়সে, যখন প্রথম বার আমাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়।"

"তখন তুমি ছিলে ভারী চমৎকার ছেলে। সে কথা ভুলে যাও।" রুবাশভ আবার দেয়ালের বিবর্ণ অংশটির দিকে তাকাইল; তারপর সিগারেটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

"আমি আবার আমার প্রশ্নটা করছি"—বলিয়া আইভানভ একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। "তুমি কতদিন যাবৎ বিপক্ষদলে যোগ দিয়েছ?"

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। আইভানভ রিসিভার তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ব্যস্ত আছি।" রিসিভারটা নামাইয়া রাখিয়া, চেয়ারে আবার হেলান দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া সে রুবাশভের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

"আমি যেমন জানি, তুমিও ঠিক তেমনি জানো যে আমি কখনও কোন বিপক্ষ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিইনি।"

"বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছা—তোমার কথাই রইল। কিন্তু কেন তুমি আমাকে মিছিমিছি ব্যুরোক্রাটের মত ব্যবহার করতে বাধ্য করছ, এটা আমার পক্ষে খুব আনন্দের নয়।"—আইভানভ দেরাজে হাত ঢুকাইয়া কাগজের একটি তাড়া বাহির করিল।

কাগজগুলি সামনে মেলিয়া ধরিয়া সে বলিল, "১৯৩৩ সন থেকেই আরম্ভ করা যাক্। যে দেশে জয় সবচেয়ে সুনিশ্চিত এবং নিকটতম মনে হয়েছিল সেখানেই একনায়ক-তন্ত্রের সূত্রপাত এবং পার্টির ধ্বংস। তোমাকে সেখানে বেআইনী ভাবে পাঠানো হয় দলগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে আবার নতুন করে গড়ে তোলবার কাজ দিয়ে···।"

রুবাশভ চেয়ারে ভাল করিয়া হেলান দিয়া বসিয়া নিজের জীবনী শুনিতেছিল। রিচার্ডের কথা মনে হইল, চিত্রশালার সম্মুখে রাস্তায় যেখানে সে একটা ট্যাক্সি থামাইয়াছিল সেই গোধূলির কথাও মনে পড়িল।

"···তিন মাস পর : তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দু'বছরের কারাদণ্ড। আদর্শ ব্যবহার, তোমার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা গেল না। কাজেই মুক্তি এবং বিজয়ীবেশে তোমার প্রত্যাবর্তন···।"

আইভানভ থামিল। রুবাশভের দিকে চকিত চাহনিতে দেখিয়া লইয়াই আবার বলিল, "তুমি ফিরে এলে তোমাকে নিয়ে খুব হৈ চৈ উৎসব হয়। তখন আমাদের দেখা হয়নি, হয়তো বা তখন তুমি বড় বেশী ব্যস্ত ছিলে···। যা হোক, আমি অবশ্য তাতে তোমাকে ভুল বুঝিনি। কারণ এটা আশা করা যায় না যে, তুমি তোমার সব পুরনো বন্ধুদের খোঁজ নেবে। কিন্তু আমি তোমাকে দু'বার মিটিঙে দেখেছি, মঞ্চের ওপর। তখনও তুমি লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁট, তোমাকে দেখে বড় পরিশ্রান্তও মনে হয়েছিল। তোমার পক্ষে তখন উচিত ছিল কয়েক মাসের জন্য কোন স্যানাটোরিয়ামে যাওয়া, আর তারপর কোন সরকারী চাকরী নেওয়া—চার বছর বিদেশে কাজ করে আসার পর ঐই ঠিক হ'ত। কিন্তু পনের দিন পরেই তুমি আবার কোন কাজ নিয়ে বিদেশে যাবার জন্য দরখাস্ত করলে···।"

সহসা আইভানভ ঝুঁকিয়া পড়িয়া রুবাশভের খুব কাছে মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন—?" এই প্রথম তাহার কণ্ঠস্বর তীব্র শুনাইল। "বোধ হয় এখানে তেমন স্বস্তিতে থাকতে পারছিলে না, না? তোমার অবর্তমানে দেশে কতকগুলো পরিবর্তন হয়েছিল, বোঝা যাচ্ছে সেগুলো তোমার ঠিক পছন্দ হয়নি।"

রুবাশভের কাছ হইতে কিছু শুনিবার আশায় আইভানভ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিল; কিন্তু রুবাশভ শান্তভাবে বসিয়া জামার আস্তিনে পাঁশনে ঘষিতেছিল, কিছুই বলিল না।

"বিপক্ষতার প্রথম অঙ্কুরকে দণ্ড দেওয়া এবং বিনাশ করার অল্প কিছুদিন পরের কথা। এই বিপক্ষদলে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ছিল। প্রতিপক্ষ কি পরিমাণে ধ্বংস হয়েছে এ খবর যখন বাইরে প্রকাশিত হ'ল, তখন সারাদেশ জুড়ে একটা অসন্তোষ দেখা দিল। তুমি কিছু বললে না তাতে। পনের দিন পরে তুমি বিদেশে চলে গেলে, যদিও তখনও তুমি লাঠিতে ভর না দিয়ে হাঁটতে পার না···।"

রুবাশভের মনে হইল যেন সে আবার সেই ছোট বন্দরটির ডকগুলির গন্ধ পাইতেছে, সামুদ্রিক ঘাস এবং পেট্রোলের একটা মিশ্রিত গন্ধ; মল্লযোদ্ধা পল তাহার কান নাচাইতেছে, খর্বকায় লীউই পাইপ তুলিয়া অভিবাদন করিতেছে···। খর্বকায় লীউই তাহার চিলেকোঠার ঘরে একটা কড়িকাঠে ঝুলিয়া মরিয়াছিল। ঐদিক দিয়া কোন লরী গেলেই জীর্ণ পুরাতন বাড়ীটি কাঁপিতে থাকিত; রুবাশভকে কে যেন বলিয়াছিল যে, সকালে খর্বকায় লীউইর যখন খোঁজ হইল তখন তাহার দেহটি আস্তে আস্তে ঘুরিয়া গেল, কাজেই প্রথমে সকলেই ভাবিয়াছিল লীউইর তখনও জীবন আছে···।

"তোমার কাজ সাফল্যের সঙ্গে শেষ হ'ল, তোমাকে 'বি' তে আমাদের ট্রেড-ডেলিগেশনের দলপতি নির্বাচন করা হ'ল। এবারও তুমি নিখুঁতভাবে তোমার কর্তব্য শেষ করলে। 'বি' র সঙ্গে যে নতুন ব্যবসা সম্পর্কের সন্ধি হ'ল তা সত্যিই সাফল্যের পরিচয়। বাইরে থেকে তোমার আচরণ ছিল আদর্শ-স্থানীয়, নিখুঁত। কিন্তু তুমি ঐ পদে যোগ দেবার ছ'মাস পরেই তোমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছু'জন সহকর্মীকে—তাদের মধ্যে একজন ছিল তোমার সেক্রেটারী আরলোভা—বিপক্ষদলের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের সন্দেহে ডেকে পাঠাতে হয়। অনুসন্ধানের ফলে সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হ'ল। সবাই তখন আশা করছে তুমি প্রকাশ্যে তাদের দোষী ঘোষণা করবে। কিন্তু তুমি চুপ করে রইলে···।"

"এর ছ'মাস পরে তোমাকেই ডেকে পাঠানো হ'ল। বিপক্ষদলের দ্বিতীয় বিচারের সব আয়োজন হচ্ছে। ঐ বিচারে বারবার তোমার নামের উল্লেখ হয়; আরলোভা তার দোষখণ্ডনের জন্য তোমার কথা বলে। ঐ অবস্থায় চুপ করে থাকলে অপরাধ স্বীকার করা হচ্ছে বলে মনে হবে। তুমি সেটা জানতে, তবু যতদিন না পার্টি তোমাকে শেষ সতর্কবাণী পাঠায় তার আগে পর্যন্ত প্রকাশ্য সভায় কোন বিজ্ঞপ্তি দিতে তুমি অস্বীকার করলে। অবশেষে যখন তোমার নিজের মাথার ওপর বিপদ ঘনিয়ে এল তখন তুমি পার্টির প্রতি তোমার

আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ঘোষণা করতে রাজী হলে। তার অনিবার্য পরিণাম হ'ল আরলোভার মৃত্যু। তার ভাগ্যে কি ঘটেছে তুমি জান…।"

রুবাশভ চুপ করিয়া রহিল। তাহার খেয়াল হইল যে, আবার দাঁতের ব্যথা আরম্ভ হইয়াছে। হ্যাঁ, রুবাশভ আরলোভার পরিণতি জানে। রিচার্ডেরও। খর্বকায় লোউইরও। আর শেষে নিজেরও। সে দেয়ালের হাল্কা অংশটির দিকে তাকাইল; মাথার উপরে নম্বর লেখা লোকদের ঐ একটিমাত্র চিহ্ন আজও রহিয়াছে। তাহাদের পরিণামও সে জানে। একটিবার ইতিহাস এমন পথ বাছিয়া লয় যাহাতে মনে হইয়াছিল—অবশেষে মানুষের জীবনধারণের প্রণালী অপেক্ষাকৃত সম্মানজনক হইবে; কিন্তু আজ সে সব শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই কেন আর এই কথাবার্তা, এই আড়ম্বর, আয়োজন? মৃত্যুর পরও যদি মানুষের কিছু বাকী থাকে, তাহা হইলে আরলোভা বিরাট শূন্যের মধ্যে কোথাও শুইয়া—গাভীর মত তাহার সুন্দর, শান্ত দৃষ্টি মেলিয়া কমরেড রুবাশভের দিকে আজও তাকাইয়া আছে। রুবাশভ ছিল তাহার আদর্শ, তাহার দেবতা, এবং সে-ই তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে…। রুবাশভের দাঁতের ব্যথা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল।

আইভানভ জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ সময় তুমি যে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছিলে তা তোমায় পড়ে শোনাব?"

"না, ধন্যবাদ।" রুবাশভ লক্ষ্য করিল তাহার কণ্ঠস্বর কেমন যেন ধরা ধরা শুনাইতেছে।

"তোমার নিশ্চয় মনে আছে তোমার ঐ বিবৃতিকে স্বীকারোক্তি বলেও ধরা যেতে পারে। তাতে তুমি বিপক্ষদলকে তীব্র তিরস্কার করে, পার্টির মতবাদের আর 'এক নম্বরে'র প্রতি নির্বিচার আনুগত্য স্বীকার করে সেটি শেষ করেছিলে।

রুবাশভ নীরসকণ্ঠে বলিল, "চুপ কর। তুমি জান কিভাবে এই ধরণের উক্তি লেখানো হয়। আর যদি না জানো তো ভালই। ঈশ্বরের দোহাই, এ প্রহসন থামাও।"

"আমরা প্রায় শেষ করে এনেছি। বর্তমান সময় থেকে মাত্র দু'বছর আগের কথা বলছি এখন। এই দু'বছর তুমি স্টেট এলুমিনিয়াম ট্রাষ্টের বড়কর্তা ছিলে। এক বছর আগে বিপক্ষদলের তৃতীয় বিচারের সময় প্রধান অপরাধী একটা অস্পষ্ট প্রসঙ্গে বারবার তোমার নাম উল্লেখ করে। স্পষ্ট

কিছুই প্রমাণ হ'ল না, কিন্তু পার্টির সন্দেহ বেড়ে গেল। তুমি আবার একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দিলে, তাতে নতুন করে তুমি পার্টির নেতার মতবাদে তোমার আনুগত্য জানিয়ে আরও তীব্রভাষায় বিপক্ষদলের অপরাধকে তিরস্কার করেছিলে…। সেটা মাত্র ছ'মাস আগের কথা। আর আজ তুমি স্বীকার করছ যে, অনেক বছর ধরেই তুমি পার্টির নেতার নীতিকে ভুল এবং ক্ষতিকর বলে মনে করেছ…।"

আইভানভ থামিয়া পুনরায় হেলান দিয়া চেয়ারে আরাম করিয়া বসিল।

"তোমার আনুগত্যের সেই প্রথম ঘোষণা তা হলে কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনেরই উপায় মাত্র। দয়া করে এটুকু মনে রেখো যে, আমি নীতিশিক্ষা দিতে বসিনি। আমরা দু'জন একই পরিবেশ, একই মতবাদের মধ্যে বড় হয়েছি, এ সব ব্যাপারে আমাদের মত একই। তোমার একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের নীতি ছিল ভুল আর তোমারটি ঠিক। সে সময়ে প্রকাশ্যে এ কথা বললে তুমি পার্টি থেকে নির্বাসিত হতে, তাতে তোমার নিজের আদর্শের জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ত। কাজেই তোমার মতে যে নীতি একমাত্র নির্ভুল, তা অনুসরণ করবার জন্যই তোমাকে একটা আবরণ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। অবশ্য তোমার জায়গায় থাকলে আমিও ঠিক এই ভাবেই কাজ করতাম। এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে।"

"তারপর?" রুবাশভ জিজ্ঞাসা করিল।

আইভানভের মুখে তাহার আগের সেই মধুর হাসি আবার ফুটিয়া উঠিল।

"আমি কি বুঝতে পারছি না জান? তুমি এখন খোলাখুলিভাবে স্বীকার করছ অনেক বছর যাবৎ তোমার বিশ্বাস যে, আমরা বিপ্লবকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি; অথচ সেই সঙ্গেই তুমি অস্বীকার করছ যে, তুমি বিপক্ষ-দলের লোক এবং আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলে। তুমি কি সত্যই আমাকে বিশ্বাস করতে বল যে, তুমি কোলের উপর হাত রেখে চুপটি করে বসে আমাদের লক্ষ্য করছিলে, অথচ তোমার দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা দেশকে ও পার্টিকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম?"

রুবাশভ কাঁধ ঝাঁকাইয়া বলিল, "বোধ হয় আমি কাজ করবার পক্ষে বেশী বুড়ো আর একেবারে অচল হয়ে পড়েছিলাম…। যাকগে, তোমার যা ইচ্ছে বিশ্বাস করতে পার।"

আইভানভ আর একটি সিগারেট ধরাইল। তাহার কণ্ঠস্বর শান্ত এবং

মর্মভেদী হইয়া উঠিল : "তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে বল যে শুধুমাত্র তোমার নিজের মাথা বাচাবার জন্যে আরলোভাকে তুমি উৎসর্গ করেছিলে আর ঐ ওদের ত্যাগ করেছিলে ?"—বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেয়ালের বিবর্ণ অংশটির দিকে চিবুক নাড়াইয়া দেখাইল।

রুবাশভ চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিল। আইভানভের মাথা লিখিবার ডেস্কের উপর আরও ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

"আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। আধঘণ্টা আগেই তুমি যে বক্তৃতাটি দিলে তা আমাদের মতবাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত আক্রমণে ভরা, তার যে-কোন অংশই তোমাকে খতম করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আর তুমি যে বিপক্ষদলের লোক তার সব প্রমাণই আমাদের কাছে আছে, কিন্তু তুমি যে তাতে যোগ দিয়েছ এই অতি সহজ যুক্তিকে এখন তুমি অস্বীকার করছ।"

রুবাশভ বলিল, "তাই নাকি ? তোমাদের কাছে যদি সব প্রমাণই আছে, তা হলে আর আমার স্বীকারোক্তির কি দরকার তোমাদের ? আচ্ছা না হোক, প্রমাণগুলো কিসের শুনি ?"

ধীরে ধীরে আইভানভ উত্তর দিল, "অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে 'এক নম্বর'কে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রের চেষ্টার প্রমাণ।"

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। রুবাশভ তাহার পাশনে পরিয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা, এবার আমাকে একটা প্রশ্ন করতে দাও। তুমি কি সত্যিই এত বাজে কথা বিশ্বাস কর, না তুমি শুধু ভান করছ ?"

আইভানভের চোখের কোণে পুনরায় সেই আগের মত স্নেহপূর্ণ স্নিগ্ধ হাসি খেলিয়া গেল : "বললাম তো। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে। আরও সঠিকভাবে বলতে হলে বলব স্বীকারোক্তি। তার চেয়েও স্পষ্ট করে বলছি : যে লোকটি তোমার প্ররোচনায় ঐ সব কাজ করত তার নিজের স্বীকারোক্তি।"

"নাঃ, তোমাকে অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছে করছে। লোকটির নাম কি ?"

আইভানভ হাসিয়াই চলিল : "অন্যায় প্রশ্ন।"

"আমি ঐ স্বীকারোক্তিটা পড়তে পারি কি ? বা সেই লোকটির সাথে মোকাবিলা করতে পারি ?"

আইভানভ হাসিল। অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে ঠাট্টা করিয়া সে রুবাশভের মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িল। রুবাশভের অস্বস্তি লাগিলেও সে মাথা সরাইল না।

তারপর আইভানভ আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিল, "সেই ঘুমের ওষুধের কথা মনে আছে? আমার মনে হচ্ছে আর একবারও তোমাকে বোধ হয় এ প্রশ্ন করেছি। এখন আমাদের জায়গা বদলে গেছে। আজ তুমি খাড়া পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছ। কিন্তু আমার সাহায্যে নয়। তুমি সেদিন আমাকে বুঝিয়েছিলে যে, আত্মহত্যা 'পেতি বুর্জোয়া' সম্প্রদায়ের লোকের সৌখীনতা। আজ আমি লক্ষ্য রাখব যাতে তুমি আত্মহত্যা করতে সক্ষম না হও। তা না হলে পরস্পরকে, বন্ধুকে ত্যাগ করার অপরাধে অপরাধী হব।"

রুবাশভ কোন কথা বলিল না। সে তখন ভাবিতেছে যে, আইভানভ মিথ্যা বলিতেছে, না সত্য? সেই সঙ্গেই দেয়ালের ঐ বিবর্ণ অংশটি আঙুল দিয়া স্পর্শ করিবার এক অদ্ভুত ইচ্ছা, সারা শরীরে যেন একটা প্রবল আগ্রহ জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এ স্নায়ু-দৌর্বল্য। মানসিক রোগবিশেষ। শুধু কালো টালিগুলোর ওপর পা রেখে চলা, আজেবাজে কথা গুন্‌গুন্ করে আপনমনে বলা, নামার আস্তিনে পাঁশনে মোছা— এই তো আবার আমি তাই করছি এখন...।"

রুবাশভ জোরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মুক্তির জন্য তোমরা কি পরিকল্পনা করেছ জানতে বড় কৌতূহল হচ্ছে। এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে যে ভাবে পরীক্ষা করলে, তাতে তো উদ্দেশ্যটি ঠিক উল্টো মনে হয়।"

উজ্জ্বল, প্রসন্ন হাসিতে আইভানভের মুখ ভরিয়া গেল। "গাধা কোথাকার"—বলিয়া সে টেবিলের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া রুবাশভের কোটের বোতামটি ধরিল। "তোমাকে আমি তোমার মনের আবেগ মুক্ত করতে সুযোগ দিলাম, তা না হলে তুমি ভুল সময়ে ফেটে পড়তে। তুমি কি এটুকুও খেয়াল করনি যে, আমার এখানে কোন স্টেনোগ্রাফার নেই?"

কোটের বোতাম হইতে হাত না সরাইয়াই আইভানভ কেস হইতে একটি সিগারেট লইয়া জোর করিয়া রুবাশভের মুখে গুঁজিয়া দিল। "তুমি কিন্তু একেবারে শিশুর মত ব্যবহার করছ। এইবার এস একটি সুন্দর ছোটখাট স্বীকারোক্তি খাড়া করি, তা হলেই আজকের মত কাজ শেষ।'

রুবাশভ অবশেষে আইভানভের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাঁশনের ভিতর দিয়া আইভানভের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তা এই স্বীকারোক্তির মধ্যে কি থাকবে?'

আইভানভের উজ্জ্বল হাসি তবু মিলায় না। সে বলিল, "ঐ স্বীকারোক্তিতে

লেখা থাকবে যে, তুমি স্বীকার করছ অমুক অমুক বছর থেকে তুমি অমুক অমুক বিপক্ষদলে ছিলে; কিন্তু তুমি যে হত্যার ষড়যন্ত্র বা আয়োজন করেছিলে তা তুমি স্পষ্টই অস্বীকার করছ; উপরন্তু বিপক্ষদলের এইসব অপরাধজনিত সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের বিষয় জানতে পেরেই তুমি দল ত্যাগ করেছ?"

তাহাদের এতক্ষণ আলাপ-আলোচনার মধ্যে রুবাশভও এই প্রথম মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "এতক্ষণের কথাবার্তার যদি এই উদ্দেশ্য তা হলে তো আলাপ-আলোচনা এখনি বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে।"

কোনরকম অধৈর্য প্রকাশ না করিয়াই আইভানভ বলিল, "আমি আমার বক্তব্য শেষ করে নিই। আমি অবশ্য জানতাম তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। যা হোক প্রথমে ঘটনাটির নীতি বা আবেগ সম্পর্কিত দিকটা দেখা যাক্। তোমার স্বীকারোক্তিতে অবশ্য কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কারণ তোমার অনেক আগেই সমস্ত দলটিকে গ্রেপ্তার করা হয়; এবং তাদের অর্ধেককে ইতিমধ্যেই শেষ করা হয়েছে—তা তো তুমিও জান। অন্যান্যদের কাছ থেকে আমরা এই রকম নির্দোষ স্বীকারোক্তি ছাড়া যে কোন রকমের স্বীকারোক্তি পেতে পারি—এমন কি আমাদের পছন্দমত… আমি ধরে নিতে পারি যে তুমি আমায় বুঝতে পেরেছ এবং আমার সোজা স্পষ্ট কথায় তোমার অবিশ্বাস হয়নি।"

রুবাশভ উত্তর দিল, "অর্থাৎ তুমি নিজেও ঐ এক নম্বরের বিরুদ্ধে চক্রান্তের কাহিনী বিশ্বাস কর না। তা হলে তুমি কেন আমাকে ঐ রহস্যময় x-এর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিচ্ছ না—যে এই স্বীকারোক্তি করেছে?"

আইভানভ বলিল, "একটু চিন্তা করে দেখ। আমার জায়গায় তুমি নিজে বস—কারণ আমাদের অবস্থা ঠিক বিপরীতও হতে পারে—তারপর তুমি নিজেই তোমার প্রশ্নের উত্তরের মীমাংসা কর।"

রুবাশভ খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আমার মামলা বিচার করবার জন্য তোমাকে ওপর থেকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

আইভানভ হাসিয়া বলিল, "কথাটা বড় সোজাসুজি বললে। আসলে এখনও ঠিক হয়নি তোমার মামলা 'এ' শ্রেণীভুক্ত না 'পি' শ্রেণীভুক্ত। এই শব্দগুলোর অর্থ জান তো?"

রুবাশভ ঘাড় নাড়িল; শব্দগুলির অর্থ সে জানে।

আইভানভ বলিল, "যাক, এতক্ষণে তুমি বুঝতে আরম্ভ করেছ। 'এ'র অর্থ এড্‌মিনিস্ট্রেটিভ অর্থাৎ শাসনকর্তৃপক্ষের গোপন বিচার-ব্যবস্থা, 'পি'র অর্থ পাব্‌লিক অর্থাৎ প্রকাশ্য বিচার ব্যবস্থা। অধিকাংশ রাজনৈতিক মামলাই শাসনকর্তৃপক্ষের গোপন বিচারে ঠিক হয়—অর্থাৎ, প্রকাশ্য বিচারে যাদের কিছু হবে না।...তুমি যদি 'এ' বিভাগভুক্ত হও তা হলে আমার কর্তৃত্ব থেকে তোমার অব্যাহতি। তুমি তো জানই শাসনকর্তৃপক্ষ বোর্ডের বিচার খুবই গোপনীয় এবং সংক্ষিপ্ত। সেখানে সওয়াল-জবাবের বা ঐ জাতীয় কোন জিনিষেরই সুযোগ-সুবিধা হয় না। ভাব তো ওদের কথা ..."—আইভানভ তিন-চারটি নাম উচ্চারণ করিয়া দেওয়ালের বিবর্ণ স্থানটির উপর বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তারপর রুবাশভের দিকে চাহিতেই সে এই সর্বপ্রথম আইভানভের মুখে একটা বেদনার আভাস লক্ষ্য করিল, তাহার চক্ষুর নিশ্চলতা দেখিয়া মনে হইল সে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে না, বরং তাহার দৃষ্টি কিয়দ্দূরে রুবাশভের পশ্চাতে নিবদ্ধ।

আইভানভ তাহাদের পুরাতন বন্ধুদের নামগুলি আর একটু নিম্নস্বরে আবার উচ্চারণ করিয়া বলিল, "তুমি তাদের যেমন জানতে আমিও ঠিক তেমনি জানতাম। কিন্তু এটা তোমায় ধরে নিতে হবে যে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তুমি এবং তারা বিপ্লবকে ধ্বংস করবে, ঠিক তোমরা যেমন এর বিপরীতে বিশ্বাস কর। আসল কথা হ'ল এই। আমাদের কাজের ধারা যুক্তিসঙ্গত। আমরা তো এখন বিচারের সূক্ষ্মতার ভেতর নিজেদের হারিয়ে ফেলতে পারি না। তোমাদের সময়ে তোমরা কি তা করেছিলে?"

রুবাশভ কিছু বলিল না।

আইভানভ বলিয়া চলিল, "তোমাকে 'পি' শ্রেণীভুক্ত করার উপর, আর আমার হাতে মামলা থাকার উপর সব নির্ভর করছে। তুমি তো জান, যে মামলাগুলোর প্রকাশ্য বিচার হয় সেগুলো কোন নিয়ম অনুসারে ধার্য করা হয়। তোমার তরফ থেকে যে এরূপ ইচ্ছা আছে তা আমাকে প্রমাণ করতে হবে। সেইজন্য আমি চাই তোমার অঙ্গীকৃত সাক্ষ্য ও আংশিক স্বীকারোক্তি। তুমি যদি এখনও নিজেকে নায়ক বিবেচনা করে তোমাকে নিয়ে কিছু করবার নেই এমন ধারণা সৃষ্টি কর, তা হলে ঐ 'x'-এর স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করেই তোমাকে শেষ করে ফেলা হবে। কিন্তু তা না করে যদি আংশিক দোষ স্বীকার কর তা হলে আরও বিশদভাবে

পরীক্ষা করার জন্য একটা ভিত্তি খাড়া করা যায়। তা হলে আমি 'x'-এর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হবার ব্যবস্থা করতে পারব। তখন আমরা অভিযোগের ক্ষতিকর যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করে একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতরে দোষস্বীকার করাব। তা হলেও কুড়ি বছরের কম করতে পারব না, অর্থাৎ দুই বা তিন বছরের পরে বাকী অংশ ক্ষমা করা হবে এবং পাঁচ বছর পরেই তুমি আবার দলে ফিরে আসবে। এখন উত্তর দেবার আগে একটু ধীরস্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখ।"

রুবাশভ বলিল, "আমি ইতিমধ্যেই ভেবে দেখেছি। আমি তোমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করি। ন্যায়সঙ্গত যুক্তির দিক দিয়ে হয়ত তুমিই ঠিক। কিন্তু আমার ভাগ্যে ঐ প্রকারের যুক্তিতর্ক যথেষ্ট হয়েছে। আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি এবং এ খেলা আর খেলতে চাই না। দয়া করে আমাকে আমার কুঠরিতে পাঠিয়ে দাও।" আইভানভ উত্তর দিল, "বেশ তোমার যা ইচ্ছে। আমিও আশা করিনি যে, তুমি এখনি রাজী হবে। এই ধরণের আলোচনা ফলপ্রসূ হতে সাধারণতঃ একটু সময় নেয়। তোমাকে পনর দিনের সময় দেওয়া হ'ল। সমস্ত ঘটনাটি ভাল করে ভেবে দেখবার পর আবার আমার কাছে তোমায় নিয়ে আসতে বলো বা আমাকে একটা লিখিত জবাব পাঠিও। কারণ তুমি যে তা পাঠাবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

রুবাশভ উঠিয়া দাঁড়াইতেই আইভানভও উঠিল; আবার দেখা গেল সে রুবাশভের অপেক্ষা কত দীর্ঘ। আইভানভ তাহার ডেস্কের পাশেই একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইল। রুবাশভকে লইয়া যাইবার জন্য যখন তাহারা ওয়ার্ডারের অপেক্ষা করিতেছিল তখন আইভানভ বলিল, "কয়েক মাস আগে তোমার শেষ প্রবন্ধে তুমি লিখেছিলে যে, আমাদের যুগে আগামী দশ বছরের মধ্যেই জগতের ভাগ্যনির্ণয় হবে। তুমি কি তা দেখবার জন্য থাকতে চাও না?"

রুবাশভের দিকে চোখ নামাইয়া সে হাসিল। অলিন্দের পদধ্বনি ক্রমশঃ নিকটেই শোনা গেল; কবাট উন্মুক্ত হইল। দু'জন ওয়ার্ডার ভিতরে আসিয়া অভিবাদন করিল। বিনা বাক্যব্যয়ে রুবাশভ তাহাদের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইল, তারপর তাহারা তার কুঠরির দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। অলিন্দের গোলমাল ক্রমশঃ মিলাইয়া গেল। কোন কোন কুঠরি হইতে চাপা নাকডাকার শব্দ গোঙানির মত শুনাইতেছিল। সমস্ত বাড়ীতে তখন ম্লান পীতাভ বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে।

দ্বিতীয় শুনানী

"ধর্ম্মমণ্ডলীর অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হইলে, মণ্ডলী নৈতিক আচরণ-বিধি হইতে মুক্ত হইয়া পড়ে। ঐক্যসাধনের জন্য যে-কোন পন্থার ব্যবহারই পবিত্র হইয়া উঠে—এমনকি চাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা, বলপ্রয়োগ, ষড়যন্ত্র, কারাগার, মৃত্যু পর্যন্ত। কারণ সকল কার্যই সমাজের জন্য; এবং ব্যক্তিকে সমষ্টির হিতার্থে বলি দিতেই হইবে।"

ডিয়েট্রিচ্ ফন্ নীহেম্—
ভারডেনের বিশপ
ডি স্কিস্‌মেট্ লিব্রি ৩, ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দ

১

কারাবাসের পঞ্চম দিনে এন. এস. রুবাশভের ডায়েরীর অংশ ঃ

…অন্তিমে যাহা সত্য চিরকালই উপান্তে তাহা মিথ্যা। পরিশেষে যে সত্য ও নির্ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, পূর্বে তাহাকেই ভ্রান্ত এবং অনিষ্টকারী বলিয়া মনে হয়।

"কিন্তু কে ন্যায়বান বলিয়া প্রমাণিত হইবে—তাহা একমাত্র উপসংহারেই জানা যাইবে। ইতিহাসের উদ্ধারের আশায় ইতিমধ্যে তাহাকে প্রশংসার প্রত্যাশা না করিয়াই শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় করিতে হইবে।

"শুনা যায় মেকিয়াভেলির 'রাজপুত্র' নাকি এক নম্বরের শয্যার পাশে সর্বদা রাখা থাকে। তাই থাকা উচিত ঃ উহার পর রাজনৈতিক নীতির নিয়মাদি সম্বন্ধে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ কিছুই বলা হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর 'ন্যায়-নিষ্ঠা'র উদার নীতিতত্ত্বের পরিবর্তে আমরাই প্রথম বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব নীতির সূত্রপাত করি ঃ আমরা ন্যায্য কাজই করিয়াছি, ক্রিকেট খেলার নিয়মানুসারে বিপ্লব চালনা করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। ইতিহাসের নিশ্বাস লইবার অবসরে রাজনীতি কতকটা ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে ; সঙ্কটপূর্ণ যুগসন্ধিগুলিতে 'উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন পথই ন্যায্য'—এই পুরাতন পন্থা ব্যতীত আর কোন পন্থা প্রযোজ্য নহে। আমরাই এই শতাব্দীতে নব মেকিয়াভেলীবাদ প্রবর্তন করি, অন্য বিপ্লব-বিরোধী একনায়ক-তন্ত্রবাদিগণ অযোগ্যভাবে তাহার অনুকরণ করিয়াছে। সার্বজনীন বিবেক ও বিচারশক্তির বিষয়ে আমরা ছিলাম মেকিয়াভেলীর অনুগামী, তাহাই ছিল আমাদের মহত্ত্ব ; অন্যেরা জাতীয় রোমান্টিসিজমের নামে তাহার অনুকরণ করে, উহাই তাহাদের অসঙ্গতি। সেইজন্যই পরিশেষে ইতিহাস আমাদের মুক্ত করিবে ; কিন্তু তাহাদের নয়।…

"তথাপি এই মুহূর্তে আমরা প্রশংসার প্রত্যাশা না করিয়াই চিন্তা ও কাজ করিতে যাইতেছি—যেহেতু আমরা ক্রিকেট খেলার নিয়মাবলী এবং রীতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছি ; আমাদের একমাত্র পথ-প্রদর্শক আদর্শ-পরিণামশীল ন্যায়শাস্ত্র। আমাদের একটি দারুণ বাধাবাধকতার ভিতর কাজ করিতে হয়, সেটি হইল আমাদের চিন্তাকে তাহার চরম পরিণতি পর্যন্ত ভাবিয়া লইয়া তদনুসারে কাজ করা। আমাদের স্থির ও সোজা রাখিবার জন্য তলদেশে কোন ভারী বস্তু নাই, উহা ছাড়াই তরী আমরা ভাসাইয়াছি ; সুতরাং হালের উপর প্রতিটি স্পর্শ ই আমাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন।

"কিছুদিন হইল আমাদের অন্যতম কৃষিবিদ্ 'খ'কে তাহার ত্রিশ জন সহকর্মী-সহ অন্তর্ঘাতক বলিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছে, কারণ তাহার মতে পটাশ অপেক্ষা নাইট্রেট নামক ক্ষারের কৃত্রিম সার উৎকৃষ্টতর। এক নম্বর পটাশের পক্ষীয় 'খ' এবং অন্য ত্রিশ জনকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া শেষ করিয়া ফেলা হইল। জাতীয় কেন্দ্রীভূত কৃষির ক্ষেত্রে নাইট্রেট ও পটাশের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ঃ ইহাতে আর একটি যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে পারে। যদি এক নম্বরের ভুল না হইয়া থাকে তাহা হইলে ইতিহাস তাহাকে মুক্ত করিবে এবং ত্রিশ জন লোকের প্রাণ দণ্ড একটি অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপারে দাঁড়াইবে। আর যদি সে ভুল করিয়া থাকে…

"একমাত্র প্রয়োজনীয় কথা হইল—কে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাবে নির্ভুল। ক্রিকেট-নীতির সমর্থকগণ সম্পূর্ণ অন্য একটি সমস্যায় উদ্বিগ্ন। 'খ' যখন নাইট্রেটের পক্ষে সুপারিশ করিয়াছিল তখন সে সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া করিয়াছিল কি না। তাহা না করিয়া থাকিলে উহাদের নীতিশাস্ত্রমতে তাহাকে গুলি করিয়া মারা উচিত, এমনকি যদি উত্তরকালে নাইট্রেটই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উপকারী সার বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলেও। আর সে যদি বিশ্বস্ততার সহিত ও সরল অন্তঃকরণে কাজ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিচারে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং নাইট্রেট ক্ষারের জন্য প্রচার করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে; এমন কি দেশ সেজন্য ধ্বংস হইয়া গেলেও…

"ইহা অবশ্য একেবারে অর্থহীন। আমাদের নিকট সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কাজ করার কোন মূল্য নাই। যে ভুল করে তাহাকে দণ্ড দিতেই হইবে; যে ন্যায্য পথে যায় সে মুক্তি পাইবে। হিসাব-নিকাশে ইহাই জমার কোঠায় যাইবে—এই নিয়মের কথাই আমরা জানিতাম।

"ইতিহাস হইতে আমরা শিখিয়াছি যে, অনেক সময়ে সত্য অপেক্ষা মিথ্যাই অধিক কার্যকরী হয়। কারণ মানুষ অলস ও মন্থরগতি এবং তাহার ক্রমোন্নতির প্রতি পদক্ষেপের পূর্বে তাহাকে মরুভূমির মধ্য দিয়া চল্লিশ বৎসর ধরিয়া পথ চলিতে হয়; মরুভূমির ভিতর দিয়া তাহাকে চালনা করিতে হয় সতর্কতা, নানারূপ আশ্বাস, কাল্পনিক ভয় ও কাল্পনিক সান্ত্বনাবাণীর মধ্য দিয়া, যাহাতে সে অসময়ে বিশ্রামের জন্য বসিয়া না পড়ে এবং স্বর্ণময় গোবৎসের পূজায় মনের গতি হারাইয়া না ফেলে।

"আমরা অন্যদের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইতিহাস শিখিয়াছি। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত দৃঢ়তা ও ঐক্যের জন্য অপরাপর হইতে

আমরা পৃথক। আমরা জানি ইতিহাসের নিকট নির্দোষিতা মূল্যহীন, এবং বহু অপরাধের কোন দণ্ডই হয় না। কিন্তু প্রত্যেক ভুলেরই একটা ফল আছে এবং সাত পুরুষ পর্যন্ত ইহার ক্রিয়া চলে। সুতরাং আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলাম ভুলভ্রান্তির প্রতিরোধে এবং উহাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে। আমাদের মত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির দ্বারা মানবের ভবিষ্যৎ চিন্তায় এতখানি শক্তি নিয়োগ করা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। আমাদের প্রতিটি ভুল চিন্তাধারা ভবিষ্যৎ বংশধরদের বিরুদ্ধে অপরাধ। অতএব অন্যান্য অপরাধের ন্যায় ভুল মত এবং বিশ্বাসের জন্যও একই শাস্তি হওয়া উচিত অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড। আমরা প্রতিটি চিন্তার একেবারে চরম পরিণতি পর্যন্ত ভাবিয়া তদনুসারে কাজ করিয়াছি বলিয়া লোকে আমাদের বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়াছে। আমাদিগকে ইনকুয়িজিশনের সহিত তুলনা করা হইত, কারণ তাহাদের ন্যায় আমরাও ব্যক্তির ভবিষ্যতে অতি-মানসিক সত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমরা শুধু মানুষের কর্মে নয়, তাহাদের চিন্তাতেও অনিষ্টের বীজ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছিলাম এবং এইখানেও ঐ যাজক বিচারকদের সহিত আমাদের সাদৃশ্য। আমরা কোন নিজস্ব গণ্ডী স্বীকার করিতাম না, এমনকি মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যেও না। আমরা প্রত্যেক জিনিষেরই তাহাদের চরম পরিণতি পর্যন্ত ভাবিবার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিয়াছি। আমাদের মানসিক তন্তুগুলি এমন সুক্ষ্মভাবে বৈদ্যুতিক শক্তিতে চঞ্চল হইয়া থাকিত যে, সামান্য সংঘর্ষেই তাহা প্রলয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করিত। সুতরাং আমাদের অদৃষ্টে ছিল পরস্পরের বিনাশ।

"আমিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। যে ভাবে চিন্তা ও কাজ করা আমার কর্তব্য ছিল আমি সেইরূপই করিয়াছি; যাহারা আমার প্রিয় ছিল তাহাদের ধ্বংস করিয়াছি। এবং যাহাদের অপছন্দ করিতাম তাহাদের হাতে ক্ষমতা দিয়াছি। ঘটনাপ্রবাহ আমাকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই; ইতিহাসের দান আমি নিঃশেষ করিয়াছি। যদি আমি উচিত কাজ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার অনুশোচনা করিবার কিছু নাই; যদি ভুল করিয়া থাকি তাহা হইলে সে ভ্রমের মূল্য দিতে আমি প্রস্তুত।

"কিন্তু ভবিষ্যতে কি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহা বর্তমান কিরূপে স্থির করিবে? অবতারকল্প মহাপুরুষদের গুণের অধিকারী না হইয়াও আমরা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছি। দিব্যদৃষ্টির স্থানে আমরা ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের প্রবর্তন করিলাম; কিন্তু যদিও আমরা একই স্থান হইতে রওনা হইয়াছিলাম

তথাপি আমরা বিভিন্ন পরিণতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এক প্রমাণ অন্য প্রমাণকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছে। অবশেষে আমাদের ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে বিশ্বাসেই—নিজের সত্য নির্ভুল যুক্তি সম্বন্ধে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসে। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আমরা তরী সোজা ও স্থির রাখিবার জন্য উহার তলদেশে রক্ষিত সমস্ত ভার ফেলিয়া দিয়াছি; কেবল একটিমাত্র নোঙ্গর আমাদের ধরিয়া রাখিয়াছে—আত্মবিশ্বাস। জ্যামিতি মানুষের বিচারবুদ্ধির সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ পরিণতি; কিন্তু ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলিকে প্রমাণ করা যায় না। যে ঐ সত্যগুলিতে বিশ্বাস করে না, তাহার সম্মুখে সমস্ত ইমারতটাই সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

"এক নম্বরের আত্মবিশ্বাস আছে, সে দৃঢ়, ধীর, একগুঁয়ে, অটল। তাহার নোঙ্গরের দড়ি সর্বাপেক্ষা মজবুত। আমারটি গত কয়েক বৎসরে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে···

"আসল কথা আমার আর নিজের মতের অভ্রান্ততার উপর বিশ্বাস নাই। তাই আজ আমার এই অবস্থা।"

২

রুবাশভের প্রথম শুনানীর পরদিন, তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট আইভানভ ও তাহার সহকর্মী গ্লেটকিন নৈশ ভোজনের পর ক্যান্টিনে বসিয়া ছিল। আইভানভ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত; সে তাহার কৃত্রিম পা আর একখানা চেয়ারের উপর তুলিয়া দিয়াছে এবং তাহার পোশাকের কলার খুলিয়া ফেলিয়াছে। ক্যান্টিনে যে সস্তা মদ পাওয়া যায় তাহাই খানিকটা ঢালিয়া লইল। গ্লেটকিনকে দেখিয়া সে নীরবে বিস্ময় বোধ করিতেছিল, কারণ সে তাহার মাড়-দেওয়া শক্ত পোশাকে চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া আছে এবং তাহার প্রত্যেক বার নড়াচড়ার সঙ্গে পোশাকটিও মচমচ করিতেছে। এমনকি রিভলভারের বেল্টটি পর্যন্ত খোলে নাই, যদিও সে নিশ্চয়ই বেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। গ্লেটকিন তাহার গ্লাসটি শেষ করিল; পরিষ্কার কামানো মাথায় স্পষ্ট ক্ষতচিহ্নটি অল্প লাল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ছাড়া আর মাত্র তিন জন অফিসার ক্যান্টিনে দূরে একটা টেবিলে বসিয়া ছিল; দুই জন পাশা খেলিতেছিল ও তৃতীয় জন খেলা দেখিতেছিল।

গ্লেটকিন জিজ্ঞাসা করিল, "রুবাশভের কি হবে?"

আইভানভ উত্তর দিল, "ওকে ঠিক সামলানো যাচ্ছে না; কিন্তু সে এখনও আগের মতই যুক্তিতে বিশ্বাসী, কাজেই আমার ধারণা আত্মসমর্পণ ও করবে।"

গ্লেটকিন বলিল, "আমার তা বিশ্বাস হয় না।"

আইভানভ বলিল, "সে করবেই। ও যখন সমস্ত ব্যাপারটিকে যুক্তিতর্ক দিয়ে চিন্তা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছবে তখন সে আত্মসমর্পণ করবেই। কাজেই তাকে এখন কোনরকম বিরক্ত না করে শান্তিতে থাকতে দেওয়া সবচেয়ে প্রয়োজন। তার চিন্তাধারাকে ত্বরান্বিত করবার জন্য আমি তাকে কাগজ, পেন্সিল এবং সিগারেট দিতে অনুমতি দিয়েছি।"

গ্লেটকিন বলিল, "এটা আমার অন্যায় মনে হয়।"

আইভানভ বলিল, "তুমি রুবাশভকে পছন্দ কর না। শুনলাম তোমার সঙ্গে ওর দিনকয়েক আগে কি গোলমাল হয়েছিল?"

সেদিনের দৃশ্যটি গ্লেটকিনের মনে ভাসিয়া উঠিল—রুবাশভ বাঙ্কে বসিয়া ছেঁড়া মোজার উপর জুতা পরিতেছিল। তারপরই গ্লেটকিন বলিল, "তাতে কিছু আসে যায় না। ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি কেবল বলছি যে আমার মতে এই পন্থাটি ভুল। এতে সে কখনও আত্মসমর্পণ করবে না।"

আইভানভ বলিল, "যদি রুবাশভ আত্মসমর্পণ করে, তা হলে সে তা করবে ভয়ে নয়, যুক্তির জোরে। ওর বেলায় কঠোর পন্থা খাটালে কোন লাভ হবে না। ও এমনি এক ধাতুতে তৈরি যাতে যতই বেশী হাতুড়ী পেটা যায় তা ততই বেশী শক্ত হয়ে ওঠে।"

গ্লেটকিন বলিল, "ওসব কথার কথা। সকল প্রকারের শারীরিক কষ্টই সহ্য করতে পারে এরূপ মানুষ দেখা যায় না। আমি কখনও দেখিনি। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে, মানুষের স্নায়ুগুলোর সহ্যশক্তিকে প্রকৃতি সীমাবদ্ধ করেছে।"

"আমি তোমার হাতে কখনও পড়তে চাই না," স্মিতমুখে বলিলেও একটা অস্বস্তির ভাব লইয়া আইভানভ কথাগুলি বলিল। "যা হোক, তুমি নিজেই তোমার মতবাদ খণ্ডনের একটি জীবন্ত প্রতীক।"

তার স্মিত দৃষ্টি এক সেকেণ্ডের জন্য গ্লেটকিনের মাথার ক্ষতচিহ্নটির উপর পড়িল। ঐ ক্ষতের কাহিনী সকলেই ভাল করিয়া জানে। গৃহযুদ্ধের সময় যখন গ্লেটকিন শত্রুর হাতে পড়িয়াছিল তখন শত্রুপক্ষ তাহার নিকট হইতে কয়েকটি খবর বাহির করিবার জন্য তাহার মুণ্ডিত মস্তকের উপর একটি জ্বলন্ত মোমবাতি বাঁধিয়া দিয়াছিল। কয়েক ঘণ্টার পর গ্লেটকিনের দলের লোকেরা ঐ জায়গাটিকে

পুনরায় দখল করে এবং তাহাকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখিতে পায়। সলিতাটি একেবারে শেষ পর্যন্ত পুড়িয়াছিল ; গ্লেটকিন একটি কথাও বলে নাই।

সে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আইভানভের দিকে চাহিয়া রহিল। বলিল, "ও সবও বাজে কথা। আমি কথা বলিনি, কারণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। আর এক মিনিট যদি আমার জ্ঞান থাকত তা হলেই আমি কথা বলে ফেলতাম।"

গ্লেটকিন একটা বিশেষ ভঙ্গীতে গ্লাসটি খালি করিয়া ফেলিল ; টেবিলের উপর খাবার নামাইয়া রাখার সময় তাহার জামার হাতের কাফ মচমচ করিয়া উঠিল। "জ্ঞান হবার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, আমি কথা বলেছিলাম। কিন্তু আমারই সঙ্গে যে দু'জন নন-কমিশনড অফিসার ছাড়া পেয়েছিল তারা বলল যে, আমি কোন কথা বলিনি। কাজেই আমাকে অভিনন্দিত করা হ'ল। এটা সম্পূর্ণভাবে শারীরিক ও মানসিক ধাতের ব্যাপার ঃ বাকিটুকু একেবারে রূপকথা।"

আইভানভও মদ্যপান করিতেছিল। সে ততক্ষণে অনেকখানি সস্তা মদ খাইয়া ফেলিয়াছে। একবার সে কাঁধ ঝাঁকাইল।

"'তুমি কবে থেকে এই ধাতের প্রসিদ্ধ মতবাদটি খাড়া করেছ ? কারণ প্রথম কয়েক বছর তো এসব পন্থা ছিলই না। তখন পর্যন্ত আমরা নানারকম ভ্রান্ত ধারণা আঁকড়ে রেখেছিলাম। শাস্তির অপলোপ এবং অপরাধের প্রতিশোধ— সমাজবহির্ভূত মানুষের জন্য ফুলের বাগানে ঘেরা স্বাস্থ্যনিবাস। যত সব ভাঁওতা।"

গ্লেটকিন বলিল, "আমার কাছে তো ভাঁওতা বলে মনে হয় না।" তুমি একজন সিনিক, সবটাতে দোষ দেখ। একশ' বছরের মধ্যে ওসব হবে। কিন্তু প্রথমতঃ আমাদের পরীক্ষায় পাস করতে হবে, আর তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়, ততই ভাল। আমাদের একমাত্র ভুল এই হয়েছিল যে, আমরা ভেবেছিলাম উপযুক্ত সময় এসে গেছে। আমাকে যখন প্রথম এখানে কাজ দেওয়া হয়, তখন আমারও ঐ ভুল ধারণা ছিল। আমাদের বেশীর ভাগেরই তাই—সত্যি কথা বলতে কি, একেবারে উপর পর্যন্ত আমাদের সমস্ত দলেরই ঐ ভুল ধারণা ছিল। আমরা একেবারেই ফুলের বাগান দিয়ে আরম্ভ করতে চেয়েছিলাম। ঐটিই ভুল হয়েছিল। একশ' বছরের মধ্যে আমরা অপরাধীদের বিচারবুদ্ধি এবং সামাজিক সংস্কারবোধকে উদ্বুদ্ধ করতে পারব।

"আজ এখনও তার শরীরের উপরই কাজ চালাতে হবে। এমনকি যদি দরকার হয় তাকে শারীরিক এবং মানসিক দুই দিক দিয়েই পঙ্গু করে ফেলতে হবে।"

আইভানভ ভাবিল—গ্লেটকিন কি অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছে? কিন্তু তাহার স্থির, ভাবলেশহীন চোখের দিকে তাকাইয়া আইভানভ বুঝিল যে, গ্লেটকিন সংজ্ঞা হারায় নাই। আইভানভ কেমন একটু অর্থহীন হাসি হাসিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "অর্থাৎ, এক কথায় আমি সিনিক আর তুমি নীতিবাদী।"

গ্লেটকিন কিছু বলিল না। তাহার মাড়-দেওয়া শক্ত পোশাকে সে আড়ষ্ট ভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিল; তাহার রিভলভারের বেল্ট হইতে তাজা চামড়ার গন্ধ আসিতেছিল।

কিছুক্ষণ বাদে গ্লেটকিন বলিল, "কয়েক বছর আগে জেরা করবার জন্য একটি অল্পবয়স্ক কৃষককে আমার কাছে আনা হয়েছিল। ঘটনাটি হয়েছিল গ্রাম অঞ্চলে, ঐ সময় যখন আমরা তোমার ভাষায় ফুলের বাগানের মতবাদে বিশ্বাস করতাম তখন জেরা ভদ্রভাবে করা হ'ত। কৃষকটি তার সব শস্য মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিল, জমি একীকরণ ব্যবস্থার প্রথম দিকে। আমি তাহার সঙ্গে যথানির্দিষ্ট ব্যবহারই করেছিলাম। আমি তাকে বন্ধুভাবে বোঝালাম যে, আমাদের দেশের শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে শহরের ক্রমবর্ধমান অধিবাসীদের জন্য ও রপ্তানির জন্য ঐ শস্য আমরা চাই; কাজেই সে কি অনুগ্রহ করে আমাকে বলবে কোথায় সে তার শস্য লুকিয়ে রেখেছে? আমার ঘরে যখন তাকে আনা হয় তখন মারের ভয়ে কাধের ভিতর মাথা গুঁজে সে বসে ছিল। ও ধরনের লোককে আমি জানি, কারণ আমি নিজেই গ্রামের লোক। ওকে না মেরে যখন ওকে বুঝিয়ে বলতে আরম্ভ করলাম, আমার সমশ্রেণী হিসাবে কথাবার্তা বললাম এবং তাকে 'নাগরিক' বলে সম্বোধন করলাম তখন ও আমাকে আধ-পাগল ঠাওরাল। আমি তার চোখ দেখেই সেটা বুঝতে পারলাম এবং আধঘণ্টা তার সঙ্গে কথা বললাম। কিন্তু সে মুখই খুলল না, অনবরত একবার করে নাক আর কান খুঁটতে লাগল। যদিও বুঝতে পারলাম লোকটি সমস্ত ব্যাপারটাকেই একটা বিরাট ঠাট্টা বলে ভাবছিল আর আমার একটি কথাও শুনছিল না, তবু আমি কথা বলেই চললাম। যুক্তিতর্ক কিছুই তার কর্ণগোচর হ'ল না। শতাব্দীব্যাপী বংশগত মানসিক পক্ষাঘাতের মোম দিয়ে তার কান একেবারে রুদ্ধ। আমি নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের নিয়ম অনুসরণ করছিলাম, অন্য কোন পন্থা যে থাকতে পারে এ কথা আমার একবারও মনে হয়নি।...

"ঐ সময় প্রতিদিন আমার কাছে কুড়ি থেকে ত্রিশটা ঐ ধরনের মামলা

আসত। আমার সহকর্মীদের কাছেও ঐরূপ আসত। এই ছোট ছোট হৃষ্টপুষ্ট চাষীদের দরুনই তখন বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা হয়েছিল।

"শ্রমিকরা ভাল করে খেতে পেত না। অনাহারের দরুন টাইফাস রোগে সমস্ত জেলা ধ্বংস হয়ে যেতে লাগল; আমাদের এমন ক্ষমতা ছিল না যা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা গড়ে তুলতে পারি, অথচ প্রত্যেক মাসেই আমরা আক্রমণের আশঙ্কা করছিলাম। দু'শ কোটি টাকা মূল্যের সোনা এই চাষীদের উলের মোজার ভিতরে লুকোনো ছিল, এবং অর্ধেক শস্যই মাটির নীচে পোঁতা ছিল। জেরার সময় আমরা ওদের 'নাগরিক' বলে সম্বোধন করতাম, আর ওরা ওদের ধূর্ত অথচ বোকা চাহনি নিয়ে আমাদের দিকে মিট্‌মিট্ করে তাকাত, সব ব্যাপারটাকে একটা মস্ত ঠাট্টা বলে মনে করত আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাক খুঁটত।

"ঐ লোকটির তৃতীয় শুনানী হয় রাত দুটোর সময়; আগে আমি আঠার ঘণ্টা সমানে কাজ করেছি। লোকটাকে ডেকে তুলতে হয়েছিল, ঘুমে তখন সে অসাড়; আর ভয়ও পেয়ে গিয়েছিল, কাজেই সব বলে দিল। তখন থেকে সাধারণতঃ আমি আমার লোকদের রাত্রে জেরা করতাম···একবার একটি স্ত্রীলোক অনুযোগ করে যে, তাকে তার পালার অপেক্ষায় সারা রাত আমার ঘরের বাইরে দাড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তার পা কাঁপছিল, সে একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল; শুনানীর মাঝখানেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি ওকে জাগিয়ে দিলাম; ও ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে জড়িয়ে অস্পষ্টভাবে কথা বলে চলল, কি বলছে ঠিকমত না বুঝেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল। আমি আবার তাকে জাগালাম। তখন যাতে তাকে ঘুমুতে দিই সেইজন্যে সমস্ত সে স্বীকার করল, আর না পড়েই জবানবন্দীতেও স্বাক্ষর করে দিল। তার স্বামী গোলাঘরে দুটো মেশিনগান লুকিয়ে রেখেছিল, আর সেই গ্রামের সব চাষীদের দিয়ে সমস্ত শস্য পুড়িয়ে ফেলেছিল, কারণ খ্রীষ্টের শত্রু তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছে। ঐ চাষীর বউকে যে সারা রাত দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল সেটা আমার সার্জেন্টের গাফিলতির দরুনই ঘটেছিল; তখন থেকে আমি এই ধরনের অসাবধানতাকে সমর্থন করি; যে সব লোক সহজে বশীভূত হ'ত না তাদের এমনকি আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত এক জায়গায় ঠায় সোজা দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ত। তারপর তাদের কানের মোম বা আঠা গলে পড়ে গেলে, তখন তাদের সঙ্গে কথা বলা যেত···।"

ঘরের অপর কোণে যে দু'জন দাবা খেলিতেছিল তাহারা দাবা গুটাইয়া ফেলিয়া একটা নূতন খেলা আরম্ভ করিল। তৃতীয় লোকটি আগেই চলিয়া গিয়াছে। গ্লেটকিন কথা বলিয়া চলিয়াছে, আইভানভের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ। গ্লেটকিনের কণ্ঠস্বর শান্ত এবং আবেগহীন।

"আমার সহকর্মীদেরও এইরকম অভিজ্ঞতা হ'ল। কোন সুফল পেতে হলে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় ছিল না। নিয়ম মেনে চলা হ'ত, কোন বন্দীরই গায়ে হাত দেওয়া হ'ত না।

"কিন্তু ওদের সঙ্গী কয়েদীদের ফাঁসি—যেন হঠাৎ ওদের চোখে পড়ে গেছে এমনভাবে দেখানো হ'ত। এই সব দৃশ্যের প্রভাব ওদের শরীরের উপর খানিকটা পড়ত, আর খানিকটা পড়ত মনের উপর। আর একটি উদাহরণঃ স্বাস্থ্যের জন্য স্নানাগার এবং ঝরণার ব্যবস্থা আছে। শীতকালে সব সময় গরম করবার বা গরম জলের পাইপগুলি ঠিকমত কাজ করত না, কারণ যন্ত্রপাতির নানা রকম গোলমাল ছিল; কিন্তু স্নানের সময় নির্ভর করত সহচরদের উপর। মাঝে মাঝে আবার গরম করবার আর গরম জলের যন্ত্র খুব ভাল কাজ করত, সেটাও নির্ভর করত ঐ সহচরদের উপর। ওরা সবাই ত পুরনো কমরেড্, ওদের বিস্তারিত ভাবে কোন উপদেশ বা আদেশ দেবার দরকার হ'ত না; বিপদ কোথায় ওরা বুঝতে পারত।"

"ব্যস্ ব্যস্ যথেষ্ট হয়েছে", আইভানভ বলে উঠল।

গ্লেটকিন উত্তর দিল, "তুমি তো জিজ্ঞাসা করলে কি ভাবে আমি আমার মতবাদটি আবিষ্কার করেছি, কাজেই সেটা ভাল করে বোঝাচ্ছি। মোদ্দা কথা এই, এ সমস্ত ব্যাপারে ন্যায়ের দিক থেকে কোন্‌টা বিশেষ প্রয়োজনীয় তা সর্বদা মনে রাখা উচিত; তা না হলেই লোকে তোমার মত সিনিক হয়ে যায়। থাক্, দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমাকে যেতে হবে এখন।"

আইভানভ মদের গ্লাসটি নিঃশেষ করিয়া, চেয়ারের উপর তাহার কৃত্রিম পা'টি ঠিক করিয়া রাখিল; পায়ের গোড়ায় আবার ব্যথাটা আরম্ভ হইয়াছে। এই আলোচনা আরম্ভ করার জন্য সে নিজের উপরই বিরক্ত হইয়া উঠিল।

গ্লেটকিন বিলের দাম দিল। ক্যান্টিনের বেয়ারা চলিয়া গেলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "রুবাশভ সম্বন্ধে কি করবে?"

আইভানভ বলিল, "আমার মত ত আমি জানিয়েছি। ওকে এখন শান্তিতে থাকতে দেওয়াই উচিত।"

গ্লেটকিন উঠিয়া দাঁড়াইতেই বুটের মচ্‌মচ্‌ শব্দ হইল। আইভানভের পা যে চেয়ারটির উপর রাখা ছিল তাহার পাশে দাঁড়াইয়া সে বলিল, "আমি তার অতীতের কৃতিত্বের কথা অস্বীকার করছি না, কিন্তু আজ সে আমার সেই মোটা চাষীদের মতই অনিষ্টকারী, বরং আরও বেশী বিপজ্জনক।"

আইভানভ গ্লেটকিনের অর্থহীন চোখের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল, তারপর বলিল, "আমি তাকে ভাব্‌বার জন্য পনর দিন সময় দিয়েছি। আমি চাই যে, সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে যেন শান্তিতে থাক্‌তে দেওয়া হয়।" আইভানভ তাহার সরকারী পদোচিত কণ্ঠে কথা কয়টি বলিল। গ্লেটকিন তাহার অধীনস্থ কর্মচারী, কাজেই সে আইভানভকে অভিবাদন করিয়া জুতা মচ্‌মচ্‌ করিতে করিতে ক্যান্টিন হইতে বাহির হইয়া গেল।

আইভানভ বসিয়াই রহিল। আর এক গ্লাস মদ পান করিয়া, একটা সিগারেট ধরাইয়া সামনের দিকে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। খানিকক্ষণ পর সে উঠিয়া পড়িল, তারপর দাবা খেলা দেখিবার জন্য খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অফিসারদ্বয়ের নিকটে উঠিয়া গেল।

৩

প্রথম শুনানীর পর হইতে রুবাশভের দৈনন্দিন জীবনধারায় আশ্চর্যরকম উন্নতি দেখা দিল। পরদিন প্রভাতেই বৃদ্ধ ওয়ার্ডার তাহাকে কাগজ, পেন্সিল, সাবান এবং একটা তোয়ালে আনিয়া দিল। রুবাশভকে গ্রেপ্তার করিবার সময় তাহার নিকট যে অর্থ ছিল তাহার মূল্যে সে রুবাশভকে জেলের কতকগুলি রসিদও দিল এবং বুঝাইয়া দিল যে এখন তাহার কয়েদীদের ক্যান্টিন হইতে তামাক বা বাড়তি খাবার আনাইবার অধিকার আছে।

রুবাশভ সিগারেট এবং কিছু খাবারের জন্য হুকুম করিল। বৃদ্ধ লোকটির চেহারা এখনও ঠিক আগের মতই অপ্রসন্ন এবং মুখে একটি দুইটি ছাড়া কথা নাই, কিন্তু রুবাশভ যা যা চাহিয়াছিল সে ক্ষিপ্রতার সহিতই সে সব আনিয়া দিল। রুবাশভের হঠাৎ একবার মনে হইল যে, সে জেলের বাহির হইতে একজন ডাক্তার ডাকিতে বলিবে, কিন্তু তারপরই সে কথা ভুলিয়া গেল। অন্ততঃ তখন দাঁতের ব্যথা ছিল না। হাতমুখ ধুইয়া কিছু খাওয়ার পর সে অনেকখানি সুস্থ বোধ করিল।

উঠানের বরফ পরিষ্কার করা হইয়াছে, কয়েদীরা দলে দলে তাহাদের

দৈনন্দিন ব্যায়ামের নিমিত্ত উঠানের চারিপাশে হাঁটিতেছে। তুষারপাত হেতু তাহাদের বেড়ানো বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শুধুমাত্র ঠোঁটকাটা লোকটি এবং তাহার সঙ্গীকেই প্রত্যহ দশ মিনিটের জন্য হাঁটিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, বোধ হয় ডাক্তারের বিশেষ ব্যবস্থানুযায়ী; যত বার তাহারা উঠানে আসে বা উঠান হইতে বাহিরে যায় তত বার ঠোঁটকাটা লোকটি রুবাশভের জানালার দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইয়াছে। ঐ ভঙ্গীর অর্থ এত স্পষ্ট ছিল যে, সন্দেহের কোন অবকাশই ছিল না।

যখন রুবাশভ তাহার নোট লিখিত না বা সেলে পায়চারি করিত না, তখন—কয়েদীদের দৈনন্দিন ব্যায়ামের সময় জানালায় দাঁড়াইয়া শার্সিতে কপাল রাখিয়া তাহাদের লক্ষ্য করিত। এক একবারে বার জন কয়েদীকে আনা হইত। তাহারা জোড়া জোড়ায় উঠানের চারিপাশে গোল হইয়া ঘুরিত এবং কয়েদীদের মধ্যে দশ হাতের ব্যবধান থাকিত। উঠানের মাঝখানে চার জন ইউনিফর্ম-পরিহিত কর্মচারী দাঁড়াইয়া থাকিত যাহাতে কয়েদীরা কথা না বলে সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য। কয়েদীরা যে চক্রাকারে উঠানের চারিপাশে ঘুরিত, ঐ চারিটি কর্মচারী যেন সেই বৃত্তের অক্ষদণ্ড; কয়েদীরা ঠিক কাঁটায় কাঁটায় কুড়ি মিনিটের জন্য ধীরে ধীরে, স্থির পদে ঐ দণ্ডের চারিপাশে হাঁটিত। তারপর কয়েদীদের ডানদিকের দুয়ার দিয়া জেলের ভিতর লইয়া যাওয়া হইত। সঙ্গে সঙ্গেই বাঁদিকের দরজা দিয়া আর একটি নূতন দল উঠানে প্রবেশ করিত এবং পরের দলটি আসিয়া তাহাদের ছুটি না দেওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সেই একঘেয়ে পায়চারি করিতে হইত।

প্রথম কয়েকদিন রুবাশভ পরিচিত মুখ খুঁজিল, কিন্তু তেমন কাহাকেও পাইল না। ইহাতে সে যেন নিশ্চিন্ত হইল: অন্ততঃ বর্তমানেবাহিরের জগৎকে মনে করিয়া দেয় এরূপ যে কোন জিনিষকেই সে এড়াইয়া চলিতে চাহে।

তাহার কর্তব্য স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছানো, অতীত এবং ভবিষ্যতের সহিত, জীবিত এবং মৃতের সহিত একটা বোঝাপড়া করা। আইভানভ তাহাকে যে সময় দিয়াছে, এখনও তার দশ দিন বাকী আছে।

কেবলমাত্র লিখিয়াই সে তাহার চিন্তাধারাকে সংযত রাখিতে পারিত; কিন্তু লিখিতে গেলেই যে এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে যে, সে দিনে বড়জোর এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা লিখিয়া যাইতে পারে। অবশিষ্ট সময় তাহার মস্তিষ্ক নিজের খেয়ালমত কাজ করে।

রুবাশভের চিরকাল ধারণা ছিল যে, সে নিজেকে ভালভাবেই জানে। কোন নৈতিক কুসংস্কার না থাকায় তাহার 'একবচন উত্তমপুরুষ' নামক পদার্থ সম্বন্ধে কোন মোহ ছিল না এবং সে বিশেষ কোন ভাবাবেগ ছাড়াই মানিয়া লইয়াছিল যে, এই পদার্থটির কতকগুলি উদ্দীপনা-শক্তি আছে যাহা লোকে সাধারণতঃ স্বীকার করিতে চাহে না। আজকাল যখন সে জানালায় কপাল ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে অথবা তৃতীয় কালো টালি পর্যন্ত গিয়া হঠাৎ থামিয়া যায় তখন সে নিজের সত্তা সম্বন্ধে নানারূপ অপ্রত্যাশিত তথ্য আবিষ্কার করে। রুবাশভ দেখিল, যে-সব উক্তিকে ভুল করিয়া স্বগতোক্তি বলা হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ রকমের কথোপকথন। এই কথোপকথনে একপক্ষ চুপ করিয়া থাকে, অপরজন প্রতিপক্ষের বিশ্বাস অর্জন করিবার জন্য এবং তাহার অভিপ্রায়ের গভীরতা নির্ণয়ের জন্য ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় সকল নিয়মের বিরুদ্ধে তাহাকে 'তুমি' না বলিয়া 'আমি' সম্বোধন করে। কিন্তু নীরব সঙ্গীটি চুপ করিয়াই থাকে, কোন মন্তব্য করে না, এমনকি স্থান কালের গণ্ডীর ভিতর ধরা দিতেও অস্বীকার করে।

এখন কিন্তু রুবাশভের মনে হয় যে, সে-ই স্বভাবতঃ নীরব সঙ্গী না ডাকা সত্বেও বা কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াও মাঝে মাঝে কথা বলে; তাহার কণ্ঠস্বর রুবাশভের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হয়। রুবাশভ আন্তরিক বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া সে কথা শুনিত এবং শেষে আবিষ্কার করিত যে তাহার নিজের ঠোঁট নড়িতেছে। এই সব অভিজ্ঞতার মধ্যে অতীন্দ্রিয় অথবা রহস্যময় কিছুই থাকত না, এগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব চরিত্রের। পর্যবেক্ষণের দ্বারা রুবাশভের মনে এখন দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল—ঐ উত্তমপুরুষ একবচনের মধ্যে একটি অংশ আছে যাহা সম্পূর্ণ বাস্তব প্রকৃতির, এতকাল ধরিয়া উহা নির্বাক ছিল, আজ সবাক হইয়া উঠিয়াছে।

আইভানভের সহিত সাক্ষাতের খুঁটিনাটি ঘটনা অপেক্ষা এই আবিষ্কারই রুবাশভকে অনেক বেশী ব্যাপৃত রাখিত। আইভানভের প্রস্তাব সে গ্রহণ করিবে না এবং এই খেলাও আর সে চালাইতে অস্বীকার করিবে, ইহা একেবারে সে স্থির বলিয়াই ধারণা করিয়াছে। কাজেই এ পৃথিবীতে তাহার মেয়াদ আর মাত্র কয়েক দিনের। এই ধারণাই হইল রুবাশভের সকল চিন্তার ভিত্তি।

এক নম্বরকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের আজগুবি গল্পের কথা সে মোটেই ভাবিত না, তাহার বেশী কৌতুহল আইভানভের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে।

আইভানভ বলিয়াছে, তাহাদের পরস্পরের ভূমিকা ঠিক বিপরীতও হইতে পারিত ; অতি সত্য কথা। আইভানভ ও সে নিজে যমজ ভাই ; এক ডিম্বকোষ হইতে তাহাদের জন্ম নয়, কিন্তু একই মতবাদের নাড়ীর সংযোগে তাহারা পরিপুষ্ট। জীবন-বিকাশের সবচেয়ে মূল্যবান সময়টিতে পার্টির ঘন আবেষ্টনীই তাহাদের দু'জনের চরিত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের একই নৈতিক আদর্শ, একই জীবন-দর্শন, একই প্রণালীতে দুই জনের চিন্তাধারা প্রবাহিত। তাহাদের দুই জনের স্থান ঠিক বিপরীত হইলেও হইতে পারিত। তাহা হইলে রুবাশভ বসিয়া থাকিত ডেস্কের পিছনে, আইভানভ উহার সামনে ; এবং সেই আসন হইতে আইভানভ যে-সব যুক্তি দেখাইয়াছিল সেও তাহাই ব্যবহার করিত। খেলার নিয়মকানুন নির্ধারিত করাই আছে, শুধু তাহার খুঁটিনাটি বিবরণ বদলানো যাইতে পারে।

অন্যের মন দিয়া চিন্তা করার সেই পুরনো অভ্যাসটি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে ; রুবাশভ নিজেকে আইভানভের আসনে বসাইল এবং সে যেন আসামী এমন অবস্থায় আইভানভের চোখে নিজেকে সে পর্যবেক্ষণ করিল, যে দৃষ্টিতে একদিন সে রিচার্ড ও খর্বকায় লীউইকে দেখিয়াছিল। তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল অধঃপতিত রুবাশভের মূর্তি—আইভানভের পূর্বসঙ্গীর সে ছায়ামাত্র। তাহার প্রতি আইভানভের আচরণে যে স্নেহ, কোমলতা এবং অবজ্ঞা মিশ্রিত ছিল তাহাও সে উপলব্ধি করিল। তাহাদের আলোচনার সময়ে বারবার সে নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছিল যে, আইভানভের ব্যবহার আন্তরিক না কপট? আইভানভ কি তাহার জন্য ফাঁদ পাতিতেছে, না সত্যই সে তাহাকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতে চায়। এখন নিজেকে আইভানভের স্থানে বসাইয়া সে বুঝিতে পারিল যে, আইভানভ ঠিক ততখানি অকপট অথবা কপট যতখানি সে রিচার্ড বা খর্বকায় লীউইর প্রতি ছিল।

এই চিন্তাধারাগুলি স্বগতোক্তির রূপও ধারণ করিত, কিন্তু প্রবাহিত হইত পরিচিত পথেই ; এই নূতন আবিষ্কৃত সত্তা, নির্বাক সঙ্গী ইহাতে কোন অংশ গ্রহণ করিত না। যদিও সমস্ত স্বগতোক্তিতেই সম্বোধন করা হইত ইহাকে, ইহা নির্বাক থাকিত, এবং ইহার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ থাকিত ব্যাকরণের এক নৈর্ব্যক্তিক 'উত্তম পুরুষ একবচনে'। সোজাসুজি প্রশ্ন বা যুক্তিপূর্ণ চিন্তা ইহাকে কথা বলাইতে পারিত না ; কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াই ইহার মুখে কথা ফুটিত এবং বিস্ময়ের বিষয়, যখনই ইহা কথা বলিত রুবাশভের দাঁতে তীব্র যন্ত্রণা আরম্ভ

হইত। ইহার মানসিক গণ্ডীর উপাদান ছিল বিবিধ প্রকারের, পরস্পরবিচ্ছিন্ন অংশ যেমন "পীয়েতা" চিত্রের অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল, খর্বকায় লীউইর বিড়ালগুলি, 'মিলাবে ধূলায়' ধুয়া-সম্বলিত গানের সুর অথবা কখনও বিশেষ প্রসঙ্গে আর-লোভার বলা বিশেষ কোন একটি কথা। ইহার আত্মপ্রকাশের পথগুলিও ছিল তেমনি বিচ্ছিন্ন: যেমন জামার আস্তিনে পাঁশনে ঘষিতে বাধ্য হওয়া, আইভানভের ঘরের দেওয়ালের বিবর্ণ অংশটিকে স্পর্শ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, ঠোঁটের অসংযত নড়াচড়া; বা 'আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব' প্রভৃতি অর্থহীন কথা বলা বা অতীত জীবনের ঘটনার দিবাস্বপ্নে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা।

সেলে পায়চারি করিবার সময় রুবাশভ এই নব-আবিষ্কৃত সত্তাটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিত। পার্টির প্রথা অনুযায়ী 'উত্তম পুরুষ এক বচন'কে প্রাধান্য দিতে তাহারও লজ্জা করিত; কাজেই রুবাশভ উহার নামকরণ করিয়াছিল 'ব্যাকরণজাত সত্তা'। তাহার আয়ু আর বোধ হয় কয়েক সপ্তাহের। তার পূর্বেই এই ব্যাপারটিকে খোলসা করিয়া লইবার, ইহার সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য সে একটা অপরিহার্য তাগিদ বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু দেখা গেল ঠিক যেখানটিতে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার চেষ্টা শেষ হয় সেইখানেই সুরু হয় ব্যাকরণজাত সত্তার রাজ্য। স্পষ্টই বুঝা যায়, যুক্তিপূর্ণ চিন্তার নাগালের বাহিরে থাকাই ইহার সত্তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া সহসা শত্রুকে আক্রমণ করিবার মত ইহাও হঠাৎ মানুষের মনে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ঝাপাইয়া পড়িয়া তাহাকে দিবাস্বপ্ন এবং দাঁতে ব্যথা দিয়া আক্রমণ করে। এই ভাবে রুবাশভ তাহার বন্দীজীবনের সপ্তম দিবস অতিবাহিত করিল—তাহার অতীত জীবনের একটা বিশেষ সময়ে ফিরিয়া গিয়া—অর্থাৎ, আরলোভা নাম্নী যে মেয়েটিকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছিল তাহার সহিত নিজের সম্বন্ধের কথা চিন্তা করিয়া—ইহা তাহার প্রথম শুনানীর পর তৃতীয় দিনের কথা।

ঠিক কোন্ সময়টিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা যেমন পরে ভাবিয়া ঠিক করা যায় না, ঠিক তেমনি কোন্ মুহূর্তে রুবাশভ তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও দিবা-স্বপ্নের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল তাহা পরে স্থির করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। সপ্তম দিন সকালবেলায় সে তাহার নোট লেখা শেষ করিয়া খুব সম্ভবতঃ পায়ের আড়ষ্টভাব কাটাইবার জন্য একটু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তারপরই তালার মধ্যে চাবির ঝন্‌ঝন্ শব্দে জাগিয়া উঠিয়া সে উপলব্ধি করিল যে তখন দ্বি-

প্রহর, সে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ একটানা তাহার সেলে পায়চারি করিয়া কাটাইয়াছে। এমনকি সে কাঁধের উপর কম্বলটা জড়াইয়া লইয়াছে। বোধ হয় কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া তাহার সমস্ত শরীর একটা ব্যথা ও কম্পনে বারবার শিহরিয়া উঠিয়াছে এবং সে অনুভব করিয়াছে দাঁতের জন্য কপালের শিরাগুলি ব্যথায় দপ্‌দপ্‌ করিতেছে। আর্দালীরা তাহার যে খাবারের পাত্রটি হাতা দিয়া খাবার তুলিয়া পূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছিল তাহার সবটুকুই সে অন্যমনস্কভাবে চামচ দিয়া খাইয়া ফেলিল, তারপর আবার পায়চারি আরম্ভ হইল। ওয়ার্ডার মাঝে মাঝে তাহাকে গুপ্ত ছিদ্র দিয়া লক্ষ্য করিতেছিল; সে দেখিল রুবাশভ কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার কাঁধ কুঁজো করিয়া ঘুরিতেছে, তাহার ঠোঁট নড়িতেছে।

আর একবার রুবাশভ ট্রেড ডেলিগেশনে তাহার পুরাতন আপিসের বায়ু প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিল, সে বাতাস যেন আরলোভার দীর্ঘ, সুগঠিত, মন্থর শরীরের সেই অদ্ভুত পরিচিত গন্ধে পূর্ণ; আবার সে আরলোভার সাদা ব্লাউজের উপরদিকে গ্রীবার বঙ্কিম রেখা স্পষ্ট দেখিতে পাইল; সে বলিয়া যাইতেছে—আরলোভা তাহার নোট-খাতার উপর ঝুঁকিয়া আছে; সে ঘরে পায়চারি করিতেছে, কথার ফাঁকে ফাঁকে আরলোভা দৃষ্টি দিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। রুবাশভের বোনেরা বাড়ীতে যে রকম ব্লাউজ পরিত ঠিক সেই রকম ব্লাউজ সে সর্বদা পরিত—সাদা রং, উঁচু গলা, তাহাতে ছোট ছোট ফুল (এম্ব্রয়ডারী করা) তোলা, তাহার কানে থাকিত সব সময় এক জোড়া সস্তা দুল, সে যখন নোট-খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িত তখন দুলগুলি তাহার গালের কাছ হইতে একটু উঁচু হইয়া থাকিত। তাহার ধীর, শান্ত স্বভাব দেখিয়া মনে হইত যেন সে ঠিক এই কাজটির জন্যই তৈরি, রুবাশভের অতিরিক্ত খাটুনির পর তাহার উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলীর উপর আরলোভা এক অস্বাভাবিক শান্তিময় প্রভাব বিস্তার করিত। খর্বকায় লীউইর সহিত ঘটনাটির ঠিক পরই সে 'বি'তে বাণিজ্য প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল এবং কাজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিয়াছিল। তাহাকে আপিসের কাজ দেওয়ায় রুবাশভ সি-সি'র প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করিল। 'ইন্টারন্যাশনালে'র' বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খুব কদাচিৎই কূটনীতি সম্পর্কীয় কার্যে পাঠানো হইত। এক নম্বরের খুব সম্ভবতঃ তাহার সম্পর্কে বিশেষ কিছু অভিপ্রায় ছিল, কারণ সাধারণতঃ এই দুইটি বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক রাখা হইত, তাহাদের পরস্পরে দেখাসাক্ষাৎ করা বা কোন যোগাযোগ রাখার অনুমতি ছিল না, এমনকি ইহারা কখনও কখনও সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি

অনুসরণ করিত। শুধু এক নম্বরের চারিপাশের মণ্ডলীর উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে আপাতদৃষ্টিতে যাহা পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হইত সেই অসঙ্গতি মিলাইয়া যাইত এবং অভিপ্রায়গুলিও বোধগম্য হইত।

নূতন জীবনধারার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে রুবাশভের বেশ কিছু সময় লাগিল। এখন তাহার কাছে কূটনৈতিক ছাড়পত্র রহিয়াছে, ছাড়পত্রটি আবার প্রমাণসং এবং তাহার নিজেরই নামে। তাহাকে আনুষ্ঠানিক পোশাকে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিতে হয়। পুলিসেরা তাহার সম্মানার্থে 'এটেন্‌শনে'র ভঙ্গীতে দাঁড়ায়; এবং কালো সোলার টুপি মাথায় নগণ্য সাধারণ পোশাকে যে সব লোক মাঝে মাঝে তাহাকে অনুসরণ করে, ইহা যে তাহার সম্পূর্ণ নিরাপত্তার জন্য শুধু স্নেহপরবশ এবং উদ্বিগ্ন হইয়াই তাহারা করে—এই সব চিন্তা করিতে রুবাশভ বেশ কৌতুক বোধ করিত।

দূতাবাসের সহিত সংশ্লিষ্ট এই বাণিজ্য-প্রতিনিধিদের ঘরগুলির আবহাওয়ায় তাহার প্রথম প্রথম কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইত। সে বুঝিতে পারিত যে এই বুর্জোয়া জগতে তাহাদের প্রতিনিধি হইয়া থাকিতে হইবে এবং তাহাদের ভূমিকায় খেলা করিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু রুবাশভের মনে হইল এখানে যেন ক্রীড়াটা অতিরিক্ত নিষ্ঠার সহিত চালানো হইত, কাজেই বাস্তব এবং অবাস্তব, কায়া এবং ছায়ার মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব ছিল। দূতাবাসের প্রধান কর্মসচিব রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বে পার্টির সাহায্যের জন্য টাকা জাল করিতেন। তিনি যখন রুবাশভকে তাহার পোশাক ও জীবনধারণ প্রণালীতে যে অপরিহার্য পরিবর্তন আসিয়াছিল তাহার প্রতি তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন তখন তাহা কমরেডোচিত ভাষায় বা রসিকতাচ্ছলে করেন নাই।

বরং এমন প্রচ্ছন্ন বিবেচনা লইয়া এবং এমন কৌশলে তিনি তাহাকে কথা-গুলি বলিয়াছেন যে ব্যাপারটি অস্বস্তিকর এবং রুবাশভের পক্ষে বিরক্তিকর বোধ হইয়াছিল।

রুবাশভের অধীনে বার জন কর্মচারী ছিল, প্রত্যেকেরই একটি করিয়া সুনির্দিষ্ট পদ; প্রধান এবং দ্বিতীয় এসিষ্টেন্ট, প্রথম এবং দ্বিতীয় হিসাব-রক্ষক, কয়েকজন কর্মসচিব এবং সহকারী কর্মসচিব। রুবাশভের মনে হইত ইহাদের সমস্ত দলটি তাহাকে জাতীয় বীর এবং ডাকাত-সর্দারের মাঝামাঝি একটা কিছু ঠাওরাইয়াছে। তাহারা রুবাশভের প্রতি যে ব্যবহার করিত তাহাতে থাকিত শ্রদ্ধার আতিশয্য, আবার গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তির প্রশ্রয় এবং সহনশীলতা। বাণিজ্য-

দূতাবাসের কর্মসচিব যখন তাহাকে কোন দলিলপত্র সম্বন্ধে বিবরণ দিতে আসিত, তখন আমরা অশিক্ষিত বন্য লোক বা শিশুকে কিছু বুঝাইতে হইলে যে ভাষা ব্যবহার করি, তেমনি সহজ, সরল ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিত। রুবাশভের প্রাইভেট সেক্রেটারী আরলোভা তাহাকে সবচেয়ে কম বিরক্ত করিত; শুধু একটা জিনিষ রুবাশভ কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না —কেন আরলোভা তাহার সুন্দর সাধারণ ব্লাউজ এবং স্কার্টের সঙ্গে এমন হাস্যকর ও অদ্ভুত রকমের উঁচু হীলের পেটেণ্ট চামড়ার জুতা পরিত।

প্রায় এক মাস কাটিয়া যাইবার পর রুবাশভ প্রথম তাহার সহিত গল্প করিবার উদ্দেশ্যে কথা বলে। পায়চারি করিতে করিতে ও নোট লিখাইতে লিখাইতে রুবাশভ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ ঘরের নিস্তব্ধতা সম্বন্ধে সে সচেতন হইয়া উঠিল।

"কমরেড আরলোভা, তুমি কখনো কিছু বলা না কেন?"—বলিতে বলিতে সে তাহার লিখিবার ডেস্কের পিছনে আরামকেদারায় গিয়া বসিল।

আরলোভা তাহার নিদ্রালস কণ্ঠে উত্তর দিয়াছিল, "আপনি যদি চান আমি না হয় সব সময়ে বাক্যের শেষ শব্দটিকে আবার উচ্চারণ করব।"

প্রতিদিন সে ডেস্কের সামনে তাহার চেয়ারটিতে বসিয়া থাকিত। এম্‌ব্রয়ডারী করা ব্লাউজ-পরা— ভারী সুগঠিত বক্ষ নোট-খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; মাথা নীচু করা—কানের দুলজোড়া গালের সহিত সমান্তরালভাবে ঝুলিতেছে।

একমাত্র অসামঞ্জস্য তাহার পেটেণ্ট চামড়ার সরু 'হীল'-তোলা জুতা জোড়া। তবে রুবাশভের পরিচিত সকল স্ত্রীলোকই যেমন পায়ের উপর পা তুলিয়া বসে আরলোভা ঐটি করিত না। রুবাশভ নোট দিবার সময় সর্বদা পায়চারি করিত বলিয়া সাধারণতঃ সে তাহাকে পিছন হইতে খানিকটা পাশ দিয়া দেখিতে পাইত; সেইজন্য তাহার সবচেয়ে স্পষ্ট মনে আছে—আরলোভার নতগ্রীবার বঙ্কিম রেখাটি। তাহার গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগ যেমন কেশযুক্তও ছিল না তেমনি একেবারে কামানোও ছিল না; মেরুদণ্ডের উপরিভাগের ত্বকটুকু শুভ্র, মসৃণ, নীচে সাদা ব্লাউজের ধারে এম্‌ব্রয়ডারী করা ফুলগুলি।

যৌবনে রুবাশভ নারীর সংস্পর্শে তেমনভাবে আসে নাই; অধিকাংশ বান্ধবীই ছিল কমরেড; গল্প বা কথা সাধারণতঃ আরম্ভ হইত কোন আলোচনায় এবং তা এত অধিক রাত্রি পর্যন্ত চলিত যে, আর বাড়ী ফিরিবার শেষ ট্রামটি ধরিতে পারিত না।

আরলোভার সহিত গল্প করিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইবার পর আরও পনর দিন কাটিয়া গিয়াছে। প্রথমটায় আরলোভা সত্যই তাহার তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে রুবাশভের কথার শেষ শব্দটিকে আবার উচ্চারণ করিত, তারপর তাহা ছাড়িয়া দিত। কাজেই রুবাশভ চুপ করিলে ঘর আবার সেই আগের মত নিস্তব্ধ এবং আরলোভার গায়ের সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। একদিন বিকালে নিজেকেও বিস্মিত করিয়া রুবাশভ আরলোভার পিছনে থামিয়া পড়িল, তারপর আরলোভার কাঁধের উপর অত্যন্ত কোমলভাবে নিজের হাত দুখানি রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল সে তাহার সহিত সন্ধ্যার সময় বাহিরে বেড়াইতে যাইবে কি না। আরলোভা শিহরিয়া উঠিল না, তাহার স্পর্শের নীচে আরলোভার কাঁধ স্থির, অচঞ্চল হইয়া রহিল; শুধু সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। পিছন ফিরিয়া সে একবার তাকাইলও না। নিছক ঠাট্টা করা রুবাশভের কোনদিনই অভ্যাস ছিল না, কিন্তু সেদিন রাত্রে সে একটু হাল্‌কাসুরে হাসিমুখে একটি কথা না বলিয়া পারিল না, "আরলোভা, তোমাকে দেখে মনে হয় যেন এখনও তুমি নোট লিখছ।" ঘরের অন্ধকারে তাহার সুপুষ্ট, সুগঠিত বক্ষের সীমারেখা এত পরিচিত মনে হইল যেন সে সর্বদাই ঐ ঘরটিতে থাকে। শুধু এখন তাহার চুলগুলি বালিশের উপর লুটাইয়া আছে।

"তুমি সর্বদা আমাকে নিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে।"—এই কথা কয়টি বলিবার সময়ও আরলোভার চোখ দুটিতে বরাবরের মত সেই একই ভাবব্যঞ্জনা সে দেখিয়াছিল। আরলোভার ঐ কথাটি রুবাশভের স্মৃতি হইতে কোনদিন মুছিয়া যাইবে না, ঠিক যেমন "পীয়েতা" চিত্রের অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল এবং সেই বন্দরের সামুদ্রিক ঘাসের গন্ধ সে আজও ভুলে নাই। বিস্মিত এবং খানিকটা চমকিত হইয়াই রুবাশভ বলিয়াছিল, "কিন্তু কেন?"

আরলোভা উত্তর দেয় নাই। হয়তো বা সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জাগ্রত অবস্থায় যেমন নিদ্রিত অবস্থায়ও তেমনি আরলোভার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ একেবারে শোনা যায় না। সে যে নিশ্বাস লয় তাহাও রুবাশভ কখনই লক্ষ্য করে নাই। সে আরলোভাকে মুদ্রিতনেত্রে কখনও দেখে নাই। এখন যেন তাহার মুখখানি চেনা যায় না; উন্মীলিত অপেক্ষা নিমীলিত চক্ষুতেই তাহার মুখশ্রী ভাবব্যঞ্জক মনে হয়। তাহার বগলের গাঢ় ছায়ার সঙ্গেও রুবাশভ পরিচিত নয়; অন্যসময় তাহার চিবুক সর্বদা বুকের উপর ঝুঁকিয়া থাকে, আজ যেন তাহা মৃত নারীর চিবুকের মত সোজা উঁচু হইয়া আছে, ইহাও রুবাশভের

কাছে নূতন। কিন্তু ঘুমাইয়া থাকিলেও আরলোভার গায়ের সেই মৃদু মধুর গন্ধটি মাত্র তাহার কত পরিচিত।

পরদিন এবং তারপরও প্রত্যহ দিনের বেলায় সাদা ব্লাউজ পরিয়া আরলোভা ডেস্কের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া কাজ করিত; পরের রাত্রে এবং তারপর প্রতিরাত্রে রুবাশভের শয়নকক্ষের গাঢ় রঙের পর্দার পটভূমিকায় আরলোভার বক্ষের ঈষৎ ম্লান বহিঃরেখা ফুটিয়া উঠিত। রুবাশভ দিবারাত্র তাহারই দীর্ঘ, অলস দেহের ছায়ায় কাটায়। কাজের সময় তাহার ব্যবহার অপরিবর্তিত রহিয়াছে, তাহার কণ্ঠস্বর, চোখের ভাব এতটুকু বদলায় নাই। তাহাদের সম্পর্কে যে পরিবর্তন আসিয়াছে আরলোভার চোখে-মুখে তাহার বিন্দুমাত্রও লক্ষণ দেখা যায় না। সময় সময় নোট দিতে দিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে রুবাশভ আরলোভার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধের উপর হাতের ভর দিয়া দাঁড়াইত; কোন কথা সে বলিত না বা ব্লাউজের নীচে আরলোভার উষ্ণ কাঁধ এতটুকু নড়িত না; কিন্তু যে কথাটি হয়ত সে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল তাহা মনে আসিয়া যাইত, তারপর আবার পায়চারি করিতে করিতে সে নোট বলিতে আরম্ভ করিত।

কখনও কখনও সে তাহার বক্তব্যের সহিত তীব্র বিদ্রূপাত্মক টিপ্পনী জুড়িয়া দিত। আরলোভা লেখা বন্ধ করিয়া পেন্সিল তুলিয়া সে না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করিত। কিন্তু কোন দিন তাহার ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া আরলোভার মুখে হাসি দেখা দেয় নাই, কাজেই ঐগুলির প্রতি তাহার কি মনোভাব ছিল তাহাও রুবাশভ কোন দিন আবিষ্কার করিতে পারে নাই। একদিন শুধু এক নম্বরের ব্যক্তিগত অভ্যাসের উল্লেখের সময় সে একটা মারাত্মক রকমের ঠাট্টা করায় হঠাৎ আরলোভা তাহার তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিল—"অন্য লোকের সামনে তোমার এসব কথা বলা উচিত নয়; তোমার আর একটু সতর্ক হওয়া দরকার···" কিন্তু সময় সময়, বিশেষ করিয়া যখন উপর হইতে উপদেশ এবং বিজ্ঞপ্তিপত্র আসিত তখন রুবাশভ প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে তাহার নিজস্ব ব্যঙ্গাত্মক টিপ্পনী করিবার সুযোগ ছাড়িত না।

তখন বিপক্ষদলের দ্বিতীয় বিরাট বিচারের আয়োজনের সময়। দূতাবাসের আবহাওয়া তখন অদ্ভুত রকমের হালকা হইয়া উঠিয়াছে। রাতারাতি দেওয়াল হইতে ফটো এবং চিত্রাদি অদৃশ্য হইয়া যায়; সেগুলি ওখানে কয়েক বৎসর যাবৎ টাঙ্গানো আছে, কেউ ফিরিয়াও দেখিত না, কিন্তু এখন দেওয়ালের

বিবর্ণ অংশগুলি সহজেই চোখে পড়ে। কর্মচারীরা কথাবার্তাকে শুধু কাজের কথা এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল, পরস্পরের সহিত আলাপে এবং ভদ্রতা রক্ষা করিয়াও যেন গম্ভীর হইয়া উঠিল। ক্যান্টিনে আহারের সময় যখন কথাবার্তা না বলিলে চলিত না, তখনও তাহারা আপিসের বাঁধা গৎ অনুযায়ী কথা বলিত। ঐ পরিচিত, হাল্‌কা আবহাওয়ায় তা বড় অস্বস্তিকর ও অদ্ভুত শুনাইত, মনে হইত যেন নুণ বা রাইয়ের পাত্র আগাইয়া দিবার অনুরোধের ফাঁকে ফাঁকে তাহারা পরস্পরের নিকট বিগত পার্টি সম্মেলনের ইস্তাহার হইতে বুলি আওড়াইতেছে। অনেক সময়ই এমন হইত যে, কেউ হয়ত এইমাত্র একটি কথা বলিয়াছে, অন্য কেউ তার অর্থ করিতেই সে তার কথার ভুল অর্থ করা হইয়াছে বলিয়া প্রতিবাদ করিত, আশেপাশের বন্ধুদের সাক্ষ্য মানিয়া তাড়াতাড়ি যেন খানিকটা সন্ত্রস্তভাবে বলিত, "আমি ও কথা বলিনি, আমি ঐ অর্থে কথাটা বলিনি"। সমস্ত ব্যাপারটা রুবাশভের কাছে মনে হইত যেন একটা অদ্ভুত জাঁকালো পুতুলনাচ, পুতুলগুলি তারের উপর নড়াচড়া করিতেছে ও নিজেদের নির্দিষ্ট ভূমিকার কথাগুলি বলিয়া চলিয়াছে। শুধু আরলোভার নীরব, তন্দ্রালস ব্যবহার দেখিয়া ধারণা হইত সে ঠিক আগের মতই আছে।

কিন্তু শুধু দেওয়ালের চিত্রই নয়, গ্রন্থাগারের বইয়ের তাকগুলিও ক্রমশঃ ফাঁকা হইয়া যাইতে লাগিল। বিশেষ বিশেষ বই এবং পুস্তিকাগুলি অদৃশ্য হওয়ার পিছনে থাকিত যেন সুচিন্তিত পরিকল্পনা, কারণ সাধারণতঃ উপর হইতে কোন সংবাদ আসার পরদিনই এমন ঘটনা ঘটিত। রুবাশভ আরলোভাকে নোট দিবার সময় এই ব্যাপারের উপর বিদ্রূপাত্মক টিপ্পনী কাটিত, আরলোভা তাহা নীরবে শুনিয়া যাইত। বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রানীতি সম্বন্ধীয় অধিকাংশ পুস্তকই তাকের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল—এগুলির লেখক অর্থবিভাগের পীপল্‌স্ কমিসার ঠিক সেই সময়ই গ্রেপ্তার হইয়াছে; তা ছাড়া এই সম্বন্ধীয় পার্টি-সম্মেলনের প্রায় সব পুরনো রিপোর্ট, রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস, পূর্বাবস্থা সম্পর্কে প্রায় সমস্ত পুস্তক, বর্তমান লেখকদের ব্যবহারশাস্ত্র ও দর্শনের উপর লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থ, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সম্পর্কীয় সমস্ত পুস্তিকা, জনগণের সৈন্যবাহিনী গঠন-বিষয়ক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যপুস্তক, রাষ্ট্রে জনগণের ধর্মঘট করিবার অধিকার এবং ট্রেড-ইউনিয়ন সম্পর্কিত মৌলিক গ্রন্থাদি, দুই বৎসরের উপরের পুরাতন রাজনৈতিক রাষ্ট্র-সংস্থিতি-সমস্যামূলক প্রায় সমস্ত গবেষণা, এমনকি একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বকোষ—যার একটি

নূতন সংশোধিত সংস্করণও শীঘ্রই বাহির হইবার কথা—সমুদয়ই অদৃশ্য হইল।

আবার নূতন নূতন পুস্তকও আসিল। সমাজ-বিজ্ঞানের মূল গ্রন্থগুলি নূতন পাদটীকা- ও ব্যাখ্যা-সম্বলিত হইয়া আসিল; পুরাতন ইতিহাসের বদলে আমদানী হইল নূতন ইতিহাস; মৃত রাষ্ট্রবিপ্লবীদের পুরাতন আত্মকথাগুলির পরিবর্তে তাঁহাদেরই নূতন আত্মকথা বাহির হইল। রুবাশভ আরলোভার নিকট পরিহাস-চ্ছলে মন্তব্য করিয়াছিল যে, এখন বাকী রহিল শুধু সমস্ত পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইলগুলির নূতন এবং সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করা।

ইতিমধ্যে কয়েক সপ্তাহ আগে উপর হইতে নির্দেশ আসিয়াছিল, দূতাবাসের পাঠাগারের গ্রন্থাদির রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য একজন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হউক। তাহারা আরলোভাকে সেই পদে নিযুক্ত করিয়াছিল। প্রথমে রুবাশভ একটি 'কিণ্ডারগার্টেন' সম্বন্ধে কি যেন অস্পষ্টভাবে বলিয়াছিল, দূতাবাসের অন্তরঙ্গদের সাপ্তাহিক বৈঠকে একদিন সন্ধ্যাবেলা আরলোভাকে চারিদিক হইতে তীব্রভাবে আক্রমণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত সে এই ঘটনাটিকে অপরিণত মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়াই মনে করিয়াছিল। তিনচার জন বক্তা—তাহাদের মধ্যে প্রধান কর্মসচিব একজন—উঠিয়া দাঁড়াইয়া অনুযোগ করিল যে, এক নম্বরের কতকগুলি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা গ্রন্থাগারে পাওয়া যাইতেছে না। বরং বিপক্ষদলের বইয়েই এখন উহা পূর্ণ। মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে সব রাজনীতিজ্ঞের লিখিত পুস্তক তাকের প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহারা সম্প্রতি বিশ্বাসঘাতক এবং বিদেশী শক্তির প্রতিনিধি ও গুপ্তচর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কাজেই ইহা যে ইচ্ছাকৃত সে বিষয়ে সন্দেহ না করিয়া পারা যায় না। তাহাদের বক্তৃতায় লেশমাত্র ভাবাবেগ ছিল না এবং তাহা নিছক কাজের কথায় পূর্ণ। শব্দগুলি তাহাদের এমন সযত্নে নির্বাচিত যে, মনে হইল পূর্বনির্দিষ্ট বক্তব্যের সূত্রই যেন তাহারা পরস্পরকে জোগাইতেছে।

বক্তৃতার শেষে সকল বক্তাই এই একই সিদ্ধান্তে পৌছিলেন—এখন পার্টির প্রধান কর্তব্য সজাগ থাকা, কঠোরভাবে সর্বপ্রকার নিয়মভঙ্গকে দণ্ডার্হ বলিয়া নির্দেশ করা। যে এই কর্তব্য পালন না করিবে, সে-ই নীচ গুপ্তধ্বংসকারীদের সহচর বলিয়া পরিগণিত হইবে। আরলোভাকে যখন বিবৃতির জন্য ডাকা হইল, তখন সে তাহার স্বাভাবিক স্থৈর্যের সহিত বলিল যে, কোন দুষ্ট অভিসন্ধি থাকা ত দূরের কথা, তাহাকে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি সে

পালন করিয়াছে। কিন্তু যখন সে অস্পষ্ট অথচ দৃঢ়স্বরে কথা বলিতেছিল তখন সে কিছুক্ষণের জন্য রুবাশভের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল, যদিও সে এমনিতে কখনও অপর লোকের সামনে এরূপ করিত না। আরলোভাকে গুরুতর ভাবে সতর্ক করিয়া দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইলে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

পার্টিতে সম্প্রতি যে-সব পদ্ধতি অনুসারে কায আরম্ভ হইয়াছে, সে-সব রুবাশভ খুব ভাল করিয়াই জানিত। কাজেই সে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। আরলোভার অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। কিন্তু নিজেকে বড় অসহায় মনে হইল, কারণ ধরা-ছোঁয়ার মত এমন কিছুই সে পাইল না যাহা লইয়া সে আরলোভার সপক্ষে লড়িতে পারে।

দূতাবাসের আবহাওয়া যেন আরও ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিল। নোট লিখাইবার সময় ব্যক্তিগত মন্তব্য করা রুবাশভ বন্ধ করিয়া দিল; তাহার মনে হইতে লাগিল ইহাতে নিজেই সে একটা অদ্ভুত অপরাধ করিতেছে। আরলোভার সহিত তাহার ব্যবহারে বাহ্যতঃ কোন পরিবর্তন ঘটিল না; কিন্তু এখন আর সে নোট দিবার সময় বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করিতে পারে না বলিয়া তাহার একটা অদ্ভুত অপরাধবোধ জন্মিয়াছিল। ফলে সে আর পূর্বের মত আরলোভার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধের উপর হাত দুখানি রাখিতে পারে না। এক সপ্তাহ পরে আরলোভা এক সন্ধ্যায় রুবাশভের ঘরে আসিল না, পরের সন্ধ্যাবেলাগুলিও সে অনুপস্থিত হইতে লাগিল। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মানসিক বল সঞ্চয় করিতে রুবাশভের তিন দিন লাগিয়া গেল। আরলোভা তাহার কপালে ব্যথা ধরিয়াছে এইরূপ কি একটা বলিয়াছিল, আর রুবাশভও ইহার বেশী কিছু জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে নাই। তাহার পর একটি দিন ছাড়া আরলোভা আর কখনও তাহার কাছে আসে নাই।

দূতাবাসের অন্তরঙ্গগোষ্ঠীর যে সভায় আরলোভাকে গুরুতর শাসানি দেওয়া হইয়াছিল তাহার তিন সপ্তাহ এবং প্রথম যেদিন আরলোভা তাহার কাছে আসা বন্ধ করিল তাহার একপক্ষ কাল পরের কথা। তাহার আচরণে কোন ব্যত্যয় দেখা না গেলেও সমস্তটা সন্ধ্যা রুবাশভের মনে হইল যেন আরলোভা তাহার নিকট হইতে একটা চরম কথা শুনিতে চায়। সে শুধু বলিল, আরলোভা ফিরিয়া আসায় সে খুব খুশী হইয়াছে। তারপর বলিল যে, অত্যধিক খাটুনির দরুন সে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে—সেটা অবশ্য সত্য। রাত্রে সে বারবার লক্ষ্য

করিল আরলোভা ঘুমায় নাই, অন্ধকারের মধ্যে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। অপরাধবোধের বেদনা হইতে রুবাশভ কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। তাহার দাঁতের ব্যথাও আবার আরম্ভ হইয়াছে। তাহার সহিত আরলোভার ঐ শেষ সাক্ষাৎ।

পরদিন আরলোভা রুবাশভের দপ্তরে আসার পূর্বে কর্মসচিব রুবাশভকে বলিল যে, 'ওখানে' আরলোভার ভাই এবং ভ্রাতৃবধূকে সপ্তাহখানেক আগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যেন গোপন কিছু ব্যক্ত করিতেছে এমন ভাবে সে কথাগুলি বলিল, কিন্তু তাহার প্রতিটি কথা ওজন করিয়া বলা। আরলোভার ভাই এক বিদেশিনীকে বিবাহ করিয়াছিল; বিপক্ষদলের সাহায্যার্থে ঐ বিদেশিনীর জন্মভূমির সহিত তাহাদের উভয়েরই বিদ্রোহাত্মক যোগাযোগ আছে বলিয়া দুই জনকেই অভিযুক্ত করা হয়।

কয়েক মিনিট পরেই আরলোভা কাজে আসিল। সে বরাবরের মত ডেস্কের সম্মুখে এম্‌ব্রয়ডারী-করা ব্লাউজ পরিয়া সামনের দিকে অল্প একটু ঝুঁকিয়া তাহার নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়া বসিল। রুবাশভ তাহার পিছন দিকে পায়চারি করিতেছিল আর অনবরত তাহার দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিতেছিল ঝুঁকিয়া-পড়া ঘাড় এবং মেরুদণ্ডের উপর ঈষৎ প্রসারিত ত্বক্‌। সে কিছুতেই ত্বকের ঐ অংশটুকু হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না; সে এমন অস্থিরতা বোধ করিতে লাগিল যে তাহা শারীরিক কষ্টে পরিণত হইল। 'ওখানে' যে অপরাধীকে ঘাড়ের পিছনে গুলি করিয়া মারা হয়—এই চিন্তা সে কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

পার্টির অন্তরঙ্গগোষ্ঠীর পরবর্তী সভায় প্রধান-সচিবের প্রস্তাবে রাজনৈতিক অবিশ্বস্ততার দায়ে আরলোভাকে গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষের পদ হইতে বরখাস্ত করা হইল। ইহা লইয়া কোনরূপ আলোচনা বা বাদানুবাদ হইল না। রুবাশভ প্রায় অসহ্য দাঁতের ব্যথায় কাতর থাকায় ঐ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবে না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। কয়েকদিন পর আরলোভা এবং আর একজন কর্মচারীকে ডাকিয়া পাঠান হইল। তাহাদের পূর্বের সহকারিগণ কখনও আরলোভার নাম উচ্চারণ করিত না, কিন্তু রুবাশভের নিজের তলব আসিবার আগে যে কয়মাস সে দূতাবাসে ছিল, ততদিন আরলোভার বৃহৎ অলস দেহের মধুর স্নিগ্ধ সুগন্ধটি তাহার ঘরের দেওয়ালে যেন লাগিয়াই ছিল, কোন দিন তাহা মিলাইয়া যায় নাই।

৪

'Arie, ye wretched of the earth'—'পৃথিবীর দুর্ভাগারা, তোরা জেগে ওঠ্।'

রুবাশভের গ্রেপ্তারের দশম দিন সকাল হইতে তাহার বাঁদিকের কামরার নূতন প্রতিবেশী ৪০৬ নম্বর কামরার কয়েদী কিছুক্ষণ পর পর ঐ একটি কথা টোকা দিয়া জানাইল। প্রতিবারেই ঐ একই বানান ভুল: 'Arise'-এর পরিবর্তে 'Arie', রুবাশভ অনেক বার তাহার সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিল। যতক্ষণ রুবাশভ টোকা দেয় ততক্ষণ তাহার প্রতিবেশী নীরবে শুনিয়া যায়, কিন্তু প্রতিবারই উত্তরে আসে কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অক্ষর, সেগুলি সাজাইলে সেই একই ভাঙ্গাচোরা চরণে আসিয়া পৌছাইতে হয়: 'Arie, ye wretched of the earth!'

তাহার নূতন প্রতিবেশীকে আনা হইয়াছে পূর্বরাত্রে। রুবাশভের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে শুধু কতকগুলি চাপা শব্দ এবং ৪০৬ নম্বর সেলে তালা বন্ধ করার শব্দই শুনিতে পাইয়াছিল। সকালে প্রথম বিউগলের শব্দের পরই ৪০৬ নম্বর টোকা দিতে আরম্ভ করে: 'Arie, ye wretched of the earth!' তাহার নিপুণ এবং দ্রুত টোকা হইতে বুঝা যায় এ বিদ্যায় সে পারদর্শী, সুতরাং তাহার বানান ভুল এবং অন্যান্য উক্তির অর্থহীনতা শিক্ষার ত্রুটিজনিত নয়, উহা নিশ্চয়ই মানসিক চাঞ্চল্যের ফল, খুব সম্ভবতঃ তাহার নূতন প্রতিবেশীর চিত্ত অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে।

প্রাতরাশের পর ৪০২ নম্বর সেলের তরুণ অফিসার সঙ্কেত করিল যে, সে আলাপ করিতে চায়। ৪০২ নম্বর এবং রুবাশভের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল। চশমা-পরা, উপরদিকে তোলা গোঁফওয়ালা অফিসারটি বোধ হয় দীর্ঘকাল এই একঘেয়ে অবস্থায় বাস করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কারণ সে সর্বদাই ছোটখাটো গল্পের টুকরার জন্যও রুবাশভের প্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধ করিত। দিনের মধ্যে পাঁচ-ছয় বার সে বিনীতভাবে রুবাশভকে অনুরোধ জানায়—"আমার সঙ্গে একটু কথা বলো…।"

গল্প করিবার মত মনের অবস্থা রুবাশভের থাকিত না, তাহা ছাড়া ঠিক কি বিষয় লইয়া সে ৪০২ নম্বরের সহিত আলাপ করিবে তাহাও ভাবিয়া পাইত না। সাধারণতঃ ৪০২ নম্বর সৈনিকদের মেসে সর্বদা যে ধরণের কথাবার্তা হয় তাহাই বলিত। সেই পুরাতন একই ধরণের সব গল্প, ইন্দ্রিয়াসক্তি

দমন করার ফলে ধর্মযাজকদের মধ্যে যে সব অশ্লীলতা প্রকাশ পায় তেমনি অশ্লীলতাপূর্ণ। সহজেই কল্পনা করা যাইত যে, টোকা দেওয়া শেষ করিয়া ৪০২ নম্বর উচ্চহাস্য শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে এবং অবশেষে চূণকাম-করা মূক দেয়ালের দিকে নিরাশচিত্তে তাকাইয়া থাকে। দয়াপরবশ হইয়া এবং ভদ্রতার খাতিরে রুবাশভ মাঝে মাঝে তাহার হাস্য জ্ঞাপন করিবার জন্য পাঁশনে দিয়া সজোরে 'হাঃ হাঃ' শব্দে টোকা দিত। তারপর আর ৪০২ নম্বরকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে; দেয়ালে ঘুষি দিয়া, বুটজুতা দিয়া 'হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ' শব্দের সাহায্যে সে উচ্ছ্বসিত আনন্দের অনুকরণ করিত। মাঝে মাঝে আবার শব্দ থামাইয়া নিশ্চিত হইয়া লইত—রুবাশভও তাহার হাসিতে যোগ দিয়াছে কি না। রুবাশভ চুপ করিয়া থাকিলে সে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতঃ "তুমি হাসলে না যে···।" যদি শান্তিতে থাকিবার জন্য রুবাশভ দু'একবার 'হাঃ হাঃ' করিত, ৪০২ নম্বর তাহাকে পরে বলিত, "বেশ আমোদ করলাম আমরা, না?"

কখনও কখনও সে রুবাশভকে তিরস্কার করিত। মাঝে মাঝে রুবাশভ কোন উত্তর না দিলে সে কোন এক অসংখ্য চরণবিশিষ্ট সামরিক সঙ্গীত সবটা টোকা দিয়া তাহাকে শুনাইত। এক এক সময় এমন হইত যে, রুবাশভ দিবাস্বপ্নে বা চিন্তায় মগ্ন হইয়া পায়চারি করিতেছে, তখন ৪০২ নম্বর কোন সৈনিকদের মার্চের পুরাতন সঙ্গীতের ধুয়া গুন্ গুন্ করিতে লাগিল। অবশ্য নিজের অজ্ঞাতেই রুবাশভের কান এই সঙ্গীতের সঙ্কেত শিখিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু তবু ৪০২ নম্বর বেশ কাজে লাগিত। সে প্রায় দুই বৎসরের উপর হইল এখানে আছে; এখানকার আঁটঘাট সব তাহার জানা, প্রতিবেশীদের অনেকের সঙ্গে তাহার আলাপ, সকল গল্পগুজবই তাহার কানে আসে, এই কয়েদখানায় কি ঘটিতেছে না—ঘটিতেছে সকলেরই খবর সে রাখে মনে হয়।

৪০৬ নম্বরের আগমনের পরদিন সকালে তরুণ অফিসার তাহার নিত্যকার গল্প আরম্ভ করিলে রুবাশভ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল সে তাহার নূতন প্রতিবেশীকে চিনে কি না। ৪০২ নম্বর উত্তর দিলঃ

"রিপ্ভ্যান উইঙ্কল।"

কথাবার্তার মধ্যে একটা উদ্দীপনা আনিবার উদ্দেশ্যে ৪০২ নম্বর হেঁয়ালি করিয়া কথা বলিতে ভালবাসিত। রুবাশভ স্মৃতির পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে তাহার গল্পটা মনে পড়িল—একজন লোক পঁচিশ বৎসর ঘুমাইয়া থাকার পর জাগিয়া উঠিয়া দেখে এই জগৎ তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

রুবাশভ জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি তার স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে ?"

তাহার কথায় ফল হইয়াছে দেখিয়া ৪০২ নম্বর বেশ খুশী হইল। তারপর সে যাহা জানিত রুবাশভকে সব বলিল। ৪০৬ নম্বর একসময় ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি ছোট স্টেটে সমাজ-বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিল। গত যুদ্ধের পর ইউরোপের অন্যান্য প্রায় সমস্ত দেশের মত তাহার দেশেও রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হইলে সে তাহাতে যোগ দেয়। 'কম্যুন' গঠনা করা হইল; কয়েক সপ্তাহ এক বিচিত্র অবস্থার মধ্যে কাটিল, পরে সেই একই রক্তাক্ত পরিণতিতে তাহার সমাপ্তি ঘটিল। রাষ্ট্রবিপ্লবের নেতারা ছিলেন সখের নেতা, কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে দমন-নীতি চালান হইল তা ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত। ৪০৬ নম্বরকে 'কম্যুন' জনগণের জ্ঞান-বর্ধিনী বিভাগের স্টেট-সেক্রেটারী এই আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি দিয়াছিল; তাহার ফাঁসির হুকুম হইল। ফাঁসির জন্য এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকার পর সেই দণ্ড লঘু করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এর পর সে বিশ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করে।

এই বিশ বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহার কাটিয়াছে নির্জন-বাসে; বাহিরের জগতের সহিত কোনরূপ যোগাযোগ ছিল না, সংবাদপত্রের মুখ সে দেখে নাই। ধরিতে গেলে তাহাকে সকলে ভুলিয়াই গিয়াছিল; দক্ষিণ-পূর্বের সেই দেশটিতে বিচার-প্রণালী তখনও প্রায় ধর্মযাজকদের বিচার-প্রণালীর অনুকরণেই চলিতেছে। একমাস পূর্বে রাষ্ট্র কর্তৃক রাজনৈতিক অপরাধীদের সাধারণভাবে মুক্তি-দানের ফলে সে-ও হঠাৎ মুক্তি পায়—এ যেন 'রিপ্‌ভ্যান উইঙ্কল'—বিশ বৎসর নিদ্রার পর আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

সে প্রথম ট্রেনেই এখানে—তাহার স্বপ্নের রাজ্যে চলিয়া আসিয়াছিল। এখানে আসার চৌদ্দ দিন পরই পুনরায় সে গ্রেপ্তার হয়। হয়ত বা বিশ বৎসর নির্জন কারাবাসের ফলে সে অত্যন্ত গল্পপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। হয়ত বা সে তাহার সেলে রাত্রিদিন এখানকার জীবন সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করিয়াছে তাহা লোকের কাছে প্রকাশ করিয়াছিল। কিংবা হয়ত রাষ্ট্রবিপ্লবের যে বীর নায়কেরা আজ বিশ্বাসঘাতক এবং গুপ্তচর মাত্র বলিয়া পরিগণিত তাহা না জানিয়া সে ঐ সকল পুরাতন বন্ধুর ঠিকানা জানিতে চাহিয়াছিল। অথবা হয়ত সে ভুল সমাধিক্ষেত্রে ফুলের মালা অর্পণ করিয়াছিল, কিংবা তাহার খ্যাতনামা প্রতিবেশী—কমরেড রুবাশভের সহিত দেখা করিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল।

এখন সে নিজেকে প্রশ্ন করিতে পারে কোনটা ভাল ঃ বিশ বৎসর ধরিয়া অন্ধকার কারাকক্ষে খড়ের গদিতে শুইয়া স্বপ্ন দেখা, না দিনের আলোয় দুই সপ্তাহের বাস্তব জীবন। এখন বোধ হয় আর সে ঠিক প্রকৃতিস্থ নাই। এই হইল রিপ্‌ভ্যান উইঙ্কলের ইতিহাস…।

৪০২ নম্বর তাহার দীর্ঘ বিবৃতি দিবার খানিকক্ষণ পরই 'রিপ্‌ভ্যান উইঙ্কল' আবার টোকা দিতে আরম্ভ করিল; পাঁচ-ছয় বার সে তাহার সেই ভাঙ্গাচোরা চরণটি উচ্চারণ করিল—পৃথিবীর দুর্ভাগারা, তোরা জেগে ওঠ্‌। তারপর সে চুপ করিয়া গেল।

রুবাশভ চোখ বন্ধ করিয়া বাঙ্কে শুইয়া রহিল। 'ব্যাকরণসঞ্জাত সত্তা' আবার মনের মধ্যে উঁকি দিতেছে; স্পষ্টভাষায় তা ব্যক্ত হইতেছে না, শুধু একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি রূপে দেখা দিয়াছে; ইহার অর্থ এই ঃ "এইজন্যও তোমাকে দণ্ড দিতে হবে, এর জন্যও তুমিই দায়ী, কারণ ও তো শুধু স্বপ্ন দেখেছে, কাজ করেছ তুমি।"

সেইদিন বৈকালেই রুবাশভকে দাড়ি কামাইবার ও চুল কাটিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইল।

এইবার দলের মধ্যে ছিল শুধু বৃদ্ধ ওয়ার্ডার এবং ইউনিফর্ম-পরিহিত জনৈক রক্ষী; বৃদ্ধ দু'পা আগে আগে চলিতেছিল, সৈনিকটি রুবাশভের দুই পা পিছনে। তাহারা ৪০৬ নম্বর সেলের সম্মুখ দিয়া গেল, কিন্তু দরজায় তখনও কোন নামের কাড লাগানো হয় নাই। যে দুই জন কয়েদী নাপিতের দোকানটি চালাইত, তাহাদের মধ্যে একজনই মাত্র তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। স্পষ্ট বুঝা গেল, রুবাশভ যাহাতে বেশী লোকের সহিত আলাপ করিতে না পারে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হইতেছে।

রুবাশভ আরামকেদারায় বসিল। দোকানটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন; এমন কি একটা আয়নাও রহিয়াছে। পাঁশনে চশমাটা খুলিয়া আয়নায় রুবাশভ নিজের মুখখানা দেখিল; একমাত্র গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছাড়া আর কোন পরিবর্তনই সে দেখিতে পাইল না।

ক্ষিপ্রহস্তে এবং সযত্নে নাপিত নীরবে তাহার কাজ করিয়া চলিল। ঘরের দুয়ার খোলা; ওয়ার্ডার চলিয়া গিয়াছে, ইউনিফর্ম-পরিহিত রক্ষী দরজার খুঁটিতে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া নাপিতের কাজ দেখিতেছে। মুখে সাবানের ফেনার

ঈষদুষ্ণ স্পর্শে রুবাশভের ভারি আনন্দ হইল। জীবনের ছোটখাটো আরামের আকাঙ্ক্ষার একটু লোভ তাহার মনে উঁকি দিতে লাগিল। নাপিতের সঙ্গে একটু গল্প করিতে পারিলে বেশ ভাল হইত, কিন্তু রুবাশভ জানে ইহা নিষিদ্ধ। উপরন্তু নাপিতকে কোন গোলমালে ফেলিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। নাপিতের প্রশস্ত, সরল মুখখানা তাহার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। তাহার আকৃতি দেখিলে তাহাকে তালা নির্মাণের কারিগর অথবা মিস্ত্রী বলিয়া মনে হয়। সাবান লাগানো হইয়া গেলে প্রথম ক্ষুর চালাইয়া নাপিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার গালে ক্ষুরের আঁচড় লাগিয়াছে কি না। সে তাহাকে সম্বোধন করিয়াছিল 'নাগরিক রুবাশভ' বলিয়া।

রুবাশভ ঐ ঘরে প্রবেশ করিবার পর এই প্রথম কথা; নাপিতের এই অতি-বাস্তবতার মধ্যে একটা বিশেষ অর্থ নিহিত আছে বলিয়াও তাহার মনে হইল। আবার সব চুপচাপ। দরজায় দাঁড়াইয়া রক্ষী একটা সিগারেট ধরাইয়াছে। নাপিত রুবাশভের দাড়ি এবং চুল দ্রুত নিপুণহস্তে ছাঁটিয়া দিল। রুবাশভের দিকে সে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইতে, দু'জনে এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিবিনিময় হইল; ঠিক সেই মুহূর্তে যেন রুবাশভের ঘাড়ের চুলগুলি সহজে ধরিবার জন্য নাপিত দুইটি আঙ্গুল রুবাশভের জামার কলারের নীচে ঢুকাইয়া দিল। তারপর আঙ্গুল বাহির করিয়া লইবার সময় রুবাশভ কলারের নীচে কাগজের একটি ছোট গুলির খড়খড়ে আঁচড় অনুভব করিল। কয়েক মিনিট পর নাপিতের ক্ষৌরকার্য শেষ হইলে রুবাশভকে তাহার সেলে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। সে বিছানায় বসিয়া গুপ্ত ছিদ্রের দিকে তাকাইয়া রহিল; কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া কাগজের টুকরাটি বাহির করিয়া খুলিয়া পড়িল। মাত্র তিনটি শব্দ লেখা—Die in silence, নীরবে মৃত্যু বরণ করো। মনে হয় কথাগুলি অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া লেখা হইয়াছে।

রুবাশভ কাগজের টুকরাটি বালতির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আবার পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল। বাহিরের জগৎ হইতে এই প্রথম সে সংবাদ পাইয়াছে। শত্রুর দেশে কারাগারে অনেক সময় তাহাকে গোপনে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে; তাহারা তাহাকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে, অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে উল্টা অভিযোগ করিতে আহ্বান করিয়াছে। ইতিহাসে কি এমন মুহূর্তও আসে, যখন রাষ্ট্রবিপ্লবীকে নীরব থাকিতে হয়? এমন সন্ধিক্ষণ কি ইতিহাসে আছে,

যখন তাহার নিকট একটিমাত্র কর্তব্য আশা করা হয়, একটিমাত্র কাজই তাহার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত—নীরবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লওয়া ?

৪০২ নম্বর রুবাশভের চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাইল, রুবাশভ ফিরিয়া আসার পর হইতেই সে টোকা দিতে সুরু করিয়াছে। সে কৌতূহলে অধীর হইয়া রুবাশভকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল জানিতে চাহিতেছিল।

রুবাশভ জানাইল—"দাড়ি আর চুল কামাবার জন্য।"

৪০২ নম্বর আবেগের সহিত বলিল, "আমি কিন্তু আগেই সবচেয়ে খারাপটা আশঙ্কা করেছিলাম।"

"তোমার পরে", রুবাশভ বলিল।

পূর্বের ন্যায় ৪০২ নম্বর কৃতজ্ঞতা সহকারে সব শুনিতেছে।

হোঃ হোঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে সে বলিল, "তুমি একটি শয়তান…।"

আশ্চর্যের বিষয়, এই অতি-পুরাতন প্রশংসায় রুবাশভের অন্তর তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ৪০২ নম্বরের প্রতি তাহার ঈর্ষা বোধ হইল। এই ধরণের লোকের মান সম্মান সম্বন্ধে একটা কঠোর বিধি আছে; কি ভাবে বাঁচিতে হয়, কি ভাবে মরা উচিত তাহা এই বিধিই নির্দেশ করিয়া দেয়। উহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা যায়। কিন্তু তাহার শ্রেণীর লোককে পথ দেখাইবার মত কোন পাঠ্য পুস্তক নাই; সমস্তই নিজে ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিয়া লইতে হয়।

এমনকি মৃত্যুর জন্যও কোনরূপ শিষ্টাচার নাই। কোন্‌টা অধিক সম্মানজনক—নীরবে মৃত্যুকে বরণ করা, না নিজের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য করিতে সমর্থ হওয়ার জন্য প্রকাশ্যে নিজেকে অপমানিত করা? তাহার নিজের জীবন রাষ্ট্রবিপ্লবের নিমিত্ত অধিক প্রয়োজনীয় ছিল বলিয়া সে আরলোভাকে বিসর্জন দিয়াছিল। সন্দেহ ভঞ্জন করার জন্য রুবাশভকে তাহার বন্ধুবান্ধব এই চরম যুক্তি দেখাইয়াছিল; ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে মজুত রাখা পেতি বুর্জোয়া নৈতিক উপদেশ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যাহারা ইতিহাসের চেহারা বদলাইয়া দিয়াছে তাহাদের পক্ষে এখানে সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকা ছাড়া আর কোন কাজ নাই। আরলোভা বলিয়াছিল—"আমাকে নিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তাই তুমি করতে পার।" সত্যই সে তাহা করিয়াছে। তাহা হইলে নিজের সম্বন্ধে আর বেশী বিচার, বিবেচনা কেন? আইভানভ বলিয়াছিল—"আগামী দশ বৎসরে আমাদের যুগের ভাগ্য নির্ণয় হইবে।" সে কি ব্যক্তিগত অসন্তোষ, ক্লান্তি এবং অহঙ্কারের জন্য আত্মগোপন করিতে পারে? আচ্ছা, আর যদিই

এমন হয় প্রকৃতপক্ষে এক নম্বরই স্থায়সঙ্গত কাজ করিতেছে? যদি অবশেষে সবকিছু সত্ত্বেও এইখানে এই ধূলা, রক্ত ও অসত্যের মধ্যেই ভবিষ্যতের ঐশ্বর্যময় মহৎ ভিত্তি স্থাপনা হয়? ইতিহাস কি চিরকালই এক অমানুষিক, নিষ্ঠুর অবিবেচক নির্মাতা নয়? সে কি চূণ, বালি ও জলের মত অসত্য, রক্ত এবং কর্দম্র মিশাইয়াই ইমারত খাড়া করে না?

নীরবে মৃত্যুকে বরণ করো—আঁধারে মিলাইয়া যাও—এ সকল বলা সোজা···।•

রুবাশভ হঠাৎ জানালা হইতে খানিক দূরে তৃতীয় কালো টালির উপর দাঁড়াইল। সে নিজে নিজেই বহু বার জোরে জোরে নীরবে "মৃত্যুকে বরণ করো"—এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছে; কথাগুলি যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত তার উপর জোর দিবার জন্যই বোধ হয় সে শ্লেষপূর্ণ নিন্দার সুরে বলিতেছে···।

আইভানভের প্রস্তাবকে অস্বীকার করিবে বলিয়া সে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। এতদিন তাহার বিশ্বাস ছিল যে, এই সিদ্ধান্তকে নড়াইবার জো নাই। কিন্তু সহসা সে বুঝিতে পারিল, আইভানভের প্রস্তাব একেবারে অগ্রাহ্য করিবার নয়। সে সত্যই কখনও আইভানভের প্রস্তাবকে অস্বীকার করিতে এবং রঙ্গমঞ্চ হইতে একটি কথা না বলিয়াও চলিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধেও তাহার সংশয় জাগিল।

৫

রুবাশভের দৈনন্দিন জীবনধারার যে উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল তাহা অব্যাহতই রহিল। একাদশ দিবসের সকালে প্রথম তাহাকে ব্যায়ামের জন্য প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া হইল।

প্রাতরাশের কিছুক্ষণ পরই বৃদ্ধ ওয়ার্ডার তাহাকে লইতে আসিল, সঙ্গে সেই রক্ষী, যে সেদিন তাহাকে নাপিতের কাছে লইয়া গিয়াছিল। ওয়ার্ডার রুবাশভকে বলিল—আজ হইতে তাহাকে প্রত্যহ কুড়ি মিনিটের জন্য প্রাঙ্গণে ব্যায়াম করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। রুবাশভ ছিল প্রথম দলে, প্রাতরাশের পরই তাহাদের যাইতে হইত। ওয়ার্ডার তাহার পর নিয়মকানুনগুলি শুনাইল: হাঁটিবার সময় সঙ্গীর সহিত অথবা অন্য যে কোন কয়েদীর সহিত কথা বলা নিষিদ্ধ; পরস্পরকে কোন সঙ্কেত করা, লিখিত কোন সংবাদ বিনিময় করা অথবা গণ্ডীর বাহিরে পা দেওয়াও নিষেধ। নিয়মের কোনরূপ অমর্যাদা করিলে

ব্যায়ামের অধিকার হইতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বঞ্চিত করা হইবে; কোনরূপ গুরুতর আইন লঙ্ঘন করিলে অন্ধকার কুঠরিতে চার সপ্তাহ পর্যন্ত কয়েদ করিয়া রাখা হয়। কথা শেষ করিয়া ওয়ার্ডার রুবাশভের সেলের দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিলে তিন জন চলিতে আরম্ভ করিল। কয়েক পা গিয়া থামিয়া ওয়ার্ডার ৪০৬ নম্বরের দরজা খুলিল।

রুবাশভ দাঁড়াইয়াছিল দরজা হইতে কিছু দূরে ইউনিফর্ম-পরিহিত রক্ষীর পাশে। রিপ্ ভ্যান উইঙ্ক্ল শুইয়া আছে, সেলের ভিতর তাকাইয়া রুবাশভ তাহার পা দুখানি দেখিতে পাইল। তাহার পায়ে কালো বোতাম-দেওয়া বুটজুতা, পরিধানে চেক-কাটা প্যান্ট—নীচের দিকে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও সযত্নে ব্রাশ দিয়া ঝাড়ার ছাপ রহিয়াছে। ওয়ার্ডার আবার তাহার নিয়মগুলি শুনাইল: চেককাটা প্যান্টে ঢাকা পা দুটি যেন খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া নামিল। তার পরই চোখ মিট্‌মিট্ করিতে করিতে একটি ছোটখাটো লোক দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়িতে আবৃত। সুন্দর চিত্তাকর্ষক প্যান্টের সঙ্গে গায়ে একটি কালো ওয়েষ্টকোট, তাহাতে ধাতুনির্মিত ঘড়ির চেন, ওয়েষ্টকোটের উপরে কালো রঙের সুতির কোট। সে দরজার চৌকাঠে দাঁড়াইয়া নিতান্ত কৌতূহলে রুবাশভকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, তারপর বন্ধুভাবে মাথা ঝুঁকাইয়া রুবাশভকে ছোট্ট একটি নমস্কার করিল। তখন চার জনে চলিতে আরম্ভ করিল। রুবাশভ আশা করিয়াছিল এক জন অপ্রকৃতিস্থ লোক দেখিবে, কিন্তু এখন সে মত বদলাইল। একটু অস্থিরভাবে সে মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঁচকাইতেছে, বহু বৎসর অন্ধকার কুঠরিতে আবদ্ধ থাকার ফল বোধ হয়; কিন্তু তবু রিপ্ ভ্যানের চোখ দুটি স্বচ্ছ এবং শিশুসুলভ আন্তরিকতায় ভরা। একটু কষ্ট করিয়া হইলেও ছোট ছোট অচঞ্চল পদক্ষেপেই সে হাঁটিতেছিল এবং মাঝে মাঝে রুবাশভের দিকে বেশ বন্ধুভাবে তাকাইতেছিল। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় বৃদ্ধ রিপ্ ভ্যান হোঁচট খাইল; ঠিক সময়ে রক্ষী তাহার হাত ধরিয়া না ফেলিলে উল্টাইয়া পড়িয়া যাইত। রিপ্ ভ্যান অস্ফুট স্বরে কি বলিল রুবাশভ শুনিতে পাইল না; কিন্তু বুঝা গেল, সে তাহার বিনীত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে, কারণ রক্ষীটি বোকার মত দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। একটি খোলা গেটের ভিতর দিয়া তাহারা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল, অন্যান্য কয়েদীদের দু'জন দু'জন করিয়া দাঁড় করানো হইয়া গিয়াছে। প্রাঙ্গণের মাঝখানে রক্ষীরা দাঁড়াইয়া ছিল। সেখান হইতে দুটি ছোট্ট বংশীধ্বনি আসিতেই তাহারা হাঁটিতে সুরু করিল।

আকাশ বেশ পরিষ্কার, কেমন অদ্ভুত হাল্‌কা নীল, বাতাস স্বচ্ছ স্ফটিকের মত তুষারকণায় পূর্ণ। রুবাশভ তাহার কম্বল আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, এখন শীতে কাঁপিতে লাগিল। রিপ্‌ভ্যানের কাঁধের উপর একটি ধূসর রঙের জীর্ণ আচ্ছাদন, এইটা সে যখন প্রাঙ্গণে আসে তখন ওয়ার্ডার তাহার হাতে দিয়াছিল। সে নীরবে ছোট ছোট দৃঢ় পদক্ষেপে রুবাশভের পাশে পাশে হাঁটিতেছিল এবং মাঝে মাঝে মাথার উপর হাল্‌কা নীল আকাশের দিকে মিট্‌মিট্‌ করিয়া তাকাইতেছিল। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ধূসর রঙের কম্বলটি তাহাকে যেন ঘণ্টার মত ঘিরিয়া রহিয়াছে। রুবাশভ হিসাব করিয়া দেখিল কোন্ জানালাটি তাহার নিজের সেলের। অন্যান্য সব জানালার মতই তাহার সেলের জানালাও অন্ধকার এবং অপরিষ্কার, তাহার পিছনে কিছুই দেখা যায় না। খানিকক্ষণের জন্য রুবাশভ ৪০২ নম্বরের জানালার দিকে তাকাইয়া রহিল, কিন্তু সেখানেও দেখা গেল শুধু অন্ধকার, গরাদে-দেওয়া জানালার কাচ। ৪০২ নম্বরের বাহিরে ব্যায়াম করিতে আসার অনুমতি ছিল না, তাহাকে কখনও নাপিতের কাছে বা পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারের কাছেও লইয়া যাওয়া হইত না; রুবাশভ তাহাকে কখনও সেলের বাহিরে লইয়া যাইতে শুনে নাই।

তাহারা নীরবে ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণের চারিদিকে চক্রাকারে হাটিতেছিল। পাকা দাড়িগোঁফের আড়ালে রিপ্‌ভ্যানের ঠোঁট এমনভাবে নড়িতেছে যে বলিতে গেলে বাহির হইতে দেখাই যায় না। সে অস্ফুটস্বরে আপন মনে কি বলিতেছিল, রুবাশভ প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু পরে লক্ষ্য করিয়া শুনিল যে, রিপ্‌ভ্যান 'পৃথিবীর দুর্ভাগারা, তোরা জেগে ওঠ্'-এর সুরে গুন্ গুন্ করিতেছে। পাগল সে হয় নাই, কিন্তু সাত হাজার দিন ও রাত্রি বন্দী থাকিয়া সে একটু অদ্ভুত, খাপছাড়া হইয়া গিয়াছে। রুবাশভ তাহাকে আড়চোখে দেখিতে দেখিতে খানিকটা ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিল, বিশ বৎসর জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার পরিণতি কি হয়। কুড়ি বৎসর আগে মোটরগাড়ী ছিল দুষ্প্রাপ্য, তাহার আকার ছিল অদ্ভুত, তখন বেতার ছিল না, আজিকার রাজনৈতিক নেতাদের নামও ছিল অজানা। কেহ এই নূতন জনজাগরণের কথা, গুরুতর রাজনৈতিক বিচ্যুতি অথবা এই বিপ্লবী রাষ্ট্রকে যে বক্রকুটিল পথ বাহিয়া এবং বিহ্বল অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে, রামরাজ্যের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে এবং মানবজাতি দাঁড়াইয়া আছে তাহার প্রবেশপথে···।

অপরের মন দিয়া চিন্তা করার অভ্যাস যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও রুবাশভ দেখিল যে, তাহার প্রতিবেশীর মনের অবস্থা তাহার কল্পনার বাহিরে। আইভানভ অথবা এক নম্বর, এমনকি একচোখে চশমা-পরা অফিসারের মনও সে অনায়াসে কল্পনা করিতে পারে; কিন্তু রিপ্‌ভ্যান্ উইঙ্ক্‌লের বেলায়ই সে বিফল হইল। রুবাশভ আড়চোখে তাহার দিকে তাকাইতেই দেখিল বৃদ্ধও তখনই তাহার দিকে মুখ ঘুরাইয়াছিল; তাহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি। দুই হাতে কাঁধের উপরে কম্বল ধরিয়া, ছোট ছোট পা ফেলিয়া সে তাহার পাশে হাঁটিতেছে আর অস্ফুট স্বরে গুন্ গুন্ করিতেছে—'পৃথিবীর দুর্ভাগারা, তোরা জেগে ওঠ্'।

তাহাদিগকে যখন জেলের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল, তখন নিজের সেলের দরজায় পৌঁছিয়া বৃদ্ধ আর এক বার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাথা নোয়াইয়া রুবাশভকে অভিবাদন করিল। হঠাৎ তাহার চোখের ভাব বদলাইয়া গেল, একটা ভীতি ও হতাশায় তাহার চোখ মিট্‌মিট্ করিতে লাগিল। রুবাশভের মনে হইল বৃদ্ধ বোধ হয় চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিয়া উঠিবে, কিন্তু ওয়ার্ডার ততক্ষণে ৪০৬ নম্বরের দরজা সজোরে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। রুবাশভ নিজের সেলে ঢুকিয়াই দেয়ালের কাছে গেল; কিন্তু রিপ্‌ভ্যান উইঙ্ক্‌লের কোন সাড়া পাওয়া গেল না, রুবাশভের টোকার কোন উত্তরও সে দিল না।

ওদিকে ৪০২ নম্বর জানালায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিয়াছিল; সে তাহাদের ব্যায়াম সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব বিবরণ জানিতে চাহিল। বাতাসের ঘ্রাণ কেমন ছিল, বাহিরে কি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, না খুব বেশী শীত, অলিন্দে অন্য কোন কয়েদীর সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছে কি না বা সে শেষ পর্যন্ত রিপ্‌ভ্যান উইঙ্ক্‌লের সঙ্গে দু'চারটা কথা বলিতে পারিয়াছে কিনা—সমস্ত তাহাকে জানাইতে হইল। রুবাশভ ধৈর্যসহকারে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিল। ৪০২ নম্বরকে কখনও বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না, তাহার সহিত নিজেকে তুলনা করিয়া রুবাশভের মনে হইল—সে তো অনেক বেশী সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেছে। এ কথা মনে হইতেই ৪০২ নম্বরের জন্য তাহার বড় দুঃখ হইল এবং নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বলিয়াই অনুভব করিল।

পরদিন এবং তারও পরদিন প্রাতরাশের পর ঐ একই সময়ে হাঁটিবার জন্য রুবাশভকে লইয়া যাওয়া হইল। তাহার বেড়াইবার সময় সর্বদাই সঙ্গে থাকিত রিপ্‌ভ্যান। দু'জনে প্রাঙ্গণ ঘিরিয়া পাশাপাশি আস্তে আস্তে চলিত, দুই জনেরই

কাঁধের উপর কম্বল, দুই জনেই নীরব। রুবাশভ চিন্তামগ্ন, মাঝে মাঝে পাঁশনে চশমার ভিতর দিয়া মনোযোগ সহকারে অন্য কয়েদীদের দিকে বা জানালার দিকে তাকায়; আর বৃদ্ধ রিপ্‌ভ্যান—মুখে তার ক্রমশঃ বাড়ন্ত খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঠোঁটে শিশুসুলভ কোমল হাসি, তাহার সেই চিরন্তন গান গুন্ গুন্ করিয়া গায়।

তৃতীয় দিন পর্যন্ত একসঙ্গে বেড়ানো সত্ত্বেও তাহারা একটি কথাও বলে নাই, যদিও রুবাশভ দেখিয়াছে জেল-কর্মচারীরা নীরব থাকার নিয়ম খুব কঠোরভাবে প্রয়োগ করে না, এবং দলের অন্যান্য কয়েদীরা প্রায় অনর্গল পাশের সঙ্গীর সহিত কথা বলে। তাহারা সোজা সামনের দিকে তাকাইয়া প্রায় ঠোঁট না নড়াইয়াও কথা বলিত, কয়েদীদের এই বিশেষ কায়দা রুবাশভের নিকট অপরিচিত নয়।

তৃতীয় দিনে রুবাশভ তাহার নোট-বই ও পেন্সিল সঙ্গে আনিল; নোট-বই-খানা তাহার বাঁদিকের পকেট হইতে বাহির হইয়া আছে। মিনিট দশেক পরে তাহা বৃদ্ধের নজরে পড়িতেই তাহার চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রিপ্‌ভ্যান আড়চোখে চক্রের মাঝখানে তাকাইল, ওয়ার্ডাররা সেখানে দাঁড়াইয়া উত্তেজিত ভাবে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছে, মনে হইল কয়েদীদের দিকে তাহাদের বিশেষ মনোযোগ নাই। সে ক্ষিপ্রহস্তে রুবাশভের পকেট হইতে পেন্সিল ও নোট-বই টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া, ঘণ্টার আকারে গায়ে দেওয়া কম্বলের তলায় লুকাইয়া কি লিখিতে আরম্ভ করিল। তাড়াতাড়ি উহা শেষ করিয়া, কাগজটা ছিঁড়িয়া সে রুবাশভের হাতে গুঁজিয়া দিয়া, আবার লিখিয়া চলিল। রক্ষী তাহাদের দিকে নজর দিতেছে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া রুবাশভ ছেঁড়া পাতার দিকে তাকাইল। কিছুই লেখা নাই, শুধু একটি চিত্র: তাহারা যে দেশে রহিয়াছে সেখানকার একটি ভৌগোলিক নক্সা আশ্চর্য-রকম নিখুঁতভাবে আঁকা। তাহাতে প্রধান শহর, পাহাড় ও নদীগুলি দেখানো হইয়াছে আর মাঝখানে রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রতীক-চিহ্নিত একটি পতাকা।

আরও অর্ধপথ যাইবার পর ৪০৬ নম্বর দ্বিতীয় পাতাটি ছিঁড়িয়া রুবাশভের হাতে গুঁজিয়া দিল। ইহাতেও সেই আগের নক্সাটি আঁকা, রাষ্ট্রবিপ্লবকালীন দেশের হুবহু এক মানচিত্র। ৪০৬ নম্বর রুবাশভের দিকে তাকাইয়া কি ফল হয় জানিবার জন্য স্মিত মুখে অপেক্ষা করিয়া রহিল। রুবাশভ সেই দৃষ্টির সম্মুখে একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়া প্রশংসাসূচক কি ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিতেই বৃদ্ধ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চোখ টিপিল: "জানো আমি চোখ বন্ধ করেও আঁকতে পারি।"

রুবাশভ ঘাড় নাড়িল।

হাসিয়া বৃদ্ধ বলিল, "তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, না? কিন্তু আমি গত কুড়ি বছর যাবৎ এ অভ্যাস করছি।"

সে তাড়াতাড়ি রক্ষীদের একবার দেখিয়া লইয়া চোখ বুজিয়া এবং গতি পরিবর্তন না করিয়াই কম্বলের তলায় আর একটা নূতন পাতায় আঁকিতে আরম্ভ করিল। তাহার চোখ সজোরে টিপিয়া বন্ধ করা; অন্ধ লোকের মত চিবুক উঁচু করিয়া সে হাঁটিতেছে। রুবাশভ চিন্তিতভাবে রক্ষীদের দিকে তাকাইল। তাহার ভয় হইতেছিল যে, বৃদ্ধ হোঁচট খাইয়া অথবা লাইনের বাহিরে পড়িয়া না যায়। কিন্তু আর একটু যাইতেই বৃদ্ধের আঁকা শেষ হইয়া গেল—অন্যগুলি অপেক্ষা এটি একটু আঁকাবাঁকা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তেমনি নিখুঁত; শুধু দেশের মাঝখানে অঙ্কিত পাতাকার প্রতীকটি বেমানান বড়।

"এখন বিশ্বাস হ'ল ত?"—ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিয়া রিপ্‌ভ্যান রুবাশভের দিকে তাকাইয়া পরমানন্দে হাসিল। রুবাশভও ঘাড় নাড়িল। কিন্তু বৃদ্ধের মুখে ঘনাইয়া আসিয়াছে একটা অন্ধকার, রুবাশভ এই ভীতির ভাবটুকু বুঝিতে পারিল। যখনই রিপ্‌ভ্যানকে সেলের মধ্যে ঢুকাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তখনই এই ভাবটি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠে।

ফিস্‌ফিস্ করিয়া বৃদ্ধ বলিল, "কিন্তু উপায় নেই, আমাকে ভুল ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়েছিল।"

"সে আবার কি?"

রিপ্‌ভ্যান মৃদু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি ছাড়া পেলে আমাকে তারা ভুল স্টেশনে নিয়ে যায়। তারা ভেবেছিল আমি কিছু লক্ষ্য করিনি। যাক্, কাউকে বলো না যে, আমি জানি।" স্বর নামাইয়া সে চোখ টিপিয়া রক্ষীদের দেখাইয়া দিল।

রুবাশভ ঘাড় নাড়িল। একটু পরেই ভ্রমণের সমাপ্তি ঘোষণা করিয়া বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

ফটক দিয়া ঢুকিবার সময় তাহারা রক্ষীদের অলক্ষ্যে আর একবার কথা বলিবার সুযোগ পাইল। ৪০৬ নম্বরের চোখ আবার মেঘমুক্ত, আবার অন্তরঙ্গতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটু সহানুভূতির সহিত সে রুবাশভকে বলিল, "তোমার বেলাতেও বোধ হয় তাই হয়েছিল, না?"

রুবাশভ আবার ঘাড় নাড়ে।

"যাক্, আশা ছাড়া কখনও উচিত নয়। একদিন-না-একদিন আমরা ঠিক ওখানে পৌঁছব...।" রিপ্ ভ্যান রুবাশভের হাতে ভাঁজ-করা মানচিত্রটি ইসারায় দেখাইল।

তারপর সে রুবাশভের পকেটে নোট-বই ও পেন্সিলটা ঢুকাইয়া দিল। সিঁড়ি বাহিয়া উঠিবার সময় সে গুন্ গুন্ করিয়া আবার সেই চিরন্তন সুর ভাঁজিতেছে।

৬

আইভানভ-প্রদত্ত সর্ত শেষ হইবার আগের দিন সায়াহ্ন ভোজনের পরিবেশন-সময়ে রুবাশভের মনে হইল যেন অস্বাভাবিক কি একটা ব্যাপারের আভাস পাওয়া যাইতেছে। কেন তাহা সে নিজেই জানে না, নিত্যকার মত ঠিক সময়ে খাবার বিতরণ করা হইয়াছে, নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বিউগলের করুণ সুর বাজিয়াছে; কিন্তু তবু রুবাশভের মনে হইল আবহাওয়ায় কেমন একটা থমথমে ভাব। বোধ হয় আর্দালীদের মধ্যে একজন অন্যদিন অপেক্ষা বেশী অর্থসূচক দৃষ্টিতে রুবাশভের দিকে তাকাইয়াছিল; হয়ত বৃদ্ধ ওয়ার্ডারের কণ্ঠে একটা দুর্বোধ্য রেশ ছিল। এ সবই রুবাশভের নিকট রহস্যময় রহিয়া গেল, কিন্তু তবু সে কাজ করিতে পারিল না, বাতগ্রস্ত রোগী যেমন শরীরে বেদনা আরম্ভ হইবার পূর্বেই তাহার আভাস পায়, তেমনি রুবাশভও তাহার দেহের শিরা-উপশিরায় একটা টান অনুভব করিল।

দিনান্তে শেষ বিউগল-ধ্বনি মিলাইয়া যাইবার পর রুবাশভ গুপ্ত ছিদ্র-পথে অলিন্দে উঁকি দিয়া দেখিল বিদ্যুৎপ্রবাহ কম থাকায় বাল্‌বগুলির ঔজ্জ্বল্য অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে, টালির উপর অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল আলো পড়িতেছে, অলিন্দের নিস্তব্ধতা আরও গাঢ়, আরও হতাশাব্যঞ্জক। রুবাশভ বাঙ্কে শুইয়া পড়িল, আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, জোর করিয়া কয়েক পংক্তি লিখিল, সিগারেটের টুক্‌রাটুকু নিভাইয়া ফেলিয়া নূতন আর একটি ধরাইল। জানালা দিয়া নীচে প্রাঙ্গণে দেখা যায় বরফ গলিতেছে, ক্রমশঃ তাহা মলিন ও কোমল হইয়া উঠিয়াছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বিপরীত দিকে প্রাচীরের উপর সঙ্গীন লইয়া প্রহরী টহল দিতেছে। আর একবার গুপ্ত ছিদ্র দিয়া রুবাশভ অলিন্দে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; শুধু নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, আর বৈদ্যুতিক আলো।

অনেক বেশী রাত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও এবং তাহার অভ্যাসবিরুদ্ধ হইলেও সে ৪০২ নম্বরের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিল—"কি ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?"

কিছুক্ষণ কোন উত্তর নাই, রুবাশভ হতাশচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তারপরই উত্তর আসিল—অন্যদিনের চেয়ে শান্ত ও ধীর উত্তর : "না ; তুমিও বুঝতে পারছ ?"

"বুঝতে পারছি ? কি বুঝতে পারছি ?" রুবাশভ গভীরভাবে নিশ্বাস ফেলিল ; সে বাঙ্কে শুইয়া পাঁশনে চশমা দিয়া দেয়ালে আস্তে আস্তে টোকা দিতেছিল।

৪০২ নম্বর আবার খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিল। তারপর সে এত আস্তে টোকা দিল যে, মনে হইল সে যেন খুব মৃদুস্বরে কথা বলিতেছে : "তোমার পক্ষে ঘুমিয়ে থাকাই ভাল হবে··· ।"

রুবাশভ চুপ করিয়া বাঙ্কে পড়িয়া রহিল। তাহার লজ্জা করিতে লাগিল—৪০২ নম্বর তাহার সঙ্গে অভিভাবকের মত কথা বলিতেছে। দেয়ালের সামনে হাতখানা অর্ধেক তুলিয়া সে পাঁশনেটা ধরিয়া রাখিয়াছে, অন্ধকারে চিৎ হইয়া শুইয়া সে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। বাহিরে নিস্তব্ধতা এমন ঘন জমাট বাঁধিয়া আছে যে, মনে হয় কানের কাছে উহার গুঞ্জন শুনা যায়। হঠাৎ দেয়ালে আবার টক্ টক্ শব্দ হইল : "অদ্ভুত !—তুমিও সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছ··· ।"

রুবাশভ বাঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়া টোকা দিল—"কি অনুভব করেছি ? একটু বুঝিয়ে বল তো।"

৪০২ নম্বর যেন ভাবিয়া দেখিতেছে মনে হইল ; একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে জানাইল—"আজ রাত্রে রাজনৈতিক মতভেদের মীমাংসা হবে।"

রুবাশভ বুঝিতে পারিল। অন্ধকারে দেয়ালে ঠেসান দিয়া বসিয়া আরও কিছু শুনিবার অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু ৪০২ নম্বর আর কিছু বলে না। খানিকক্ষণ পর রুবাশভই টোকা দিল—"প্রাণদণ্ড ?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর আসিল—"হ্যাঁ।"

"কি করে জানলে তুমি ?"

"ঠোঁটকাটার কাছ থেকে।"

"কখন হবে ?"

"জানি না," তারপরই একটু থামিয়া—"শীগ্‌গিরই।"

"নাম জানো ?"

"না"—আবার একটু থামিয়া—"তোমার মত কয়েদী। রাজনৈতিক মতভেদ।"

রুবাশভ আবার শুইয়া পড়িয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর

পাঁশনে পরিয়া, ঘাড়ের নীচে হাত রাখিয়া স্থির হইয়া আবার শুইয়া পড়িল। বাড়ীটায় সমস্ত গতিবিধি যেন অন্ধকারে শ্বাসরোধ করিয়া আছে, একেবারে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।”

রুবাশভ কখনও ফাঁসি দেখে নাই; অবশ্য নিজে একবার প্রায় ফাঁসির মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু সে ত অন্তর্বিপ্লবের সময়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিয়মিত নিত্যকর্মের ধারায় ঐ ব্যাপারটি কেমন হয় তাহার সুস্পষ্ট ধারণা সে করিতে পারিল না। তাহার অস্পষ্ট একটা ধারণা আছে যে, রাত্রে মাটির নীচে কুঠরিতে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং অপরাধীকে ঘাড়ে গুলি করিয়া মারা হয়, কিন্তু ইহার বিশদ বিবরণ সে জানে না। পার্টিতে মৃত্যু কোন রহস্য নয়, ইহাতে অলৌকিক কোনও বিস্ময়ের নামগন্ধও ছিল না। মৃত্যু ছিল একটা যুক্তিসঙ্গত পরিণতি, একটি উৎপাদক মাত্র যাহা দিয়া গণনা এবং হিসাব-নিকাশ করা হয়। ইহা ছিল একটি নৈর্ব্যক্তিক ভাবমাত্র। মৃত্যু কথাটিরও উল্লেখ হইত কদাচিৎ। ফাঁসি শব্দটি ত ধরিতে গেলে ব্যবহার করাই হইত না। ইহার প্রচলিত ভাব-প্রকাশক শব্দ ছিল “দৈহিক বিলোপ”। “দৈহিক বিলোপ” কথাটিরও একটিমাত্র স্থূল অর্থ ছিল—রাজনৈতিক কর্মের বিরতি। মৃত্যুবরণ ছিল মাত্র একটি ক্রিয়া বা কোনও অনুষ্ঠানের অনুপূরক অংশমাত্র, ইহা কাহারও কৌতূহল উদ্রেক করিতে পারিত না। কোনও গাণিতিক সমীকরণের একটি উৎপাদকের কেবল যেরূপ আনুষ্ঠানিক সত্তা আছে, ইহারও তদ্রূপ সত্তা মাত্র ছিল। মৃত্যুর মধ্যে যে শরীরগত রূপ নিহিত ছিল, এখন আর তাহা নাই।

রুবাশভ পাঁশনের ভিতর দিয়া অন্ধকারের মধ্যে চাহিয়া রহিল। কাজ কি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে? না, এখনও আরম্ভ হয় নাই? সে জুতা-মোজা খুলিয়া ফেলিয়াছিল, কম্বলের অন্য প্রান্তে তাহার নগ্ন পা দুখানি অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া আছে। খুব অস্পষ্ট স্তব্ধতা এখন যেন আরও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ত সেই সঙ্গে শান্তিদায়ক কোলাহলের অভাব নয়; এই স্তব্ধতা যেন সমস্ত ধ্বনিকে গ্রাস করিয়া এবং শ্বাস রুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে, এ নিস্তব্ধতা যেন ঢাকের আঁট চামড়ার মত স্পন্দিত ও কম্পিত হইতেছে। রুবাশভ নিজের নগ্ন পায়ের দিকে তাকাইয়া আস্তে আস্তে পায়ের আঙুলগুলি নাড়াইতে লাগিল। কেমন যেন অদ্ভুত দেখাইতেছে, যেন ঐ শাদা পা দুখানির একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। একটা অস্বাভাবিক তীব্রতার সহিত রুবাশভ নিজের শরীর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল, পায়ের উপর কম্বলের ঈষদুষ্ণ স্পর্শ এবং

ঘাড়ের নীচে হাতের উপর মাথার চাপ অনুভব করিল। "দৈহিক বিলোপ" কোথায় ঘটে? রুবাশভের কেমন যেন একটা ধারণা হইল নীচে—যে সিঁড়িটা ঐ নাপিতের ঘরেরও পরে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে তাহার নীচেই উহা নিশ্চয় হয়। গ্লেটকিনের রিভলভার গুঁজিবার বেল্টের চামড়ার গন্ধ তার নাকে আসিল, ইউনিফর্মের মচ্‌মচ্‌ শব্দও যেন সে শুনিতে পাইল। গ্লেটকিন তাহার বধ্যকে কি বলিয়াছিল? "দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াও?" "অনুগ্রহ করে" কথাটুকুও কি সে যোগ করিয়াছিল? না, "ভয় পেও না, একটুও লাগবে না"—এই বলিয়াছিল? হয়ত বা যখন তাহারা হাঁটিতেছিল সেই সময়ই কোনরূপে সতর্ক না করিয়া পিছন হইতে হঠাৎ গুলি করিয়াছে—কিন্তু বধ্য ত সমানেই পিছন দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছিল। দাঁতের ডাক্তার যেমন সাঁড়াশী লুকাইয়া রাখে হয়ত তেমনি রিভলভারটা সে আস্তিনের নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। হয়ত অন্যেরাও সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহাদের মুখের ভাব কেমন ছিল? লোকটা কি সামনের দিকে পড়িয়াছিল, না পিছন দিকে? চীৎকার করিয়াছিল কি? হয়ত বা তাহাকে একেবারে শেষ করিয়া দিবার জন্য দ্বিতীয় বার গুলি করা প্রয়োজন হইয়াছিল।

রুবাশভ সিগারেট টানিতে টানিতে পায়ের আঙ্গুলগুলির দিকে তাকাইল। চারিদিক এত নিস্তব্ধ যে, সিগারেটের কাগজ পোড়ার শব্দটুকুও শোনা যায়। সিগারেটে একটা খুব জোরে টান দিয়া সে নিজেকেই সম্বোধন করিয়া বলিল, "যত সব পাগলামি।" এক আনা দামের সস্তা বাজে ক্ষুদ্র উপন্যাস। আসলে রুবাশভ কখনও 'দেহ বিলুপ্তি'র শব্দার্থের মূল বাস্তবতায় বিশ্বাস করে নাই। মৃত্যু, বিশেষতঃ নিজের মৃত্যু—সে ত একটা অশরীরী ক্রিয়ামাত্র। এখন বোধ হয় সব শেষ হইয়া গিয়াছে। যা অতীত, তার কোন অস্তিত্ব নাই। চারিদিক অন্ধকার, শান্ত; ৪০২ নম্বরও টোকা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে।

রুবাশভের মনে হইল, এই অস্বাভাবিক নীরবতা দূরীকরণের নিমিত্ত বাহিরে কেহ চীৎকার করিলেও ভাল হইত। রুবাশভ ঘ্রাণ লইল এবং অনুভব করিল যে, খানিকক্ষণ যাবৎ সে আরলোভার গায়ের গন্ধ পাইতেছে। এমনকি সিগারেটগুলিতেও তাহার গায়ের গন্ধ; আরলোভার ব্যাগের মধ্যে একটি চামড়ার কেস্‌ ছিল এবং সেই কেসের প্রতিটি সিগারেটে তাহার পাউডারের গন্ধ…। স্তব্ধতা তখনও অটুট রহিয়াছে। শুধু রুবাশভ নড়িতেই বাঙ্কটা অল্প একটু ক্যাঁচ করিয়া উঠিল।

রুবাশভ উঠিয়া আর একটা সিগারেট ধরাইবার কথা ভাবিতেছে, ঠিক এমন সময় আবার দেয়ালে টকটক্ শব্দ আরম্ভ হইল—"ওরা আসছে।"

রুবাশভ চুপ করিয়া শুনিল। কপালের শিরা দুইটির দপ্ দপ্ শব্দ কানে আসিল, আর কিছু না। সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। নিস্তব্ধতা আরও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। রুবাশভ পাঁশনে খুলিয়া টোকা দিল, "আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না···।"

খানিকক্ষণ ৪০২ নম্বর কোনও উত্তর দিল না। তারপরই সহসা সে খুব জোরে এবং তীব্রভাবে টোকা দিল—"৩৮০ নম্বর, পরের ঘরে খবরটা জানিয়ে দাও।"

রুবাশভ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। সে বুঝিতে পারিয়াছে, ৩৮০ নম্বরের প্রতিবেশীদের নিকট হইতে এগারটা সেলের মধ্য দিয়া খবরটি টোকার সাহায্যে আসিয়াছে। ৩৮০ হইতে ৪০২ নম্বর সেলের অধিবাসীরা অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার মধ্যে শব্দের সাহায্যে 'রিলে' খেলিয়াছে। অসহায় তাহারা, চারিটি দেয়ালের মধ্যে বন্দী, তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধতার এই ধারা। রুবাশভ বাঙ্ক হইতে লাফাইয়া পড়িয়া খালি পায়ে তাড়াতাড়ি অপর দিকে দেয়ালের কাছে বালতির পাশে দাড়াইয়া ৪০৬ নম্বরকে টোকা দিয়া জানাইল—"শোন, শোন, ৩৮০ নম্বরকে এখনই গুলি করে মারা হবে। তোমার পাশের ঘরে খবরটা চালান করে দাও।"

রুবাশভ কান পাতিয়া রহিল। বালতি হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, ইহার বাষ্প আরলোভার সৌরভকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কোন উত্তর নাই। রুবাশভ আবার তাড়াতাড়ি গিয়া বাঙ্কে উঠিয়া টোকা দিল—এবার আর পাঁশনে নয়, আঙ্গুলের গাঁট দিয়া: "৩৮০ নম্বর কে?"

তবু কোন উত্তর নাই। রুবাশভ আন্দাজ করিল যে, তাহার ন্যায় ৪০২ নম্বরও ঘড়ির দোলকের মত নিজের সেলের দুই দেয়ালের মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে। তাহার সেলের পর এগারটি সেলের অধিবাসীরা খালি পায়ে নিঃশব্দে দুই দেয়ালের মাঝে দ্রুতবেগে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। এবার ৪০২ নম্বর রুবাশভের দেয়ালের নিকট আসিয়া জানাইল: "ওরা ৩৮০ নম্বরকে তার দণ্ডবাক্য পড়ে শোনাচ্ছে। চালান করে দাও।"

রুবাশভ আবার সেই প্রশ্ন করিল, "৩৮০ নম্বর কে?"

কিন্তু ৪০২ নম্বর আবার চলিয়া গিয়াছে। রিপ্ ভ্যান উইঙ্কলকে খবরটা দিয়া কোন লাভ নাই, তবুও রুবাশভ সেলের যে দিকে বালতি রহিয়াছে সেই দিকে

দেয়ালের কাছে গিয়া সংবাদ জানাইয়া দিল। এ ধারাটি ভাঙ্গিলে চলিবে না, এই অনুভূতি—একটা অজানা কর্তব্যবোধ রুবাশভকে যেন ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। বালতির কাছে দাঁড়াইতে তাহার গা ঘিনঘিন করিতেছে। তাই আবার বিছানায় আসিয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তবু বাহির হইতে সামান্য এতটুকু শব্দও শোনা গেল না। শুধু দেয়ালে শব্দ হইতেছেঃ "ও সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে।"

"ও চীৎকার করে সাহায্য চাইছে"—রুবাশভ ৪০৬ নম্বরকে সংবাদটি দিয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। কিন্তু কিছুই শোনা যায় না। রুবাশভের ভয় হইতে লাগিল যে, এইবার বালতিটির কাছে গেলেই তাহার বমি আসিবে।

"তাকে ওরা নিয়ে আসছে। বেচারী চীৎকার করতে করতে হাত পা ছুঁড়ছে। চালান করে দাও খবরটা।"

৪০২ নম্বর তাহার কথা শেষ করিবার আগেই রুবাশভ জিজ্ঞাসা করিল, "ওর নাম কি?"

এবার উত্তর আসিল, "বগ্‌রভ্‌, বিপক্ষদলের লোক। খবরটা জানিয়ে দাও ওদিকে।"

রুবাশভের পা যেন সহসা ভারী হইয়া উঠিয়াছে। দেয়ালে হেলান দিয়া ৪০৬ নম্বরকে সে খবরটা দিল ঃ "রণপোত পোটেম্‌কিনের ভূতপূর্ব নাবিক, প্রাচ্য নৌবহরের অধিনায়ক ও রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রথম 'অর্ডার'ধারী, মাইকেল বগ্‌রভ্‌কে ওরা বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে।"

রুবাশভ কপালের উপর হইতে ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া বালতির নিকট গিয়া বমি করিয়া ফেলিল। তারপর কোনরকমে কথা শেষ করিল—"খবরটা চালান করে দাও।"

বগ্‌রভের চেহারাটা সে ঠিক স্মরণ করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার বিরাট শরীরের রেখাগুলি যেন স্পষ্ট চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল—তাঁহার কুৎসিত লম্বা দুটি হাত, তিলে-ভরা চওড়া, চ্যাপ্টা মুখ, অল্প একটু উপর দিকে তোলা নাক ১৯০৫ সনের পর নির্বাসনের সময় তারা দু'জন এক ঘরে ছিল। রুবাশভ তাহাকে পড়িতে, লিখিতে এবং ঐতিহাসিক চিন্তাধারার মূল তত্ত্বগুলি শিখাইয়াছিল। সেই সময় হইতে রুবাশভ যেখানেই থাকুক না কেন, বৎসরে অন্ততঃ দু'বার করিয়া সে একটা হাতে লেখা চিঠি পাইয়াছে, চিঠির শেষে "তোমারই কমরেড, আমরণ বিশ্বস্ত বগ্‌রভ্‌"—এই কথা কয়েকটি থাকিবেই।

"ওরা আসছে"—৪০২ নম্বর তাড়াতাড়ি টোকা দিল। এত জোরে সে টোকা দিয়াছে যে, রুবাশভ বিপরীত দিকে বালতির পাশের দেয়ালে মাথা হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়াও স্পষ্ট শুনিতে পাইল : "গুপ্ত ছিদ্রের কাছে দাঁড়াও। আঙ্গুল দিয়ে বাজনা বাজাও। তাড়াতাড়ি খবরটা চালান কর।"

রুবাশভ শক্ত হইয়া উঠিল। ৪০৬ নম্বরকে সংবাদটি দিল : "গুপ্ত ছিদ্রের কাছে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল দিয়ে বাজনা বাজাও। আর পাশের ঘরে খবর দাও।" অন্ধকারের মধ্যে সে তাড়াতাড়ি সেলের দরজার কাছে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। চারিদিক আগের মতই নিস্তব্ধ।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার দেয়ালে ধ্বনিত হইল, "এইবার!"

বারান্দা দিয়া ভাসিয়া আসিতেছে মৃদু, শূন্যগর্ভ বাজনার চাপা শব্দ। ইহা টোকাও নয়, হাতুড়ির শব্দও নয় : ৩৮০ নম্বর হইতে ৪০২ নম্বর সেলের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংঘবদ্ধ অধিবাসীরা অন্ধকারে দরজার পিছনে যেন 'সম্মানার্থে' সার দিয়া দাঁড়াইয়া আঙ্গুলের সাহায্যে দূর হইতে ভাসিয়া আসা ঢাকের গম্ভীর ও চাপা আওয়াজের মত শব্দ করিতেছে। রুবাশভ গুপ্ত ছিদ্রে চোখ লাগাইয়া দাঁড়াইয়া কংক্রীটের দরজায় দুই হাতে তালে তালে বাজাইয়া ঐকতানে যোগ দিল। তাহাকে বিস্মিত করিয়া ৪০৬ নম্বর সেল এবং তারও পরের সেল ঐ চাপা শব্দের ধূয়া ধরিল। রিপ্‌ভ্যান নিশ্চয় সব বুঝিতে পারিয়াছে, তাই সে-ও বাজনা বাজাইতেছে। ঐ সঙ্গে রুবাশভের দৃষ্টিপথের বাহিরে, বাঁদিকে কিছুদূর হইতে স্লাইডিঙের উপর লোহার দরজা ঠেলিয়া দিবার ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ কানে আসিল। বাঁদিকে বাজনা আর একটু জোর হইয়া উঠিয়াছে। রুবাশভ বুঝিতে পারিল, সাধারণ সেল এবং বিচ্ছিন্ন সেলের মাঝের লোহার দরজাটা খোলা হইয়াছে। চাবির গোছার ঝন্‌ঝন্ শব্দ হইল, এইবার দরজা আবার বন্ধ হইয়া গেল। এতক্ষণে তাহাদের পদধ্বনি আগাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, সেই সঙ্গে শোনা যায় টালির উপর পা পিছলানো ও হড়কানোর শব্দ। বাঁদিকের বাজনার তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, দৃঢ় চাপা শব্দ। রুবাশভের দৃষ্টি যতদূর চলে, অর্থাৎ ৪০১ হইতে ৪০৭ নম্বরের সম্মুখভাগ পর্যন্ত তখনও শূন্য। হড়হড়, ক্যাচকোঁচ শব্দ দ্রুত নিকটে আসিতেছে। শিশুর ঘ্যানঘ্যানানির মত একটা একঘেয়ে চাপা ক্রন্দনের আওয়াজও সে এবার স্পষ্ট শুনিতে পাইল। পদক্ষেপ দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে, বাঁদিকে বাজনা একটু অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ডানদিকে এবার উহা উচ্চতর গ্রামে উঠিল।

রুবাশভও বাজাইতেছে। ক্রমশঃ স্থান, কাল সমস্ত ভুলিয়া সে শুধু শুনিতে লাগিল জংলীদের ঢাকের শূন্যগর্ভ আওয়াজ, কিংবা যেন খাঁচার গরাদের পিছনে দাঁড়াইয়া একদল বাঁদর বুক চাপড়াইয়া তুমতুম শব্দ করিতেছে। গুপ্ত ছিদ্রে চোখ লাগাইয়া, পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া বাজানোর তালে তালে উঠিতেছে নামিতেছে। আগের মতই চোখে পড়ে অলিন্দের বিদ্যুৎ-বাল্‌বের বিবর্ণ পীতাভ আলো। ৪০১ নম্বর হইতে ৪০৭ নম্বর সেলের লোহার দরজা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু বাজনার শব্দ উচ্চতর হইতেছে, জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দ, এক-ঘেয়ে নাকী কান্নার সুর নিকটে আসিতেছে। সহসা তাহার দৃষ্টিপথে আসিল কয়েকটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি, উহারা আসিয়া পড়িয়াছে। রুবাশভ বাজনা থামাইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মুহূর্তমধ্যেই তাহারা দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেল।

ঐ কয়েক মুহূর্তে রুবাশভ যাহা দেখিয়াছিল তাহা তাহার স্মৃতিতে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। ম্লান আলোয় দুইটি আব্‌ছা মূর্তি তাহার সেলের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। দু'জনেই ইউনিফর্ম-পরিহিত, লম্বা-চওড়া এবং অস্পষ্ট। তৃতীয় একটি লোককে তাহার হাতের নীচে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। মাঝের লোকটি শিথিল অথচ পুতুলের ন্যায় আড়ষ্টভাবে লোক দুটির হাতের মধ্যে ঝুলিয়া আছে; লম্বা হইয়া ঝুলিতেছে, মাটির দিকে তাহার মুখ নামানো, পেটটা নীচের দিকে বাঁকানো। পা দুখানি পিছনে হেঁচড়াইয়া চলিয়াছে, জুতার অগ্র-ভাগ মাটিতে ঘষিতেছে। এই কর্কশ শব্দই রুবাশভ দূর হইতে শুনিতে পাইয়াছিল। ঈষৎ শুভ্র অলকগুচ্ছের খানিকটা অবনত মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, মুখ-খানা খোলা। মুখের উপর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমিয়াছে। মুখ হইতে সূক্ষ্ম-রেখায় চিবুক বাহিয়া লালা গড়াইতেছে। লোকটিকে রুবাশভের দৃষ্টির বাহিরে অলিন্দ দিয়া ডানদিকে লইয়া যাওয়ার পর ঘ্যানঘেনে কান্নার শব্দ ক্রমশঃ মিলাইয়া গেল। শুধুমাত্র দূরাগত প্রতিধ্বনির মত উ-আ-অ, তিনটি বেদনাভরা স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু অলিন্দের শেষে নাপিতের দোকানের নিকট মোড় ফেরার সময় বগ্‌রভ্‌ দুই বার চীৎকার করিয়া উঠিল। এইবার রুবাশভ শুধু এক একটা বর্ণ নয়, পুরা শব্দটাই শুনিতে পাইল। উহা তাহারই নাম— স্পষ্ট শুনিতে পাইল 'রু-বা-শভ'।

তারপর যেন একটা সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। নিত্যকার মত বৈদ্যুতিক আলোগুলি জ্বলিতেছে। অলিন্দও প্রতিদিনের মত

শূন্য। ৪০৬ নম্বর শুধু দেয়ালে টোকা দিতেছে : "পৃথিবীর দুর্ভাগারা, তোরা জেগে ওঠ্"।

নিজের অজ্ঞাতেই কখন আবার রুবাশভ বাঙ্কে উঠিয়া শুইয়াছে। বাজনার রেশ তখনও তাহার কানে বাজিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সত্য সত্যই নীরবতা নামিয়া আসিয়াছে, মনে হইতেছে সর্বত্র শূন্য শিথিল। ৪০২ নম্বর খুব সম্ভব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বগ্রভ্, অথবা বগ্রভের অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা নিশ্চয় এতক্ষণে নিস্পন্দ, মৃত।

"রুবাশভ, রুবাশভ!..." ঐ অন্তিম চীৎকার তাহার কর্ণপটহে অগ্নি-অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া গেল। চাক্ষুষ ছবিখানা ততখানি পরিষ্কার নয়। তাহার দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য যে লোকটিকে হেঁচড়া টানে লইয়া যাওয়া হইল উহার সহিত তাহার পরিচিত বগ্রভের কোন সাদৃশ্যই সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। ঐ বগ্রভ্ আর এই লোকটি? ইহার মুখ ভিজা, পা দুখানি আড়ষ্টভাবে ঝুলিতেছে। সহসা বগ্রভের সাদা চুলের কথা তাহার মনে পড়িল। বগ্রভ্কে তাহারা এ কি করিয়াছে, তাহারা ঐ শক্তিশালী নাবিকের প্রতি এমন কি আচরণ করিয়াছে যাহাতে তাহার কণ্ঠ হইতে ঐ শিশুসুলভ কান্নার সুর বাহির হইল? আরলোভাকে যখন অলিন্দ দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন সে-ও কি ঠিক এমনিভাবে নাকীসুরে কাঁদিয়াছিল?

রুবাশভ উঠিয়া সুপ্ত ৪০২ নম্বরের সেলের দেয়ালে কপাল রাখিয়া হেলান দিয়া বসিল। তাহার ভয় হইল সে আবার অসুস্থ হইয়া পড়িবে। আজ পর্যন্ত সে কখনও আরলোভার মৃত্যু সম্পর্কে এমন বিশদভাবে কল্পনা করে নাই। এত-দিন তাহার নিকট উহা একটা ভাবজগতের ব্যাপার মাত্র ছিল, উহা তাহার মনে একটা তীব্র অস্বস্তির ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার নিজের আচরণের ঔচিত্য সম্বন্ধে সে কখনও সংশয়বোধ করে নাই। একেবারে পাকস্থলীতে মোচড় দিয়া বমি আসিতেছে, কপাল ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে—এই অসুস্থতার মধ্যে তাহার অতীতের চিন্তাধারা নিছক পাগলামি বলিয়া মনে হইল। বগ্রভের কান্না তার গাণিতিক সমীকরণকে এলোমেলো করিয়া দিয়াছে। এতদিন পর্যন্ত আরলোভা ছিল ঐ সমীকরণের একটি অঙ্গ মাত্র; যাহা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তাহার তুলনায় একটি অতি ক্ষুদ্র অঙ্গ। কিন্তু এখন আর সে সমীকরণ রহিল না। উঁচু হীলের জুতা-পরা আরলোভার পা দুখানি অলিন্দ ধরিয়া ঘষিতে ঘষিতে যাইতেছে, এই চিত্র কল্পনা করিতেই গণিতশাস্ত্রানুমোদিত সমতা ওলটপালট

হইয়া গেল। সেই নগণ্য অঙ্কই এখন একেবারে অপরিমেয়, অসীম। বগ্‌রভের নাকী সুরে কান্না, রুবাশভের নাম ধরিয়া ডাকিতে তাহার কণ্ঠ হইতে যে অমানুষিক স্বর বাহির হইয়াছিল তাহা এবং আঙ্গুল দিয়া ঢাক বাজানোর সেই চাপা শব্দ তাহার কানের মধ্যে যেন সমস্বরে তান তুলিয়াছে। তরঙ্গলহরী যেমন নিমজ্জমান লোকের ঘড়্ ঘড়্ শব্দকে ছাপাইয়া উঠে তেমনি ভাবে ন্যায়ের ক্ষীণ কণ্ঠকে রোধ করিয়া মারিয়া ফেলা হইল।

পরিশ্রান্ত রুবাশভ বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল, মাথা দেয়ালে হেলানো, পাঁশনে চশমাজোড়া নিমীলিত চোখের উপর।

৭

রুবাশভ ঘুমের মধ্যে গোঙাইয়া উঠিল, তাহার প্রথম গ্রেপ্তারের স্বপ্ন আবার দেখা দিয়াছে। যে হাতটা বিছানা হইতে আল্‌গা ভাবে ঝুলিয়া ছিল, তাহা তাহার ড্রেসিং-গাউনের আস্তিন খুঁজিতেছে। শেষ পর্যন্ত আঘাত আসিয়া লাগার জন্য সে অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু আঘাত আসিল না।

তাহার পরিবর্তে রুবাশভের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কারণ তাহার ঘরের বৈদ্যুতিক আলোটা সহসা জ্বলিয়া উঠিল। তাহার বিছানার পাশেই দাঁড়াইয়া একটি মূর্তি তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। রুবাশভ বোধ হয় খুব বেশী হইলে পনর মিনিটও ঘুমায় নাই। কিন্তু ঐ স্বপ্নের পর প্রকৃতিস্থ হইতে বরাবরই তাহার বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগিয়া যায়। উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিট্‌মিট্ করিতে লাগিল, তাহার চিন্তাধারা সেই অভ্যস্ত কল্পনার মধ্যে হাতড়াইয়া ফিরিতে লাগিল, যেন সে অচেতন অবস্থায় কোন এক কাজ সম্পন্ন করিতেছে। সে একটা সেলে রহিয়াছে, কিন্তু শত্রুর দেশে নয়, শত্রুর দেশ তো সে শুধু স্বপ্নেই দেখিয়াছে। কাজেই সে এখন মুক্ত—কিন্তু তাহার বিছানার উপর-দিকে টাঙানো এক নম্বরের রঙীন চিত্রটি ত নাই এবং ঐ ওদিকে বালতিটা দেখা যায়। তা ছাড়া আইভানভ তাহার শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার মুখের উপর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতেছে। এও স্বপ্ন নাকি? না, আইভানভ বাস্তবিকই দাঁড়াইয়া, বালতিটাও সত্য। সে তাহার নিজের দেশেই, কিন্তু উহা এখন শত্রুর দেশ হইয়া গিয়াছে। এবং তাহার এককালের বন্ধু আইভানভও আজ শত্রু। আরলোভার নাকী সুরে কান্নাটুকুও স্বপ্ন নয়। কিন্তু না, না, আরলোভা নয়, বগ্‌রভ্‌কে একটা প্রাণহীন পুতুলের ন্যায় টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কমরেড বগ্‌রভ্, আমরণ বিশ্বস্ত বন্ধু—সে বগ্‌রভের নাম ধরিয়াই

ডাকিয়াছিল, তাহার সে ডাকা স্বপ্ন নয়। আরলোভা কিন্তু বলিয়াছিল, "তুমি আমাকে নিয়ে যা খুশী করতে পারো…।"

আইভানভ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে ?"

উজ্জ্বল আলোয় রুবাশভের চোখ যেন ঝলসাইয়া যাইতেছে। সে আইভানভের দিকে মিট্‌মিট্ করিয়া তাকাইয়া বলিল, "আমার ড্রেসিং-গাউনটা দাও।"

আইভানভ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে—রুবাশভের মুখের ডানদিকটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। আইভানভ প্রশ্ন করিল, "একটু ব্রাণ্ডি খাবে কি ?" তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গুপ্ত ছিদ্রের কাছে গিয়া আইভানভ অলিন্দের দিকে তাকাইয়া চেঁচাইয়া কি বলিল। রুবাশভের দৃষ্টি আইভানভকে অনুসরণ করিল, তখনও সে মিট্‌মিট্ করিয়া তাকাইতেছে। তাহার হতবুদ্ধির ভাব যেন কাটিবে না। জাগিয়া থাকিয়াও সে যেন একটা আব্‌ছা কুয়াসার মধ্য দিয়া সব দেখিতেছে, শুনিতেছে ও চিন্তা করিতেছে।

"তোমাকেও গ্রেপ্তার করেছে নাকি ?"

আইভানভ শান্তস্বরে উত্তর দেয়, "না, আমি তোমাকে শুধু দেখতে এসেছি। মনে হচ্ছে তোমার জ্বর হয়েছে।"

"একটা সিগারেট দাও তো", খুব জোরে জোরে দুই-তিনটা টান দিবার পর রুবাশভের দৃষ্টি পরিষ্কার হইয়া আসিল। সে আবার শুইয়া পড়িয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। এক বোতল ব্রাণ্ডি ও একটা গ্লাস লইয়া একজন ওয়ার্ডার সেলের দরজা খুলিয়া ভিতরে আসিল। এবার সেই বৃদ্ধ ওয়ার্ডার নয়, ইউনিফর্ম-পরিহিত একটি কৃশ তরুণ, চোখে স্টীল ফ্রেমের চশমা। সে আইভানভকে অভিবাদন করিয়া তাহার হাতে ব্রাণ্ডি ও গ্লাসটা দিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গলিপথে তাহার পদশব্দ ক্রমশঃ মিলাইয়া গেল।

আইভানভ রুবাশভের বাঙ্কের ধারে বসিয়া গ্লাসে ব্রাণ্ডি ঢালিয়া বলিল, "খেয়ে নাও।" রুবাশভ নিঃশেষে সবটুকু পান করিল। এইবার তাহার মাথার আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া যাইতেছে, সব ঘটনা ও পাত্র—তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেপ্তার, আরলোভা, বগ্‌রভ্, আইভানভ—নিজের নিজের স্থান ও কালে গুছাইয়া বসিল।

আইভানভ জিজ্ঞাসা করিতেছে, "খুব ব্যথা করছে কি ?"

"না।" রুবাশভ শুধু একটি ব্যাপার এখনও বুঝিতে পারিতেছে না—আইভানভ তাহার সেলে কি করিতেছে ?

"তোমার গাল তো দেখছি বড় বেশী ফুলে উঠেছে। বোধ হয় জ্বরও হয়েছে।"

রুবাশভ বাঙ্ক হইতে নামিয়া গুপ্ত ছিদ্রের ভিতর দিয়া জনশূন্য গলিপথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া না যাওয়া পর্যন্ত সে সেলের ভিতর দু'একবার পায়চারিও করিয়া লইল। আইভানভ বাঙ্কের ধারটিতে ধৈর্যভরে বসিয়া ধূম্রবলয় রচনা করিতেছিল; রুবাশভ তাহার সামনে থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কি করছ?"

"আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। আবার শুয়ে পড়। আরও খানিকটা ব্রাণ্ডি খেয়ে নাও।"

রুবাশভ পাঁশনের ভিতর দিয়া ব্যঙ্গভরে বিড়বিড় করিয়া বলিল, "এতক্ষণ ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছিল যে, তুমি ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই এসব করছ। কিন্তু এখন দেখছি তুমি নেহাতই বদমায়েস। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

আইভানভের নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, সে বলিল, "দয়া করে তোমার এই কথাগুলোর কারণ বলবে?"

রুবাশভ ৪০৬ নম্বরের দিকে দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আইভানভের দিকে চোখ নামাইল। আইভানভ সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তে সিগারেট টানিতেছে।

"প্রথম কথা, আমার সঙ্গে বগ্‌রভের কিরূপ বন্ধুত্ব ছিল তা তোমরা জানতে। তাই যত্ন করে এই ব্যবস্থাটি করেছিলে যে, বগ্‌রভ্ বা তার দেহাবশিষ্ট যা-কিছু থাকে তা তার শেষযাত্রার সময় যেন আমার সেলের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ যেন আমাকে সব মনে করিয়ে দেবার জন্য। এ দৃশ্য যাতে আমার চোখ না এড়ায় সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে আগেই বগ্‌রভের প্রাণদণ্ডের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তোমরা ধরে নিয়েছিলে যে, আমার প্রতিবেশীরা টোকা দিয়ে আমাকে খবরটা জানিয়ে দেবে। আর হ'লও ঠিক তাই। চালকের আর একটি চাতুরী হ'ল বগ্‌রভ্‌কে টেনে নিয়ে যাওয়ার ঠিক পূর্বক্ষণে আমি যে এখানে আছি সে কথাটি তাকে জানিয়ে দেওয়া—তোমরা আরও অনুমান করেছিলে যে, এই শেষ আঘাতটিতে বগ্‌রভের মনোভাবের অন্ততঃ খানিকটাও তার কথায় প্রকাশ পাবে। হয়েছেও ঠিক তাই। এই সমস্তটা ব্যাপারই আমাকে ভগ্নোদ্যম করে দেবার জন্য ভেবেচিন্তে করা হয়েছে। সেই অন্ধকার মুহূর্তে পরিত্রাতারূপে উদিত হলেন কমরেড আইভানভ, হাতে একটা ব্রাণ্ডির বোতল নিয়ে। তারপর অভিনীত হ'ল মিলনের মর্মস্পর্শী দৃশ্য, আমরা পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের মর্মস্পর্শী পূর্বস্মৃতির কথা আলোচনা করলাম

আর সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বীকারোক্তি লেখা কাগজটিতেও সই করে দিলাম। একটু পরেই বন্দী আমি শান্তিময়, মৃদু তন্দ্রার কোলে ঢলে পড়লাম। কমরেড আইভানভ স্বীকারোক্তিটা পকেটস্থ করে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল এবং কয়েকদিন পরই তার পদোন্নতি হ'ল···এখন দয়া করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।"

আইভানভ একটুও নড়িল না। শূন্যে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে একটু হাসিয়া তাহার সোনায় বাঁধানো দাঁতটি দেখাইল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি সত্যি বিশ্বাস আমার মন এত অপরিণত অবস্থায় আছে? কিংবা আর একটু স্পষ্ট করে বলি : সত্যি কি তোমার ধারণা আমি এত কাঁচা মনস্তত্ত্ববিদ্?"

রুবাশভ অবজ্ঞার সহিত কাঁধ দুটি একটু কুঁচকাইয়া বলিল, "তোমার এই সব চালাকিতে আমার বিরক্তি ধরে গেছে। মুশকিল হয়েছে আমি তোমাকে ঘাড় ধরে বার করে দিতে পারছি না। তোমার যদি বিন্দুমাত্রও ভদ্রতাবোধ থাকে তো তুমি আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। তুমি ভাবতেও পারবে না তোমাদের সকলের প্রতিই আমার কি বিতৃষ্ণা।"

আইভানভ মেঝের উপর হইতে গ্লাসটি তুলিয়া ব্রাণ্ডি ঢালিয়া পান করিল। তারপর বলিল, "আমি একটা চুক্তির প্রস্তাব করছি। কোনরকম বাধা না দিয়ে আমাকে পাঁচ মিনিটের জন্য কথা বলতে দাও আর মাথা ঠাণ্ডা করে শোন আমি কি বলি। তারপরও যদি তুমি আমাকে বেরিয়ে যেতে বলো তো আমি চলে যাব।"

"বেশ, কি বলবে বল, আমি শুনছি।"—আইভানভের বিপরীত দিকে দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া রুবাশভ ঘড়ি দেখিল।

"প্রথমতঃ, তোমার যা যা সন্দেহ বা মনের ভুল থাকার সম্ভাবনা সেগুলোকে দূর করে নিই : বগ্‌রভ্‌কে সত্যিই গুলি করে মারা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, সে অনেক মাস ধরে জেলে ছিল আর শেষের দিকে বহু দিন তার প্রতি খুব অত্যাচারও করা হয়। এ কথা যদি তুমি প্রকাশ্য বিচারে বলো বা এমনকি যদি টোকার সাহায্যে তোমার প্রতিবেশীদের জানাও তা হলে কিন্তু আমার দফা শেষ। বগ্‌রভের প্রতি কেন এমন ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্বন্ধে পরে বলব। তৃতীয়তঃ, ইচ্ছা করেই বগ্‌রভ্‌কে তোমার সেলের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তুমি যে এখানে আছ সে কথাও তাকে বলা হয়। চতুর্থ কথা, তুমি যাকে ঘৃণ্য ছলনা বলছ তা আমার দ্বারা হয়নি, আমার বিশেষ আদেশের বিরুদ্ধে গ্লেটকিনই এসব ব্যবস্থা করেছে।"

আইভানভ একটু চুপ করিল। রুবাশভ দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না।

আইভানভ আবার বলিতে সুরু করিল, "আমি কখ্খনো এমন ভুল করতাম না। এ তোমার প্রতি কোনরকম সমবেদনা দেখানোর জন্য নয়, পরন্তু আমার কূটনীতি এবং তোমার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে, এ তার বিরুদ্ধ বলে'। সম্প্রতি বিশ্বপ্রেম, মানবহিতৈষণা এবং ঐ ধরণের আরও কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে তোমার একটা ভাবদ্যোতক ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া আরলোভার কাহিনী এখন তোমার মনের মধ্যে চেপে বসে আছে।* এটা বোঝা গিয়েছিল যে, বগ্রভের দৃশ্যটি তোমার নৈরাশ্য এবং ভাবপ্রবণতাকে তীব্রতর করে তুলবে ; গ্লেটকিনের মত মনস্তত্ত্বে আনাড়ি লোকই শুধু এ ভুল করতে পারে। গ্লেটকিন গত দশ দিন যাবৎ তোমার প্রতি 'কঠোর প্রণালী' প্রয়োগ করা উচিত বলে বলে আমার কানে তালি লাগিয়ে দিয়েছে। তুমি ওকে তোমার মোজার ফুটোগুলি দেখিয়েছিলে বলে ও তোমাকে দেখতে পারে না। দ্বিতীয় কথা, চাষীদের সঙ্গেই কারবার ক'রে ওর অভ্যাস কিনা···। আচ্ছা, এই তো গেল বগ্রভের ব্যাপারের ব্যাখ্যা। ব্রাণ্ডি আনবার হুকুম অবশ্য আমি দিয়েছিলাম, কারণ তোমার ঘরে এসে দেখি তুমি পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ হও নি। তোমাকে মাতাল করে আমার কোন লাভ নেই। তোমাকে মনে কোনরকম আঘাত পাবার সুযোগ দিয়েও আমার কোন লাভ হবে না। এ সবে বরং তোমার দাম্ভিকতাকে বাড়িয়েই দেয়। তুমি সংযত হও ও ন্যায়পথে চলো এই আমি চাই। আমার একমাত্র স্বার্থ, তোমার 'কেস' সম্বন্ধে তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে স্থিরভাবে ভেবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হও ; কারণ যখন তুমি সমস্ত ব্যাপারটা পুরোপুরি ভেবে দেখবে তখন—কেবল তখনই, তুমি আত্মসমর্পণ করবে···।"

রুবাশভ শুধু কাঁধ ঝাঁকাইল ; কিন্তু সে কিছু বলিবার আগেই আইভানভ তাড়াতাড়ি বলিতে আরম্ভ করিল, "আমি জানি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তুমি আত্মসমর্পণ করবে না। কিন্তু আমার শুধু একটা কথার উত্তর দাও : যদি তুমি আত্মসমর্পণের যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার এবং শেষ পর্যন্ত তার বাস্তব ন্যায্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হও, তা হলে কি আত্মসমর্পণ করবে ?"

রুবাশভ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না। তাহার কেমন একটা অস্পষ্ট ধারণা হইল যে, তাহাদের আলোচনা এমন এক মোড় লইয়াছে যেদিকে আলোচনা চলিতে দেওয়া তাহার উচিত হয় নাই।

পাঁচ মিনিট কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে এখনও আইভানভকে বাহির করিয়া দেয় নাই। তাহার মনে হইল শুধু এই ব্যাপারটুকুতেই যেন সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে—বগ্রভের প্রতি, আরলোভার প্রতি এবং রিচার্ড ও খর্বকায় লীউইর প্রতি। আইভানভকে সে বলিল, "বেরিয়ে যাও, কোন লাভ হবে না আর থেকে।" এই মাত্র সে বুঝিতে পারিল যে, সে খানিকক্ষণ যাবৎ আইভানভের সামনে পায়চারি করিতেছে।

আইভানভ বাঙ্কের উপর বসিয়া আছে। সে বলিল, "তোমার কথার সুর থেকেই লক্ষ্য করছি, বগ্রভের ব্যাপারে আমার সম্বন্ধে তোমার যে ভুল ধারণা ছিল তা তুমি বুঝতে পেরেছ। তা হলে কেন চাইছ যে, আমি চলে যাই? আমি যে প্রশ্ন করলাম তার উত্তর দিচ্ছ না কেন?…" সে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যঙ্গভরে রুবাশভের মুখের দিকে তাকাইল; তারপর ধীরে ধীরে প্রতিটি কথার উপর জোর দিয়া বলিল, "এর কারণ, তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছ। কারণ আমার চিন্তা ও তর্কের ধারা যা, তোমার নিজেরও যে তাই, তুমি নিজের মস্তিষ্কে তারই প্রতিধ্বনি শুনে ভয় পাচ্ছ। এক মুহূর্তের মধ্যেই তুমি চীৎকার করে বলে উঠবে, শয়তান, আমার পেছনে থাক…।"

রুবাশভ উত্তর দিল না। সে আইভানভের সামনে জানালার ধারে এদিক-ওদিক পায়চারি করিতেছে। তাহার মনে হইল সে অসহায়, এবং পরিষ্কারভাবে তর্ক করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। নিজের অপরাধ সম্বন্ধে চেতনা—আইভানভ যাহাকে নাম দিয়াছে 'নৈতিক দাম্ভিকতা', ইহা তর্কশাস্ত্রের সূত্র দিয়া প্রকাশ করা যায় না, ইহার স্থান যেন 'ব্যাকরণের কুহেলিঘেরা' রাজ্যে। সেই সঙ্গে আবার একথাও সত্য যে, আইভানভের প্রতিটি বাক্য সত্যই তাহার মনে প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলিয়াছে। তাহার মনে হইল এই আলোচনায় নিজেকে টানিয়া আনা তাহার মোটেই উচিত হয় নাই। সে যেন একটা মসৃণ, ঢালু জায়গায় বসিয়া আছে, সেখান হইতে নীচে গড়াইয়া পড়িয়া যাওয়া একেবারে অনিবার্য।

"শয়তান, সরে যাও" কথাকয়টি আবার উচ্চারণ করিয়া আইভানভ নিজের জন্য আর এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া লইল। "পুরাকালে প্রলোভনের রূপ ছিল ইন্দ্রিয়াসক্তি; কিন্তু আজ তা শুদ্ধ প্রজ্ঞার রূপ নিয়েছে। মূল্য এমনি করেই বদলায়। আমি একখানা রাগরসের নাটক লিখতে চাই যাতে থাকবে—সাধু রুবাশভের আত্মা নিয়ে দেবাসুরের দ্বন্দ্বের কাহিনী, পাপময় জীবন কাটিয়ে

রুবাশভ ঈশ্বরের দিকে মন ফিরিয়েছে—সেই ঈশ্বরের দুটি চিবুক—একটি হ'ল শিল্প সম্বন্ধে উদারনীতি আর অন্যটি মুক্তিফৌজের ভিক্ষার সুপ। আর শয়তান কিন্তু ঠিক উল্টোটি—কৃশ, কঠোর, সংযমী এবং ন্যায়শাস্ত্রের অন্ধ ভক্ত। সে মেকিয়াভেলি পড়ে, লোয়েলা'র ইগ্‌নেশিয়াস্ মার্কস্, হেগেল পড়ে কেমন একটা নীরস আঙ্কিক অনুকম্পার চোখে মানুষকে দেখে বলে মানবজাতির প্রতিই তার কি রকম একটা উদাসীন, নির্মম মনোভাব। এমনই অভিশপ্ত সে যে, তার কাছে যা সবচেয়ে অপ্রীতিকর তাই সে সর্বদা করতে বাধ্য হয়। জবাই বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে সে হয় ঘাতক; মেষবলি যাতে আর না হতে পারে সেজন্য মেষোৎসর্গ করা, মানুষ যাতে নিজেদেরকে আর কশাহত হতে না দেয় সেজন্য তাদের চাবুক দিয়ে মারা, উচ্চতর ধর্মভীতির জন্য সবরকম ধর্মভীরুতা থেকে মুক্ত হওয়া, মানবপ্রীতির জন্য মানুষের ঘৃণাকে আহ্বান করা—এ সকলেরই আশ্রয় নিতে হয় তাকে। তার মানবপ্রীতি আবার নিছক ভাবমূলক, নীরস জ্যামিতি। শয়তান, সরে যাও! কমরেড রুবাশভের শহীদ হতেই বেশী পছন্দ। উদারমতাবলম্বী সংবাদপত্রগুলির লেখকেরা—যারা তার জীবিতাবস্থায় তাকে ঘৃণা করত, মৃত্যুর পর তারাই তাকে পাপমুক্ত, পবিত্র বলে ঘোষণা করবে। রুবাশভ তার বিবেকবুদ্ধিকে যেন আবিষ্কার করেছে, কিন্তু এই বিবেকবুদ্ধি ডবল চিবুকের মতই লোককে রাষ্ট্রবিপ্লবের অনুপযুক্ত করে তোলে। বিবেক দুষ্ট ক্যান্সার রোগের মত মস্তিষ্ককে আস্তে আস্তে ক্ষয় করতে থাকে, যতক্ষণ না মস্তিষ্কের সমস্ত ধূসর পদার্থটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শয়তান পরাজিত হয়ে সরে যায়—কিন্তু তাই বলে ভেবো না যে, সে নিষ্ফল আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করে আর মুখ দিয়ে আগুনের ফুলকি ফেলে। সে শুধু অবজ্ঞাভরে কাঁধদুটিকে একটু ঝাঁকায়। সে কৃশ, কঠোর, সংযমী। তার দলের অনেককে সে দেখেছে দুর্বল হয়ে পড়তে, বড়ো বড়ো ছুতো করে দল থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে যেতে...।"

আইভানভ একটু থামিয়া, আর এক গ্লাস ব্রাণ্ডি ঢালিয়া লইল। রুবাশভ জানালার সামনে পায়চারি করিতেছে। খানিকক্ষণ পরে সে আইভানভকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কেন বগ্‌রভ্‌কে প্রাণদণ্ড দিলে?"

"কেন? ঐ সাব্‌মেরিনের ব্যাপার নিয়ে। জাহাজের আকার বড় হবে, না ছোট হবে সেই সমস্যা—সেই পুরনো ঝগড়া, তার সূত্রপাত সম্বন্ধে তুমিও জানো।

"বেশী মাল বইতে পারে আর পাল্লাও অনেক বেশী হয় বগ্‌রভ্ ছিল সেইরকম ডুবোজাহাজ তৈরির পক্ষে। এদিকে পার্টি সমর্থন করে ছোট পাল্লার

ছোট ছোট জাহাজ। পার্টি বলে, যা টাকা আছে তাতে একটা বড় ডুবোজাহাজ তৈরির খরচে তিনটে ছোট জাহাজ হয়ে যায়। কাজের দিক থেকে দু'দলের কারুর যুক্তিই উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষজ্ঞেরা সাড়ম্বরে মস্ত বড় টেকনিক্যাল নক্সা আর বীজগণিতের সূত্র খাড়া করে দেখালেন; কিন্তু আসল সমস্যাটি ছিল একেবারে অন্য জায়গায়। বড় ডুবোজাহাজ মানেই আক্রমণের নীতি সমর্থন, বিশ্ববিপ্লবকে এগিয়ে নেওয়া, ছোট ডুবোজাহাজের অর্থঃ উপকূলগুলি রক্ষা করা—অর্থাৎ, আত্মরক্ষা, এবং বিশ্ববিপ্লব স্থগিত রাখা। এই দ্বিতীয়টির পক্ষেই এক নম্বর আর পার্টির মত।"

"নৌসচিবমণ্ডলীর সভ্য আর 'ওল্ড-গার্ডের' অফিসারদের মধ্যে বগ্‌রভের সমর্থক দল ছিল বেশ ভারী। তাকে শুধু পথ থেকে সরিয়ে দিলেই যথেষ্ট হ'ত না, তার নামে অপবাদ দেওয়াও প্রয়োজন। বড় জাহাজের পক্ষের লোকদের স্বরূপ উন্মোচন করে তাদের অন্তর্দ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করবার জন্য একটা বিচারের ব্যবস্থা করা হ'ল। ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলি ছোট-খাটো ইঞ্জিনীয়ারকে হাত করেছিলাম, আমরা যা চাই তাই প্রকাশ্যে স্বীকার করতে ওরা রাজী ছিল। কিন্তু বগ্‌রভ্ কিছুতেই আমাদের কথা মেনে নিলে না। সে একেবারে শেষ পর্যন্ত বড় জাহাজ আর বিশ্বজোড়া বিপ্লবেরই সমর্থন করলে। সে বর্তমান সময়ের প্রায় দু'যুগ পেছনে পড়ে আছে। সে কিছুতেই বুঝবে না যে, এখন সময় আমাদের বড় খারাপ, সমগ্র ইউরোপে একটা প্রতি-ক্রিয়ার যুগ চলছে, আমরা একটা ঢেউয়ের সঙ্গে একেবারে নীচে চলে এসেছি, ঢেউ এসে যতক্ষণ না আমাদের আবার পায়ের উপরে তুলে দেয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। প্রকাশ্য বিচারসভায় বগ্‌রভ্ লোকদের মধ্যে শুধু একটা হাঙ্গামার সৃষ্টি করত। শাসনকর্তৃপক্ষ দিয়ে গোপনে বিচার করে তাকে সরিয়ে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আমাদের অবস্থায় পড়লে তুমিও কি ঠিক এইরকমই করতে না?"

রুবাশভ উত্তর দিল না। পায়চারি থামাইয়া সে আবার ৪০৬ নম্বরের দেয়ালে ঠেস দিয়া বালতির পাশে দাঁড়াইল। বালতি হইতে এমন দুর্গন্ধযুক্ত বাষ্প উঠিতেছে যে, গা একেবারে বমি বমি করে। সে পাঁশনে চশমা খুলিয়া আইভানভের মুখের দিকে যেন শিকারীর দৃষ্টিতে তাকাইল; তার চোখের ধারগুলি লাল।

"তুমি তো বগ্‌রভের সেই শিশুর মত কান্না শোন নি, আইভানভ।"

আইভানভ আগের সিগারেটের শেষটুকু হইতেই আর একটা ধরাইল।

বালতির দুর্গন্ধ তাহার কাছেও ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। সে উত্তর দিল, "না, তা শুনিনি। কিন্তু এ ধরণের ব্যাপার দেখেছি, শুনেছিও। তা হয়েছে কি তাতে?"

রুবাশভ চুপ করিয়া রহিল। তাহাকে একথা বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা। সেই নাকা সুরের কান্না, সেই চাপা বাজনার শব্দ প্রতিধ্বনির মত আবার তাহার কানে আসিয়া বাজিল। ইহা কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়? আরলোভার বক্ষের উষ্ণ, উন্নত বোঁটাযুক্ত বক্ররেখা—ইহাও বর্ণনার অতীত। নাপিত তাহাকে যে কাগজের টুকরা দিয়াছিল তাহাতে লেখা ছিল—"নিঃশব্দে মৃত্যুকে বরণ করো।"

"কিন্তু হয়েছে কি তাতে?" আইভানভ আবার প্রশ্ন করে। পা দুটি ছড়াইয়া দিয়া আরাম করিয়া বসিয়া সে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া নিজেই বলিতে আরম্ভ করিল, "তোমার জন্য আমার যদি বিন্দুমাত্রও দয়া থাকত, তা হলে তোমাকে এখন একা থাকতে দিয়ে আমি চলে যেতাম। কিন্তু আমার এতটুকু দয়াও নেই। আমি মদ খাই, এক সময় কিছুকাল ঘুমের ওষুধ আর ঐ জাতীয় নানা ওষুধ খেয়েছি, সেও তো তুমি জানো, কিন্তু দয়া? না, এ পাপটি আমি আজ পর্যন্তও এড়িয়ে চলতে পেরেছি। এর এতটুকু, সামান্য কণামাত্রও সর্বনেশে। মানুষের জন্য দুঃখপ্রকাশ, অশ্রুবিসর্জন —এগুলির প্রতি আমাদের জাতটার দুর্বলতা একটা রোগবিশেষ তা ত তুমি জানো। আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিরা এই বিষেই জর্জরিত হয়ে নিজেদের কাল ডেকে এনেছেন। চল্লিশ বা পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন বিপ্লবী—তারপর তাঁদের মন করুণায় ছেয়ে গেল, জগৎও তাঁদের পূতচরিত্র বলে ঘোষণা করলে। তোমারও দেখছি সেই আকাঙ্ক্ষা, তুমি অবশ্য ভাবছ এটি তোমার ব্যক্তিগত, একেবারে তোমার নিজস্ব কর্মধারা, অভূতপূর্ব একটা কিছু···।"

আইভানভ একটু বেশী জোরেই কথাগুলি বলিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িল: "এ সব ভাবাবেগ থেকে সাবধান! সুরার প্রতিটি বোতলে পরিমিত খানিকটা উত্তেজক গুণ থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে খুব অল্প লোক, বিশেষতঃ আমাদের দেশের খুব কম লোকই এটা বুঝতে পারে যে, বিনয়, দুঃখকষ্টবোধ এ জাতীয় মনোভাবও ঐ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উন্মত্ততার মতই সত্য। আমি যখন ক্লোরোফর্মের ঘোর কাটিয়ে জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম যে, বাঁ হাঁটুতে গিয়েই আমার শরীর শেষ, তখন আমারও এমনি এক অসীম নিরানন্দে মন ভরে উঠেছিল। তখন

তুমি আমায় লক্ষ্য করে যে বক্তৃতা দিয়েছিলে মনে আছে?” সে আর এক গ্লাস ব্রাণ্ডি ঢালিয়া লইয়া নিঃশেষে পান করিল।

“আমার আসল বক্তব্য হ'ল এই যে, এ দুনিয়াটাকে কেউ যেন ভাবাবেগের একটা দার্শনিক গণিকালয় না ভাবে। এ হ'ল আমাদের দলের প্রথম নম্বর বিধি। সহানুভূতি, বিবেক, বিরাগ, নৈরাশ্য, অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত—এগুলো হ'ল আমাদের কাছে একান্ত ঘৃণ্য লাম্পট্য। স্থির হয়ে বসে নিজেরই নাভির সাহায্যে নিজেকে সম্মোহিত করা, কাতরভাবে চোখ দুটি তুলে ধরে সবিনয়ে গ্লেটকিনের রিভলভারের মুখে নিজের ঘাড়টি এগিয়ে দেওয়া—এ তো বড় সহজ সমাধান। আমাদের মত লোকের কাছে সবচেয়ে বড় প্রলোভন হ'ল হিংসাধর্ম্ম ত্যাগ করা, অনুশোচনা করা আর নিজের মনের সঙ্গে সন্ধি করা। স্পারটেকাস থেকে আরম্ভ করে দান্তন, ডষ্টয়েভস্কি সব শ্রেষ্ঠ নাম-করা বিপ্লবীই এই প্রলোভনের কাছে পরাজিত হয়েছেন। এঁরা হলেন আদর্শচ্যুতির সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। শয়তানের প্ররোচনার চেয়ে ভগবানের প্রলোভন মানুষের পক্ষে চিরকালই বেশী বিপজ্জনক। যত দিন এ পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলার রাজত্ব তত দিন ভগবান এখানে অচল, আর নিজের বিবেকের সঙ্গে কোনরকম রফা করতে যাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা। যখন মনের অন্তস্তল থেকে ঘৃণ্য কথাগুলো ভেসে উঠবে, তখন কানে আঙুল দিয়ে রেখো...।”

আইভানভ হাত বাড়াইয়া পিছন হইতে বোতলটা আনিয়া আর এক গ্লাস ব্রাণ্ডি ঢালিয়া লইল। রুবাশভ লক্ষ্য করিল বোতলের অর্ধেক ইহার মধ্যেই খালি হইয়া গিয়াছে। মনে মনে বলিল, “তোমারও একটু সান্ত্বনার দরকার দেখছি।”

আইভানভ আবার আরম্ভ করিল, “নীরো আর ফ্যুশে'র মত লোকেরা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অপরাধী নয়, আসল অপরাধী হ'ল গান্ধী আর টলষ্টয়ের মত লোক। ব্রিটিশ কামানের চেয়ে গান্ধীর ঐ প্রত্যাদেশ ভারতের মুক্তিলাভে বাধা দিয়েছে বেশী। ত্রিশ টাকায় নিজেকে বিক্রী করাও বরং সৎ কাজ, কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে নিজেকে বিক্রী করা মানে মানুষ জাতটাকে বিসর্জন দেওয়া। ইতিহাস যে নীতি-বহির্ভূত তা পূর্বসিদ্ধ। তার বিবেক বলে কিছু নেই। রবিবারের স্কুলের আদর্শে যদি ইতিহাসকে চালাতে যাও, তা হলে বিশ্বব্যবস্থা যেমন আছে তাকে তেমনিই থাকতে দেওয়া হয়। এটা আমি যেমন জানি, তুমিও তেমনি জান। এ খেলার হার-জিতের সঙ্গে যা-কিছু জড়িয়ে

আছে তাও তোমার অজানা নেই। আর তুমি কিনা এখন বগ্রেভের ঘ্যানঘ্যানানির কথা বলতে এসেছ।"

গ্লাসটা শূন্য করিয়া সে বলিল. "কিংবা তোমার ঐ ফুলাঙ্গী আরলোভার জন্যে তোমার বিবেকে যে খোঁচা লাগছে তার তাগিদ নিয়ে এসেছ।"

রুবাশভ আগে হইতেই জানে যে, আইভানভ পানে সুপটু। যথেষ্ট পান করিবার পরও স্বাভাবিক ভঙ্গী অপেক্ষা একটু বেশী জোর দিয়া কথা বলা ছাড়া তাহার ব্যবহারে কেহ কোন বৈলক্ষণ্য ধরিতে পারিত না। রুবাশভ আবার ভাবিল, "তোমার সত্যিই সান্ত্বনার দরকার, বোধ হয় আমার চেয়েও বেশীই প্রয়োজন।" আইভানভের বিপরীত দিকে সঙ্কীর্ণ অনুচ্চ জলচৌকির উপর বসিয়া রুবাশভ তাহার কথা শুনিতেছিল। এ সব কথা তাহার কাছে আদৌ নূতন নয়; কত বৎসর ধরিয়া সেও ঠিক এমনি কিংবা এই ধরণেরই ভাষায় ঐ একই মত ব্যক্ত করিয়াছে। পার্থক্য এই যে, আইভানভ মনের যে সকল ভাবধারার কথা এরূপ অবজ্ঞার সহিত বলিতেছে সে ঐ সময় সেগুলিকে নিতান্ত গভীর ভাবপূর্ণ তত্ত্ব বলিয়া জানিত; কিন্তু তাহার পর হইতে সে তাহার নিজের জীবনেই ব্যাকরণের ঐ কুহেলির বাস্তব অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে এ ধরণের অসঙ্গত, অযৌক্তিক কাজগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছে বলিয়াই কি উহারা অধিক গ্রহণীয় হইয়াছে? নিজে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই কি এই 'অতীন্দ্রিয় মত্ততা'র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার প্রয়োজন কমিয়া গিয়াছে? এক বৎসর পূর্বে যখন সে আরলোভাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিল, তখন প্রাণদণ্ডের বিস্তারিত অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা করিবার মত যথেষ্ট কল্পনাশক্তি তাহার ছিল না। এখন উহার প্রকৃত স্বরূপ কতকটা বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই কি তাহার অন্যরকম ব্যবহার করা উচিত? রিচার্ড, আরলোভা, খবকায় লাউইকে বিসর্জন দেওয়া হয়ত ঠিকই হইয়াছিল, কিংবা হয়ত ঠিক হয় নাই। কিন্তু অনুসৃত কর্মপন্থার অন্তর্নিহিত ন্যায়-অন্যায়ের সহিত রিচার্ডের তোৎলামি, আরলোভার বুকের গড়ন বা বগ্রেভের নাকা সুরে কান্নার কি সম্পর্ক?

রুবাশভ আবার পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল। গ্রেপ্তারের পর হইতে তাহার যা-কিছু অভিজ্ঞতা হইয়াছে সবই পরবর্তী ঘটনার একটা পূর্বাভাস মাত্র। চিন্তাপ্রবাহ তাহাকে একেবারে চরম সীমায় লইয়া আসিয়াছে—আইভানভ যাহাকে 'দার্শনিক গণিকালয়' আখ্যা দিয়াছে একেবারে তার প্রবেশদ্বারে। এখন তাহাকে আবার প্রথম হইতে সুরু করিতে হইবে। কিন্তু আর কতটুকু

সময় আছে? রুবাশভ থামিয়া আইভানভের হাত হইতে গ্লাসটি লইয়া একচুমুকে ব্রাণ্ডিটুকু শেষ করিয়া দিল। আইভানভ তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

একটু চকিত হাসি হাসিয়া সে রুবাশভকে বলিল, "যাক এ অনেকটা ভাল। কথোপকথনের ছলে স্বগতোক্তির প্রথাটি বেশ কাজের। আশা করি, আমি প্রলোভনকারীর ভাষা বেশ ভালই অনুকরণ করতে পেরেছি। দুঃখের বিষয়, বিপক্ষ দলের কেউ উপস্থিত নেই। কিন্তু এই হ'ল এর একটা কৌশল, এ কখনো নিজেকে যুক্তিসঙ্গত আলোচনায় জড়াতে দেয় না। সব সময় মানুষকে এ আক্রমণ করে তার দুর্বল মুহূর্তে যখন সে নিঃসঙ্গ এবং নাটকীয় ভাবাক্রান্ত— জলন্ত কাঁটাঝোপ থেকে বা মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের শিখর থেকে। আর ঘুমন্ত শিকারের ওপরই তার বিশেষ লোভ। মহান্ নীতিশিক্ষকের কর্মপদ্ধতি কিন্তু বেশ অন্যায় এবং নাটকীয়…।"

আইভানভের কথা আর রুবাশভের কানে ঢুকিতেছে না। পায়চারি করিতে করিতে সে ভাবিতেছিল, আজ যদি আরলোভা বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে সে কি আবার তাহাকে বিসর্জন দিতে পারিত? এই প্রশ্ন তাহাকে একেবারে বিমূঢ় করিয়া দিল, ইহার মধ্যেই যেন অন্য সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নিহিত রহিয়াছে…। সে আইভানভের সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাস্কল্‌নিকভকে মনে পড়ে?"

আইভানভ শ্লেষপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, "একটু আগে বা পরে হোক তুমি যে এ ব্যাপারে আসবে তাই আশা করছিলাম। অপরাধ এবং শাস্তি…। তুমি সত্যি সত্যিই নেহাৎ শিশু, অথবা বড় বেশী বুড়ো হয়ে পড়েছ…।"

রুবাশভ উত্তেজিত হইয়া পায়চারি করিতে করিতে বলিল, "রোসো, রোসো! এ সব তো নেহাৎ বাজে কথা, কিন্তু এইবার আমরা আসল কথার কাছাকাছি এসে গেছি। আমার যতদূর মনে হয় প্রশ্নটা হ'ল এই, ছাত্র রাস্কল্‌নিকভের ঐ বৃদ্ধাকে হত্যা করার অধিকার আছে কিনা। রাস্কল্‌নিকভ তরুণ এবং প্রতিভাশালী। তার জীবনের ব্রত আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। আর সে হ'ল বৃদ্ধা, এ পৃথিবীতে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু সমীকরণটা ঠিক থাকছে না। প্রথমতঃ, ঘটনাচক্রে সে দ্বিতীয় একটি লোককে হত্যা করতে বাধ্য হয়; বাহ্যতঃ খুব সহজ এবং যুক্তিসঙ্গত কাজের এটাই হ'ল অযৌক্তিক ও অভাবনীয় পরিণতি। দ্বিতীয়তঃ, যেভাবেই হোক সমীকরণ দেখছি

ভেঙ্গে যাচ্ছে ; কারণ রাস্কল্‌নিকভ আবিষ্কার করল যে, মানুষকে গণিতের সংখ্যার জায়গায় বসালে দু'য়ে দু'য়ে চার হয় না··· ।"

আইভানভ বলিল, "সত্যি কথা বলতে কি, আমার মতে এই বইখানার প্রত্যেকটি পাতা পুড়িয়ে ফেলা উচিত। মুহূর্তের তরে ভেবে দেখ, এই মানব-হিতৈষী, কুয়াসাচ্ছন্ন দর্শন আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে যদি আমরা এর একেবারে সরল অর্থ গ্রহণ করি, যদি এ বিধান মেনে নি' যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই পবিত্র এবং তাকে অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মে বিচার করা যায় না। তা হলে ওর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, একজন ব্যাটালিয়ান-কমাণ্ডার তার রেজিমেণ্টকে বাঁচাবার জন্যে একটি প্রহরীদলকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিতে পারে না। আমরা বগ্‌রভের মত নির্বোধ লোককে গড়তে পারব না, আর যাতে সমুদ্রতীরস্থ শহরগুলি দু' বছরের ভেতর কামানগোলায় ধূলিসাৎ হয় সে বিপদও আমরা মাথা পেতে নেব।"

রুবাশভ মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার প্রতিটি উদাহরণই যুদ্ধ থেকে অর্থাৎ, একটা অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে নেওয়া।"

আইভানভ উত্তর দিল, "ষ্টীম-ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর থেকে দুনিয়াটা তো বরাবর একটা অস্বাভাবিক অবস্থায়ই রয়েছে। যুদ্ধ, বিপ্লব—এ সকল তো এই অবস্থারই একটা বাহ্যিক রূপ। সে যা হোক, তোমার রাস্কল্‌নিকভ একটা মুখ্যু ও অপরাধী—ঐ বৃদ্ধাটিকে মেরে যুক্তিসঙ্গত কাজ করেছে বলে নয়, সম্পূর্ণ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য করেছে বলে। উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে যে-কোন উপায়ই সমর্থনযোগ্য—এই নীতি রাজনৈতিক আচরণের একমাত্র বিধি হিসাবে এতকাল চলে এসেছে এবং চলবেও। বাকী সবই শুধু উদ্দেশ্যহীন কচকচানি, আঙুলের ফাঁক দিয়েই গলে পড়ে যায়।···রাস্কল্‌নিকভ যদি পার্টির আদেশে ঐ বুড়ীকে শেষ করে দিত—যেমন ধর, ধর্মঘট-ভাণ্ডার বাড়াবার জন্য বা একটা অবৈধ ছাপাখানা খোলার জন্য, তা হলে সমীকরণ ঠিকই থাকত। এবং এই বিভ্রান্তকারী সমস্যা নিয়ে এ উপন্যাসও কখনও লেখা হ'ত না। অবশ্য লেখা না হলেই মানবসমাজের বেশী কল্যাণ হ'ত।"

রুবাশভ উত্তর দিল না। সে তখনও এই সমস্যার চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে, গত কয় মাসের অভিজ্ঞতার পরও কি আজ সে আরলোভাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতে পারিত। কে জানে? সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আইভানভ যা যা বলিয়াছে যুক্তির দিক দিয়া তা খুবই সত্য ; অদৃশ্য প্রতি-পক্ষ মৌন হইয়া রহিয়াছে, শুধু একটা অস্পষ্ট অস্বস্তির ভিতর দিয়া নিজের

অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। আইভানভ আর একটা কথা ঠিকই বলিয়াছে। এই অদৃশ্য শত্রু যে কখনও যুক্তিতর্কের সম্মুখীন হইতে পারে না, মানুষকে শুধু তার অসতর্ক মুহূর্তে আক্রমণ করিয়া থাকে ; এরূপ আচরণে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে।

আইভানভ বলিয়া চলিল, "আদর্শের জগাখিচুড়ি আমি পছন্দ করি না। মানুষের নীতিশাস্ত্রের মাত্র দুটি সংজ্ঞা আছে, আর এ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত। একটা হ'ল খ্রীষ্টধর্মজাত, এর মূলনীতি দয়া। ব্যক্তিকে এ পবিত্র সত্ত্বা বলে প্রচার করে এবং বলে যে, মানুষের ক্ষেত্রে অঙ্কের নিয়ম খাটে না। অন্য মতের মূল তত্ত্বটি হ'ল এই যে, সমষ্টিগত উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে যে-কোন কর্মপন্থাই সমর্থন যোগ্য। শুধু সমর্থন নয়, এর সমক্ষে এ দাবীও করা হয় যে, সমষ্টির কাছে ব্যক্তি অতি তুচ্ছ, কাজেই সমষ্টিগত স্বার্থের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে বলি দিতে হবে। গবেষণায় ব্যবহৃত খরগোশ বা বলির মেষের মত ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে পারে সমষ্টি। প্রথম মতটিকে অঙ্গচ্ছেদ-বিরুদ্ধ নীতি এবং দ্বিতীয়টিকে অঙ্গচ্ছেদ-সমর্থক নীতি নাম দেওয়া যেতে পারে। যারা ঠগ এবং গভীরভাবে কোন বিষয়কে না বুঝে ভাসাভাসা ভাবে কাজ করে তারা চিরকালই এ দুটি মতকে মেলাতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু কার্যত তা অসম্ভব! যার ওপর ক্ষমতা ও দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তার প্রথম কর্তব্য পথ নির্ণয় করা। পরিশেষে, পথ দুটির মধ্যে দ্বিতীয়কে বেছে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। খ্রীষ্টধর্ম রাষ্ট্রধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এমন একটি রাজ্যের দৃষ্টান্ত দিতে পার যা সত্যি সত্যি খ্রীষ্টমতকে মেনে কাজ করছে ? একটি উদাহরণও দেখাতে পারবে না। প্রয়োজনের সময়—আর রাজনীতির প্রয়োজন তো সব সময় লেগেই আছে—শাসকেরা সবদা এমন সব অস্বাভাবিক অবস্থার ছুতা খুঁজে বার করে যাতে আত্মরক্ষার জন্য অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। জাতি ও শ্রেণীর জন্ম যেদিন থেকে হয়েছে সেদিন থেকে এগুলি যেন পরস্পর আত্মরক্ষার এক চিরস্থায়ী অবস্থার মধ্যে দিন কাটায়, তাই মানব-হিতৈষণা চিরকালই ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখে দিতে তারা বাধ্য হয়...।"

রুবাশভ জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইল। গলিত তুষার আবার জমিয়া গিয়া চিক্‌চিক্‌ করিতেছে, পীতাভ শ্বেত স্ফটিকের এক অসমান বিস্তার। প্রাচীরের উপর রক্ষী কাঁধে রাইফেল লইয়া মার্চ করিতেছে। আকাশ নির্মল কিন্তু চাঁদের আলো নাই, কামানের—দুর্গের উপর ছায়াপথ ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে!

রুবাশভ কাঁধ কুঁচকাইয়া বলিল, "স্বীকার করছি, মানবহিতৈষণা আর রাজনীতি, ব্যক্তির প্রতি সম্মান এবং সামাজিক প্রগতি এগুলি পরস্পরবিরোধী। মানছি যে, গান্ধী ভারতের চরম সর্বনাশের মূল ; কর্মপন্থা নির্বাচনের সাধুতা-বিচার রাজনৈতিক নিষ্ফলতার হেতু। এগুলোতে আমিও তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু অন্য পন্থাটি আমাদের কোথায় নিয়ে গেছে দেখ দেখি…।"

"বল ? কোথায় ?"—প্রশ্ন হয়।

রুবাশভ জামার আস্তিনে পাঁশনে মুছিয়া লইয়া আইভানভের দিকে তাকাইল —"কি বিশৃঙ্খলা! আমাদের সৃজিত এ সত্যযুগে কি বিশৃঙ্খলারই না সৃষ্টি করেছি আমরা।"

আইভানভ স্মিতমুখে সানন্দে বলিল, "তা হবে! গ্রাসি, সেণ্ট জাষ্ট্ এবং প্যারিসের কম্যুনের কথা ভেবে দেখ। আজ পর্যন্ত সমস্ত বিপ্লবই নীতিবাগীশ অনভিজ্ঞ অদূরদর্শীরা আরম্ভ করেছে। তারা সর্বদাই সরল মনে কাজ করেছে আর অভিজ্ঞতার অভাব হেতুই শেষে ঐরূপ ধ্বংস হয়েছে। আমরাই প্রথম দূরদর্শীর দল…।"

রুবাশভ বলিল, "হ্যাঁ, এত দূরদর্শী যে জমির ন্যায্য বণ্টনের জন্য আমরা ইচ্ছা করে এক বছরের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ চাষী এবং তাদের পরিবারকে অনাহারে মরতে দিয়েছি। শ্রম শোষণের শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্ত করবার জন্য আগের কালে গ্যালী জাহাজের ক্রীতদাসদের যে রকম অবস্থায় কাজ করতে হ'ত সেই অবস্থায় প্রায় দশ কোটি লোককে আমরা উত্তরমেরুতে এবং প্রাচ্যদেশের জঙ্গলে পাঠিয়ে জোর করে মজুর খাটিয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছি। এত দূরদর্শী আমরা যে, কোন মতের অনৈক্যের নিষ্পত্তি করতে হলে আমরা একটিমাত্র যুক্তি জানি—মৃত্যু, তা সে মতের বৈষম্য হোক না কেন ডুবোজাহাজ নিয়ে, জমির সার নিয়ে বা ইন্দোচীনে আমাদের পার্টির কার্যপ্রণালী কি হবে তা নিয়ে! আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা সর্বদা এই খেয়ালে কাজ করে যে, হিসাবের একটি ভুলও তাদেরকে কারাগারে বা ফাঁসীমঞ্চে নিয়ে যেতে পারে ; আমাদের শাসন-বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসাররা তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের উচ্ছেদ করে, ধ্বংস করে ; কারণ তারা জানে যে, সামান্য ত্রুটির জন্য তাদেরই দায়ী করা হবে এবং তারা নিজেরা ধ্বংস হ'বে। আমাদের কবিরা কাব্য-রচনাশৈলীর নিষ্পত্তি করে গুপ্ত পুলিস-বিভাগের কাছে আত্মবিসর্জন দিয়ে, কারণ প্রচার-সর্বস্ব রচনারীতির সমর্থকেরা স্বভাব-সর্বস্ব রচনারীতির সমর্থকদের বিপ্লব-বিরোধী বলে মনে করে,

আবার দ্বিতীয় দল প্রথম দলকে বিপ্লব-বিরোধী বলে থাকে। আমরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের কল্যাণ কামনায় বর্তমান যুগের উপর এমন সব সাংঘাতিক অভাব—লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিয়ে এমন দূরদর্শিতা দেখাচ্ছি যে, তাদের গড় আয়ু এক-চতুর্থাংশ কমে গিয়েছে। দেশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে—যুগ-পরিবর্তনের উপযোগী আইন-কানুন প্রবর্তন করতে হয়েছে। এ সবই বিপ্লবের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। এখন সাধারণ মানুষের অবস্থা বিপ্লবের চেয়েও খারাপ, শ্রমিকদের অবস্থা আরও শোচনীয়, শাসনপদ্ধতি আরও অমানুষিক। উপনিবেশগুলির দেশী কুলিদের চেয়েও আমাদের ঠিকে কাজের লোকদের অবস্থা খারাপ। আমরা মৃত্যুদণ্ডের নিম্নতম বয়সের সীমা বারো বছরে নামিয়ে এনেছি। আমাদের যৌনবিষয়ক আইন ইংলণ্ডের আইনের চেয়েও সঙ্কীর্ণ; আমাদের নেতৃপূজা প্রগতি-বিরোধী—একনায়কত্বের পূজার চেয়েও উগ্র। আমাদের সংবাদপত্র এবং বিদ্যালয়গুলি ভ্রান্ত দেশহিতৈষণা, যুদ্ধপ্রিয়তা, নির্বিচার মতবাদ, অন্ধ বিশ্বাস এবং অজ্ঞতা প্রচার করে। আমাদের সরকারের যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রয়োগের কোন সীমারেখা নেই। ইতিহাসে এর জুড়ি মেলা ভার। সংবাদপত্রের, মতামতের এবং চলাফেরার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা হয়েছে—যেন মানুষের অধিকারসূচক ঘোষণাপত্র কখনও প্রচারই হয় নি। আমাদের বিরাট পুলিসবাহিনীর ব্যবস্থা হয়েছে, এর গোয়েন্দা বিভাগ একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে, সবচেয়ে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত শারীরিক ও মানসিক উৎপীড়নের পদ্ধতি আজ এখানে প্রচলিত। শুধু আমাদেরই চোখে পড়ে, এমন এক কাল্পনিক ভবিষ্যৎ সুখের দিকে আমরা ব্যথাতুর জনগণকে বেত মেরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি! এ যুগের সমস্ত জাতীয় শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে, ঐ বিপ্লবেই তা ফুরিয়েছে, বর্তমান লোকগুলোর গায়ে আর এক ফোঁটা রক্ত নেই, তারা একেবারে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, বলির জন্য উৎসর্গীকৃত মাংসপিণ্ডের মত অসাড়, উদাসীন, বেদনাহত একটা পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই···। এই তো সব আমাদের দূরদর্শিতার পরিণতি। তুমি এটাকে অঙ্গচ্ছেদ-সমর্থক নীতি নাম দিয়েছ। কিন্তু আমার এক এক সময় মনে হয় যেন পরীক্ষকেরা তাদের শিকারের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তার নগ্ন পেশী, মাংসপেশী ও স্নায়ুসমেত দেহটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে···।")

আইভানভ যেন সানন্দে জিজ্ঞাসা করিল, "তা বেশ তো, তাতে কি হয়েছে? তোমার কাছে কি এটা অপূর্ব, চমৎকার মনে হচ্ছে না? ইতিহাসে এর চেয়ে

আশ্চর্য আর কখনও কিছু ঘটেছে কি? আমরা মানবজাতির পুরনো চামড়াটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে একটা নতুন চামড়া দিচ্ছি। দুর্বলচিত্ত লোকের সাধ্য নয় এ কাজ করা; কিন্তু একটা সময় গিয়েছে যখন এ সবে তোমার মন উৎসাহে ভরে উঠত। কি তোমাকে এমন করে বদলে দিলে যে, তুমি আজ আইবুড়ো বুড়ীর মত খুঁতখুঁতে হয়ে পড়েছ?"

রুবাশভের ইচ্ছা হইল বলে, "তারপর যে আমি বগ্‌রভ্‌কে আমার নাম ধরে ডাকতে শুনেছি!" কিন্তু সে জানিত, এ উত্তরের কোন অর্থ নাই। কাজেই সে বলিল, "ঐ একই উপমাতে বলি—আমি বর্তমান জাতির চামড়া ছাড়ানো শরীরটা দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু নতুন ত্বকের কোন চিহ্নও দেখছি না। আমরা সবাই ভেবেছিলাম যে পদার্থবিজ্ঞানে যেমন গবেষণা করা যায়, ইতিহাস নিয়েও বুঝি তেমনি করা সম্ভব। কিন্তু পার্থক্য কোথায় জান? পদার্থবিজ্ঞানে একটা গবেষণা হাজার বার করা যায়, কিন্তু ইতিহাসে মাত্র একটি বার। দান্তন এবং সেণ্ট্ জাষ্টকে শুধু একবারই ফাঁসিমঞ্চে লটকানো যায়; কখনও যদি প্রমাণিত হয়, বড় ডুবো জাহাজই উপযোগী জাহাজ তা হলেও কম্‌রেড বগ্‌রভ্ প্রাণ ফিরে পাবে না।"

আইভানভ জিজ্ঞাসা করিল, "অর্থাৎ, তুমি কি বলতে চাও তা হ'লে? কোন্ কাজের ফল কি হবে আগে থেকে যখন পুরোপুরি জানা যায় না, তখন আমাদের চুপটি করে হাত গুটিয়ে বসে থাকাই উচিত? সুতরাং সব কাজই হ'ল খারাপ? আমরা প্রত্যেক কাজের জন্যই নিজেদের মাথা বিক্রী করি—এর চেয়ে বেশী আমাদের কাছ থেকে আর কিছু আশা করা যায় না। আমাদের বিপক্ষদলের এমন কোন দায়িত্ব নেই। যে-কোন মূর্খ সেনাপতি হাজার হাজার মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে, আর যদি কোথাও কিছু ভুল করে তা হলে বড় জোর তাকে কাজ থেকে অবসর দিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিক্রিয়াশীল এবং বিপ্লব-বিরোধী দলের কোন ধর্মভীরুতা বা নৈতিক সমস্যাও নেই। ভেবে দেখ একজন সুল্লা, একজন গালিফেট্, একজন কোলচাক্ বা রাস্কল্‌নিকভ্ পড়ছে। তোমার মত অদ্ভুত, অসাধারণ পাখী শুধু বিপ্লবের গাছেই পাওয়া যায়। অন্যদের পক্ষে এ অনেক সোজা...।"

আইভানভ ঘড়ি দেখিল। সেলের জানালাটা ম্লান ধূসরবর্ণ হইয়া গিয়াছে; ভাঙ্গা কাঁচের জায়গায় যে সংবাদপত্র আটকানো ছিল তাহা ভোরের বাতাসে কাঁপিয়া উঠিতেছে ও খস্‌খস্ করিতেছে। বিপরীত দিকে দুর্গপ্রাচীরের উপর

প্রহরী তখনও এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত তাহার নির্দিষ্ট এক শত ধাপ মার্চ করিতেছে।

আইভানভ বলিয়া চলিল, "তোমার মত লোকের পক্ষে গবেষণার বিরুদ্ধে এই আকস্মিক বিতৃষ্ণা বড় বেশী ছেলেমানুষী মনে হয়। প্রতি বছর মহামারী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় কত লক্ষ লক্ষ লোক মরে। আর আমরা ইতিহাসের এমন আশাপ্রদ একটা গবেষণার জন্য মাত্র কয়েক লক্ষ লোককে বলি দিতে কুণ্ঠিত হব? কয়লা আর পারদের খনিতে, ধানের ক্ষেতে, তুলার ক্ষেতে খাদ্যের ও পুষ্টির অভাবে আর ক্ষয়রোগে যে অগণিত লোক মারা যায় তাদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। এদের কেউ খেয়ালও করে না; কেন বা কিসের জন্য এমন হ'ল তাও কেউ প্রশ্ন করে না; কিন্তু এখানে আমরা যদি কয়েক হাজার সত্যি সত্যি অনিষ্টকারী লোককে গুলি করে মারি, তা হলে ক্রোধে পৃথিবীসুদ্ধ বিশ্ব-প্রেমিকদের মুখ দিয়ে ফেনা পড়ে। হ্যাঁ, শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের যে অংশ পরগাছার মত পরের গলগ্রহ তাদের আমরা শেষ করে দিয়েছি, অনাহারে মরতে দিয়েছি। একবারের মত এই ডাক্তারি অস্ত্রের প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। বিপ্লব-পূর্ব যুগের সেই সুসময়েও তো ঠিক এত লোক মরত—একেবারে অকারণে। প্রকৃতি মানুষ নিয়ে তার কাণ্ডজ্ঞানহীন গবেষণা করে যদি এভাবে উদারতার পরিচয় দিতে পারে, তবে মানুষের নিজের উপর কেন পরীক্ষা চালাবার অধিকার থাকবে না?"

আইভানভ একটু চুপ করিল। রুবাশভ কোন উত্তর দিল না দেখিয়া আইভানভ আবার আরম্ভ করিল, "তুমি কখনও অঙ্গব্যবচ্ছেদ-বিরোধী সমিতির পুস্তিকাগুলো পড়েছ? সেগুলি মর্মভেদী; কোন হতভাগ্যের যকৃৎ কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও সে কেমন করে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করে, তার উৎপীড়কের হাত চাটে। তোমার আজ রাত্রে যে রকম গা ঘিন্‌ঘিন্ করছিল এ সব পড়ে আমারও সেই রকমই হয়েছিল। কিন্তু এই সব লোক যদি তাদের যা বলবার আছে—বলতে পারত, তা হলে আর আমাদের কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়ার জন্য সিরাম ইনজেকশনের ব্যবস্থা করতে হ'ত না...।"

বোতলের বাকী ব্রাণ্ডিটুকু শেষ করিয়া হাই তুলিল, পরে হাত-পাগুলি টানিয়া, আড়ষ্টতা ভাঙ্গিয়া আইভানভ উঠিয়া দাঁড়াইল। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রুবাশভের নিকট জানালায় গিয়া দাঁড়াইয়া সে বাহিরে তাকাইয়া দেখিল।—

"ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। রুবাশভ, বোকামি কোরো না আর।

আজ রাত্রে আমি যে কথা তুললাম সবই একেবারে সাধারণ জ্ঞান থেকে ; এ সব আমি যেমন জানি, তুমিও তেমনি জান। তোমার একটা স্নায়বিক দুর্বলতা এসেছিল, কিন্তু এখন সেটা কেটে গেছে।" জানালার নিকট রুবাশভের কাঁধ হাত দিয়া জড়াইয়া তাহার পাশে আইভানভ দাঁড়াইয়াছিল ; তাহার কণ্ঠস্বর যেন কতই মোলায়েম।—"বুড়ো যুদ্ধের ঘোড়া, যাও ঘুমিয়ে পড় এখন ; কাল তো সর্তের দিন শেষ হয়ে যাবে ! তা ছাড়া তোমার জবানবন্দী সাজিয়ে খাড়া করতে হলে আমাদের দু'জনেরই মাথা বেশ পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা থাকা দরকার। ওরকম কাঁধ ঝুঁকিও না ; তুমি নিজেও প্রায় বিশ্বাস করছ যে, তুমি সই করবে। এ কথা যদি অস্বীকার কর তা হলে সেটা হবে নেহাৎ নৈতিক সাহসের অভাব। নৈতিক সাহসের অভাবই অনেককে ধর্মের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়েছে।"

রুবাশভ বাহিরে ধূসর আলোর দিকে তাকাইয়া রহিল। প্রহরী তখন সবেমাত্র মোড় ফিরিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কামানের দুর্গের চূড়ার উপরে দেখা যায় আকাশের রং ম্লান ধূসর, তাহাতে একটা রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিতেছে। খানিকক্ষণ পরে রুবাশভ বলিল, "আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে আবার ভেবে দেখব।"

আইভানভ বাহির হইয়া যাইবার পর দরজা বন্ধ হইয়া যাইতেই রুবাশভ বুঝিল যে, সে প্রায় আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছে। সে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কেমন যেন হাল্‌কাও লাগিতেছে। রুবাশভের মনে হইল যেন তাহাকে শুষিয়া শুষ্ক খোসা করিয়া ফেলা হইয়াছে ; অথচ আবার সেই সঙ্গে যেন মস্ত একটা বোঝাও তাহার উপর হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। এতকাল বগ্‌রভের করুণ আবেদন যেমন তীব্রভাবে তাহার কানে বাজিতেছিল এখন আর অত তীব্র মনে হইতেছে না ! মৃতের পরিবর্তে জীবিতের প্রতি যদি কেহ বিশ্বস্ত থাকে, তাহা হইলে কে ইহাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিতে পারে ?

রুবাশভ যখন শান্তচিত্তে, স্বপ্নবিহীন নিদ্রায় অভিভূত—দাঁতের ব্যথাও কমিয়া গিয়াছে—তখন আইভানভ নিজের ঘরে ফিরিবার পথে গ্লেটকিনের সহিত দেখা করিতে গেল। গ্লেটকিন তখনও পুরাপুরি ইউনিফর্ম পরিয়া, ডেস্কের সামনে বসিয়া ফাইল লিখিতেছিল। বহু বৎসর যাবৎ সপ্তাহে তিন-চার বার সারারাত্রি জাগিয়া কাজ করা তাহার একটা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আইভানভ ঘরে ঢুকিতেই গ্লেটকিন সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল।

আইভানভ বলিল, "ঠিক আছে। ও আগামী কাল সই করবে। কিন্তু তোমার নির্বুদ্ধিতাটুকু শোধরাতে আমার একেবারে ঘাম বেরিয়ে গেছে।"

গ্লেটকিন উত্তর দিল না, ডেস্কের সামনে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেলে যাইবার পূর্বে রুবাশভের সহিত গ্লেটকিনের যে তীব্র আলোচনা হইয়া গিয়াছে আইভানভের তাহা স্মরণ ছিল। সে জানিত, গ্লেটকিন তাহার পরাজয়ের কথা এত সহজে ভোলে না। তাই সে কাঁধ ঝাঁকাইয়া গ্লেটকিনের মুখের উপর ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "মূর্খের মত কাজ করো না। তোমরা সবাই এখনও তোমাদের অহমিকা নিয়েই ভুগছ! ওর জায়গায় থাকলে তুমি আরও একগুঁয়েমি করতে।"

গ্লেটকিন উত্তর দিল, "আমার মনের দৃঢ়তা আছে, ওর তা নেই।"

আইভানভ বলিল, "কিন্তু তুমি একটি গর্দভ। এই উত্তরটির জন্য ওরও আগে তোমাকেই গুলি করা উচিত!"

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়া আইভানভ দরজাটি সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

গ্লেটকিন আবার তাহার ডেস্কের সামনে বসিয়া পড়িল। আইভানভ যে কৃতকার্য হইবে তাহা সে বিশ্বাস করে নাই; কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার ভয়ও করিতেছিল! আইভানভের শেষ কথাটি যেন ভয় দেখানোর মত মনে হইল; তাহার কোন্‌টা যে ঠাট্টা, আর কোন্‌টা সত্য বুঝিবার জো নাই। সে নিজেই বোধ হয় নিজেকে চিনে না—মনুষ্যদ্বেষী, বিলাস-বিমুখ পণ্ডিতদের মত…।

গ্লেটকিন কাঁধ কুঁচকাইয়া জামার কলার ও আস্তিনের মচ্‌মচে কাফ্‌গুলিকে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া ঠিক করিয়া প্রমাণপত্রের স্তূপ লইয়া আবার কাজ করিতে বসিল।

তৃতীয় শুনানী

মাঝে মাঝে সত্যকে চাপা দিতে হয় কথার আবরণে। কিন্তু সেটা এমনভাবে দিতে হবে, যাতে কেউই বুঝতে না পারে। যদি একান্তই ফাঁস হয়ে যায়, তা হলে চটপট একটা কৈফিয়ত তৈরি করে ফেলবে যাতে সত্যটা প্রকাশ হয়ে পড়বার মুখেই শুনিয়ে দিতে পার।

রাফায়েলো গিরোলামির উদ্দেশে মেকিয়াভেলির উপদেশ।

'কথা বলিবার সময় শুধু "হ্যাঁ," "হ্যাঁ", "না", "না" বলিও, কারণ ইহার বেশী যাহা বলিবে, তাহাই পাপ হইতে উদ্ভূত।'

ম্যাট্. ভি, ৩৭

এন্. এস্. রুবাশভের রোজনামচার একাংশ। কারাগারে বিংশতিতম দিন।

"...ভ্লাডিমির বগ্রভ্ দোলনা হইতে পড়িয়া গিয়াছে। দেড় শত বৎসর পূর্বে ব্যাষ্টিল দুর্গ আক্রমণের দিন, ইউরোপীয় দোলনা বহুদিন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিবার পর আবার নড়িয়া উঠিল। পরম উৎসাহের সহিত নিষ্ঠুর শাসন ও অত্যাচার হইতে ইহা বাহির হইয়া পড়িল। একটা স্পষ্ট অদম্য শক্তিতে এই দোলনা একটানে স্বাধীনতার নীলাকাশে উঠিয়া গেল। এক শত বৎসর ধরিয়া ইহা ক্রমশঃই উদার রাজনীতি এবং গণতন্ত্রের উচ্চতর মণ্ডলে উঠিয়াছে। কিন্তু ক্রমশঃ গতি মন্থর হইয়া আসিল, দোলনা একেবারে চরম শিখরে উপনীত হইল, ইহাই আবার দোলনার গতির মোড়; তারপর মুহূর্তকাল নিশ্চল থাকিয়া ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে আবার উহা নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল। দোলনা ঊর্ধ্বমুখী গতির বেগেই যাত্রীদের স্বাধীনতা হইতে পুনরায় স্বৈরাচারে ফিরাইয়া আনিল। আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার পরিবর্তে যাই উপরের দিকে তাকাইল অমনি মাথা ঘুরিয়া নীচে পড়িয়া গেল।

"মাথা ঘোরানো এড়াইতে হইলে দোলনার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে হইবে। আমরা যেন আজ ঐতিহাসিক দোলনার গতির সম্মুখীন। ইহা রাজতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে, আবার গণতন্ত্র হইতে স্বৈরাচার একনায়কত্বে দোলাইতেছে।

"একটা জাতি কতখানি ব্যক্তি-স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করিতে পারে তাহা নির্ভর করে রাজনৈতিক পরিপক্কতার উপর। পূর্বোক্ত দোলকগতি যেন বুঝাইয়া দেয় যে, জনগণের রাজনৈতিক পরিপক্কতা ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধির ন্যায় অবিচ্ছিন্ন উত্থানশীল রেখার মত উঠিয়া যায় না। জটিলতর নিয়মপদ্ধতি ইহার বৃদ্ধি নির্দ্ধারিত করে।

"জনগণের পরিপক্কতা নির্ভর করে তাহাদের নিজেদের স্বার্থবিচারের শক্তির উপর। আবার এই বিচারশক্তির জন্য প্রয়োজন দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন এবং বিতরণ-পদ্ধতির আংশিক জ্ঞান। অতএব কোন জাতি গণতন্ত্র অনুসারে নিজেকে শাসন করিবার ক্ষমতা ততটুকুই অর্জন করে যতটুকু সে তাহার নিজ সমাজ দেহের গঠন ও কার্যপ্রণালী বুঝিতে পারে।

"এখন প্রতিটি যান্ত্রিক উন্নতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নূতন নূতন জটিলতার সৃষ্টি করে, ইহার ফলে নূতন নূতন উৎপাদন এবং সমবায়ের আবির্ভাব হয়। জনসাধারণ এই সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়া সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সাধারণের

ধারণাশক্তি আপেক্ষিক যান্ত্রিক উন্নতির অন্ততঃ এক ধাপ পিছনে থাকিয়া যায়। আর সেই পরিমাণেই পতন ঘটায় রাজনৈতিক পরিপক্কতার তাপমান যন্ত্রের পারদস্তম্ভে। জাতির জ্ঞানের স্তরকে ক্রমশঃ পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযুক্ত করিয়া তুলিতে বহু যুগ, এমন কি পুরুষপরম্পরাও লাগিয়া যায়। কারণ সভ্যতার নিম্নতর স্তরে স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতা যতখানি সে অর্জন করিয়াছিল, উন্নততর স্তরেও তাহাকে সেই পরিমাণ শাসন-ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে হইবে। এই কারণেই সাধারণের রাজনৈতিক পরিপক্কতা নির্ণয়ের কোন স্থায়ী পরিমাপ নির্ণীত হইতে পারে না। ইহা নেহাতই আপেক্ষিক, অর্থাৎ পরিপক্কতা নির্ধারণ করিতে হইবে তৎকালীন সভ্যতার সহিত তুলনা করিয়া।

"যখন গণচেতনা বাহ্যিক পরিস্থিতিকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে তখন গণতন্ত্রের জয় অনিবার্য, তাহা অহিংস পদ্ধতিতেই হউক বা বল প্রয়োগেই হউক। যন্ত্রসভ্যতা আর এক ধাপ অগ্রসর হইবে মাত্র—যন্ত্রচালিত তাঁতের আবিষ্কারে যেমন হইয়াছিল—জনসাধারণ পুনরায় এক আপেক্ষিক অপক্কতার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া পড়িবে। এইরূপ ক্ষেত্রেই একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, এমনকি ইহা প্রয়োজনীয়ও হইয়া পড়ে।

"এই গতিধারাকে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠযুক্ত খালের কপাটকলের ভিতর দিয়া জাহাজ তোলার কার্যপ্রণালীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জাহাজটি যখন কপাটকলের প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, তখন ঐ প্রকোষ্ঠের পরিসরের অনুপাতে উহা একটি নিম্নস্তরে থাকে। যতক্ষণ না জল ইহার সর্বোচ্চ স্তরে উঠে ততক্ষণ জাহাজটিকে ধীরে ধীরে উপর দিকে তোলা হয়। কিন্তু উচ্চতার এই আড়ম্বর সম্পূর্ণ অলীক, কারণ কপাটকলের পরের প্রকোষ্ঠটি আরও উঁচু। সুতরাং স্তর নির্ণয় আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হয়। প্রকোষ্ঠের প্রাচীর-গুলিকে তুলনা করা যাইতে পারে যান্ত্রিক সভ্যতার অবস্থান বা প্রাকৃতিক শক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার সঙ্গে। আর প্রকোষ্ঠের জলের উচ্চতাকে তুলনা করা যাইতে পারে জনগণের রাজনৈতিক পরিপক্কতার সহিত। জলস্তরের এই উচ্চতাকে চূড়ান্ত মনে করা একেবারেই অর্থহীন। ইহার আপেক্ষিক উচ্চতাই বিবেচ্য বিষয়।

"বাষ্পীয় পোত আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতে দ্রুত উন্নতির যুগ আরম্ভ হইল এবং ইহার ফলস্বরূপ তেমনি দ্রুতগতিতেই আরম্ভ হইল মনোজগতে রাজনৈতিক পশ্চাদপসরণ। ইতিহাসে শিল্পযুগের এখনও শৈশব। ইহার জটিল

অর্থনৈতিক গড়ন আর জনসাধারণের বোধশক্তির মধ্যে ব্যবধান এখনও প্রচুর। কাজেই বেশ বুঝা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেশের আপেক্ষিক রাজনৈতিক পরিপক্কতা, খ্রীষ্টপূর্ব দুই শত বৎসরের, এমনকি সামন্তযুগের শেষভাগের পরিপক্কতা অপেক্ষাও কম।

"সমাজতন্ত্রীদের মতের ভুল এই যে, তাহাদের বিশ্বাস জনগণের চেতনার রেখা স্থিরভাবে অবিরত উপরের দিকে উঠিতেছে। সেইজন্যই দোলকের সর্বশেষ দোলার সময়ে বা জনসাধারণের ভাবগত আত্মবিকৃতির সম্মুখে সমাজতন্ত্র নিরুপায়। আমাদের বিশ্বাস ছিল জগৎ সম্পর্কে জনসাধারণের যে ধারণা তাহাকে পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলা নেহাৎই সহজ ব্যাপার হইবে; আর তাহার পরিমাপ আমরা বৎসর কয়েকের মধ্যেই করিয়া ফেলিব। কিন্তু ইতিহাসের নজিরে দেখিতে পাই শতাব্দীকালের মধ্যে তাহার পরিমাপ করা অধিকতর সমীচীন হইবে। বাষ্পীয় পোতের ফলে যে পরিবর্তিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ইউরোপের জনগণ তাহা এখনও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ধনতন্ত্র সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হইবার পূর্বেই উহা ধূলিসাৎ হইবে।

" 'রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্মভূমি'তেও জনসাধারণ অন্যান্য দেশের জনগণের মত একই চিন্তাধারায় চালিত হইতেছে। তাহারা কপাটকলের পরবর্তী উচ্চতর প্রকোষ্ঠে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহারা নব জল-প্রকোষ্ঠের নিম্নতম স্তরে। পুরাতন পদ্ধতির স্থলে যে নূতন অর্থনৈতিক পদ্ধতি আসিয়াছে তাহা আরও বেশী দুর্বোধ্য। ক্লান্তিকর, কষ্টকর উত্থান আরম্ভ করিতে হইবে আবার নূতন করিয়া। রাষ্ট্র-বিপ্লব দ্বারা তাহারা নিজেরাই যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সম্ভবতঃ কয়েক যুগ লাগিয়া যাইবে।

তত দিন পর্যন্ত গণতন্ত্রমূলক শাসন অসম্ভব এবং যেটুকু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহাদের দেওয়া হইবে তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। আমাদের নেতৃবৃন্দ তত দিন যেন একটা শূন্যের মধ্যে শাসনকার্য চালাইতে বাধ্য। প্রাচীন উদারপন্থীর মানদণ্ডে ইহা আদৌ সন্তোষজনক নয়। তথাপি যে সকল বিভীষিকা, কপটতা, অবনতি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে সেগুলি উল্লিখিত নিয়মেরই বাহ্য এবং অনিবার্য প্রকাশমাত্র। ধিক্ ঐসব মূঢ় এবং রুচিসম্পন্নদের, যাহারা শুধু 'কিরূপে' এই প্রশ্নই করে, 'কি কারণে' এই প্রশ্ন তাহাদের মনেও আসে না।

"মানসিক পরিপক্কতার দিনে জনগণের নিকট আবেদন পেশ করা প্রতিপক্ষের কর্তব্য এবং একমাত্র করণীয়ও বটে। অপরিপক্কতার দিনে কেবলমাত্র বিদ্রোহ-

উদ্দীপক বাক্পটুগণই 'জনসাধারণের উচ্চতর বিবেচনা'র উদ্রেক করিতে চেষ্টা করে। এই সব অবস্থায় প্রতিপক্ষদলের সম্মুখে মাত্র দুইটি পথ খোলা—জনগণের সমর্থন ও সাহায্যের উপর ভরসা না করিয়াই সহসা বলপূর্বক ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া অথবা মূক হতাশায় দোলনা হইতে ঝাঁপাইয়া পড়া—'নিঃশব্দে মৃত্যুকে বরণ করা'।

"তৃতীয় পন্থাও একটি আছে, তাহারও যৌক্তিকতা কম নয়। এই পন্থাটিকে আমাদের দেশে একটি রীতিমত তন্ত্র বা মতবাদে গড়িয়া তোলা হইয়াছে—যখন নিজের মতবাদের সফলতার কোন আশা থাকে না তখন তাহাকে অস্বীকার এবং দমন করাই আমাদের কাজ। আমরা সামাজিক হিতসাধনকেই একমাত্র নৈতিক আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করি। নিজের মতবাদকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করিয়াও পার্টির পংক্তিতে থাকিতে পারা কুইক্সোটের ন্যায় বিজয়-আশা-বিরহিত সংগ্রাম চালাইবার উৎকট প্রচেষ্টা অপেক্ষা অধিকতর সম্মানজনক।

"ব্যক্তিগত দম্ভ, অন্তত্র প্রচলিত কোনপ্রকার আত্মাবমাননার বিরুদ্ধে কুসংস্কার, ব্যক্তিগত ক্লান্তি, বিতৃষ্ণা, লজ্জা—এই সকলই একেবারে সমূলে উৎপাটন করা উচিত···।"

২

বগ্রভের প্রাণদণ্ড এবং আইভানভের সাক্ষাতের পরদিন প্রত্যুষে প্রথম বিউগল-ধ্বনির পরই রুবাশভ 'দোলনা' সম্পর্কে তাহার গবেষণা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার প্রাতরাশ লইয়া আসিলে সে এক চুমুক কফি পান করিল, অবশিষ্ট খাদ্য পড়িয়া রহিয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেল। গত কয়দিন তাহার হাতের লেখা খানিকটা শিথিল এবং অসমান হইয়া পড়িয়াছিল, এখন তাহা পুনরায় দৃঢ় এবং সুগঠিত হইয়া গিয়াছে। হরফগুলি আরও ছোট হইয়াছে, হরফের ঘুরানো খোলা ফাঁসগুলির স্থানে তীক্ষ্ণ কোণগুলি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। লেখাটি পড়িবার সময় সে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিল।

নিত্যকার মত সকালে এগারটার সময় রুবাশভকে ব্যায়ামের জন্য লইয়া আসা হইল তাহাকে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। প্রাঙ্গণে পৌঁছিলে হাঁটিবার সময় বৃদ্ধ রিপ্ভ্যান উইঙ্কলকে তাহার সঙ্গী হিসাবে দেওয়া হয় নাই, আজ তাহার সঙ্গী দাড়ির-বোনা জুতাপরা একজন ক্ষীণকায় কৃষক। রিপ্ভ্যানকে প্রাঙ্গণে দেখা গেল না। এতক্ষণে রুবাশভের মনে পড়িল যে, প্রতিদিনের

মত আজ প্রাতরাশের সময় 'পৃথিবীর দুর্ভাগারা, তোরা জেগে ওঠ্' কথাগুলি সে শোনে নাই। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বৃদ্ধকে ওখান হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে; একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কোথায়। গত বৎসরের জীর্ণশীর্ণ পতঙ্গ, নেহাত অলৌকিকভাবে এবং নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনে তাহার নির্দিষ্ট জীবনকাল কাটাইয়া আবার ভুল সময়ে আসিয়া হাজির হইয়াছে, দু'এক বার অন্ধের মত পাখা উড়াইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, এক কোণে ধূলার উপর পড়িয়া গিয়াছে।

প্রথমে কৃষকটি রুবাশভের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে হাঁটিয়া চলিল, শুধু মাঝে মাঝে আড়চোখে রুবাশভকে দেখিয়া লইতেছিল। প্রথম বার প্রাঙ্গণ ঘুরিয়া আসিয়া সে বেশ কয়েকবার গলা ঝাড়িয়া লইল এবং দ্বিতীয় বার ঘুরিয়া আসিয়াই বলিল, "আমি 'ডি' প্রদেশ থেকে আসছি। কর্তা, আপনি কি কখনো সেখানে গেছেন?" রুবাশভ উত্তর দিল, "না।" 'ডি' পূর্ব দিকে, লোকালয় হইতে দূরে একটি প্রদেশ, উহার সম্বন্ধে তাহার মাত্র অস্পষ্ট ধারণা আছে।

কৃষকটি বলিল, "সত্যিই জায়গাটা অনেকখানি দূর। ওখানে পৌঁছতে হলে উটের পিঠে যেতে হয়। কর্তা, আপনি কি রাজনৈতিক কর্মী?"

রুবাশভ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।" কৃষক যুবকের দড়ির জুতার গোড়াগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে; সে পদদলিত তুষারের উপর দিয়া নগ্ন আঙ্গুল ফেলিয়া হাঁটিতেছে। তাহার গলাটা খুব সরু, কথা বলিবার সময় সে সমানে মাথা নোয়ায়, যেন সে প্রার্থনার পর 'আমেন' (স্বস্তি স্বস্তি) বলিতেছে।

"আমিও রাজনীতি করি, আমি একজন প্রগতি-বিরোধী। ওরা বলে সব প্রগতি-বিরোধীকে দশ বছরের জন্য সরিয়ে দেওয়া হবে। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ওরা আমাকে দশ বছরের জন্য নির্বাসন দেবে?"

সে ঘাড় নাড়িয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে প্রাঙ্গণের মাঝখানে ওয়ার্ডারদের দিকে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, ওয়ার্ডাররা একটা ছোট্ট দল করিয়া পা ঝাড়িতেছে, বন্দীদের দিকে কোন নজরই নাই।

"তুমি কি করেছিলে?" রুবাশভ প্রশ্ন করে।

"আমাকে শিশুদের গায়ে সূঁচ ফুটিয়ে দেওয়ার বিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়। প্রত্যেক বছর সরকার একটি 'কমিশন' পাঠায় আমাদের ওখানে। দু'বছর আগে সেই কমিশন আমাদের পড়বার জন্য কতকগুলো কাগজপত্র এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের একরাশ ছবি পাঠায়। গত বছর একটা শস্য ঝাড়বার যন্ত্র আর দাঁত মাজবার জন্য অনেক ব্রাশ পাঠায়। এ বছর ছোট ছেলেমেয়েদের

বিঁধবার জন্য স্হঁচ দেওয়া কাচের ছোট ছোট চোঙ পাঠিয়েছিল। একজন স্ত্রীলোক পুরুষের প্যাণ্ট পরে এসেছিল, সে একের পর এক সব বাচ্চাকে বিঁধাতে চেয়েছিল। আমাদের বাড়ীতে যখন সে এল, তখন আমার স্ত্রী আর আমি বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজেদের প্রগতি-বিরোধী বলে প্রকাশ করলাম। তারপর আমরা সবাই মিলে সেই কাগজপত্র, ছবিগুলো পুড়িয়ে ফেললাম এবং শস্য ঝাড়বার যন্ত্রটাকে ভেঙ্গে দিলাম; তার এক মাস পরেই ওরা আমাদের ধরে আনতে গেল।"

রুবাশভ অস্ফুটস্বরে কি একটা বলিয়া তাহার স্বায়ত্ত-শাসন বিষয়ক প্রবন্ধে আর কি লিখিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, সে নিউ-গিনির আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে একবার কিসে পড়িয়াছিল যে, তাহাদের বিচারবুদ্ধি এই কৃষকের স্তরের হইলেও তাহারা চমৎকার সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্যে বাস করে এবং তাহাদের আশ্চর্যরকম উন্নত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি আছে। উহারা নিম্নতর জল-প্রকোষ্ঠের সর্বোচ্চশিখরে পৌঁছিয়াছে।

সঙ্গীটি রুবাশভের নীরবতাকে অপছন্দের লক্ষণ ভাবিয়া নিজেকে আরও গুটাইয়া লইল। তাহার পায়ের আঙ্গুলগুলি ঠাণ্ডায় জমিয়া নীল হইয়া গিয়াছে। সে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে; নিজের অদৃষ্ট সম্বন্ধে নির্বিকার হইয়া রুবাশভের পাশে পাশে হাঁটিতে লাগিল।

রুবাশভ 'সেলে' ফিরিয়া আসিয়াই আবার লিখিতে আরম্ভ করিল। তাহার বিশ্বাস হইল, সে আপেক্ষিক পরিপক্কতার আইন সম্বন্ধে নূতন একটা তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে; একটা দারুণ উত্তেজনা লইয়া লিখিয়া চলিল। যখন দ্বিপ্রহরের খাবার আসে, মাত্র তখনই তাহার লেখা শেষ হইয়াছে। খাবারটুকু খাইয়া সে হৃষ্টচিত্তে বাঙ্কের উপর গিয়া শুইয়া পড়িল।

এক ঘণ্টা স্বপ্নবিহীন, শান্তিময় নিদ্রায় কাটিল। জাগিয়া উঠিয়া নিজেকে তাহার বেশ তৃপ্ত ও সবল মনে হইল। ৪০২ নম্বর খানিকক্ষণ যাবৎ দেয়ালে টোকা দিতেছে, মনে হয় সে নিজেকে উপেক্ষিত বোধ করিতেছে। জানালা হইতে রুবাশভের যে নূতন সঙ্গীকে প্রাঙ্গণে হাঁটিতে দেখিয়াছে তাহার পরিচয় সে জানিতে চাহিল। কিন্তু রুবাশভ তাহাকে বাধা দিয়া, নিজের মনেই একটু হাসিয়া পাঁশনে দিয়া টোকা দিল, "আমি আত্মসমর্পণ করছি।"

তাহার সংবাদের কি ফল হয় জানিবার জন্য সে বেশ কৌতূহলের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কোন উত্তর নাই ; ৪০২ নম্বর নির্বাক হইয়া গিয়াছে। পূরা এক মিনিট পরে তাহার উত্তর আসিল, "আমি বরং গলায় দড়ি দি'...।"

রুবাশভ হাসিয়া জানাইল, "প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে।"

রুবাশভ আশা করিতেছিল, ৪০২ নম্বর রাগে ফাটিয়া পড়িবে ; কিন্তু তার পরিবর্তে টোকার শব্দ বেশ মৃদু শুনাইল, যেন ঔদাসীন্যে ভরা : "আমি তোমাকে সাধারণ লোকের ব্যতিক্রম বলে ভেবেছিলাম। তোমার কি বিন্দুমাত্রও আত্ম-সম্মানবোধ নেই ?"

রুবাশভ পাঁশনেজোড়া হাতে লইয়া চিৎ হইয়া বিছানায় শুইয়া রহিল। মন যেন তাহার সন্তোষ ও শান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। টোকা দিয়া সে বলিল, "আমাদের সম্মানের মানে আলাদা।"

৪০২ নম্বর ক্ষিপ্রহস্তে স্পষ্টভাবে টোকা দিয়া জানায়, "নিজের মতের জন্য বেঁচে থাকা আর সেই মতবাদের জন্য মৃত্যুকে বরণ করাই আত্মমর্যাদা।"

রুবাশভও তেমনি ক্ষিপ্রহস্তে উত্তর দিল, "অহমিকা না রেখে কাজে লাগাকে বলে আত্মসম্মান।"

৪০২ নম্বর আরও সশব্দে এবং তীব্রভাবে বলিল, "আত্মসম্মান- শালীনতা, উপকারিতা নয়।"

বেশ আরামের সহিত টোকা দিতে দিতে রুবাশভ জিজ্ঞাসা করিল, "শালীনতা কি ?" সে যতই শান্তভাবে আস্তে আস্তে টোকা দেয়, ততই অন্য দিকে দেয়ালে টোকা প্রচণ্ড হইয়া উঠে।

"সে এমন জিনিষ যা তোমার প্রকৃতির মানুষ কখনও বুঝবে না।"

রুবাশভ কাঁধ কুঞ্চিত করিয়া আবার টোকা দেয়, "আমরা শালীনতার জায়গায় প্রজ্ঞাকে বসিয়েছি।"

৪০২ নম্বর আর উত্তর দিল না।

নৈশ আহারের পূর্বে রুবাশভ আবার তাহার রচনাটি পড়িয়া দেখিল। দুই-এক জায়গায় কিছু কিছু সংশোধন করিয়া প্রজাতন্ত্রের ফৌজদারী মোকদ্দমার সরকারী উকিলের নামে একটি চিঠির আকারে সে সমস্ত রচনাটিকে পুনরায় লিখিল। শেষের যে অণুচ্ছেদগুলিতে প্রতিপক্ষ দলের সম্মুখে কি কি কর্মপন্থা খোলা আছে তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছে সেগুলির নীচে দাগ টানিয়া দিয়া নিম্নে ছত্র ক'টি লিখিয়া সে লিপিখানি শেষ করিল :

"নিম্নে স্বাক্ষরকারী, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ভূতপূর্ব সদস্য, ভূতপূর্ব পিপলস্ কমিসার, বিপ্লবী সেনার দ্বিতীয় বিভাগের ভূতপূর্ব সেনাপতি, জনগণের শত্রুর সম্মুখে নির্ভীকতা প্রদর্শনের জন্য রাষ্ট্র-বৈপ্লবিক পদকধারী এন্. এস্. রুবাশভ উপরিলিখিত কারণে তাহার বিরুদ্ধ মনোভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতঃ নিজের ভুল নিন্দনীয় ও দণ্ডার্হ বলিয়া প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিবে স্থির করিয়াছে।

৩

আইভানভের নিকট যাইবার জন্য রুবাশভ দুই দিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে। ভাবিয়াছিল, আত্মসমর্পণজ্ঞাপক পত্রটি বৃদ্ধ ওয়ার্ডারের হাতে দিবার পরই তাহাকে লইয়া যাওয়া হইবে; ঐ দিনই আইভানভের সর্তের মেয়াদ শেষ হইয়াছিল। কিন্তু এখন বুঝা যাইতেছে, রুবাশভের বিষয়ে তাহাদের আর এত তাড়া নাই। আইভানভ বোধ হয় তাহার 'আপেক্ষিক পরিপক্কতার বিবৃতি' মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেছে; কিংবা বিবৃতিটি হয়ত ইতিমধ্যেই যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হইয়া গিয়াছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির মন্ত্রণাকারীদের মধ্যে উহা কিরূপ ত্রাসের সঞ্চার করিবে ভাবিয়া রুবাশভের হাসি পাইল। বিপ্লবের পূর্বে এবং তাহার পরেও কিছুদিন তাহাদের প্রাচীন নেতার জীবিতাবস্থায় মন্ত্রণাকারী ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। একটি বিশেষ সময়ে কিরূপ কার্যপ্রণালী গ্রহণ করা হইবে সে সম্বন্ধে প্রকাশ্য আলোচনা দ্বারা একেবারে সোজাসুজি বৈপ্লবিক মতবাদ অনুসারে সিদ্ধান্তে আসা হইত। অন্তর্যুদ্ধকালীন উপযুক্ত সরকার কর্তৃক শস্য বাজেয়াপ্ত করা, জমির ভাগ ও বণ্টন, নূতন মুদ্রার প্রচলন, কারখানার পুনর্গঠন—এক কথায়, পরিচালনার প্রতিটি কাজ ছিল যেন এক একটি ফলিত দর্শনের প্রয়োগ। এক সময় যে পুরাতন চিত্রখানি আইভানভের দেয়াল অলঙ্কৃত করিত তাহার প্রত্যেকটি লোক, ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে যে সকল ঝানু ব্যক্তি আসীন, তাঁহাদের অপেক্ষা আইন, দর্শন, অর্থশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অনেক বেশী জানিত। বিপ্লবের সময়কার পার্টি-সম্মেলনে যে উচ্চ দরের আলোচনা হইয়াছিল ইতিহাসে আর কোনও রাজনৈতিক দল তত দূর পৌঁছাইতে পারে নাই; একমাত্র বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকার রিপোর্টের সহিতই তাহার তুলনা করা চলে—দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আমাদের আলোচনার

ফলাফলের উপর কোটি কোটি লোকের জীবন, কল্যাণ এবং রাষ্ট্র-বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিত।

এখন "পুরনো প্রহরী"দের দিন ফুরাইয়াছে। ইতিহাসের ধারাই এই যে, একটা শাসনব্যবস্থা যতই স্থায়ী হইতে থাকে ততই তাহাকে কঠোর হইতে হয়, যাহাতে বিপ্লব যে বিপুল শক্তি-উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছে তাহা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া স্বয়ং বিপ্লবকেই উড়াইয়া না দেয়। দার্শনিক আলোচনায় ব্যাপৃত সম্মেলনের দিন আজ শেষ হইয়াছে ; সেই পুরাতন চিত্রের পরিবর্তে আইভানভের ঘরের দেয়ালের কাগজে একটা বিবর্ণ অংশ দেখা যায় ; দর্শন-ভিত্তিক আন্দোলনের স্থানে আজ আসিয়াছে বিরাট বন্ধ্যাদশা। বৈপ্লবিক মতবাদ একটা নির্বিচার ধর্ম-মতবাদে পরিণত হইয়াছে ; তাহাতে আছে সরল সহজবোধ্য প্রশ্নোত্তর রীতিতে উপদেশ দান এবং এক নম্বর তাহার প্রধান পুরোহিতরূপে ধর্মসভা পরিচালনা করে। তাহার বক্তৃতা এবং প্রবন্ধগুলির ভঙ্গীর মধ্যেও অকাট্য উপদেশের একটা সুস্পষ্ট ছাপ ; সেগুলিকে প্রশ্ন এবং উত্তরে ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রকৃত সমস্যা ও ঘটনাগুলিকে অতিমাত্রায় সরল করা সত্ত্বেও তাহাতে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে—"জনগণের আপেক্ষিক পরিপক্কতার নিয়ম" প্রয়োগে এক নম্বরের সত্যই একটা স্বভাবজাত ক্ষমতা আছে। আগেকার স্বৈরাচারিগণ প্রজাদের নিজ আদেশানুসারে কাজ করাইতে বাধ্য করিত ; কিন্তু এক নম্বর তাহার আজ্ঞানুযায়ী তাহাদের চিন্তা করিতে শিখাইয়াছে।

তাহার পত্র পাইয়া দলের বর্তমান নিয়ামকগণ কি বলিবে তাহা ভাবিয়া রুবাশভের বেশ কৌতুক বোধ হইল। প্রকৃতপক্ষে ইহা দলের প্রচলিত নীতির প্রচণ্ডতম প্রতিবাদ। পার্টির যে সকল নেতৃস্থানীয়ের কথা আজ একেবারে নিষিদ্ধ তাহাদেরও তীব্র সমালোচনা সে করিয়াছে। যাহার যা সত্যকার রূপ তাহাই দেখাইয়াছে সে। এমনকি এক নম্বরের পবিত্র ব্যক্তিত্বকেও যে পূর্বাপর অবস্থার নিরিখে ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে বিচার করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই। আজিকার এই দুর্ভাগা নেতৃবর্গের কাজ তো শুধু 'এক নম্বরে'র লম্ফঝম্ফ, কর্মপন্থার আকস্মিক পরিবর্তনগুলিকে দর্শনের সর্বাপেক্ষা নূতন প্রকাশ বলিয়া সাজানো—তাহারা নিশ্চয় দুঃসহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিবে।

'এক নম্বর' কখনো কখনো ইহাদের সঙ্গে অদ্ভুত চালাকি করিত। যে বিশেষজ্ঞমণ্ডলী পার্টির অর্থনীতি বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনা করিত, তাহাদের নিকট হইতে সে একবার আমেরিকার শিল্প-সঙ্কটের একটা বিশ্লেষণ দাবি

করিল। কাজটি শেষ করিতে ঐ সমিতির কয়েক মাস লাগিয়া গেল। অবশেষে সেই বিশেষ সংখ্যা বাহির হইল—তাহাতে পার্টির গত সম্মেলনে এক নম্বরের বক্তৃতায় ব্যাখ্যাত মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া, প্রায় তিন শত পৃষ্ঠায় প্রমাণ করা হইয়াছে যে, আমেরিকার পণ্যের বাজার তেজী হওয়ার সংবাদ একেবারে ভুয়া, বস্তুতঃ আমেরিকার পণ্যের বাজারে এখন খুবই মন্দা। উহা হইতে উদ্ধারের একমাত্র পথ সাফল্যপূর্ণ রাষ্ট্রবিপ্লব। ঠিক যেদিনে ঐ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় সেই দিনই এক নম্বর একজন আমেরিকান সাংবাদিককে তাহার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দান করে এবং সিগারেটের পাইপে দুইটি টানের মধ্যে একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত অথচ সারগভ বাক্যে সেই সাংবাদিক এবং সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়: "আমেরিকার সঙ্কটকাল পার হয়ে গেছে এবং তাদের কারবার আবার বেশ স্বাভাবিকভাবেই চলছে।"

বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর সভ্যগণ তাহাদের পদচ্যুতি এবং ভাবী গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় সেই রাত্রেই চিঠি লিখিল। পত্রে তাহারা রাষ্ট্রবিপ্লব-বিরোধী মত এবং ভুল বিশ্লেষণ দ্বারা যে অপরাধ করিয়াছে তাহা স্বীকার করে এবং তাহাদের আন্তরিক অনুশোচনার কথা জানাইয়া প্রকাশ্য সভায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে অঙ্গীকার করে। একমাত্র ঈশাকোভিচ্—রুবাশভের একজন সমসাময়িক এবং ঐ সম্পাদক-মণ্ডলীতে প্রাচীন দলের একমাত্র সদস্য গুলির সাহায্যে আত্মহত্যা করাই শ্রেয় মনে করিল। নবদীক্ষিত দল পরে বলে যে, এক নম্বর ঈশাকোভিচের মধ্যে বিরোধী মতপ্রবণতা সন্দেহ করিয়া কেবলমাত্র তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্যই সমস্ত ব্যাপারটিকে সাজাইয়াছিল।

রুবাশভের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত স্থূল হাস্যকর নাটক বলিয়া মনে হইল। প্রকৃতপক্ষে 'বৈপ্লবিক দর্শন' লইয়া এইসব চালাকি ও ভেল্কি একনায়কত্ব দৃঢ় করিবার উপায় মাত্র। অত্যন্ত দুঃখজনক হইলেও মনে হয় ইহা একটা কার্য-কারণসম্মত প্রয়োজনীয়তা। যাহারা এই হাস্যকর নাটকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, যাহারা শুধু রঙ্গমঞ্চে কি হইল তাহাই দেখে, তাহার পিছনে কি কি কলকব্জা কাজ করিতেছে তাহার সম্বন্ধে যাহারা কিছু জানে না, তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। পূর্বে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য সম্মেলনে স্থির করা হইত, এখন রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে তাহা স্থির হয়—ইহাও জনগণের আপেক্ষিক পরি-পক্কতার আইনেরই ন্যায়সঙ্গত পরিণতি…।

রুবাশভ পুনরায় একটি নির্জন পাঠাগারে সবুজ আলোয় বসিয়া কাজ করিতে,

এবং একটা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে তাহার নূতন মতবাদটিকে খাড়া করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নির্বাসনের সময়, রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততার মধ্যে বাধা হইয়া অবসর লওয়ার সময়—এইগুলিই সর্বদা বৈপ্লবিক দর্শনের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ। সে 'সেলে'র মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া দিল; তাহার মন বিচরণ করিতে লাগিল আগামী দুই বৎসরে যখন তাহাকে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দেওয়া হইবে, সেই নির্বাসনের সময়টা সে কি ভাবে কাটাইবে সেই চিন্তায়। তাঁহার পূর্ব উক্তির প্রকাশ্য প্রত্যাহার তাহাকে এই অপরিহার্য অবসরটুকু আনিয়া দিবে। আত্মসমর্পণের বহিঃপ্রকাশে তেমন কিছু আসে যায় না। নিজের অপরাধ সে স্বীকার করিবে এবং এক নম্বরের যুক্তির অকাট্যতায় নিজের বিশ্বাস সম্বন্ধে কাগজ ভরিয়া বিবৃতি দিবে। ইহা সম্পূর্ণরূপে বাইজান্‌টাইন্ আমলের একটা অনুষ্ঠান, প্রতি কথাটিকে অতি স্থূলভাবে অসংখ্য পুনরুক্তি দ্বারা জনসাধারণের মনের মধ্যে একেবারে গাঁথিয়া দিবার প্রয়োজন হইতেই এই অনুষ্ঠানের উদ্ভব। যাহাকে সত্য বলিয়া দেখানো হইবে তাহা স্বর্ণের ন্যায় ঝক্‌ঝক্ করা উচিত, যাহাকে অন্যায় বলিয়া দেখানো হইবে তাহা একেবারে আলকাত্‌রার মত কালো হওয়া দরকার। মেলায় আদামিশ্রিত পিঠার মূর্তির মত, রাজনৈতিক বিবৃতিতেও রং দিতে হয়।

রুবাশভের মনে হইল, এই সব এমন ব্যাপার—যে বিষয়ে ৪০২ নম্বর একেবারে কিছুই জানে না। আত্মসম্মান সম্বন্ধে তাহার সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা অন্য যুগে চলিত। শালীনতা কি ? দেশাচারের একটা বিশেষ রূপ মাত্র, এখনও সেই নাইট্‌দের যুগের অশ্বপৃষ্ঠে কৃত্রিম যুদ্ধের বিধি-নিয়ম দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আত্মমর্যাদার নূতন সংজ্ঞা ভিন্ন ভাবে রচনা করিতে হইবেঃ অহমিকা বিসর্জন দিয়া এবং চরম পরিণতি পর্যন্ত কাজ করিয়া যাইতে…।

নিজেকে অপমান করার চেয়ে মৃত্যুকে বরণ করা অনেক ভাল, ৪০২ নম্বর এই কথাগুলি বলিয়াছিল, এবং মনে হয় কথাগুলি বলিয়া সে গোঁফে তা দিয়াছিল। উহাই আত্মাভিমানের সর্বোত্তম প্রকাশ। ৪০২ নম্বর তাহার এক চোখের চশমা দিয়া খবরাখবর জানায়, রুবাশভ জানায় পাঁশনে দিয়া, ইহাই একটা মস্ত বড় প্রভেদ। এখন রুবাশভ চায় শুধু পাঠাগারে বসিয়া শান্তিতে কাজ করিতে এবং তাহার নূতন ভাবধারা গড়িয়া তুলিতে। এ কাজে বহু বৎসর প্রয়োজন। উহা একটি বিরাট গ্রন্থে দাঁড়াইবে, আর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে

উহা হইবে প্রথম উপযুক্ত সন্ধান-পুস্তক। ঘড়ির দোলকের গতির ন্যায় গণ-মনস্তত্বের দোলায়মান গতিবিধি বর্তমানে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রেণী-সংগ্রামের প্রাচীন মতবাদ ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার রচনা উহার উপরেও আলোকপাত করিবে।

রুবাশভ নিজের মনেই হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে পায়চারি করিতে লাগিল। নূতন মতবাদ লইয়া তাহাকে যতক্ষণ গবেষণা করিতে দেওয়া হইবে, ততক্ষণ তাহার আর কিছু ভাবিবার নাই। দাঁতের ব্যথা এখন সারিয়া গিয়াছে; সম্পূর্ণ সজাগ, উদ্যমশীল এবং একটা স্নায়বিক চাঞ্চল্যে ভরপুর বলিয়া নিজেকে মনে হইতেছে। আইভানভের সঙ্গে তাহার সেই রাত্রের আলাপ এবং তাহার স্বীকৃতিপত্র প্রেরণের পর দুই দিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তেমন কিছুই ঘটে নাই। গ্রেপ্তারের প্রথম দুই সপ্তাহে তাহার সময় যেন পাখায় ভর দিয়া উড়িয়া গিয়াছিল, এখন তাহা অত্যন্ত ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছে। ঘণ্টা চলে মিনিট ও সেকেণ্ডে বিভক্ত হইয়া। মধ্যে মধ্যে রুবাশভ কাজ করে, কিন্তু প্রত্যেকবারই ঐতিহাসিক প্রমাণপত্রের অভাবে তাহাকে কাজ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইতেছে। যে ওয়ার্ডার তাহাকে আইভানভের নিকট লইয়া যাইবে, তাহার আশায় সে পুরা এক ঘণ্টা গুপ্ত ছিদ্রে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু গলিপথ জনশূন্য; নিত্যকার মত শুধু বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে।

মাঝে মাঝে তাহার আশা হইত আইভানভ নিজেই আসিবে এবং তাহার জবানবন্দীর বাহ্যিক প্রকৃতি কি হইবে উহা তাহার সেলে বসিয়াই স্থির করা হইবে; তাহাই অনেক বেশী প্রীতিকর। এবার সে ব্রাণ্ডির বোতলেও কোন আপত্তি করিবে না। সে তাহাদের কথোপকথন সবিস্তারে কল্পনায় আঁকিতে লাগিল; কি ভাবে তাহারা দু'জনে মিলিয়া স্বীকারোক্তির আড়ম্বরপূর্ণ ভঙ্গীটা স্থির করিবে, এবং উহা করিবার সময় আইভানভ কত অবজ্ঞামিশ্রিত রসিকতা করিবে। স্মিতমুখে রুবাশভ সেলের মধ্যে পায়চারি করিয়া চলিল এবং প্রত্যেক দশ মিনিট অন্তর অন্তর ঘড়ি দেখিতে লাগিল। আইভানভ কি সেদিন রাত্রে কথা দেয় নাই যে, পরদিনই তাহার সামনে রুবাশভকে হাজির করিবার ব্যবস্থা করিবে?

রুবাশভের অধৈর্য ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, আইভানভের সহিত কথোপকথনের পর তৃতীয় রাত্রিতে উত্তেজনায় তাহার চোখে আর ঘুম আসিল না। সে অন্ধকারের মধ্যে বাঙ্কে শুইয়া জেলের অস্পষ্ট চাপা শব্দ শুনিতে লাগিল,

সারারাত এপাশ-ওপাশ করিয়া কাটাইল, এবং গ্রেপ্তারের পর এই প্রথম একটি উষ্ণ নারীদেহের উপস্থিতি কামনা করিল। ঘুমাইয়া পড়িবার আশায় সে স্বাভাবিক ও নিয়মিতভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বরং ক্রমশঃ বেশী উত্তেজিত হইয়াই পড়িতে লাগিল। ৪০২ নম্বরের সঙ্গে একটু আলাপ আরম্ভ করিবার প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেকক্ষণ সে সংগ্রাম চালাইল। 'শালীনতা কি ?'—এই প্রশ্নের পর আর ৪০২ নম্বরের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নাই।

জানালার ভাঙ্গা কাচের উপর আটকানো সংবাদপত্রের দিকে তাকাইয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া জাগিয়া শুইয়া থাকিবার পর প্রায় মধ্যরাত্রিতে আর থাকিতে না পারিয়া আঙ্গুলের গাঁট দিয়া দেয়ালে টোকা দিল। সাগ্রহে সে অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু দেয়াল নিঃশব্দ। সে আবার টোকা দিল, তাহার মাথার মধ্যে যেন অবমাননার একটা উষ্ণ তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছে। তবুও ৪০২ নম্বরের নিকট হইতে কোন উত্তর নাই। কিন্তু সে ত নিশ্চয় দেয়ালের অপর পার্শ্বে বিছানায় জাগিয়া পুরাতন দুঃসাহসিক ঘটনার জাবর কাটিয়া সময় কাটাইতেছে। সে রুবাশভের কাছে স্বীকার করিয়াছিল যে, রাত্রি একটা দুইটার আগে কখনও তাহার ঘুম আসে না, এবং সে তাহার বাল্যকালের অভ্যাসে ফিরিয়া গিয়াছে।

রুবাশভ চিৎ হইয়া শুইয়া অন্ধকারের পানে তাকাইয়া রহিল। মাদুরটা শরীরের চাপে চেপ্টা হইয়া গিয়াছে। কম্বলটা বড় বেশী গরম, শরীরে একটা অস্বস্তিকর আর্দ্রতা বোধ হইতেছে অথচ ফেলিয়া দিলেও আবার কাঁপুনি ধরে। সে অনবরত সিগারেট টানিয়া চলিয়াছে। এইটি সপ্তম বা অষ্টম সিগারেট। বিছানার চারিপাশে পাথরের মেঝেতে টুক্‌রাগুলি ছড়ানো। ক্ষীণতম শব্দও মিলাইয়া গিয়াছে। সময় সময় থমকিয়া দাঁড়ায় ; যেন সে নিজেকে একটা নিরেট আঁধারে পরিণত করিয়াছে। রুবাশভ চোখ বন্ধ করিয়া কল্পনা করিল যেন আরলোভা তাহার পাশে শুইয়া আছে, অন্ধকারের পটভূমিকায় তাহার বক্ষের সুপরিচিত বক্ররেখা উন্নত হইয়া আছে। আরলোভাকেও যে বগ্রভের ন্যায় অলিন্দ দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে তাহা সে ভুলিয়া গেল ; নিস্তব্ধতা এত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে যে, তার গুঞ্জন ও দোলন সে অনুভব করিতেছে। এই মৌচাকের খোপে খোপে যে দুই হাজার লোককে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে তাহারা কি করিতেছে ? তাহাদের অশ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে, অদৃশ্য স্বপ্নে, ভয় ও আকাঙ্ক্ষার চাপা হাঁপানিতে নীরবতা ভারী হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস যদি

গণনা ও হিসাবের ব্যাপার হয় তাহা হইলে দুই হাজার অসহায় আকাঙ্ক্ষার চাপ, দুই হাজার দুঃস্বপ্নের সমষ্টির ওজন কত? এবার সে সত্যই আরলোভার গায়ের সেই মৃদু মধুর সৌরভ পাইতেছে; পশমের কম্বলের নীচে তাহার শরীর একেবারে ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে···। সেলের দরজা একটা কর্কশ শব্দ করিয়া সশব্দে খুলিয়া গেল; গলিপথের আলো তাহার চক্ষুতে তীক্ষ্ণভাবে গিয়া বিঁধিল।

বেল্টে রিভলভার-আঁটা ইউনিফর্ম পরিহিত দুই জন অফিসারকে সে ঢুকিতে দেখিল, রুবাশভের নিকট তাহারা পরিচিত। তাহাদের মধ্যে একজন রুবাশভের বাঙ্কের নিকট আগাইয়া আসিল। লোকটি বেশ লম্বা, মুখে নৃশংসতার ছাপ। তাহার ভাঙ্গা স্বর রুবাশভের কাছে অত্যন্ত কর্কশ ঠেকিল। কোথায় যাইতে হইবে কিছু বুঝাইয়া না বলিয়াই সে রুবাশভকে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

রুবাশভ কম্বলের তলা হইতে পাঁশনে বাহির করিল এবং চোখে লাগাইয়া বাঙ্ক হইতে নামিয়া পড়িল। ইউনিফর্ম-পরা বিরাটকায় লোকটি যেন তাহার চেয়েও এক হাত লম্বা; তাহার সঙ্গে গলিপথ দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে রুবাশভের অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল, পা যেন আর চলে না। অন্য লোকটি তাহাদের পিছন পিছন আসিতে লাগিল।

রুবাশভ ঘড়ি দেখিল, রাত দুইটা; তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত সে ঘুমাইয়াছিল। যে দিকে নাপিতের দোকান, সেই দিকের পথ ধরিয়াই তাহারা চলিল। বগ্-রভ্-কে যে স্থান দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এই সেই পথ। দ্বিতীয় অফিসারটি রুবাশভের তিন পা পিছনে। ঘাড়ের উপর চুলকাইতে হইলে যেমন ঘুরাইতে হয় তেমনি পিছনে ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিবার একটা আবেগ অনুভব করিতেছিল রুবাশভ। কিন্তু সে তাহা সংযত করিয়া রাখিল। তাহার মনে হইল, হাজার হউক তাহারা কোন অনুষ্ঠান বা কার্যাদি না করিয়া এমন হঠাৎ তাহাকে শেষ করিয়া দিবে না, কিন্তু তবু সে নিশ্চিতও হইতে পারিল না। ঠিক এই মুহূর্তে অবশ্য তাহাতে খুব বেশী আসে যায় না; রুবাশভ শুধু চায় ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি চুকিয়া যাউক। সে ভয় পাইয়াছে কিনা বুঝিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পিছনের লোকটির দিকে ঘাড় ঘুরাইয়া না দেখিবার আয়াসে তাহার যা-কিছু শারীরিক অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। এ ছাড়া আর কিছুই সে অনুভব করিতে পারিল না।

নাপিতের দোকানের মোড়টা ঘুরিতেই দেখা গেল একটা সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি

মাটির নীচের ঘরের দিকে নামিয়া গিয়াছে। রুবাশভ তাহার পাশের বিরাটকায় লোকটির দিকে তাকাইল—সে পদচালনা একটু মন্থর করে কিনা দেখিবার জন্য। এখন পর্যন্ত তাহার একটুও ভয় হইতেছে না, শুধু অনুভব করিতেছে একটা কৌতূহল এবং অস্বস্তি। কিন্তু সিঁড়িটা পার হইয়া যাইতেই সে বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিল, তাহার পা কাঁপিতেছে, কাজেই জোর করিয়া নিজেকে সামলাইতে হইল। সেই সঙ্গে বুঝিতে পারিল সে যেন যন্ত্রচালিতের মত জামার আস্তিনে চশমা ঘষিতেছে; মনে হয় নিশ্চয় নাপিতের দোকানে পৌঁছিবার আগেই সে নিজের অলক্ষ্যেই উহা খুলিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার বোধ হইল এ সবই ধাপ্পা-বাজি, উপরের অংশকে সামলানো সহজ, কিন্তু পেটের নীচের অংশকে সামলানো যায় না। এখন যদি উহারা আমাকে মারে, তাহা হইলে তাহারা যাহা চায় তাহাতেই আমি সাই করিয়া দিব, কিন্তু আগামী কাল আমি তাহা প্রত্যাহার করিব…।

আরও কয়েক পা যাইবার পর আবার তাহার মনে পড়িল 'আপেক্ষিক পরিপক্কতার মতবাদ' এবং সে যে আগেই পরাজয় স্বীকার ও তাহার আত্মসমর্পণের ঘোষণাপত্রে সহি করিতে রাজী হইয়াছে তাহার কথা। এ সব কথা ভাবিতেই সে বেশ আশ্বস্ত বোধ করিল, কিন্তু সেই সঙ্গে বিস্মিত হইয়া সে নিজেকে প্রশ্ন করিল, গত কয়দিনের সঙ্কল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইল। বিরাটকায় লোকটি থামিয়া একটা দরজা খুলিয়া পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। রুবাশভ দেখিল সামনেই আইভানভের ঘরের মত একটা ঘর, কিন্তু ভিতরে অপ্রীতিকর অত্যুজ্জ্বল বাতি জ্বলিতেছে; আলোটা তাহার চোখ ঝলসাইয়া দিল। দ্বারের বিপরীত দিকে, ডেস্কের পিছনে বসিয়া আছে গ্লেটকিন।

রুবাশভের পিছনে দ্বার বন্ধ হইয়া যাইতেই গ্লেটকিন তাহার দলিল, প্রমাণ-পত্রাদির স্তূপ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। 'দয়া করে বসো'—সেই নীরস, বৈচিত্র্যহীন কণ্ঠস্বর; সেলের সেই প্রথম দৃশ্যটির সময় হইতেই রুবাশভের মনে আছে। সে গ্লেটকিনের তালুর উপরকার সেই চওড়া ক্ষতটি চিনিল, তাহার মুখটা পড়িয়াছে ছায়ায়, কারণ ঘরের একমাত্র আলো আসিতেছে গ্লেটকিনের আরাম-কেদারার পিছনে একটা ধাতুনির্মিত লম্বা দণ্ডায়মান আলোকাধার হইতে। ঐ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল বাল্‌ব হইতে যে তীক্ষ্ণ শুভ্র আলো ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে, তাহা রুবাশভের চোখ এমন ঝলসাইয়া দিল যে, ঘরে যে তৃতীয় এক ব্যক্তি আছে

তাহা জানিতে তাহার কিছু সময় লাগিল—তৃতীয় ব্যক্তি একজন সেক্রেটারী। ঘরের দিকে পিছন ফিরিয়া পর্দার আড়ালে একটা ছোট টেবিলের সামনে মেয়েটি বসিয়া আছে।

গ্লেটকিনের বিপরীত দিকে, ডেস্কের সম্মুখে যে একটিমাত্র চেয়ার ছিল তাহাতে রুবাশভ বসিল। চেয়ারটা মোটেই আরামদায়ক নয়, হাতলও নাই।

গ্লেটকিন বলিল,"কমিশার আইভানভের অনুপস্থিতির দরুন তোমাকে পরীক্ষা করবার ভার আমার উপরই দেওয়া হয়েছে।" আলোতে রুবাশভের চোখে রীতিমত যন্ত্রণা বোধ হইতেছে; অথচ সে যদি গ্লেটকিনের দিকে মুখটা একটু ফিরাইয়া বসে তাহা হইলে চোখের কোণে সেই আলো প্রায় তেমনি বিরক্তিকর হয়। তা ছাড়া মুখ ফিরাইয়া রাখিয়া কথা বলা খুবই হাস্যকর ও অস্বস্তিজনক।

রুবাশভ উত্তর দিল, "আইভানভের তদন্ত করাকেই আমি বেশী পছন্দ করি।" গ্লেটকিন বলিল, "ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্তকারী উপরওয়ালারা নিযুক্ত করেন। তোমার শুধু বিবৃতি দেওয়া কিংবা দিতে অস্বীকার করার অধিকার আছে। তোমার ক্ষেত্রে অস্বীকারের অর্থ হবে তুমি দু'দিন আগে দোষ স্বীকার করবার ইচ্ছা জানিয়ে যে চিঠি লিখেছিলে তা অস্বীকার করা, এবং এর ফলে স্বভাবতই এ তদন্ত শেষ হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে আমার উপর নির্দেশ আছে, তোমার কেস উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দেওয়ার, তাঁরাই তোমার দণ্ডবিধান করবেন।"

রুবাশভ তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ভাবিয়া লইল; নিশ্চয় আইভানভ একটা কোন গোলমালে পড়িয়াছে। হয়ত হঠাৎ ছুটিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কাজ হইতে বরখাস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিংবা তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—হয়ত বা রুবাশভের সহিত তাহার পূর্বের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ হইয়াছে বলিয়া; হয়ত আইভানভ বুদ্ধির দিক দিয়া বেশী বড় এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ বলিয়া; এবং যেহেতু এক নম্বরের প্রতি তাহার আস্থার ভিত্তি অন্ধ বিশ্বাস নয়, সম্যক্ বিচারবুদ্ধি-প্রসূত। সে অত্যধিক চতুর; সে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের: নূতন প্রতিষ্ঠান ত গ্লেটকিন এবং তাহার কার্যপ্রণালী···শান্তিতে থেকো আইভানভ! রুবাশভের করুণা করিবার তখন সময় নাই; তাহাকে তাড়াতাড়ি ভাবিতে হইবে, অথচ বাতিটা তাহাকে বাধা দিতেছে। পাঁশনে খুলিয়া মিট্‌মিট্ করিয়া তাকাইল; সে জানে চশমা ছাড়া তাহাকে কেমন যেন নগ্ন ও অসহায় দেখায়, এবং গ্লেটকিনের ভাবলেশহীন চোখ তাহার মুখের প্রতিটি লক্ষণ লিখিয়া রাখিতেছে। এখন যদি সে চুপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার

আর কোন আশা নাই ; এখন আর ফিরিলে চলিবে না। গ্লেটকিন একটা ঘৃণ্য জীব, কিন্তু সে নূতন যুগের প্রতিনিধি ; পুরাতনকে হয় ইহাদের সহিত মিটমাট করিয়া লইতে হইবে, নতুবা পুরাতন ধ্বংস হইবে ; ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। রুবাশভের নিজেকে সহসা যেন বৃদ্ধ মনে হইল ; আগে আর কখনও তাহার এমন অনুভূতি হয় নাই। সে কখনও খেয়ালই করে নাই যে, তাহার বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। সে পাঁশনে পরিয়া গ্লেটকিনের চোখের পানে তাকাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তীব্র আলোয় তাহার চোখে জল আসিয়া গেল ; সে আবার পাঁশনে খুলিয়া ফেলিল।

নিজের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি যতদূর সম্ভব সংযত রাখিবার চেষ্টা করিয়া রুবাশভ বলিল, "আমি বিবৃতি দিতে রাজী। কিন্তু একটি সর্ত, তুমি তোমার চালাকি থামাও। ঐ চোখ-ধাঁধানো বাতিটা নিভিয়ে দাও, এই সব উপায় বদমায়েস এবং বিপ্লব-বিরোধীদের জন্য রেখে দাও।"

গ্লেটকিন শান্তস্বরে উত্তর দিল, "তোমার সর্ত করবার অধিকার নেই। তোমার জন্য আমি আমার ঘরের বাতি বদলাতে পারি না। তুমি যেন তোমার নিজের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছ না, বিশেষ করে এই কথাটি যে, তুমি নিজেই তো বিপ্লব-বিরোধী কাজকর্মের জন্য অভিযুক্ত এবং গত কয়েক বছরে তুমি প্রকাশ্য ঘোষণায় দু'বার তা স্বীকার করেছ। তুমি যদি ভেবে থাক এবারও এত সহজে পার পেয়ে যাবে, তা হলে খুব ভুল করছ।"

রুবাশভ ভাবিল—'শালা' ! ইউনিফর্ম-পরা ঘৃণ্য বদমায়েস। রুবাশভ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। সে নিজেও বুঝিতে পারিল যে, সে লাল হইয়া উঠিতেছে এবং গ্লেটকিন তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। আচ্ছা, এই গ্লেটকিনের বয়স কত হইবে ? ছয়ত্রিশ, কিংবা বড় জোর সাঁইত্রিশ ; সে নিশ্চয় তরুণ বয়সে গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়াছিল, বিপ্লবের আরম্ভে সে ছিল বালকমাত্র। এই বয়সীরাই প্লাবনের পর নূতন করিয়া নয়া দুনিয়ার কথা ভাবিতে শিখে। প্রাচীন, অতীত পৃথিবীর সঙ্গে নিজেদের গ্রথিত করিবার পক্ষে নাই কোন ঐতিহ্য, নাই কোন স্মৃতি। এই যুগের যেন জন্ম হইয়াছিল নাভিরজ্জু ছাড়াই...তথাপি ন্যায় ছিল ইহার পক্ষে। ঐ নাভিরজ্জু ছিঁড়িয়া ফেলাই উচিত, পুরাতন যুগের সম্মান এবং কপট শালীনতার মিথ্যা সংস্কার সঙ্গে শেষ বন্ধনটুকুও অস্বীকার করা উচিত। আত্মসম্মানের অর্থ নিজেকেও ক্ষমা না করা এবং অহমিকা ভুলিয়া শেষ পরিণতি পর্যন্ত কাজ করিয়া যাওয়া।

রুবাশভের মেজাজ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল। পাঁশনে হাতেই রাখিয়া সে গ্লেটকিনের দিকে মুখ ফিরাইল। চোখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইতেছে বলিয়া নিজেকে আরও বেশী নিরাভরণ বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু ইহা এখন আর তাহার মনকে চঞ্চল করিল না। বন্ধ চোখের পাতার পিছনে একটা রক্তাভ আলো ঝিকমিক করিতেছে। ইহার পূর্বে আর কখনও তাহার এমন নিবিড় নিঃসঙ্গতা অনুভূত হয় নাই।

এইবার রুবাশভ বলিল, "পার্টির জন্য সবরকম কাজই আমি করব।" তাহার কণ্ঠস্বরের ভাঙ্গা ভাবটা চলিয়া গিয়াছে। সে চোখ বন্ধ করিয়াই রাখিল।— "আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা বিস্তারিতভাবে আমাকে বল। এখন পর্যন্ত তো তা করা হয়নি।"

মিটমিটে চোখে সে দেখিল, বরং শুনিল যে, গ্লেটকিনের আড়ষ্ট শক্ত শরীরে একটু নড়াচড়া সুরু হইয়াছে। চেয়ারের হাতলের উপর তাহার জামার কাফ্ মচ্‌মচ্ করিয়া উঠিল, সে নিশ্বাসও লইল আর একটু গভীরভাবে, যেন মুহূর্তেকের জন্য সমস্ত শরীর সে কতকটা শিথিল করিয়া দিয়াছে। রুবাশভ অনুমান করিল, গ্লেটকিন তাহার জীবনের এক বিরাট বিজয়-সুখ উপভোগ করিতেছে। কাহারো পক্ষে রুবাশভকে অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হওয়ার অর্থ ভাগ্য ফিরিয়া যাওয়া। এক মিনিট পূর্বেও গ্লেটকিনের নিকট সব কিছু দাঁড়িপাল্লায় দুলিতেছিল—আইভানভের পরিণতি একটা স্মারক হিসাবে তখনও তাহার চোখের সম্মুখে।

রুবাশভ হঠাৎ বুঝিতে পারিল, তাহার উপর গ্লেটকিনের যতখানি ক্ষমতা তাহারও ঠিক ততখানি ক্ষমতা গ্লেটকিনের উপর। একটি ব্যঙ্গসূচক মুখভঙ্গী ও হাসির সহিত সে ভাবিল—আমি তোমার গলা চাপিয়া ধরিয়াছি; আমরা দু'জনেই দু'জনের গলা চাপিয়া ধরিয়াছি, আমি যদি দোলনা হইতে নীচে পড়িয়া যাই, আমি তোমাকেও আমার সহিত টানিয়া নামাইয়া আনিব। রুবাশভ যেন বেশ কৌতুকভরেই এই চিন্তায় খানিকক্ষণ কাটাইল। গ্লেটকিন পুনরায় কঠিন ও স্থির হইয়া বসিয়া প্রমাণপত্রগুলি দেখিতেছে; তারপর রুবাশভ এই সব প্রলোভন ছাড়িয়া আস্তে আস্তে তাহার যন্ত্রণাবিদ্ধ চোখ বন্ধ করিয়া লইল। আত্মাভিমান, অহমিকার শেষ চিহ্নটুকুও পুড়াইয়া শেষ করিয়া ফেলা উচিত এবং আত্মহত্যা অহমিকার বিপর্যস্ত রূপ ছাড়া আর কি? ঐ গ্লেটকিনের অবশ্য বিশ্বাস যে, আইভানভের যুক্তিতর্ক নয়, তাহার নিজের কৌশলই রুবাশভকে

আত্মসমর্পণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছে; হয়ত বা গ্লেটকিন উচ্চপদস্থ কর্তাদেরও ইহা বিশ্বাস করাইতে সক্ষম হইয়াছে, এবং এইভাবে আইভানভের পতনও ঘটিয়াছে। রুবাশভ ভাবিল 'শালা'; কিন্তু এইবার তাহার মনে একটুও রাগ নাই। উঃ ইউনিফর্ম-পরিহিত দাম্ভিক পশু—যে নূতন যুগ আরম্ভ হইতেছে সে যুগের বর্বর! তুমি আমাদেরই সৃষ্ট। তোমরা বিচার্য বিষয়টা বোঝ না; কিন্তু তোমরা কি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলে যে, আমাদের নিকট তোমরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হইবে?··· রুবাশভ লক্ষ্য করিল, আলোটা আর এক ডিগ্রী তীব্র হইয়া উঠিয়াছে—সে জানিত যে জেরার সময় এই সকল প্রতিফলক আলোর তেজ বাড়াইবার ও কমাইবার ব্যবস্থা থাকে। তাহাকে বাধ্য হইয়া মাথা সম্পূর্ণ-রূপে ঘুরাইয়া লইয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিতে হইল। সে আবার ভাবিল, "বর্বর!" অথচ ঠিক এই প্রকার বর্বর জাতিরই আমাদের এখন প্রয়োজন···।

গ্লেটকিন অভিযোগ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার একঘেয়ে কণ্ঠস্বর আজ যেন আরও বিরক্তিকর বোধ হইতেছে। রুবাশভ মাথাটা ফিরাইয়া রাখিয়া, চোখ বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিল। রুবাশভ স্থির করিয়াছে, সে তাহার স্বীকারোক্তিকে একটা প্রচলিত অনুষ্ঠান, একটা আজগুবী অথচ প্রয়োজনীয় হাস্যকর নাটক মাত্র বলিয়াই গ্রহণ করিবে।

এ অনুষ্ঠানের বক্র ব্যঞ্জনা একমাত্র নবদীক্ষিতেরাই বুঝিতে পারে। কিন্তু গ্লেটকিন যাহা পড়িতেছে তাহার অসম্ভাব্যতা রুবাশভের নিকৃষ্টতম ধারণাকেও ছাড়াইয়া গেল। সত্যই কি গ্লেটকিন বিশ্বাস করে যে, সে অর্থাৎ রুবাশভ নেহাত শিশুসুলভ এই সকল চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিল? যে সকল সৌধের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিল রুবাশভ নিজে এবং পুরনো নেতৃবৃন্দ, বহু বৎসর যাবৎ সে সকলই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কোন চিন্তা উহারা করে নাই! এবং গ্লেটকিন কি বিশ্বাস করে যে তাহারা সকলে—মাথার উপর নম্বর দেওয়া ঐ চিত্রের সব কয়টি লোক, গ্লেটকিনের বাল্যের বীর নেতৃবৃন্দ--হঠাৎ এমন এক মহামারীর কবলে পড়িয়াছিল যাহা তাহাদের সকলকে আদর্শভ্রষ্ট এবং অর্থলিপ্সু করিয়া ফেলিয়াছে! বিপ্লবকে ব্যাহত করাই কি এখন তাহাদের একমাত্র বাসনা! আর সেইজন্য কি রাজনৈতিক মহারথীবৃন্দ এমন সব উদ্ভট উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে যাহা কেবল মাত্র সস্তাদামের ডিটেক্‌টিভ গল্প হইতেই তাহারা ধার করিতে পারিত।

গ্লেটকিন একঘেয়ে সুরে পড়িয়া চলিয়াছে। স্বরের ওঠা-নামা নাই এবং অনেক দেরীতে, বেশ বয়স হইয়া যাওয়ার পর যাহাদের বর্ণপরিচয় হয় তাহাদের

ন্যায় বৈচিত্র্যহীন এবং নীরস কণ্ঠস্বর। গ্লেটকিন তখন কোন বিদেশী শক্তির প্রতিনিধির সহিত রুবাশভের চুক্তি বা সন্ধির কথাবার্তা চালানোর অভিযোগ সম্বন্ধে পড়িতেছে। অভিযোগে বলে যে, রুবাশভ 'বি'তে থাকাকালীন পুরাতন শাসনব্যবস্থা বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে এই কথাবার্তা আরম্ভ করে। বিদেশী রাজনীতিকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের সাক্ষাতের সময় ও স্থানেরও উল্লেখ আছে। রুবাশভ এইবার আরও মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিল। তাহার স্মৃতিতে একটা নগণ্য ক্ষুদ্র ঘটনা খেলিয়া গেল, ঘটনাটি সে ঐ সময় অল্পক্ষণের মধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছিল এবং আর কখনও উহা ভাবেও নাই—সে তাড়াতাড়ি আন্দাজে তারিখটা ঠিক করিয়া লইল ; হ্যাঁ, ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। তাহা হইলে এই দড়িতে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইবে। রুবাশভও একটু হাসিয়া, রুমাল দিয়া তাহার অশ্রুপূর্ণ চোখ দুটি মুছিয়া লইল…।

গ্লেটকিন একটানা পড়িয়া চলিল, তেমনি আড়ষ্টভাবে এবং অত্যন্ত একঘেয়ে সুরে। সে যাহা পড়িতেছে তাহা কি সে সত্যই বিশ্বাস করে ? সে কি এই বিবৃতির হাস্যকর অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সচেতন নয় ? রুবাশভের এলুমিনিয়ম ট্রাষ্টের পরিচালক থাকাকালীন কার্যকলাপের কথায় সে এখন আসিয়াছে। অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া প্রতিষ্ঠিত ঐ শ্রমশিল্পের শাখায় ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা, দুর্ঘটনায় নিহত বা আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা, ত্রুটিপূর্ণ এবং বাজে উপাদানের ফলে কত বিমানপোত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে তাহার সংখ্যা, এই সকল তথ্য-সম্বলিত বিবরণ পড়া হইল। এই সব কাজই তাহার অর্থাৎ রুবাশভের শিল্প-ধ্বংসের পৈশাচিক অপচেষ্টার ফল। ঐ বিবৃতিতে টেক্‌নিক্যাল শব্দ এবং হিসাব ও সংখ্যার সারির মধ্যে সত্য-সত্যই 'পৈশাচিক' শব্দটির কয়েকবার উল্লেখ ছিল। ক্ষণিকের তরে যেন রুবাশভের ধারণা হইল, গ্লেটকিন পাগল হইয়া গিয়াছে ; এই যুক্তি ও অসম্ভাব্যতার সংমিশ্রণ যেন 'শিজোফ্রেনিয়া' রোগের সুব্যবস্থিত পাগলামির কথা মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু এ অভিযোগের খসড়া তো গ্লেটকিন রচনা করে নাই ; গ্লেটকিন শুধু তাহা জোরে জোরে পড়িয়া শুনাইতেছে—সত্যই সে হয়ত ইহা বিশ্বাস করে ; অথবা অন্ততঃ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করে…।

রুবাশভ স্বল্পালোকিত কোণে উপবিষ্ট স্টেনোগ্রাফারের দিকে তাকাইয়া দেখিল— মেয়েটির ছোটখাট এবং ছিপছিপে চেহারা। তাহার চোখে চশমা। সে স্থিরভাবে বসিয়া পেন্সিল ধার দিতেছে। একবারও সে রুবাশভের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল না। অর্থাৎ, স্পষ্টই বুঝা যায় গ্লেটকিন যে সমস্ত ভয়ানক

কাণ্ডের কথা পড়িয়া শুনাইতেছে তাহা মেয়েটি বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতেছে। এখনও সে ছেলেমানুষ ; বোধ হয় পঁচিশ বা ছাব্বিশ বৎসর বয়স হইবে, সেও ঐ প্লাবনের পর বড় হইয়াছে। এই যুগের আধুনিক নীয়ানডেরথেলদের নিকট রুবাশভ নামটির কি বা মূল্য ? এই ত সে চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল প্রতিফলক আলোর সম্মুখে বসিয়া আছে, চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছে, সে চোখ খুলিয়া রাখিতে পারিতেছে না ; উহারা বৈচিত্র্যহীন সুরে তাহাকে অভিযোগ পড়িয়া শুনাইতেছে এবং পরম ঔদাসীন্যভরে, ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাহাকে • দেখিতেছে, যেন অঙ্গব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য টেবিলের উপরে রাখা একটা জীবের শরীর মাত্র সে।

গ্লেটকিন অভিযোগের শেষ অণুচ্ছেদে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। ইহাতেই চরম অংশ রহিয়াছে! এক নম্বরকে হত্যা-প্রচেষ্টার ষড়যন্ত্র। প্রথম শুনানীতে আইভানভ যে রহস্যময় 'ক'এর নাম উল্লেখ করিয়াছিল, আবার সে উপস্থিত হইয়াছে। দেখা গেল অত্যন্ত ব্যস্ততার দিনে যে হোটেল হইতে এক নম্বরের মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য ঠাণ্ডা খাবার আনা হইত, লোকটি সেই হোটেলের সহকারী পরি-চালক। এই তাড়াতাড়ি আধপেটা ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া এক নম্বরের স্পার্টান জীবনযাত্রা প্রণালীর একটা অঙ্গ ছিল, এবং এই ব্যাপারটা প্রচারের জোরে সযত্নে লোকের মনে গাঁথিয়া দেওয়া হইত। রুবাশভের প্ররোচনায় এই সর্বজন-বিদিত ঠাণ্ডা খাবারের দ্বারাই 'ক'এর এক নম্বরের অকালমৃত্যুর ব্যবস্থা করার কথা ছিল। রুবাশভ চোখ বন্ধ করিয়া নিজের মনেই হাসিল। যখন সে চোখ খুলিল, তখন দেখিল গ্লেটকিন পড়া থামাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। খানিকক্ষণ নীরবতার পর গ্লেটকিন তাহার স্বাভাবিক একঘেয়ে স্বরে বলিল, "তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনলে তো। এবার অপরাধ স্বীকার কর।" তাহার কথাগুলি যেন প্রশ্ন না হইয়া আদেশের মতই শুনাইল।

রুবাশভ ভাল করিয়া গ্লেটকিনের মুখ দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না ; তাহাকে আবার চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিতে হইল। একটা ঝাঁজালো উত্তর তাহার জিহ্বার অগ্রে আসিয়াছে, কিন্তু তাহার বদলে সে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিল। এত নিম্নস্বরে ও শান্তভাবে সে উত্তর দিল যে, ক্ষীণাঙ্গী সেক্রেটারীকে তাহা শুনিবার জন্য গলা বাড়াইতে হইল : "আমি অপরাধ স্বীকার করছি যে, আমি সরকারের রাজনীতির পেছনে যে সাংঘাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা বুঝতে পারিনি, কাজেই তার বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করেছি। আমি এ অপরাধও স্বীকার

করছি যে, আমি আবেগের ঝোঁকে কাজ করেছি, এবং তা করে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যম্ভাবিত্বের বিরোধিতা করেছি। আমি চরম দণ্ডে দণ্ডিতদের বিলাপে কান দিয়েছি, কাজেই যে সব যুক্তি তাদের বিসর্জন দেবার আবশ্যক তা প্রমাণ করেছে তাতে একেবারে কান দিই নি। আমি অপরাধ স্বীকার করছি যে, আমি অপরাধ ও নির্দোষিতার প্রশ্নকে উপকারিতা ও ক্ষতির প্রশ্নের চেয়ে বেশী মূল্য দিয়েছি। শেষে এই অপরাধও স্বীকার করছি যে, আমি মনুষ্যজাতির উপরে মানুষকে স্থান দিয়েছি···।"

রুবাশভ থামিয়া আবার চোখ খুলিতে চেষ্টা করিল। সেক্রেটারী যে কোণে বসিয়াছিল সেদিকে মিটমিট করিয়া তাকাইল, মাথাটা তার আলোর দিক হইতে ফিরানো। সে যাহা বলিয়াছে সেক্রেটারী তখনই মাত্র তাহা লিখিয়া শেষ করিয়াছে। রুবাশভ তাহার মুখের সূক্ষ্মাগ্রভাগে একটি ব্যঙ্গ-মিশ্রিত হাসি যেন ফুটিয়া উঠিতে দেখিল।

রুবাশভ আবার আরম্ভ করিল, "আমি জানি আমার এই পথবিচ্যুতি কাজে লাগানো হলে তা রাষ্ট্রবিপ্লবের পক্ষে একটা মারাত্মক বিপদ হয়ে দাঁড়াত। ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণগুলির প্রতিকূলাচরণের মধ্যে পার্টির ভিতর ভাঙ্গনের বীজ এবং ফলে অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ লুকিয়ে আছে। জনগণ যখন পরিণতবুদ্ধি নয় তখন মানবহিতৈষণাজনিত দৌর্বল্য এবং উদার গণতন্ত্র রাষ্ট্রবিপ্লবের পক্ষে আত্মহত্যা। অথচ ঠিক এই আপাতদৃষ্টিতে এত বাঞ্ছনীয় অথচ প্রকৃতপক্ষে এত মারাত্মক কার্যপ্রণালীর আকাঙ্ক্ষাই আমার এই প্রতিকূল মনোভাবের ভিত্তি। এর ভিত্তি—একনায়কত্বের একটা উদার সংস্কারের—আরও একটা ব্যাপক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসের বিলোপ এবং পার্টির কঠোর শৃঙ্খলা শিথিল করার দাবি। আমি স্বীকার করছি যে, বর্তমান ক্ষেত্রে এইসব দাবি বাস্তবের দিক থেকে ক্ষতিকর সুতরাং বিপ্লবের প্রতিকূল···।"

গলা শুকাইয়া উঠায় এবং কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় রুবাশভ আবার চুপ করিল। নিস্তব্ধতার মধ্যে তাহার কানে আসিল সেক্রেটারীর পেন্সিলের খস্‌খস্‌ শব্দ। রুবাশভ মাথাটা একটু তুলিয়া চোখ বন্ধ করিয়াই আবার আরম্ভ করে, "এই অর্থে এবং শুধু এই অর্থেই আমাকে তোমরা বিপ্লব-বিরোধী বলতে পার। ঐ অভিযোগের মধ্যে যে সব অসম্ভব এবং অদ্ভুত অপরাধের অভিযোগ করা হয়েছে তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

গ্লেটকিন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বলা শেষ হয়েছে?"

তাহার কণ্ঠস্বর এত কর্কশ ও নির্মম যে, রুবাশভ বিস্মিত হইয়া গ্লেটকিনের দিকে তাকাইল। ডেস্কের পিছনে গ্লেটকিনের স্বভাবতঃ নিখুঁত ভঙ্গীর উজ্জ্বল ছায়ামূর্তি দেখা গেল। বহুদিন যাবৎ গ্লেটকিনের একটা সহজ পরিচয় খুঁজিয়াছে রুবাশভ। নিখুঁত নিষ্ঠুরতা—হ্যাঁ, ইহাই ঠিক পরিচয়।

গ্লেটকিন সেই নীরস ঘরঘরে গলায় বলিল, "তোমার এ উক্তি নূতন নয়। প্রথম বার দু'বছর আগে এবং দ্বিতীয় বার এক বছর হ'ল দু'বারের স্বীকারোক্তি-তেই তুমি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছ যে, তোমার মনোভাব 'বস্তুতঃ বিপ্লব-প্রতিকূল এবং জনগণের স্বার্থের বিরোধী ছিল।' দু'বারেই তুমি বিনয়ের সঙ্গে পার্টির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছ। এখন তুমি ভাবছ, তৃতীয় বার আবার সেই খেলাই খেলবে। তুমি এখনই যে বিবৃতি দিলে তা নিছক ছলনা। তুমি তোমার প্রতিকূল মনোভাব স্বীকার কর, কিন্তু এরই যে-সব অবশ্যম্ভাবী ফল তা অস্বীকার কর। আমি তো আগেই বলেছি এবার আর তুমি সহজে পার পাবে না।"

গ্লেটকিন যেমন সহসা আরম্ভ করিয়াছিল তেমনই হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহার পর এ নিস্তব্ধতার মধ্যে রুবাশভের কানে আসিল ডেস্কের পিছনে রাখা বাতির বৈদ্যুতিক প্রবাহের অস্ফুট গুঞ্জন। সেই সময় আলোটাও আর এক ডিগ্রী তীব্র হইয়া উঠিল।

রুবাশভ মৃদুস্বরে বলিল, "ঐ সময়ে আমি যে-সব কথা অঙ্গীকার করেছিলাম তা কূটনৈতিক কৌশলের উদ্দেশ্যে। তুমি নিশ্চয় জান, বিরুদ্ধ মনোভাবসম্পন্ন রাজনৈতিক কর্মীদের সমস্ত দলটাকে পার্টিতে থাকবার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এইরকম বিবৃতি দিতে হয়েছিল। কিন্তু এবার আমার কথার অর্থ অন্য··· ।"

"অর্থাৎ, এবার তুমি সত্যি কথা বলছ?" গ্লেটকিন তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে। তাহার নিখুঁত কণ্ঠস্বরে কোন ব্যঙ্গ ছিল না।

রুবাশভ শান্তস্বরে বলিল, "হ্যা"।

"তার আগে তুমি মিথ্যা কথা বলেছিলে।"

"তাই বলতে চাও বল।"

"নিজের গর্দান বাঁচাবার জন্য?"

"কাজ করে যেতে পারার জন্য।"

"গর্দান না থাকলে তো লোকে কাজই করতে পারে না। কাজেই গর্দান বাঁচাবার জন্য?"

"দাও, তোমার যা নাম দেবার ইচ্ছা তাই দাও।"

গ্লেটকিনের প্রশ্ন এবং তাহার নিজের উত্তরের মধ্যে ক্ষণিক অবসর সময়-গুলিতে কানে আসে শুধু সেক্রেটারীর পেন্সিলের খস্‌খস্ শব্দ এবং আলোর বৈদ্যুতিক প্রবাহের মৃদু গুঞ্জন। বাতিটা হইতে ঝরণার ধারার ন্যায় শুভ্র আলোকধারা বিচ্ছুরিত হইতেছে। উহা এমন একটা স্থির উত্তাপ বিকীরণ করিতেছে যে, রুবাশভকে বাধ্য হইয়া কপালের ঘাম মুছিতে হইল। তাহার যন্ত্রণা-কাতর চোখ দুইটিকে জোর করিয়া খুলিয়া রাখিতে হইয়াছে, কিন্তু বার বার চোখ খুলিবার মধ্যবর্তী অবকাশটুকু ক্রমশঃই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল। তাহার তন্দ্রা এমনই বাড়িতে লাগিল, আর গ্লেটকিন যখন তাহার শেষ দ্রুত প্রশ্নমালার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তখন রুবাশভের একটা অস্পষ্ট ধারণা হইল, তাহার চিবুক বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। গ্লেটকিনের পরবর্তী প্রশ্নে যখন সে এক বিষম ধাক্কা খাইয়া জাগিয়া উঠিল তখন তাহার মনে হইল যেন সে এক অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

গ্লেটকিনের গলা শোনা গেল, "আমি আর এক বার বলছি শোন, আগে তোমার অনুশোচনামূলক ঘোষণাগুলির উদ্দেশ্য ছিল পার্টিকে তোমার সত্য মতামত সম্বন্ধে প্রতারণা করা আর নিজের ঘাড় বাঁচানো।"

"আমি তো আগেই তা স্বীকার করেছি।"

"আর তোমার সেক্রেটারী আরলোভাকে প্রকাশ্য সভায় অস্বীকার করার পেছনেও কি সেই একই উদ্দেশ্য ছিল?"

রুবাশভ মৌন থাকিয়াই ঘাড় নাড়িল। চক্ষু-কোটরের ব্যথার চাপ তাহার মুখের ডানদিকের সমস্ত স্নায়ুর উপর ছড়াইয়া পড়িল। সে লক্ষ্য করিল তাহার দাঁতটিও আবার দপ্‌দপ্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

"তুমি জান যে নাগরিকা আরলোভা তার পক্ষ সমর্থনের প্রধান সাক্ষী হিসাবে তোমাকে অনবরত ডেকেছিল?"

"হাঁ, সে খবর আমাকে দেওয়া হয়েছিল।" রুবাশভ উত্তর দিল। দাঁতের ব্যথাটা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল।

"তুমি নিশ্চয় জান যে, সেই সময় তুমি যে বিবৃতি দিয়েছিলে, যেটাকে তুমি এখন মিথ্যা বলছ, তাই আরলোভার উপর মৃত্যুদণ্ড বিধানের চূড়ান্ত কারণ?"

"আমি সে খবর দেখেছিলাম।"

রুবাশভের মনে হইল যেন তাহার মুখের সমস্ত ডান দিকে খিঁচুনি ধরিয়াছে। মাথাটা ক্রমশঃ নিস্তেজ ও ভারী হইয়া উঠিতেছে; মাথা যাহাতে বুকের উপর

ঝুঁকিয়া না পড়ে অতিকষ্টে সেই চেষ্টাই সে করিতে লাগিল। গ্লেটকিনের কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিয়া বিঁধিল, "তা হলে এটা সম্ভব যে আরলোভা নির্দোষ ছিল?"

রক্ত ও গরলের স্বাদের ন্যায় যে অবশিষ্ট ব্যঞ্জনাটুকু তাহার বাগ্‌যন্ত্রের প্রান্তসীমায় তখনও অবস্থান করিতেছিল, তাহা হইতেই যেন উত্তরটি বাহির হইয়া আসিল, "তা সম্ভব।"

"...এবং তোমার মাথা বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তুমি যে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছিলে তারই ফলে তার প্রাণদণ্ড হয়?"

"হ্যাঁ, তাই"—রুবাশভ উত্তর দিল। একটা অলস, ব্যর্থ রোষের সহিত সে ভাবিল, "শয়তান, হ্যাঁ তুমি যা বলছ তাই নয় সত্য। জানতে ইচ্ছা করে আমাদের দু'জনের মধ্যে কে বেশী শয়তান। কিন্তু ও আমার গলা চেপে ধরেছে, আর আমি আত্মরক্ষা করতে পারছি না, কারণ দোলনা থেকে নিজেকে ফেলে দিতে দেওয়া হয় না আমাদের। আঃ, ও যদি শুধু আমাকে একটু ঘুমুতেও দিত। ও যদি আমাকে আর বেশীক্ষণ যন্ত্রণা দেয়, তা হলে আমি যা বলেছি সব প্রত্যাহার করে নেব, আর কিছু বলতেও অস্বীকার করব। তা হলে আমারও মরণ, ওরও মরণ।"

গ্লেটকিন সেই নিষ্ঠুর নিখুঁত স্বরে বলিয়া চলিল, "এই সমস্তের পরও তুমি দাবি করছ তোমার প্রতি যেন বিবেচনা দেখাই? তুমি এখনও অপরাধ অস্বীকার করার স্পর্ধা রাখ? ঐ সমস্তের পরও তুমি দাবি করছ আমরা যেন তোমাকে বিশ্বাস করি?"

রুবাশভ মাথা সোজা করিয়া বসিয়া থাকিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিল। তাহাকে অবিশ্বাস করিবার অধিকার গ্লেটকিনের আছে বৈকি। এমনকি সে নিজেও ত এখন এই হিসাব করা মিথ্যাকথা এবং ডায়েলেক্‌টিক্ ছলনার গোলকধাঁধার বাস্তব ও মায়ার গোধূলিতে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। অন্তিম সত্য ক্রমশঃই এক পা করিয়া পিছাইয়া যাইতেছে; প্রকাশ্য থাকিতেছে শুধু উপান্ত মিথ্যা যাহার দ্বারা ঐ চরম সত্যের জন্য কাজ করিতে হয়, এবং এই প্রয়াসের ফলে কি মর্মস্পর্শী অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গী এবং মুদ্রাদোষেরই না সৃষ্টি হয়!

সে কি করিয়া গ্লেটকিনকে বিশ্বাস করাইবে যে, এবার সে যথার্থই অকপটে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলিতেছে, সে যে একেবারে জীবনের শেষ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এখনও কি কাহাকেও বিশ্বাস করাইতে হইবে, কথা বলিতে হইবে,

তর্ক করিতে হইবে—যদিও এখন একমাত্র কামনা শান্তিতে ঘুমাইয়া থাকা এবং আস্তে আস্তে মিলাইয়া যাওয়া…।

গ্লেটকিনের কণ্ঠস্বর যেদিক হইতে আসিয়াছিল, অতিকষ্টে সেদিকে ঘাড় ফিরাইয়া রুবাশভ বলিল, "শুধু আর এক বার পার্টির প্রতি আমার একান্ত আনুগত্য প্রমাণ করা ছাড়া আমার আর কোনও দাবি নেই।"

গ্লেটকিনের কণ্ঠ হইতে উত্তর আসিল, "তুমি কেবল একটি মাত্র প্রমাণ দিতে পার—একটি সম্পূর্ণ সরল স্বীকারোক্তি। তোমার বিরুদ্ধ মনোভাব—তোমার বড় বড় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট শুনেছি। এখন আমরা চাই তোমার ঐ মনোভাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে তুমি যে-সব অপরাধ করেছ তারই একটা সম্পূর্ণ প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি। এখনও তুমি পার্টির সেবা করতে পার, —পার্টির মতের বিরোধিতার অনিবার্য পরিণতি কি তা তোমার নিজেকে দিয়ে জনগণের কাছে প্রমাণ করে'—যা দেখে অন্যেরা সাবধান হতে পারে।

এক নম্বরের তাড়াহুড়া করিয়া ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার কথা রুবাশভের মনে পড়িয়া গেল। তাহার মুখের উত্তেজিত শিরাগুলি পুরাদমে দপ্‌দপ্‌ করিতে লাগিল, কিন্তু ব্যথাটা এখন আর তত তীব্র মনে হইতেছে না, জ্বালার ভাবটাও কম, ব্যথা এখন এক এক বার আসিয়া তাহাকে একেবারে নিস্তেজ ও অবশ করিয়া দিতেছে। আবার তাহার এক নম্বরের ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার কথা মনে হইল, এবং তাহার মুখের পেশীগুলি কুঞ্চিত হইয়া একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল। তারপর সে নীরস কণ্ঠে বলিল, "আমি যে-সব অপরাধ কোনদিন করিনি, তা স্বীকার করতে পারি না।"

গ্লেটকিন বলিল, "না, না তা তো কখনও পারো না।" কথাটি শুনিয়া রুবাশভের মনে হইল এই প্রথম যেন সে গ্লেটকিনের স্বরে ব্যঙ্গের একটু আভাস পাইল।

সেই মুহূর্ত হইতে ঐ শুনানীর স্মৃতি রুবাশভের কেমন অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে —"নিশ্চয়ই, তা তুমি কখনও পারো না।" এই কথা কয়টি বলিবার ভঙ্গির মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বরের ব্যঞ্জনার জন্য উহা তাহার কানে লাগিয়াছিল। ঐ কথা কয়টির পর রুবাশভের স্মৃতিতে একটা অনিশ্চিত ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। পরে তাহার মনে হইল যে, ঐ সময় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এমনকি তাহার একটা অদ্ভুত মধুর স্বপ্নের কথাও মনে পড়ে। স্বপ্নটা অবশ্য কয়েক মুহূর্ত মাত্র ছিল—অনন্ত কালের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন, উজ্জ্বল দৃশ্য—তাহার পিতার এস্টেটে বাগানের

মধ্য দিয়া গাড়ি ঢুকিবার রাস্তার দু'ধারে অতি-পরিচিত পোপ্‌লার বৃক্ষের সারি, আর একবার বাল্যকালে তাহার উপর দিয়া সে এক বিশেষ রকমের শুভ্র মেঘপুঞ্জ যাইতে দেখিয়াছিল, তা।"

ইহার পরই তাহার মনে পড়ে ঘরের মধ্যে একজন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি এবং গ্লেটকিনের উচ্চ কণ্ঠস্বর—গ্লেটকিন নিশ্চয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডেস্কের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া কথা বলিতেছিল, "কাজে মন দিতে অনুরোধ করছি তোমায়…। তুমি কি এই লোকটিকে চেন?"

রুবাশভ ঘাড় নাড়িল। সে ঠোঁটকাটাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল, যদিও প্রাঙ্গণে হাঁটিবার সময় সে যে একটা বর্ষাতি জড়াইয়া থাকিত তাহা তখন তাহার পরিধানে ছিল না। একটা পরিচিত সংখ্যার সারি রুবাশভের মনে বিদ্যুতের চমকের মত খেলিয়া গেল: '২-৩; ১-১; ৪-৩; ১৫; ৩-২; ২-৪… ঠোঁটকাটা তোমাকে তার অভিনন্দন জানাচ্ছে।' কি প্রসঙ্গে ৪০২ নম্বর তাহাকে এই খবরটি দিয়াছিল?

"তুমি একে কবে কোথায় দেখেছ?"

কথা বলিবার জন্য রুবাশভকে বেশ খানিকটা চেষ্টা করিতে হইল; তাহার শুষ্ক জিহ্বায় একটা তিক্ত স্বাদ রহিয়া গিয়াছে: "আমার জানালা থেকে আমি অনেকবার তাকে প্রাঙ্গণে হেঁটে বেড়াতে দেখেছি।"

"তুমি তাকে এর আগে জানতে না?"

ঠোঁটকাটা দরজায় দাঁড়াইয়াছিল, রুবাশভের চেয়ারের কয়েক পা পিছনে। বাতির আলো সম্পূর্ণভাবে তাহার মুখে পড়িয়াছে। ঠোঁটকাটার স্বাভাবিক পীতাভ রং এখন একেবারে খড়ির মত শাদা; সূক্ষ্ম নাক; উপরের কাটা ঠোঁটের মাংসটুকু খোলা মাড়ির উপর যেন কাঁপিতেছে। হাত দুইটি হাঁটু পর্যন্ত শিথিলভাবে ঝুলিয়া আছে; রুবাশভ বাতির দিকে পিছন দিয়া বসিয়া, যেন রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় একটা মূর্তির মত ঠোঁটকাটাকে দেখিতে পাইল। এক সার নূতন সংখ্যা রুবাশভের স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল: "৪-৫; ৩৫; ৪-৩…।"

"কাল অত্যাচার করা হয়েছে"—সঙ্গে সঙ্গে যেন কি একটা স্মৃতির অস্পষ্ট ছায়া ভাসিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল, ঠিক কি তাহা রুবাশভ ধরিতে পারিল না—৪০২ নম্বর সেলে আসিয়া ঢুকিবার বহুপূর্বে কোথাও একবার এই ভগ্নাবশেষ মানুষটির সজীব আসল চেহারাটি দেখার স্মৃতি।

একটু দ্বিধার সহিত রুবাশভ গ্লেটকিনের প্রশ্নের উত্তর দিল, "আমি ঠিক জানি না। কিন্তু এখন কাছ থেকে ভাল করে দেখে যেন মনে হচ্ছে যে, আমি আগেই একে কোথায় দেখেছি।"

কথাটি শেষ করিবার আগেই রুবাশভের মনে হইল, এই কথাটি না বলিলেই ভাল হইত। সে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল, গ্লেটকিন যদি তাহাকে সামলাইয়া লইবার জন্য কয়েক মিনিটও সময় দেয়। গ্লেটকিনকে না থামিয়া অত্যন্ত তাড়াতাড়ি একটার পর একটা প্রশ্ন করিতে দেখিয়া একটা শিকারী পাখীর ঠোঁট দিয়া তাহার শিকারকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিবার চিত্র তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

"তুমি এই শেষ লোকটিকে কবে দেখেছ? তোমার নির্ভুল স্মৃতির কথা এককালে পার্টিতে প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত ছিল।"

রুবাশভ চুপ করিয়া রহিল। সে তন্ন তন্ন করিয়া তাহার মনের প্রতিটি আনাচে-কানাচে খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু এই যে তীব্র আলোয় কম্পিত অধরে ছায়ামূর্তিটি দাঁড়াইয়া আছে তাহাকে কোথাও বসাইতে পারিল না। ঠোঁটকাটা স্থিরভাবে দাড়াইয়া। সে জিভ দিয়া উপরের ঠোঁটের লাল কাটা জায়গাটা চাটিয়া লইল; তার দৃষ্টি রুবাশভ হইতে গ্লেটকিনে, আবার গ্লেটকিন হইতে রুবাশভে ঘুরিতে লাগিল।

সেক্রেটারী লেখা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, শুধু বাতিটার একটানা বোঁ বোঁ শব্দ এবং গ্লেটকিনের জামার কাফের মচ্‌মচ্‌ শব্দ শোনা যায়; গ্লেটকিন পরবর্তী প্রশ্নটা করিবার জন্য চেয়ারের হাতলে কনুই দিয়া ভর করিয়া সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে:

"তা হলে, তুমি উত্তর দেবে না?"

রুবাশভ বলিল, "আমি মনে করতে পারছি না।"

"বেশ"—বলিয়া গ্লেটকিন আরও খানিকটা সামনে ঝুঁকিয়া সমস্ত শরীরটাকে যেন ঠোঁটকাটার দিকে ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "তুমি একটু নাগরিক রুবাশভকে মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করবে? তোমার সঙ্গে কবে তার শেষ দেখা হয়?"

যদি আরও ফ্যাকাসে হওয়া সম্ভব হয় তবে ঠোঁটকাটার মুখ তাহাই হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহার দৃষ্টি সেক্রেটারীর উপর গিয়া থামিয়া রহিল। বুঝা গেল, সে এইমাত্র সেক্রেটারীর উপস্থিতি জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহার দৃষ্টি সরিয়া আসিল, যেন তাহা পলাইয়া বেড়াইতেছে

এবং একটা আশ্রয়স্থল খুঁজিতেছে। সে আবার ঠোঁটের উপর জিভটা একবার বুলাইয়া লইয়া অত্যন্ত তাড়াতাড়ি একনিশ্বাসে বলিয়া গেল, "নাগরিক রুবাশভ পার্টির নেতাকে বিষ দিয়ে হত্যা করবার জন্যে আমায় উস্কিয়ে দেন।"

ঐ ধ্বংসাবশিষ্ট মানুষটির কণ্ঠ দিয়া যে অপ্রত্যাশিত গম্ভীর সুন্দর স্বর বাহির হইল তাহা শুনিয়া প্রথমে রুবাশভ অবাক হইয়া গেল। মনে হইল একমাত্র তাহার কণ্ঠটুকুই সম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, তাহার চেহারার পক্ষে কেমন যেন অস্বস্তিকর ও বেমানান একটা কণ্ঠস্বর। সে কি বলিল, তাহা রুবাশভ কয়েক মুহূর্ত পরে বুঝিতে পারিল। ঠোঁটকাটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে এই রকমই একটা কিছুর প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং বিপদের আভাসও পাইয়াছিল; কিন্তু এখন আর সবের উপর এই অভিযোগের অসম্ভাব্যতার দিকটা সম্বন্ধে সে সচেতন হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত পরে সে পুনরায় গ্লেটকিনের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল—রুবাশভ ঠোঁটকাটার দিকে ফিরিয়া থাকায় স্বরটা তাহার পিছন হইতে আসিল। গ্লেটকিনের কণ্ঠ শুনিয়া মনে হইল সে যেন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে—"আমি এখনও তোমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিনি। আমি জিজ্ঞাসা করেছি তুমি শেষ কোথায় নাগরিক রুবাশভকে দেখেছিলে?"

রুবাশভ ভাবিল—ভুল। উত্তরটা যে ভুল হইয়াছে ইহা আবার জোর দিয়া বলা উচিত হয় নাই। সে ইহা খেয়ালই করিত না। রুবাশভের মনে হইল যেন তাহার মাথা এখন বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়া একটা উত্তেজিত জাগ্রত অবস্থায় রহিয়াছে। সে একটা উপমা খুঁজিতে লাগিল। এই সাক্ষীটি যেন একটি স্বয়ং-চালিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; এবং এইমাত্র তাহাতে একটা ভুল সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল। ঠোঁটকাটার দ্বিতীয় উত্তরটি আসিল আরও উদাত্ত মধুর স্বরেঃ 'বি'-তে ট্রেড ডেলিগেশনের এক অভ্যর্থনা-সভার পর আমার সঙ্গে নাগরিক রুবাশভের দেখা হয়। সেখানেই সে পার্টির নেতার জীবন নাশের জন্য সন্ত্রাসমূলক এক ষড়যন্ত্রে আমাকে প্ররোচিত করে।"

সে কথা বলিবার সময় তাহার ভীতচকিত দৃষ্টি রুবাশভের উপর আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। রুবাশভও পাঁশনে চোখে লাগাইয়া তীব্র কৌতূহলে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু যুবকের চোখে মার্জনা-ভিক্ষার কোন চিহ্নই সে দেখিতে পাইল না, বরং সেখানে ফুটিয়া উঠিল ভ্রাতৃসুলভ বিশ্বাস এবং অসহায়, অত্যাচরিতের নীরব ভর্ৎসনা। রুবাশভই প্রথম তাহার দৃষ্টি সরাইয়া লইল।

তাহার পিছনে গ্লেটকিনের কণ্ঠ আবার শোনা গেল, সেই আত্মনির্ভরশীল ও নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর :

"তোমাদের সাক্ষাতের তারিখটা তোমার মনে আছে ?"

ঠোঁটকাটা তাহার সেই অস্বাভাবিক সুমিষ্ট স্বরে বলিল, "হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের বিংশতিতম বার্ষিকী উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা সভার পর।"

তাহার দৃষ্টি তখনও রুবাশভের চোখের উপরই নিবদ্ধ, যেন সেখানেই উদ্ধারের শেষ আশা রহিয়াছে। রুবাশভের মনে একটি স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, প্রথম অস্পষ্ট, তারপর ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া। এতক্ষণে সে বুঝিতে পারিয়াছে ঠোঁটকাটা কে। কিন্তু এই আবিষ্কারে তার মনে একটা বেদনামিশ্রিত বিস্ময় ছাড়া আর কোন অনুভূতিই হইল না। সে গ্লেটকিনের দিকে মুখ ঘুরাইয়া বাতির আলোয় চোখ মিটমিট করিতে করিতে শান্ত ধীরস্বরে বলিল, "তারিখটা ঠিকই। আমি প্রথমে অধ্যাপক কীফারের পুত্রকে চিনতে পারিনি, কারণ তোমাদের হাতে আসবার আগে তাকে আমি মাত্র একবারই দেখেছি। কাজের সাফল্যের জন্য তোমাদের অভিনন্দিত করা উচিত।"

"আচ্ছা, তুমি স্বীকার করছ, একে তুমি চেন, আর যে দিন ও ঘটনার কথা ও বলেছে, সে সময় তুমি এর সঙ্গে দেখা করেছিলে ?"

রুবাশভ ক্লান্তস্বরে উত্তর দিল, "তোমাকে এইমাত্র সে কথা বলেছি।" উত্তেজিত সজাগ ভাব দূর হইয়া পুনরায় যেন তাহার মাথার মধ্যে সেই একঘেয়ে হাতুড়ি-পেটানোর শব্দ আরম্ভ হইল।—"তুমি যদি তখনই আমায় বলতে, এ আমার হতভাগ্য বন্ধু কীফারের ছেলে, তা হলে আরও তাড়াতাড়ি আমি একে সনাক্ত করতে পারতাম।"

"অভিযোগ-পত্রে তার পুরো নাম দেওয়া ছিল।"

"কিন্তু আমি অন্য সকলের মতই অধ্যাপক কীফারকে তাঁর ছদ্মনামে চিনতাম।"

"যাক্‌গে, এসব অনাবশ্যক।"—এই বলিয়া গ্লেটকিন আবার তাহার সমস্ত শরীর ঠোঁটকাটার দিকে ঝুঁকাইয়া দাঁড়াইল, যেন তাহাদের দু'জনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু অতিক্রম করিয়া সে নিজের শরীরের সমস্ত ভার দিয়া ঠোঁটকাটাকে পিষিয়া ফেলিবে।—"তোমার বক্তব্য যা আছে বলে যাও। কিভাবে তোমাদের দেখা হয়েছিল বল।"

তন্দ্রাভাব তখনও যায় নি, তথাপি রুবাশভ বুঝিতে পারিল যে, গ্লেটকিন আবার ভুল করিয়াছে। ইহা মোটেই অপ্রয়োজনীয় কথা নয়। সে যদি

সত্যই এই লোকটিকে নির্বোধ ষড়যন্ত্রে প্ররোচিত করিত তাহা হইলে নাম জানা থাকুক বা না থাকুক প্রথম বার উল্লেখ করিতেই সে ইহাকে চিনিতে পারিত। কিন্তু সে এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই দীর্ঘ কৈফিয়তে প্রবৃত্ত হইতে তাহার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা হইল না; তাহা ছাড়া আবার তাহাকে বাতির দিকে মুখ ঘুরাইয়া বসিতে হইত। এখন যে ভাবে বসিয়া আছে তাহাতে অন্ততঃ সে গ্লেটকিনের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছে।

যখন তাহারা ঠোঁটকাটার পরিচয় লইয়া আলোচনা করিতেছিল—ঠোঁটকাটা মাথা নত করিয়া উজ্জ্বল আলোতে দাড়াইয়াছিল, তাহার উপরের ঠোঁটটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তখন রুবাশভের মনে পড়িল তাহার পুরাতন বন্ধু কমরেড কীফারকে—রাষ্ট্রবিপ্লবের সেই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিককে। পার্টি-অধিবেশনের টেবিলের সেই প্রসিদ্ধ ফটো, যেখানে সকলেরই মুখে দাড়ি এবং সকলেরই মাথার চারিদিক ঘুরাইয়া জ্যোতির্মণ্ডলের ন্যায় এক একটি বৃত্তে নম্বর লেখা, তাহাতে কীফার বসিয়াছে প্রাক্তন নেতার বাম পার্শ্বে। কীফারই ছিল ইতিহাস সম্পর্কীয় ব্যাপারে তাহার সাহায্যকারী; তাহা ছাড়া তাহার দাবা-খেলারও সঙ্গী এবং বোধ হয় তাহার একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঐ প্রাচীন নেতার মৃত্যুর পর কীফারকে তাহার জীবনী লিখিবার ভার দেওয়া হয়, কারণ অন্য সকলের চেয়ে সে-ই তাহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিত। কীফার দশ বৎসরের উপর এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে, কিন্তু কোনদিন প্রকাশ্যে জাহির হওয়ার ভাগ্য তাহার ঘটে নি। এই দশ বৎসরে রাষ্ট্রবিপ্লবের সরকারী বিবরণে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, উহার প্রধান নায়কেরা যে যে কাজ করিয়াছিলেন সেগুলিকে নূতন করিয়া লেখা হয়; কিন্তু বৃদ্ধ কীফার ছিল একগুঁয়ে লোক, এবং সে 'এক নম্বরে'র অধিনায়কত্বে এই নূতন যুগের আভ্যন্তরিক কূটনীতির কিছুই বুঝিত না…।

অস্বাভাবিক সঙ্গীতের ঝঙ্কারের ন্যায় ঠোঁটকাটার সেই মিষ্টস্বর শোনা গেল—"আমি আমার বাবার সঙ্গে আন্তর্জাতিক জাতিতত্ত্ববিষয়ক অধিবেশন থেকে ফিরবার সময় ঘোরা পথে 'বি'তে যাই, কারণ আমার বাবা তাঁর বন্ধু নাগরিক রুবাশভের সঙ্গে দেখা করতে চান…।"

রুবাশভ অত্যন্ত কৌতূহলপরবশ হইয়া অবসন্ন চিত্তে সব কথা শুনিতেছিল। এ পর্যন্ত এই বিবরণ সত্য; বৃদ্ধ কীফার নিজের মনের কথা সমস্ত খোলাখুলি ভাবে বলিবার এবং তাহার পরামর্শ লইবার জন্য সত্যই তাহার সহিত দেখা

করিতে আসিয়াছিল। সেদিন তাহারা দু'জনে একসঙ্গে যে সন্ধ্যাটুকু কাটাইয়াছিল, উহাই বোধ হয় বৃদ্ধ কীফারের জীবনে শেষ মধুর মুহূর্ত।

ঠোঁটকাটার দৃষ্টি রুবাশভের মুখে যেন একেবারে আঠা দিয়া আটকাইয়া গিয়াছে, যেন সেখানেই সে শক্তি এবং উৎসাহ খুঁজিতেছে। সে বলিয়া চলিল, "আমরা সেখানে মাত্র একদিনই থাকতে পেরেছিলাম, রাষ্ট্রবিপ্লব-দিবসের বার্ষিক উৎসব ছিল সেদিন, সেজন্যই তারিখটা আমার এত স্পষ্ট মনে আছে। সমস্ত দিন নাগরিক রুবাশভ অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই বাবার সঙ্গে তাঁর মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য দেখা হয়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায়, দূতাবাসে অভ্যর্থনা শেষ হয়ে যাবার পর, তিনি বাবাকে তাঁর নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ করেন। বাবা আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে অনুমতি দেন। নাগরিক রুবাশভ বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর গায়ে ছিল তাঁর ড্রেসিং গাউন, কিন্তু তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। একটা টেবিলের উপর সাজানো ছিল মদ, ব্রাণ্ডি আর কেক। বাবাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে তাঁকে এই কথা বলে অভ্যর্থনা করলেন, "মোহিকানদের শেষ দলের জন্য বিদায়-সম্বর্ধনা...।"

রুবাশভের পিছন হইতে গ্লেটকিনের কণ্ঠ ঠোঁটকাটাকে বাধা দিল : "তুমি কি তখনই লক্ষ্য করেছিলে যে রুবাশভের উদ্দেশ্য তোমাকে মদ খাইয়ে উত্তেজিত করা; যাতে ষড়যন্ত্রে তোমাকে সে বশ করিয়া লইতে পারে?"

রুবাশভের মনে হইল যেন ঠোঁটকাটার মুখের উপর একটা মৃদু হাসি খেলিয়া গেল। এতক্ষণে রুবাশভ সেদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রথম দেখা যুবকটির চেহারার সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাইল। কিন্তু মুখের সেই ভাব তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল; ঠোঁটকাটা চোখ মিটমিট করিয়া কাটা ঠোঁটটা চাটিয়া লইয়া বলিল, "আমার যেন কেমন তাকে সন্দেহ হচ্ছিল, কিন্তু আমি তখনও তার মতলবটা বুঝতে পারিনি।"

রুবাশভ মনে মনে ভাবিল, "আহা বেচারা, ওরা তোমার একি অবস্থা করেছে?..."

গ্লেটকিনের কণ্ঠ ফাটিয়া পড়িল, "বলে যাও।"

কথার মধ্যে বাধা পাইবার পর নিজেকে সামলাইয়া লইতে ঠোঁটকাটার কয়েক মুহূর্ত লাগিয়া গেল। সেই সময় শোনা গেল ক্ষীণাঙ্গী স্টেনোগ্রাফারটি তাহার পেন্সিলে ধার দিতেছে।

"রুবাশভ আর আমার বাবা অনেকক্ষণ ধরে পুরনো স্মৃতি নিয়ে আলোচনা

করলেন। ওঁদের পরস্পরে অনেক বছর দেখা হয়নি। তাঁরা আলোচনা করছিলেন রাষ্ট্রবিপ্লবের আগের দিনের কথা, আমাদের আগের পুরুষের লোকদের কথা—যাঁদের আমি শুধু লোকের মুখে মুখে শুনে চিনতাম, তা ছাড়া গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছিল। তাঁরা অনেকবারই এমন সব বিষয়ের উল্লেখ করছিলেন যা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। তাঁরা পুরনো দিনের এমন সব কথা নিয়ে হাসছিলেন যার মর্ম আমার পক্ষে বুঝা সম্ভব হ'ল না।

"ওরা খুব মদ খেয়েছিল?"

ঠোঁটকাটা বাতির উজ্জ্বল আলোয় নিতান্ত অসহায়ভাবে চোখ মিটমিট করিতে লাগিল। রুবাশভ লক্ষ্য করিল সে কথা বলিবার সময় অল্প অল্প টলিতেছে, যেন অত্যন্ত কষ্ট করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে।—"আমার মনে হয়, বেশ মদ খেয়েছিলেন ওঁরা। কত বছরের মধ্যে বাবাকে আমি এত ভাল মেজাজে কখনও দেখিনি।"

গ্লেটকিনের গলা শোনা গেল: "সেটা তোমার বাবার রাষ্ট্রবিপ্লব-বিরোধী কাজকর্ম ধরা পড়ার তিন মাস আগের কথা, না? আর তারপরই ত আরও তিন মাস পরে সেই অপরাধে তোমার বাবার প্রাণদণ্ড হ'ল, তাই না?"

ঠোঁটকাটা একবার ঠোঁটগুলি চাটিয়া লইয়া বাতির দিকে নিষ্প্রভ চক্ষুদ্বয় মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। রুবাশভ একটা আকস্মিক আবেগভরে গ্লেটকিনের দিকে মুখ ঘুরাইল, কিন্তু বাতির আলোয় চোখ ধাঁধিয়া যাওয়ায় তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিয়া সে আবার ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং জামার আস্তিনে চশমা ঘষিতে লাগিল। সেক্রেটারীর পেন্সিল কাগজের উপর একটা ক্যাঁচ শব্দ করিয়া থামিয়া গেল। তাহার পর আবার গ্লেটকিনের গলা শোনা গেল: "তার আগেই কি তুমি তোমার বাবার রাষ্ট্রবিপ্লব-বিরোধী কাজকর্মে সাহায্য করতে আরম্ভ করেছ?"

ঠোঁটকাটা ঠোঁট দুইটি পুনরায় চাটিয়া লইয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"আর তুমি জানতে যে রুবাশভ আর তোমার বাবার মত এক ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"সেদিনের কথাবার্তার প্রধান অংশগুলো বল, যা অপ্রয়োজনীয় তা বলবার দরকার নেই।"

ঠোঁটকাটা এখন হাত দুখানি পিছন দিকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দেয়ালের গায়ে কাঁধ দুইটা হেলাইয়া দিল।

"খানিকক্ষণ পরে বাবা আর রুবাশভ আলোচনার বিষয় বদলে বর্তমান সময়ের কথা তুললেন। ওঁরা পার্টির বর্তমান অবস্থা এবং নেতাদের কর্মপন্থার বেশ নিন্দা করে কথা বলতে লাগলেন। রুবাশভ ও বাবা দু'জনেই নেতার সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে তাকে এক নম্বর বলে উল্লেখ করছিলেন। রুবাশভ বললেন— এক নম্বর তার বিরাট পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে সমস্ত পার্টি জুড়ে বসে আছেন, কাজেই তাঁর নীচের হাওয়াতে নিশ্বাস নেওয়া যায় না। সেইজন্যই নাকি তিনি বিদেশে প্রচারকার্যকে সমর্থন করেন।"

গ্লেটকিন রুবাশভের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এটা প্রথম বার পার্টির নেতার প্রতি তোমার আনুগত্য স্বীকার করে তুমি যে বিবৃতি দিয়েছিলে, তার ঠিক কিছুদিন আগের কথা, না?"

রুবাশভ বাতির দিকে খানিকটা ঘুরিয়া বসিয়া বলিল, "তাই হবে।"

গ্লেটকিন ঠোঁটকাটাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সেদিন সন্ধ্যায় রুবাশভ কি এই-রকম একটা বিবৃতি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল?"

"হ্যাঁ। আমার বাবা এইজন্য রুবাশভকে ভর্ৎসনা করে বলেন যে, তিনি তাঁর সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছেন। রুবাশভ হেসে বাবাকে বললেন—তুমি একটি মূর্খ, ঠিক যেন ডনকুইক্সট্। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল যতদিন সম্ভব লেগে থাকা এবং আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষা করা।"

"সুযোগের অপেক্ষা করা বলার কি অর্থ ছিল?"

আবার যুবকের অসহায় এবং কোমল দৃষ্টি রুবাশভের মুখে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। রুবাশভের একটা অদ্ভুত আজগুবী ধারণা হইল যে, ঠোঁটকাটা এখনই দেয়ালের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া তাহার কপালে একটি চুম্বন-রেখা আঁকিয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। সেই মধুর কণ্ঠের উত্তর শুনিতে শুনিতে মনে এই কথাটি জাগিয়া উঠিতেই রুবাশভের হাসি পাইল। ঠোঁটকাটা তখন বলিতেছে, "তার অর্থ পার্টির নেতাকে যে-কোন মুহূর্তে তার পদ থেকে সরান হবে।"

রুবাশভের এই হাসিটুকু গ্লেটকিনের চক্ষু এড়ায় নাই, কাজেই সে নীরসকণ্ঠে বলিল, "পুরনো দিনের সেই সব কথা মনে হওয়ায় তোমার বেশ আনন্দ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।"

"বোধ হয়" - বলিয়াই রুবাশভ পুনরায় চোখ বন্ধ করিল।

জামার একটা স্থানচ্যুত কাফ্ ঠিক করিয়া লইয়া গ্লেটকিন ঠোঁটকাটাকে প্রশ্ন করিল, "তা হলে রুবাশভ পার্টির নেতাকে তার জায়গা থেকে সরানোর

সময়ের কথা বলেছিল, হ্যাঁ? তা কি ভাবে এই কাজটা সম্পন্ন করার কথা ছিল?"

"আমার বাবার ধারণা ছিল, একদিন পাত্র ভরে উঠে তা থেকে সব উপ্‌চে পড়বে, তখন পার্টি তাঁকে পদচ্যুত করবে অথবা তাঁকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করবে। কাজেই প্রতিপক্ষ দলের কর্তব্য এই ধারণাটি চারদিকে ছড়ানো।"

"আর রুবাশভ কি বললে?"

"রুবাশভ বাবার কথায় হেসে আবার বললেন—তুমি সত্যই একটি আস্ত মূর্খ, একজন ডনকুইক্সট। তারপর তিনি বললেন যে, 'এক নম্বর' একটি আকস্মিক সত্তা নয়, সে মানুষের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতিমূর্তি, অর্থাৎ নিজের প্রত্যয়ের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে নির্বিকল্প আস্থার মূর্ত বিগ্রহ। বস্তুতঃ বিবেক ও নৈতিকতাবর্জিত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তাকে শক্তি জোগাচ্ছে এই আত্মবিশ্বাস—নিজের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস। কাজেই এক নম্বর কখনও নিজের ইচ্ছায় পদত্যাগ করবেন না। তাঁকে সরানোর একমাত্র পন্থা বলপ্রয়োগ। পার্টির কাছ থেকেও কোন সাহায্য পাবার এতটুকু আশা নেই, কারণ সমস্ত উপায় রয়েছে এক নম্বরের হাতে; পার্টির আমলারা দুষ্কর্মের সহচর, তারা এক নম্বরের সঙ্গেই দাঁড়াবে বা পড়বে এবং সেটাও এক নম্বরের অজানা নয়।"

তন্দ্রাভাব সত্ত্বেও রুবাশভ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে, যুবক সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে তার কথাগুলিকে মনে রাখিয়াছে। সেদিনের আলোচনা তার নিজেরই এখন আর বিস্তারিত মনে নাই, কিন্তু ঠোঁটকাটা যে নির্ভুলভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছে সে সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ রহিল না। রুবাশভ বিশেষ কৌতূহলী হইয়া পাঁশনের ভিতর দিয়া যুবক কীফারকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

গ্লেটকিনের কণ্ঠ আবার ফাটিয়া পড়িল। তাহাকে সে প্রশ্ন করিল, "তা হলে রুবাশভ এক নম্বরের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ পার্টির নেতার প্রতি বলপ্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তার কথায় বেশ জোর দিয়েছিল?"

ঠোঁটকাটা মাথা নাড়িল।

"আর তার যুক্তিগুলো অতিরিক্ত মদ্যপানের সঙ্গে একত্র হয়ে তোমার মনে একটা গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছিল, না?"

যুবক কীফার তখনই উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পূর্বাপেক্ষা অল্প নিম্নস্বরে বলিল, "আমি বলতে গেলে মদ খাইনি। কিন্তু সেদিন তিনি যা-যা বলেছিলেন সে সবেই আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলেন।"

রুবাশভ মাথা নীচু করিল। তাহার মনে যে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা শারীরিক যন্ত্রণার মতই প্রায় তাহাকে কষ্ট দিতে লাগিল এবং অন্য সব কথা ভুলাইয়া দিল। এ কি সম্ভব যে, এই হতভাগ্য যুবক তাহারই, অর্থাৎ রুবাশভের নিজেরই চিন্তাধারা হইতে এই সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। তাহারই যুক্তিধারার পরিণতির প্রতিমূর্তি হিসাবে আজ এই যুবক তাহার সম্মুখে ঐ 'রিফ্লেক্টরে'র উজ্জ্বল আলোয় দাঁড়াইয়া আছে?

এই চিন্তাধারা শেষ করিতে দিল না গ্লেটকিন। তার কর্কশ গলা শোনা গেল: "...আর এই প্রাথমিক তত্ত্বালোচনার পরই এল একে কাজে পরিণত করার সরাসরি প্ররোচনা?"

ঠোঁটকাটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আলোয় চোখ মিটমিট করিতে লাগিল।

গ্লেটকিন তাহার উত্তরের জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া রহিল, রুবাশভও নিজের অজ্ঞাতেই মাথা তুলিয়া তাকাইল। এইরূপে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। শুধু বাতিটার বোঁ বোঁ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যায় না। তারপরই আবার গ্লেটকিনের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হইয়া উঠিল, আরও নির্বিকার কণ্ঠস্বর: "তুমি কি সেই পুরনো স্মৃতি মনে করবার জন্য কোন সাহায্য চাও?"

গ্লেটকিনের কথাগুলিতে একটা স্পষ্ট নির্বিকার ভাব। কিন্তু ঠোঁটকাটা যেন বেতের ঘা খাইয়া থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে ঠোঁট দুইটা চাটিয়া লইল এবং তাহার চোখ দুইটিতে একটা বিকট পাশবিক ভীতির ভাব। তারপরই আবার সুমিষ্ট সঙ্গীতের ন্যায় তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল: "সেদিন সন্ধ্যায়ই সোজাসুজি কাজে নামবার প্ররোচনা পাওয়া যায় নি, সেটা ঘটল তার পরদিন সকালে নাগরিক রুবাশভ ও আমার মধ্যে একাকী আলাপের সময়।"

রুবাশভের মুখে হাসি খেলিয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যার ঐ কাল্পনিক আলোচনা পরদিন সকালের জন্য স্থগিত রাখা—ইহা স্পষ্টই গ্লেটকিনের সাজানো নাটকের একটা অঙ্গ মাত্র; এক নম্বরকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ব্যাপারে যখন তাহার ছেলেকে পরামর্শ দেওয়া হয়, তখন বৃদ্ধ কীফার সানন্দে তাহা শুনিতেছিল, এ গল্প যে নীয়ানডারথেল মানবের আদিম মনের নিকটও আজগুবী ও অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে।...রুবাশভ যে আঘাতটা পাইয়াছিল তাহা ভুলিয়া গেল; তারপর গ্লেটকিনের দিকে ফিরিয়া চোখ-ধাঁধানো আলোয় মিটমিট করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মনে হয় জবানবন্দীর সময় প্রতিবাদীর প্রশ্ন করিবার অধিকার আছে।"

"হ্যাঁ আছে।"

তখন রুবাশভ যুবকের দিকে ফিরিয়া পাঁশনের ভিতর দিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে বলিল, "আমার যতদূর মনে আছে, তুমি আর তোমার বাবা যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা তুমি সবে শেষ করেছ।"

রুবাশভ ঠোঁটকাটাকে এই প্রথম সোজাসুজি প্রশ্ন করায় সে তাহার বিশ্বাস-ভরা, আশাব্যঞ্জক দৃষ্টি রুবাশভের মুখের উপর একেবারে মেলিয়া ধরিল। তার-পর আস্তে আস্তে সম্মতি জানাইয়া মাথা কাৎ করিল।

"তা হলে এটা ঠিকই। এটাও বোধ হয় ঠিক, যদি আমি ভুলে না গিয়ে থাকি, সে সময় স্থির ছিল তুমি তোমার বাবার অধীনেই ইতিহাস-সংক্রান্ত গবেষণার শিক্ষায়তনে কাজ আরম্ভ করবে। তুমি কি সেকাজ করেছিলে?"

"হ্যাঁ," তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাবা গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত।"

"বুঝতে পারছি, এই ঘটনায় তোমার ঐ শিক্ষায়তনে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল, কাজেই তোমাকে উপার্জনের জন্য অন্য কোন উপায় খুঁজতে হ'ল…।" —এই পর্যন্ত বলিয়া রুবাশভ একটু থামিয়া গ্লেটকিনের দিকে মুখ ফিরাইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "…এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই যুবকের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সময়, সে বা আমি কেউই তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি নি; কাজেই বিষ দিয়ে হত্যা করার ব্যাপারে প্ররোচনা দেওয়া যুক্তির দিক দিয়ে অসম্ভব কথা হয়ে দাঁড়ায়।"

সেক্রেটারীর পেন্সিল হঠাৎ থামিয়া গেল। রুবাশভ তাহার দিকে না তাকাইয়াও বুঝিতে পারিল যে, তরুণী রেকর্ড করা থামাইয়া তাহার সূঁচালো, ইঁদুরের মত ছোট্ট মুখখানি গ্লেটকিনের দিকে ফিরাইয়াছে। ঠোঁটকাটাও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে গ্লেটকিনের দিকে তাকাইয়া উপরের ঠোঁট চাটিয়া লইল; তাহার চোখে আশ্বাসের পরিবর্তে ফুটিয়া উঠিল একটা দিশেহারা ভীতির ভাব।

রুবাশভের মনে বিজয়ের একটা সাময়িক অনুভূতি জাগিয়াই মিলাইয়া গেল। তবে একটা গম্ভীর অনুষ্ঠানের সহজ প্রবাহে সে যে বাধা দিয়াছে এ অনুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। গ্লেটকিনের কণ্ঠস্বর এবার যেন আরও শান্ত এবং তাহার অভ্যাস অপেক্ষাও নিখুঁত শুনাইল, "তোমার আর কোন প্রশ্ন আছে?"

"না, এখনকার মত এই যথেষ্ট।"

তারপরই গ্লেটকিন অতি শান্তস্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "কেউ বলে নি যে তোমার পরামর্শের মধ্যে শুধু বিষ দিয়ে হত্যা করার কথাই ছিল। তুমি হত্যা করবার আদেশ দিয়েছিলে; কি উপায়ে সে কাজ করা হবে সেটা ছেড়ে দিয়েছিলে তোমার প্রতিনিধির হাতে।" ঠোঁটকাটার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তাই না?"

"হ্যাঁ।" ঠোঁটকাটার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচার ভাব ধরা পড়িল। „

রুবাশভের মনে পড়িল, অভিযোগপত্রে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে লেখা আছে—'বিষ দিয়া হত্যা করিবার প্ররোচনা।' কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাপারটার প্রতিই সে হঠাৎ উদাসীন হইয়া উঠিল। যুবক মাইকেল সত্যই পাগলের মত ঐরূপ প্রয়াস করিয়াছিল কিনা, না মাত্র ঐরকম একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছিল। এই সমস্ত স্বীকারোক্তি অথবা ইহার কোন কোন অংশ তাহার মুখ দিয়া বাহির করিবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে তাহার মধ্যে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা এ সবের প্রতি রুবাশভের শুধু একটা আইনগত ঔৎসুক্য ছাড়া আর কোনও আকর্ষণই রহিল না, কোন কিছুতেই তাহার অপরাধের কোনরূপ পরিবর্তন হইবে না। মূল কথা এই যে, এই হতভাগ্য, দীন মূর্তিটি তাহারই যুক্তি ও চিন্তাধারার রক্তমাংসে গড়িয়া উঠিয়াছে। রুবাশভ ও গ্লেটকিনের আজ স্থান-পরিবর্তন হইয়াছে; গ্লেটকিন নয়, রুবাশভই চুলচেরা বিচার করিতে গিয়া একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘটনাকে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। যে অভিযোগপত্র এতক্ষণ তাহার কাছে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য মনে হইতেছিল, এখন সে দেখিতেছে তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনাবলীর হারানো সংযোগসূত্রগুলি পূরণ করিতেছে, যদিও তাহা অত্যন্ত বেমানান ও কুৎসিতভাবে করা হইয়াছে।

কিন্তু তথাপি রুবাশভের মনে হইল একটি ব্যাপারে তাহার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। কিন্তু সে এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে সম্বন্ধে কথা বলিতে তাহার একটুও ইচ্ছা করিল না।

গ্লেটকিন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর কোন প্রশ্ন আছে?"

রুবাশভ মাথা নাড়িল।

তখন গ্লেটকিন ঠোঁটকাটাকে বলিল, "তুমি এখন যেতে পার।"

ঘণ্টা বাজাইতেই ইউনিফর্ম-পরিহিত একজন ওয়ার্ডার আসিয়া যুবক কীফারের হাতে ধাতু-নির্মিত হাতকড়া পরাইয়া দিল। ঠোঁটকাটাকে লইয়া ঘর হইতে

চলিয়া যাইবার পূর্বে দরজার কাছে গিয়া সে আর এক বার রুবাশভের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, ঠিক যেমনভাবে সে প্রাঙ্গণে পায়চারি করার শেষে তাকাইত রুবাশভের নিকটে যেন সেই দৃষ্টি একটা বোঝার মত মনে হইল, সে পাঁশনে খুলিয়া লইয়া জামার আস্তিনে ঘষিতে লাগিল এবং কীফারের দৃষ্টি এড়াইয়া গেল।

ঠোঁটকাটা চলিয়া যাইবার পর রুবাশভ যেন তাহাকে রীতিমত ঈর্ষা করিতে লাগিল। গ্লেটকিনের কর্কশ কণ্ঠস্বর তাহার কানে প্রবেশ করিল—কণ্ঠস্বর তেমনি নির্ভুল, তাহাতে তেমনি নিষ্ঠুর সজীবতা : "তুমি স্বীকার করছ তো যে কীফারের স্বীকারোক্তি অন্ততঃ আসল জায়গাগুলোতে সত্য ঘটনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ?"

রুবাশভকে আবার বাতির দিকে মুখ ফিরাইতে হইল। তাহার কানের মধ্যে একটা বোঁ বোঁ শব্দ হইতেছিল এবং বাতির তপ্ত রক্তবর্ণ শিখা যেন তাহার চোখের পাতার সূক্ষ্ম ত্বক ভেদ করিয়া সেখানে ঘা দিতে লাগিল। কিন্তু তবু 'আসল জায়গাগুলোতে' কথাটি তাহার কান এড়াইল না। এই কথা কয়টি দিয়া গ্লেটকিন অভিযোগপত্রের ঐ ফাঁকটুকু পূরণ করিয়া লইল এবং এখন তাহার পক্ষে 'বিষ দিয়া হত্যা করার প্ররোচনা'র পরিবর্তে 'হত্যা করার প্ররোচনা' কথাগুলি বসাইয়া দেওয়া সহজ ও সম্ভব হইল।

রুবাশভ উত্তর দিল, "আসল জায়গাগুলোতে—হ্যাঁ।"

গ্লেটকিনের জামার কাফ্‌গুলি মচ্‌মচ্‌ করিয়া উঠিল এবং স্টেনোগ্রাফার পর্যন্ত তাহার চেয়ারে নড়িয়া বসিল। রুবাশভ বুঝিতে পারিল যে, সে এইবার চরম কথাটি বলিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার অপরাধ স্বীকৃতিও নিশ্চিত হইয়া গেল। এই সব নীয়ানডারথেল কি ভাবে বুঝিতে পারিবে রুবাশভ নিজ মানদণ্ডে কোন্‌টিকে অপরাধ মনে করে, আবার কোন্‌টিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লয়।

গ্লেটকিন সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "বাতিটায় কি তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে ?"

রুবাশভ হাসিল। গ্লেটকিন একেবারে নগদ কারবার করে। নীয়ানডারথেলের মনোবৃত্তি ত এইরূপই। কিন্তু তবু বাতির চোখ-ধাঁধানো আলোটা যখন এক ডিগ্রী কম হইয়া গেল তখন রুবাশভ বেশ একটু আরাম বোধ করিল, এমনকি তাহার মনে প্রায় কৃতজ্ঞতার মত একটা ভাব জাগিয়া উঠিল।

মিটমিট করিয়া হইলেও এখন সে গ্লেটকিনের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাইতে পারিল ; আবার সে তাহার পরিষ্কার কামানো মাথায় গভীর রক্তবর্ণ ক্ষতস্থানটি দেখিতে পাইল। তারপরই রুবাশভ বলিল, "...কেবল একটি জায়গায় ছাড়া সেই ব্যাপারটিকে আমি বেশ প্রয়োজনীয় মনে করি।"

গ্লেটকিন আবার নিখুঁত সুদৃঢ় ভঙ্গীতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেটি কি ?"

রুবাশভের ধারণা হইল, গ্লেটকিন নিশ্চয় মনে করিতেছে যে সে যুবকের সঙ্গে নির্জন আলাপ—যা কোন দিনই সত্যসত্যই ঘটে নাই, তাহার কথাই ভাবিতেছে। এখন গ্লেটকিনের নিকট ইহাই বড় কথা : 'i'-এর মাথায় বিন্দুগুলি বসানো—যদিও বিন্দুগুলি মলিন কতকগুলি ছাপের মত দেখায়। কিন্তু তাহার মতের দিক হইতে গ্লেটকিন হয়ত নির্ভুল…।

"আমার কাছে যে ব্যাপারটি খুব জরুরী সেটি হ'ল এই। এটা সত্যি যে, সে সময় আমার যা মতামত ছিল সেই অনুসারে আমি হিংসানীতির সাহায্যে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলাম। কিন্তু তার মানে রাজনৈতিক কাজ, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ নয়।"

"তার মানে তুমি গৃহযুদ্ধের পক্ষে ছিলে ?"

"না, জনগণের সম্মিলিত কাজের পক্ষে।"

"কিন্তু তুমি নিজেও জান, এর অবশ্যম্ভাবী ফল গৃহযুদ্ধ। ও, এই পার্থক্যটুকুর উপরই বুঝি তুমি এত জোর দিচ্ছিলে ?"

রুবাশভ উত্তর দিল না। সত্যই এই কথাটিই কি মুহূর্তপূর্বেও তাহার নিকট এত মূল্যবান মনে হইয়াছিল—এখন উহারও আর কোন মূল্য রহিল না। আসল কথা, যদি বিরোধীদল শুধুমাত্র গৃহযুদ্ধের সাহায্যে আমলাতন্ত্র এবং ইহার বিরাট কার্যপদ্ধতির বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে এক নম্বরের ঠাণ্ডা খাবারের মধ্যে কৌশলে বিষ ছড়ানো অপেক্ষা ইহা আরও ভাল পন্থা হয় কি হিসাবে ; কারণ এক নম্বরকে সরাইতে পারিলে বর্তমান সরকার খুব সম্ভবতঃ অনেক বেশী শীঘ্র এবং অনেক কম রক্তপাতে ভাঙ্গিয়া পড়িত।

রাজনৈতিক কারণে ব্যক্তিসমষ্টিকে ধ্বংস করা অপেক্ষা রাজনৈতিক ব্যক্তিগত হত্যা কোন্ অংশে কম সম্মানজনক ? স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ঐ হতভাগ্য তরুণ তাহার কথার ভুল অর্থ করিয়াছিল—কিন্তু তবু গত কয়েক বৎসরে তাহার নিজের কাজকর্মের ঐক্য অপেক্ষা এই তরুণের ভুলেই কি বেশী সামঞ্জস্য নাই ?

যে একনায়কত্বের বিপক্ষে, তাহাকে উপায় হিসাবে গৃহযুদ্ধকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। যে ভয়ে গৃহযুদ্ধ হইতে দূরত্ব রাখিয়া চলে, তাহাকেও বিরোধ ত্যাগ করিয়া একনায়কত্বকেই গ্রহণ করিতে হয়।

এই অতি সহজ কথাগুলি সে বহুকাল পূর্বে, জীবনের প্রথম ভাগে 'নরম

পন্থী'দের আক্রমণ করিবার সময় লিখিয়াছিল। উহাই আজ তাহার অভিযোগের হেতুবাদে পরিণত হইয়াছে। গ্লেটকিনের সহিত তর্ক করিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না। নিজের সম্পূর্ণ পরাজয় সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মন একপ্রকার স্বস্তিতে ভরিয়া গেল, সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার বাধ্যতা, দায়িত্বের বোঝা সবই যেন তাহার নিকট হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে, পূর্বের সেই তন্দ্রার ভাব আবার ফিরিয়া আসিল। মাথার ভিতরে হাতুড়ি পিটানোর মত দপ্‌দপানিটা এখন একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহার মনে হইল যেন দেরাজের পিছনে যে ব্যক্তি বসিয়া আছে সে গ্লেটকিন নয়, এক নম্বর। রুবাশভ শেষ বার ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে তাহার সহিত করমর্দনের সময় এক নম্বরের চোখে যে অদ্ভুত বিচক্ষণ ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এখনও যেন তাহার চোখে সেই ভাবটি পরিস্ফুট। Errancis-এর যে সমাধিস্থানে সেণ্ট্ জাষ্ট্, রোবেস্পীয়ার এবং তাহাদের ষোল জন ছিন্নশির কমরেড মাটির নীচে ঘুমাইয়া আছে, সেই সমাধিস্থানের তোরণের গায়ে যে ক্ষোদিত কথাটি পাঠ করিয়াছিল, তাহা মনে পড়িয়া গেল। একটি মাত্র কথাই লেখা ছিল —Dormir—ঘুমানো।

সেই মুহূর্ত হইতে রুবাশভের স্মৃতি আবার অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে বোধ হয় পুনরায় দ্বিতীয় বারের মত কয়েক মুহূর্তের জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এইবার আর সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিবার জন্য গ্লেটকিন নিশ্চয় তাহাকে জাগাইয়া দিয়াছিল। গ্লেটকিন নিজের ফাউন্টেন পেনটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। ঈষৎ বিরক্তির সহিত রুবাশভ লক্ষ্য করিল—গ্লেটকিনের গায়ের উষ্ণতা যেন তখনও কলমে লাগিয়া আছে। স্টেনোগ্রাফার লেখা বন্ধ করিয়াছে, ঘরের মধ্যে পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করিতেছে। বাতির বোঁ বোঁ শব্দও থামিয়া গিয়াছে, উহা হইতে এখন একটা স্বাভাবিক, ঈষৎ ম্লান আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কারণ ঊষার আবির্ভাব জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে।

রুবাশভ সহি করিয়া দিল।

আরাম ও দায়িত্বহীনতার অনুভূতি তখনও তাহার মনে লাগিয়া রহিয়াছে, যদিও ইহার কারণ সে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার পর নিদ্রায় অভিভূত অবস্থায়ই সে স্বীকারোক্তিটা পড়িয়া গেল; তাহাতে সে স্বীকার করিয়াছে যে, পার্টির নেতাকে হত্যা করিবার জন্য সে যুবক কীফারকে প্ররোচিত করিয়াছিল। অল্প

সময়ের জন্য তাহার মনে হইল—এ সমস্তই একটা হাস্যকর ভ্রান্তি; হঠাৎ স্বাক্ষরটা কাটিয়া ফেলিয়া স্বীকার-পত্রটা ছিঁড়িয়া ফেলিতে তাহার একটা উদগ্র বাসনা হইল। তারপরই আবার সব মনে পড়িয়া গেল, জামার আস্তিনে পাঁশনে ঘষিয়া লইয়া সে দেরাজের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া কাগজটা তুলিয়া দিল গ্লেটকিনের হাতে।

ইহার পর যাহা তাহার মনে পড়ে, তাহা হইল—পুনরায় ঐ গলিপথের ভিতর দিয়া সে হাঁটিয়া চলিয়াছে, পাহারা দিয়া লইয়া চলিয়াছে ইউনিফর্ম-পরিহিত বিরাটকায় সেই লোকটি। এই লোকটিই বিস্মৃতপ্রায় কোন এক সুদূর অতীতে তাহাকে গ্লেটকিনের ঘরে লইয়া গিয়াছিল। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় নাপিতের ঘর এবং সেলারের সিঁড়িগুলি সে পার হইয়া গেল প্রায়। যাইবার সময় তাহার মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা মনে পড়িল। সে নিজের এই মনোভাবে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়াই সুদূরের পানে তাকাইয়া ম্লান হাসি হাসিল। তারপরই সে শুনিতে পাইল তাহার পিছনে সেলের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা শারীরিক আরাম ও শান্তির অনুভূতি লইয়াই সে বাঙ্কের উপর শুইয়া পড়িল। জানালার শার্সির উপর আসিয়া পড়িয়াছে ভোরের ধূসর আলো, উহার ফ্রেমে আটকানো সেই পরিচিত সংবাদপত্রের টুকরা; ইহা দেখিতে দেখিতে রুবাশভ তখনই ঘুমাইয়া পড়িল।

পুনরায় যখন তাহার সেলের দরজা খুলিয়া গেল, তখনও ভালভাবে দিনের আলো ফোটে নাই। সে নিশ্চয় এক ঘণ্টাও ঘুমায় নাই। প্রথমে রুবাশভের মনে হইল বুঝি প্রাতরাশ আনা হইয়াছে। কিন্তু নয়, বাহিরে বৃদ্ধ ওয়ার্ডারের পরিবর্তে দাঁড়াইয়া আছে আবার সেই ইউনিফর্ম-পরিহিত বিরাট মূর্তি। তখন রুবাশভ বুঝিতে পারিল যে, তাহাকে পুনরায় গ্লেটকিনের নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে, আবার আরম্ভ হইবে জেরা।

সে বেসিনের কাছে গিয়া কপাল ও ঘাড় একটু ঠাণ্ডা জলে ঘষিয়া লইয়া, পাঁশনে চোখে লাগাইল। পুনরায় সুরু হইল সেই যাত্রা গলিপথের ভিতর দিয়া, নাপিতের ঘর ও সেলারের সিঁড়ি পার হইয়া। নিজের অজ্ঞাতেই তাহার পা অল্প অল্প টলিতেছে।

৪

ঐ সময় হইতে তাহার স্মৃতির উপরের কুয়াশার পর্দা আরও ঘন হইয়া উঠিয়াছে। পরে গ্লেটকিনের সহিত কথাবার্তার শুধু এক একটা অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন

টুকরা মাত্র তাহার মনে ছিল। তাহাদের দুই জনের এই কথাবার্তা বহু দিনরাত্রি ব্যাপিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে বিরতি ঘটিয়াছে অতি অল্প সময়ের জন্য—কখনও এক ঘণ্টা কখনও বা বড়জোর দুই ঘণ্টা। এমনকি ঠিক কয়দিন কয়রাত্রি ধরিয়া তাহাদের কথোপকথন চলিয়াছিল তাহাও সে সঠিক বলিতে পারে না; তবে এক সপ্তাহ নিশ্চয় লাগিয়াছিল। অপরাধীর শরীরকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবার এই প্রণালীর বিষয় রুবাশভ পূর্বেই শুনিয়াছে, ইহাতে সাধারণতঃ দুই জন অথবা তিন জন প্রশ্নকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট দীর্ঘ একটানা জেরাফ পালা করিয়া বিশ্রাম লয়। কিন্তু ঐ পন্থার সঙ্গে গ্লেটকিনের প্রণালীর পার্থক্য এই যে, সে নিজেকেও কখনও বিশ্রাম দেয় নাই, এবং নিজের কাছ হইতেও ঠিক ততখানি আদায় করিয়া লইত যতখানি সে জোর করিয়া শুষিয়া বাহির করিত রুবাশভের নিকট হইতে। সুতরাং রুবাশভকে সে তাহার মনের শেষ আশ্রয়স্থল—অত্যাচরিতের গভীর করুণ অনুভূতি, বধ্য প্রাণীর নৈতিক প্রাধান্য হইতেও বঞ্চিত করিল।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে, রুবাশভের দিনরাত্রি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান রহিল না। যখন একঘণ্টা ঘুমের পরে ঐ বিরাটকায় প্রহরী তাহাকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া তুলিল, তখন সে আর ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, জানালায় যে ধূসর আলো দেখা যাইতেছে তাহা ভোরের না সন্ধ্যার। গলিপথ, নাপিতের দোকান, সেলারের সিঁড়ি, বদ্ধ দুয়ার বৈদ্যুতিক বাতির সেই একই বিবর্ণ আলোয় প্রতি-নিয়ত আলোকিত থাকিত। যদি শুনানীর সময় জানালার কাছটা ফর্সা হইয়া আসিত এবং গ্লেটকিন বাতিটি নিভাইয়া দিত, তখন বুঝা যাইত সকাল হইয়াছে। যদি ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিত এবং গ্লেটকিন বাতি জ্বালাইত, তাহা হইলে বুঝা যাইত সন্ধ্যা সমাগত।

জেরার সময় রুবাশভ কখনও ক্ষুধার্ত বোধ করিলে, গ্লেটকিন তাহার জন্য চা ও স্যাণ্ডউইচ আনাইয়া দিত। কিন্তু রুবাশভের কদাচিৎ খাওয়ার ইচ্ছা হইত; অর্থাৎ, হঠাৎ একসময় প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালা তাহাকে আক্রমণ করিত, কিন্তু তাহার সম্মুখে রুটি আনিয়া দিলেই একটা বমি বমি ভাব তাহার দেহে দেখা দিত। গ্লেটকিন কখনও তাহার সম্মুখে কিছু আহার করিত না, এবং কি একটা দুর্বোধ্য কারণে কিছু খাবার চাহিতে রুবাশভেরও কেমন যেন অপমান বোধ হইত। গ্লেটকিনের সম্মুখে যে-কোন শারীরিক প্রয়োজনীয়তাই রুবাশভের নিকট অপমান-জনক মনে হইত, কারণ গ্লেটকিন কখনও শ্রান্তির কোন লক্ষণ দেখাইত না,

কখনও হাই তুলিত না, ধূমপান করিত না। তাহাকে দেখিয়া সে কখনও কিছু খায় বা পান করে বলিয়াও মনে হইত না এবং সর্বদাই দেরাজের পিছনে একই মচমচে কাফ্ দেওয়া শক্ত নিভাঁজ ইউনিফর্ম পরিয়া একই নিখুঁত ভঙ্গীতে বসিয়া থাকিত। রুবাশভের সর্বাপেক্ষা অপমান বোধ হইত যখন বাথরুমে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিতে হইত। রোঁদে যে প্রহরী থাকিত তাহারই সহিত গ্লেটকিন তাহাকে পায়খানায় যাইতে দিত এবং ঐ প্রহরী দরজার বাহিরে রুবাশভের জন্য অপেক্ষা করিত। সাধারণতঃ থাকিত ঐ সেই বিরাটকায় প্রহরী। একবার রুবাশভ বন্ধ দরজার পিছনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সেই দিন হইতে পায়খানার দরজা সর্বদা অল্প একটু খোলা থাকিত।

শুনানীর সময় তাহার মনের অবস্থা কখনও উদাসীনতা, কখনও-বা একটা অস্বাভাবিক—কাচের মত স্বচ্ছ জাগৃতির মধ্যে দোল খাইত। একবারই শুধু সে সত্য সত্য অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। অধিকাংশ সময়েই অবশ্য তাহার মনে হইত যে, সে প্রায় সংজ্ঞাহীনতার প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে, কিন্তু সর্বদাই শেষ মুহূর্তে একটা আত্মগরিমা তাহাকে রক্ষা করিত। ঐ সময়ে সাধারণতঃ একটা সিগারেট ধরাইয়া সে চোখ মিটমিট করিতে থাকিত এবং শুনানী চলিতে থাকিত।

এ সমস্ত সহ্য করিবার শক্তি এখনও যে তাহার রহিয়াছে, এক এক সময় ইহা ভাবিয়া রুবাশভ বিস্মিত হইত। কিন্তু একথাও সে জানিত যে, মানুষের সহ্য-শক্তি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা পোষণ করে, ইহার আশ্চর্য প্রসারণ-ক্ষমতা সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই নাই। রুবাশভ শুনিয়াছিল যে, কখনও কখনও বন্দীদিগকে পনের হইতে কুড়ি দিন পর্যন্ত ঘুমাইতে দেওয়া হয় নাই; আর উহারা তাহাও সহ্য করিয়াছে।

গ্লেটকিনের নিকট প্রথম শুনানীতে যখন সে এজাহারে স্বাক্ষর করে তখনই সে ভাবিয়াছিল সমস্ত ব্যাপার শেষ হইল। দ্বিতীয় শুনানীর সময় সে বুঝিল ইহা সূচনা মাত্র। তাহার বিরুদ্ধে সবশুদ্ধ সাতটি অভিযোগ উল্লিখিত রহিয়াছে এবং এ পর্যন্ত সে মাত্র একটি স্বীকার করিয়াছে। তাহার বিশ্বাস ছিল অবমাননার পেয়ালা হইতে শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত সে পান করিবে। কিন্তু এখন দেখিল শক্তির ন্যায় অক্ষমতার মধ্যেও ঠিক ততগুলিই স্তর আছে; বিজয়ের মত পরাজয়েরও নেশা আছে এবং দুই-ই অতলস্পর্শী। আর ক্রমশঃ ধাপে ধাপে গ্লেটকিন তাহাকে জোর করিয়া সিঁড়ির একেবারে নীচে নামাইয়া আনিতেছে।

রুবাশভ অবশ্য ইচ্ছা করিলেই ব্যাপারটিকে সহজ করিয়া ফেলিতে পারিত।

হয় দাঁড়ি কমা সমেত সমস্ত একসঙ্গে স্বাক্ষর করিয়া দেওয়া, নচেৎ একেবারে সমস্ত অস্বীকার করা এবং তাহা হইলেই তাহার শান্তি। কিন্তু একটা অদ্ভুত জটিল কর্তব্যবোধ তাহাকে এই প্রলোভন হইতে নিরস্ত করিত। মাত্র একটি অবিমিশ্র চিন্তায় এমনভাবে রুবাশভের সমস্ত জীবন ভরপুর ছিল যে, 'প্রলোভন' ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাহার কেবলমাত্র পুথিগত জ্ঞান ছিল। এখন কিন্তু সমস্ত এক-টানা দিন ও রাত্রি ধরিয়া গলিপথের মধ্য দিয়া টলিতে টলিতে চলার সময়, গ্লেটকিনের ঘরে বাতির উজ্জ্বল আলোর সম্মুখে, নিয়ত একটা প্রলোভন তাহার মনে জাগিয়া থাকিত, এ প্রলোভনটি পরাজিতদের সমাধিস্থানের উপর লিখিত মাত্র ঐ একটি শব্দে রচিত—নিদ্রা।

এ প্রলোভন নিবৃত্ত করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ ইহা বড় শান্তিময়, বড় নিরাপদ ; ইহাতে নাই কোন সাড়ম্বর রঙের খেলা, নাই কোন ইন্দ্রিয়াসক্তি। ইহা সম্পূর্ণ মূক ; কখনও বাদানুবাদ করে না। তর্ক যুক্তি সকলই গ্লেটকিনের পক্ষে ; এ প্রলোভন বারবার উচ্চারণ করে শুধু সেই নাপিতের সংবাদে লেখা কথা কয়টি—"নীরবে মৃত্যুকে বরণ করে নাও।"

যখন ঐ স্বচ্ছ কঠোর জাগ্রৎ অবস্থা হইতে তাহার মন অসীম ঔদাসীন্যে ফিরিয়া যাইত, তখন মাঝে মাঝে রুবাশভের ঠোঁট নড়িত, কিন্তু গ্লেটকিন কথা-গুলি বুঝিতে পারিত না। গ্লেটকিন তখন একটু কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিত এবং জামার কাফ্‌গুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া ঠিক করিয়া লইত। রুবাশভ জামার আস্তিনে পাশনে ঘষিতে ঘষিতে উদ্‌ভ্রান্ত ও তন্দ্রাবিজড়িত দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িত, কারণ সে যে মূক সঙ্গীকে ভুলিয়া গিয়াছে, এবং বিশেষতঃ এই ঘরে আসিবার কোন প্রয়োজনই তাহার নাই ; আজ সে বুঝিয়াছে ঐ এবং এই প্রলোভনকারী অভিন্ন।

"তা হলে তুমি যে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে এক বিদেশী শক্তির প্রতিনিধিদের সাহায্যে বর্তমান শাসনতন্ত্রকে নাকচ করবার জন্য কথাবার্তা ও চুক্তি করছিলে তা তুমি অস্বীকার করছ ? তুমি যে তোমার ষড়যন্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য সাহায্যের মূল্যস্বরূপ কতকগুলি জায়গা অর্থাৎ, আমাদের দেশের কয়েকটি জেলা বিসর্জন দিতে রাজী ছিলে সে অভিযোগও তুমি অস্বীকার করছ ?"

হ্যাঁ, রুবাশভের এরকম প্রশ্নে আপত্তি আছে বৈকি ; তখন বিদেশী কূটনীতিজ্ঞের সহিত তাহার কথাবার্তার দিনক্ষণ সব খবরই গ্লেটকিন তাহাকে দিল—এবং তাহা শুনিয়া রুবাশভেরও আবার সেই একটা অতি নগণ্য, ছোট্ট

দৃশ্যের কথা মনে পড়িল ; গ্লেটকিন যখন অভিযোগটা পড়িতেছিল, তখনই হঠাৎ তাহার স্মৃতিপটে এই দৃশ্যটি ভাসিয়া উঠিয়াছিল। তন্দ্রালস, বিহ্বল অবস্থায় রুবাশভ গ্লেটকিনের দিকে তাকাইল, কিন্তু তখনই বুঝিল যে, তাহাকে সেই ঘটনাটা বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ বৃথা। 'বি'-তে দূতাবাসে কূটনীতিজ্ঞ-দের একটি মধ্যাহ্ন ভোজের পর এই ব্যাপারটা ঘটে। রুবাশভ সেই স্থূলকায় হের ফন্ z-এর পাশে বসিয়াছিল। যে স্টেটে মাত্র কয়েক মাস পূর্বেই রুবাশভের দাঁত ভাঙিয়া গিয়াছিল, ফন z ছিলেন সেই স্টেটেরই দৌত্য-বিভাগের দ্বিতীয় কাউন্সিলর। হের ফন্ z এবং রুবাশভের পিতা দুই জনই এ স্টেটে যে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এক প্রকারের গিনিপিগ পালন করিতেন, তাঁহার সহিত রুবাশভের সেই সম্বন্ধেই অত্যন্ত তৃপ্তিপ্রদ আলাপ হয় ; খুব সম্ভব রুবাশভের পিতা এবং ফন্ z-এর পিতা পরস্পরের মধ্যে ঐ দুই জাতীয় গিনিপিগ অদল-বদল করিতেন।

ফন্ z জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাবার গিনিপিগগুলোর কি খবর ?"

"ও, সেগুলোকে রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় মেরে খেয়ে ফেলা হয়"—রুবাশভ উত্তর দিয়াছিল।

"আমাদের গিনিপিগগুলোকে এখন 'এরস্যাজ' চর্বিতে পরিণত করা হয়"—ফন্ z-এর স্বরে অবসাদ ও বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার দেশের নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতি তাঁহার বিরাগ ও ঘৃণা লুকাইবার এতটুকু চেষ্টাও তিনি করেন নাই, কারণ সম্ভবতঃ দৈবক্রমে তখনও তাঁহাকে তাঁহার চাকরি হইতে বরখাস্ত করা হয় নাই।

গ্লাস হইতে মদটুকু নিঃশেষে পান করতঃ আরাম করিয়া বসিয়া ফন্ z বলিলেন, "আপনার-আমার দু'জনেরই এক অবস্থা। আমরা দু'জনই পুরনো যুগের হয়ে গিয়েছি। গিনিপিগ পোষার দিন ফুরিয়ে গিয়েছে ; এখন আমরা গণতন্ত্রের যুগে বাস করছি।"

রুবাশভ হাসিয়া উত্তর দেয়, "কিন্তু ভুলে যাবেন না আমি সেই জনগণের পক্ষে।"

"না না, আমি ঠিক তা বলি নি। তা যদি বলেন আমিও আমাদের ঐ কালো গোঁফওয়ালা বেঁটে লোকটির কার্যসূচী সম্বন্ধে তার সঙ্গে একমত—শুধু যদি লোকটা কর্কশ সুরে না চেঁচাত। হাজার হোক, লোকে নিজের একটা দৃঢ়-বিশ্বাসের জন্যই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাতে পারে। তাহারা আরও কিছুক্ষণ বসিয়া কফি পান করিল। দ্বিতীয় পেয়ালা শেষ হইবার পর ফন্ z বলিলেন,

"মিঃ রুবাশভ, আপনারা যদি আপনাদের দেশে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাতে পারেন এবং এক নম্বরকে পদচ্যুত করেন, তা হলে গিনিপিগগুলোর আর একটু যত্ন নেবেন।"

"এ রকম কিছু ঘটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার; খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রুবাশভ আবার বলিয়াছিল, "মনে হচ্ছে যেন আপনাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই ঐ সম্ভাবনার আশা রাখেন?"

"নিশ্চয়", ফন্ z সেই একই রকম সহজ সুরে উত্তর দেন, "আপনাদের ঐ শেষ বিচারগুলোতে আপনারা আমাদের যা শোনালেন, তারপর আপনাদের দেশে নিশ্চয় বেশ অদ্ভুত অনেক কিছু ঘটছে?"

"তা হলে এই প্রায় অসম্ভব ব্যাপারটি ঘটলে আপনাদের তরফ থেকে কি করা হবে আপনার বন্ধুরা সে সম্বন্ধে কিছু ভেবে স্থির করেছেন?"

ফন্ z ঠিক যেন এরকম প্রশ্নই আশা করিতেছিলেন এমনিভাবে খুব স্পষ্ট উত্তর দিলেন, "সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে থাকুন। কিন্তু মূল্যস্বরূপ কিছু দিতেও হবে।"

কফির পেয়ালা হাতে তাহারা তখন টেবিলের ধারে দাড়াইয়া। রুবাশভের মনে হইল যেন তাহার সহজ কণ্ঠস্বর বড় কৃত্রিম শোনাইতেছে। সে প্রশ্ন করিল, "কি মূল্য দিতে হবে তাও কি স্থির করা হয়ে গেছে?"

"নিশ্চয়"—বলে ফন্ z একটি কোন 'গম'-প্রধান জেলার নাম করেন। ঐ জেলায় সংখ্যালঘুদের বাস। তাহার পরই দু'জনে পরস্পরের নিকট বিদায় লয়।

অনেকদিন এই ঘটনার কথা রুবাশভের মনে হয় নাই, অন্ততঃ সজ্ঞানে সে মনে করে নাই। কালো কফি ও ব্রাণ্ডি পান করিতে করিতে সময় কাটাবার গল্প—ইহা যে নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার তাহা গ্লেটকিনকে কে বুঝাইবে? রুবাশভ নিদ্রালু চোখে গ্লেটকিনের দিকে তাকাইল, গ্লেটকিন তাহার মুখোমুখি তেমনি প্রস্তরকঠিন, ভাবলেশহীন মুখে বসিয়া আছে—না, তাহার সহিত গিনিপিগের সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করা নেহাত অসম্ভব। এই গ্লেটকিন গিনিপিগ সম্বন্ধে কিছুই বুঝে না। সে কখনও হের ফন্ z-এর মত লোকেদের সহিত বসিয়া কফি পান করে নাই। রুবাশভের মনে পড়িল গ্লেটকিন কিরূপ থামিয়া থামিয়া, অনেক সময় ভুল জায়গায় গলা কাঁপাইয়া বা জোর দিয়া অভিযোগপত্র পড়িয়াছিল। গ্লেটকিন অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোক এবং লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে

অধিক বয়সে। কাজেই সে কখনই বুঝিবে না—গির্নাপগ সম্বন্ধে আরম্ভ করিয়া আলোচনা কোথায় কতদূর গড়াইতে পারে।

গ্লেটকিন জিজ্ঞাসা করিল, "তা হলে তুমি স্বীকার করছ ফন্ ৪-এর সঙ্গে কথাবার্তা তোমার হয়েছিল?"

অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে রুবাশভ উত্তর দিল, "একেবারে নির্দোষ আলোচনা।" উত্তর দিয়াই রুবাশভ বুঝিল যে, গ্লেটকিন তাহাকে সিঁড়ির আর এক ধাপ নীচে ঠেলিয়া দিল।

"বলপ্রয়োগ দ্বারা পার্টির নেতাকে সরানোর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তুমি যুবক কীফারের নিকট যে-সব সম্পূর্ণ বাচনিক যুক্তিতর্ক উপস্থিত করেছিলে, ঠিক তারই মত নির্দোষ, না?"

রুবাশভ জামার আস্তিনে পাঁশনে ঘষিয়া লইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। আচ্ছা, নিজেকে যেরূপ বিশ্বাস করাইতে সে চাহিতেছে, সত্যই কি তাহাদের আলোচনা ততখানি নির্দোষ ছিল? অবশ্য ইহা ঠিক যে, সে কোন চুক্তির নিমিত্ত কথাবার্তা বলে নাই, অথবা কাহারও সহিত কোন চুক্তিও সে করে নাই; এবং সেই আরাম প্রিয় হের ফন্ ৪ এর ঐরূপ কোন কাজ করিবার আইনসঙ্গত ক্ষমতাও ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাকে বড়জোর কূটনীতিজ্ঞদের ভাষায় যাহাকে 'বাজাইয়া বা যাচাই করিয়া দেখা' বলে, তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ 'বাজাইয়া দেখা' তাহার তৎকালীন মত ও চিন্তাধারার যুক্তিপরম্পরায় একটি সংযোগসূত্র মাত্র ছিল; তাহা ছাড়া ইহা পার্টির কতকগুলি কর্মপদ্ধতির সহিত চমৎকার খাপ খাইত। তাহাদের ভূতপূর্ব নেতা নির্বাসন হইতে ফিরিতে পারিবার জন্য এবং রাষ্ট্রবিপ্লবে বিজয়লাভের জন্য বিপ্লবের অল্পদিন পূর্বেই ঐ দেশের জেনারেল ষ্টাফের কর্মচারীদের কাজের সুযোগ কি লয় নাই? তাহার পরও প্রথম শান্তিচুক্তির সময় শান্তিলাভের জন্য মূল্যস্বরূপ কতকগুলি স্থান কি সে ছাড়িয়া দেয় নাই? রুবাশভের এক রসিক বন্ধু একবার ভূতপূর্ব নেতার সম্বন্ধে বলিয়াছিল, "বুড়ো কালের জন্য স্থানকে বিসর্জন দেয়।" সেই ভুলিয়া-যাওয়া নির্দোষ আলোচনা তাহার যুক্তিপরম্পরার সহিত এত সুন্দর খাপ খাইয়াছিল যে, এখন রুবাশভের পক্ষে তাহা একমাত্র গ্লেটকিনের চোখ দিয়া দেখা ও বিচার করা ছাড়া অন্য কোনভাবে বিচার করা অত্যন্ত কঠিন। সেই গ্লেটকিন—যে পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে পড়িতেও পারে না, যাহার মস্তিষ্ক ঠিক তেমনই অস্পষ্টভাবে কাজ করে এবং শুধু অত্যন্ত সহজ ও বাস্তব সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারে—হয়ত বা নির্ভুল

ভাবেই এই ধরণের সিদ্ধান্তে সে পৌঁছায়, কারণ সে গিনিপিগ সম্বন্ধে কিছুই বুঝে না…। কিন্তু গ্লেটকিন তাহাদের ঐ আলোচনার খবরই বা পাইল কিরূপে? হয়ত কেহ শুনিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না; অথবা সেই আরামপ্রিয় হের ফন্ z একজন প্ররোচকের কাজ করিয়াছেন, কিন্তু কি সে দুর্বোধ্য কারণ তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। এইরকম ব্যাপার পূর্বেও অনেকবার ঘটিয়াছে। রুবাশভের জন্য একটি ফাঁদ পাতা হইয়াছিল—গ্লেটকিন ও এক নম্বরের আদিম মনোবৃত্তি হইতে উদ্ভূত ফাঁদ; এবং সে অর্থাৎ রুবাশভ বেশ তৎপরতার সহিত সেই ফাঁদে পা দিয়াছে।…

গ্লেটকিনকে সে বলিল, "হের ফন্ z-এর সঙ্গে আমার কথাবার্তা সম্বন্ধে যখন এত খুঁটিনাটি খবর রাখ, তখন এও নিশ্চয় জান যে তাতে কোন ফল হয়নি।"

"নিশ্চয়, সৌভাগ্যক্রমে আমরা তোমাকে সময়মত গ্রেপ্তার করেছিলাম, আর দেশের সমস্ত বিপক্ষদলকেই ধ্বংস করতে পেরেছিলাম। নইলে ঐ ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টার ফল নিশ্চয় দেখা যেত।"

এই কথার আর কি উত্তর সে দিতে পারে? সে অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া পার্টির চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে অথবা তাহার জায়গায় পড়িলে গ্লেটকিন যে ভাবে কাজ করিত, সেই ভাবে সে কাজ করিতে পারে নাই। নহিলে কোনমতেই তাহার কাজের এই মারাত্মক পরিণতি ঘটিতে পারিত না। শুধু কি এই একটি মাত্র যুক্তিই তাহার আছে? অথবা তথাকথিত বিরুদ্ধ দলের সমস্ত কর্মই কেবলমাত্র বার্ধক্যের নিষ্ফল প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ ওল্ড গার্ডের সম্পূর্ণ দলটাই তাহার ন্যায় পরিশ্রান্ত ও জীর্ণ? কত বৎসরের বেআইনী সংগ্রামের ফলে তাহারা জীর্ণ, শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অর্ধেক যৌবন যে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কাটিয়া গিয়াছে, তাহার ভিজা স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় তাহারা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। শারীরিক ভয়ের কথা তাহারা কখনও উচ্চারণও করিতে পারিত না। প্রত্যেককেই সম্পূর্ণ একাকী সংগোপনে সেই ভীতিকে দমন করিতে হইত। বৎসরের পর বৎসর সেই দৈহিক ভীতিকে দমন করিয়া রাখিবার আয়াসজনিত স্নায়ুদৌর্বল্য ও আঘাত তাহাদের আত্মাকেও শুষিয়া একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে বহু বৎসরের নির্বাসনে, পার্টির আভ্যন্তরীণ বিবাদের তীব্রতা ও উগ্রতায়। এই সব বিবাদ-বিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যে বেপরোয়া ভাব ও অবিবেচনা দেখানো হইত, তাহারই ফলে ধ্বংস হইয়াছে তাহারা অসংখ্য পরাজয়ে এবং চরম বিজয়ের

নীতিভ্রংশে। সে কি গ্লেটকিনকে বলিবে যে, এক নম্বরের একনায়কত্বের বিরোধী কোন সক্রিয় সুশৃঙ্খল দল কোনদিনই সত্যসত্যই ছিল না? ইহা কেবল জল্পনা এবং আগুনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় খেলামাত্রই রহিয়া গিয়াছে। কারণ ওল্ড গার্ডদের প্রত্যেকটি মানুষ তাহাদের সর্বস্ব নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাদের ক্ষমতাকে নিঙড়াইয়া শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত—আধ্যাত্মিক 'ক্যালোরি'র শেষ বিন্দুটি বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। 'এরানসিসে'র সমাধিস্থলে চিরনিদ্রিতের ন্যায় আর মাত্র একটি জিনিষের আশা তাহারা করিতে পারে—তাহাদের অধস্তন পুরুষ তাহাদের প্রতি ন্যায়বিচার না করা পর্যন্ত ঘুমাইয়া থাকা ও অপেক্ষা করা।

এই বিরাট অচল নীয়ানডারথেলকে সে কি উত্তর দিবে? সে কি বলিবে যে, গ্লেটকিন অন্য প্রতিটি বিষয়েই নির্ভুল, মাত্র একটি অত্যন্ত বড় রকমের ভুল করিয়া ফেলিয়াছে? ভুলটি হইল গ্লেটকিনের বিশ্বাস, তাহার সম্মুখে যে রুবাশভ বসিয়া আছে সে এখনও সেই আগের রুবাশভ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা পূর্বের রুবাশভের ছায়ামাত্র? সমস্ত ব্যাপারটা মোটামুটি এই দাঁড়ায়—সে যে সব কাজ করিয়াছে, তাহার জন্য নয়, যাহা যাহা করিতে সে অবহেলা করিয়াছে, তাহার জন্য শাস্তি দিতে? আরামপ্রিয় ফন্ z বলিয়াছিলেন, নিজের বিশ্বাসের নামেই শুধু যে কোনও লোককে ক্রুশবিদ্ধ করা যায়…।

রুবাশভ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিবার পর তাহাকে সেলে ফিরাইয়া লইয়া গেলে, পুনরায় এই অত্যাচার আরম্ভ করিবার পূর্ব পর্যন্ত সে বাঙ্কের উপর অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিল। তাহাকে সেলে লইয়া যাইবার পূর্বে রুবাশভ গ্লেটকিনকে একটি প্রশ্ন করে। আলোচ্য বিষয়ের সহিত এ প্রশ্নের কোন সম্বন্ধই ছিল না, কিন্তু রুবাশভ জানিত প্রতি বার নূতন একটা অপরাধ স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর করিবার সময় গ্লেটকিন সামান্য একটু নরম হইত—গ্লেটকিন নগদ কারবার করে। রুবাশভের প্রশ্নটি আইভানভের ভাগ্য সম্পর্কে।

গ্লেটকিন বলিল, "নাগরিক আইভানভকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

"কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"নাগরিক আইভানভ তোমাকে জেরা করার সময় শৈথিল্য দেখিয়েছে। তা ছাড়া একদিন আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে।"

"তবে সে যদি সত্যিই তা বিশ্বাস না করে? তার বোধ হয় আমার সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা ছিল?"

"সেক্ষেত্রে শুনানী বন্ধ রেখে তার সুযোগ্য ওপরওয়ালাদের সরকারীভাবে জানানো উচিত ছিল যে তার মতে তুমি নির্দোষ।"

গ্লেটকিন কি তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে? তাহার ভঙ্গী অবশ্য তেমনি নিখুঁত ও ভাবলেশহীন।

ইহার পরের বার রুবাশভ যখন সে দিনের বিবৃতির উপর স্বাক্ষর করিবার জন্য ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, স্টেনোগ্রাফার তখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্লেটকিনের উষ্ণ কলমটি হাতে লইয়া রুবাশভ বলিল:

"তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?"

কথা বলিবার সময় সে গ্লেটকিনের মাথার চওড়া ক্ষতটার দিকে লক্ষ্য করিয়াছিল।

"শুনেছি, তুমি নাকি কি সব সাংঘাতিক প্রণালী অর্থাৎ তথাকথিত 'কঠোর প্রণালী'র পক্ষপাতী? কিন্তু আমার বেলায় তুমি কেন কখনো সোজাসুজি ঐ শারীরিক চাপ প্রয়োগ করনি?

গ্লেটকিন নীরস শুষ্কস্বরে বলিল, "ও, দৈহিক অত্যাচারের কথা বলছ? তুমি জান নিশ্চয়, আমাদের ফৌজদারী আইনে তা নিষিদ্ধ।"

এই বলিয়া গ্লেটকিন থামিল। রুবাশভের দলিলে স্বাক্ষর করা মাত্র শেষ হইয়াছে।

"তা ছাড়া একজাতীয় আসামী আছে যারা চাপ দিলে অপরাধ স্বীকার করে, কিন্তু প্রকাশ্য বিচারে প্রতিবাদ করে। তুমি সেই একগুঁয়ে শক্ত দলের। বিচারে তোমার স্বীকৃতি রাজনৈতিক গুরুত্ব তখনই পাবে যদি তা স্বেচ্ছাকৃত হয়।"

গ্লেটকিন এই প্রথম প্রকাশ্য বিচারের কথা উল্লেখ করিল। কিন্তু ক্লান্ত মন্থর পদক্ষেপে বিরাটকায় প্রহরীর পিছন পিছন গলিপথ দিয়া সেলে ফিরিবার সময় ঐ দৃশ্য তাহার মনে উদিত হয় নাই—তাহার চিন্তারাজ্য জুড়িয়া রহিল গ্লেটকিনের ঐ কথাগুলি—"তুমি ঐ শক্ত দলের।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই বাক্যটিতে তাহার মন একটা মধুর আত্মপ্রসাদে ভরিয়া উঠিল।

বাঙ্কে শুইয়া তাহার মনে হইল—"বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা আর ছেলেমানুষী যেন ক্রমশঃ আমাকে পেয়ে বসছে।" তথাপি ঘুমাইয়া না পড়া পর্যন্ত একটা মধুর আবেশ মনে লাগিয়া রহিল।

প্রতি বার দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর নূতন অপরাধ-স্বীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া

পরিশ্রান্ত অথচ কেমন একটা অদ্ভুত সন্তোষের ভাবে বাঙ্কে শুইয়া পড়িবার পর রুবাশভ জানিত যে একঘণ্টা, বড়জোর দুই ঘণ্টা পরেই তাহাকে জাগাইয়া তোলা হইবে, কিন্তু প্রতি বারই তাহার মনে একটি আকাঙ্ক্ষা জাগিত—গ্লেটকিন যদি তাহাকে একবার ভাল করিয়া ঘুমাইতে এবং বিচারবুদ্ধি ফিরিয়া পাইতে অবসর দিত। রুবাশভ জানিত এই সংগ্রামের তিক্ত যন্ত্রণাদায়ক শেষ সীমায় না পৌছান পর্যন্ত এবং শেষ 'i'-এর মাথায় শেষ বিন্দুটি না বসান পর্যন্ত তাহার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। এ কথাও সে ভালভাবেই জানিত যে প্রত্যেকটি নূতন দ্বন্দ্বেরই সমাপ্তি ঘটিবে নূতন নূতন পরাজয়ে এবং চরম পরিণতি কি হইবে সে সম্বন্ধেও তাহার কোন সংশয়ই নাই। তাহা হইলে কেন সে নিজেকে এরূপ কষ্ট দিতেছে, তাহাকে যন্ত্রণা দিবার সুযোগ অপরকেই বা কেন দিতেছে? কেন সে এ ব্যর্থ সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে? ইহা বন্ধ করিলেই তো আর কেহ তাহাকে জাগাইতে আসিবে না। 'মৃত্যু' শব্দটি বহুদিন পূর্বেই তাহার নিকট সকল প্রকার তাত্ত্বিক বিশেষত্ব হারাইয়াছে; তাহার নিকট বরং এখন ইহার একটা উষ্ণ, প্রলোভনসূচক সম্পূর্ণ দৈহিক অর্থ দাঁড়াইয়াছে—ঘুমাইতে পারা। কিন্তু তথাপি জাগিয়া থাকিয়া ঐ ব্যর্থ সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত চালাইয়া যাইতে তাহাকে বাধ্য করিত একটা অদ্ভুত কুটিল কর্তব্যজ্ঞান—যদিও সে জানিত এ কেবলমাত্র এক কাল্পনিক শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। যতক্ষণ না গ্লেটকিন তাহাকে জোর করিয়া সোপানের শেষ ধাপটি হইতে নীচে নামাইয়া লইবে এবং তাহার মিটমিটে চাহনিতে অভিযোগের শেষ কলঙ্কচিহ্ন একটি যুক্তিসঙ্গত প্রণালীতে বিন্দুচিহ্নিত 'i'-এ পরিণত হইবে, ততক্ষণ তাহার এ সংগ্রাম চলিবে। এ পথের একেবারে শেষ পর্যন্ত তাহাকে যাইতে হইবে। যখন সে উন্মুক্ত দৃষ্টিতে চির অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিবে, তখনই, কেবল তখনই সে ঘুমাইবার অধিকার লাভ করিবে, তখন আর কেহ তাহাকে জাগাইতে পারিবে না।

দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রির এই অখণ্ড একটানা সময়ে গ্লেটকিনের মধ্যেও একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। এ পরিবর্তন অবশ্য খুবই সামান্য, কিন্তু রুবাশভের ব্যগ্র সজাগ দৃষ্টিতে তাহাও এড়ায় নাই। শেষ পর্যন্ত গ্লেটকিন শক্ত মচমচে কাফ্‌যুক্ত ইউনিফর্ম পরিয়া, পাষাণের ন্যায় নিশ্চল ভাবলেশহীন মুখে স্থির কঠিন ভঙ্গিতে দেরাজের পিছনে বাতির ছায়ায় বসিয়া রহিয়াছে; কিন্তু ঠিক যেরূপ ধীরে ধীরে গ্লেটকিন বাতির তীব্র আলো কমাইয়া দিয়াছে, যতক্ষণ না তাহা প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে—তেমনই অল্প অল্প করিয়া তাহার স্বর

হইতে নিষ্ঠুরতাও ক্রমশঃ মিলাইয়া গিয়াছে। হাসি তাহার মুখে কখনও দেখা যায় নাই এবং ইহা দেখিয়া নীয়ানডারথেলেরা হাসিতে পারে কিনা সে সম্বন্ধেও রুবাশভের সন্দেহ জাগিত। গ্লেটকিনের কণ্ঠস্বর নিস্তরঙ্গ ; তাহাতে নমনীয়তার এতই অভাব যে, ভাবের কোন প্রকাশই তাহাতে হইত না। কিন্তু একবার দীর্ঘসময় একটানা কথাবার্তার পর যখন রুবাশভের সিগারেট ফুরাইয়া যায় তখন কিন্তু নিজেরই পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া দেরাজের উপর দিয়া তাহা রুবাশভের দিকে আগাইয়া দিয়াছিল। গ্লেটকিন নিজে অবশ্য কখনও ধূমপান করিত না।

এমনকি একটি ব্যাপারে রুবাশভ গ্লেটকিনের উপর জয়লাভও করিল ; ব্যাপারটি এলুমিনিয়ম্ ট্রাষ্টে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সম্পর্কে। রুবাশভ ইতিপূর্বেই যেসব অপরাধ স্বীকার করিয়াছে সেগুলির সম্মুখে ইহা একটি অতি নগণ্য অভিযোগ, কিন্তু রুবাশভ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের ন্যায় ইহার বিরুদ্ধেও তেমনি জিদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে।

তাহারা দুই জন প্রায় সারারাত মুখোমুখি বসিয়া ছিল। রুবাশভ তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের প্রমাণ এবং অপর পক্ষের প্রতিটি তথ্য পৃথক্ ভাবে খণ্ডন করিয়াছে। শ্রান্তিতে তাহার স্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই ভগ্নকণ্ঠে সে যেসব বিভিন্ন ঘটনা, তারিখ বলিয়া যাইত তাহা তাহার অবশ, অসাড় মস্তিষ্কে যেন কোন অলৌকিক মন্ত্রবলে ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তটিতে জাগিয়া উঠিত। এবং সমস্তক্ষণ ধরিয়া গ্লেটকিন শত চেষ্টায়ও এই যুক্তিধারা খণ্ডন করিতে কোথা হইতে আরম্ভ করিবে ভাবিয়া পায় নাই। কারণ তাহাদের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সাক্ষাতের সময়ই দুই জনের মধ্যে যেন একটা অনুচ্চারিত চুক্তি হইয়া গিয়াছিল যে, গ্লেটকিন যদি প্রমাণ করিতে পারে অভিযোগের মূল সূত্রটি যথার্থ—সে মূল-সূত্র যদি একটা যুক্তিমাত্র এবং ভাবাত্মক ব্যাপারও হয়, তাহা হইলেও হারানো সূত্রগুলি বসাইয়া লইতে, রুবাশভের ভাষায় 'i'-এর মাথায় বিন্দু বসাইতে গ্লেটকিনের সম্পূর্ণ অধিকার হইবে। দু'জনেরই অজ্ঞাতে তাহাদের খেলার এই নিয়মগুলিতে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রুবাশভ সত্যসত্য কোন্ অপরাধগুলি করিয়াছিল এবং কোন্গুলি তাহার মতের পরিণতি হিসাবে করিবার সম্ভাবনা তাহার ছিল, এখন আর দুই জনের একজনও এ দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ করিত না ; ক্রমশঃ যেন তাহারা বাস্তব অবাস্তবের, যৌক্তিক কল্পনা এবং প্রকৃত ঘটনার পার্থক্যজ্ঞানও হারাইয়া ফেলিল। যেসব দুর্লভ মুহূর্তে তাহার

মাথা পরিষ্কার থাকিত, তখন কখনও কখনও রুবাশভ এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিত এবং তখন সে যেন একটা অদ্ভুত অপ্রকৃতিস্থ মত্তাবস্থা হইতে জাগিয়া উঠিতেছে এইরূপ মনে হইত। গ্লেটকিনকে দেখিয়া কিন্তু সে কখনও এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে বলিয়া মনে হইত না।

ভোরের দিকে যখন রুবাশভ কিছুতেই এলুমিনিয়ম্ ট্রাষ্টের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ স্বীকার করিল না, তখন গ্লেটকিনের কণ্ঠস্বরে একটা চাপা দুর্বলতার আভাস ফুটিয়া উঠিল—ঠিক এইরূপই আর একবার হইয়াছিল, যখন শুনানীর প্রথম দিকে ঠোঁটকাটা আগেই একটা ভুল উত্তর দিয়া ফেলিয়াছিল। বহুদিন পর হঠাৎ আজ গ্লেটকিন বাতির আলোটা খুব বাড়াইয়া দিল, কিন্তু রুবাশভের ঠোঁটে শ্লেষমাখা হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি তাহা কমাইয়া দিল। তাহার পর সে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিল, কিন্তু কোন ফলই হইল না; অবশেষে গ্লেটকিন বলিল, "যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ভার তোমাকে দেওয়া হয়েছিল সেখানে কোন ধ্বংসমূলক বা অচল অবস্থা সৃষ্টির জন্য কাজ করেছিলে, তা তুমি স্পষ্ট অস্বীকার করছ তা হলে?"

"এমনকি তুমি যে এ জাতীয় কোন ষড়যন্ত্র করেছিলে তাও স্বীকার করছ না?"

এবার কি হয় তাহা দেখিবার জন্য একটা তন্দ্রাজড়িত কৌতূহল লইয়া রুবাশভ ঘাড় নাড়িল। গ্লেটকিন তখন স্টেনোগ্রাফারকে বলিল, "লেখ: তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট অনুরোধ করছেন যে প্রমাণের অভাবের জন্য এই অভিযোগ তুলে নেওয়া হোক।"

রুবাশভের মন যে শিশুসুলভ বিজয়োল্লাসে ভরিয়া উঠিল, তাহার বাহ্য প্রকাশ লুকাইবার উদ্দেশ্যে সে তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরাইল। এই প্রথম সে গ্লেটকিনকে পরাজিত করিয়াছে। অবশ্য একথা খুবই সত্য যে ব্যর্থ, হারানো সংগ্রামে ইহা একটি অতি তুচ্ছ নগণ্য জয়লাভ মাত্র, কিন্তু জয়লাভ তো। কত মাস, এমনকি কত বৎসর পূর্বে সে এই শেষ অনুভূতির আস্বাদ পাইয়াছে···। গ্লেটকিন সেক্রেটারীর নিকট হইতে সেদিনের নথিপত্র লইয়া সেক্রেটারীকে বিদায় দিল। সম্প্রতি তাহাদের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছে।

সেক্রেটারী চলিয়া যাইবার পর রুবাশভ দলিলে স্বাক্ষর করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলে, গ্লেটকিন নিজের কলমটা তাহাকে দিয়া বলিল, "অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গোলমাল সৃষ্টি করবার এবং মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ

জাগাবার জন্য বিরোধীদলের পক্ষে সবচেয়ে ভাল পথ হ'ল—শিল্পের অন্তর্ঘাতী আন্দোলন। তা হলে তুমি কেন এরকম একগুঁয়ের মত অস্বীকার করছ যে, তুমি ঠিক এই উপায়টিই ব্যবহার করনি বা করতে চাওনি?"

"কারণ টেক্‌নিকের দিক দিয়েও এ একেবারে অসম্ভব। তা ছাড়া অন্তর্ঘাতকেরা মূর্তিমান শয়তান। এই অনবরত একঘেয়ে প্যানপ্যানানিতে যে প্রকাণ্ড অস্বীকারের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, তাতে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।"

বহুদিনের হারানো বিজয়ের অনুভূতির আস্বাদ ফিরিয়া পাইয়া রুবাশভ যেন অনেক বেশী প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল এবং স্বাভাবিক অভ্যাসের চেয়ে জোরে কথা বলিতে আরম্ভ করিল:

"তুমি যদি অন্তর্ঘাতী আন্দোলনকে নিতান্ত কাল্পনিক মনে কর, তা হলে তোমার মতে আমাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির এই অসন্তোষজনক অবস্থার প্রকৃত কারণ কি?"

রুবাশভ বলিল, "ঠিকে কাজের স্বল্প মজুরির হার, ক্রীতদাস-প্রথা এবং আদিম মানব অসভ্যদের মধ্যে প্রচলিত আইন-কানুনের মত নিষ্ঠুর আইন কানুন। আমি আমার ট্রাস্টেরই অনেক ঘটনা জানি যেখানে শ্রমিকরা খুব বেশী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ার ফলে কাজে সামান্যমাত্র শৈথিল্য দেখিয়েছে সেখানে অন্তর্ঘাতক বলে তাদের গুলি করা হয়েছে। একজন যদি ঘড়ির কাঁটার দু'মিনিট দেরী করে ফেলে তা হলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তার পরিচয়পত্রে ছাপ মেরে দেওয়া হয়, যাতে তার পক্ষে অন্য কোথাও কখনো কাজ পাওয়া সম্ভব না হয়।"

গ্লেটকিন তাহার স্বাভাবিক নির্বিকার দৃষ্টি রুবাশভের মুখের উপর মেলিয়া ধরিয়া তেমনি স্বাভাবিক নীরস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটবেলায় তোমাকে কি কেউ ঘড়ি দিয়েছিল?"

রুবাশভ বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইল, নীয়ানডারথেলের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার রসজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব, অথবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে লঘুভাবের একান্ত অভাব।

"তুমি কি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাও না?"—গ্লেটকিন জিজ্ঞাসা করিল।

রুবাশভ ক্রমশঃ আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, "নিশ্চয় উত্তর দেব বৈকি?"

"তোমাকে যখন ঘড়ি দেওয়া হয়, তখন তোমার বয়স কত ছিল ?"

"ঠিক জানি না, তবে বোধ হয় আট ন' বছরের ছিলাম।"

গ্লেটকিন তাহার স্বাভাবিক নিখুঁত সুরে বলিল, "আমার যখন ষোল বছর বয়স, তখন আমি প্রথম শিখি যে ঘণ্টাকে মিনিটে ভাগ করা হয়। আমাদের গ্রামে, কোন চাষী শহরে যেতে হলে ভোরে উঠেই স্টেশনে গিয়ে ওয়েটিংরুমে ঘুমিয়ে থাকত ট্রেন না আসা পর্যন্ত, আর সাধারণতঃ ট্রেনের সময় থাকত ঠিক মাঝদুপুরে। কোন কোনদিন হয়ত সন্ধ্যায় গাড়ী আসত, এমনকি কথনও কখনও পরদিন সকালেও আসত। এই সব চাষীই এখন আমাদের কল-কারখানায় কাজ করে। যেমন দেখ, আমাদের গ্রামেরই এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ইস্পাতের রেল তৈরির কারখানা। প্রথম বছর, ফোরম্যানরা গলিত ধাতু নামাবার ফাঁকে ফাঁকে এমন ঘুম ঘুমোত যে, তাদের গুলি করে মেরে ফেলা হ'ত। অন্যান্য সবদেশে চাষীরা শিল্পের সূক্ষ্ম কাজে এবং কলকব্জা চালাতে অভ্যস্ত হতে একশ' বা দু'শ বছর সময় পেয়েছে। এখানে তারা পেয়েছে মাত্র দশ বছর। আমরা যদি তাদের প্রত্যেকটি ছোটখাটো ব্যাপারের জন্যও চাকরি থেকে বরখাস্ত না করতাম বা গুলি করে মেরে না ফেলতাম, তা হলে সমস্ত দেশটাই স্থবির হয়ে যেত এবং চাষীরাও কারখানার উঠানে ঘুমোবার জন্য শুয়ে পড়ত। শেষ পর্যন্ত তার ফল এই হ'ত যে, চিমনির মধ্য দিয়ে পর্যন্ত ঘাস গজাত, অর্থাৎ আগে যেমন অবস্থা ছিল, আবার ঠিক তেমনি অবস্থায় সব ফিরে যেত। গত বছর ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে আমাদের এখানে এক দল মেয়ে এসেছিল। তাদের সব ঘুরে ঘুরে দেখানো হয়। পরে তারা অবজ্ঞাভরা এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। তাতে তারা লিখেছিল যে, ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলের মজুরেরা কথনও এরকম ব্যবহার সহ্য করত না। আমি পড়েছি যে, ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় বোনার শিল্প দু'শ বছরের পুরনো। সেখানে দু'শ বছর আগে যখন ঐ শিল্প প্রথম সুরু হয়, তখন শ্রমিকদের উপর কি রকম ব্যবহার করা হ'ত, তাও পড়েছি। কমরেড রুবাশভ, তুমিও এইমাত্র ঠিক সেই ম্যাঞ্চেষ্টারের মেয়েদের যুক্তির মত যুক্তি দেখালে। তুমি অবশ্য ঐ মহিলাদের চেয়ে অনেক বেশী জান। কাজেই তুমিও তাদেরই মত যুক্তিতর্ক ব্যবহার করছ দেখে লোকে বিস্মিতই হয়। তবে হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে এক বিষয়ে তোমার মিল আছে ; তোমাকে ছেলেবেলায় একটা ঘড়ি দেওয়া হয়েছিল…।"

রুবাশভ কিছু না বলিয়া নূতন কৌতূহল ও আগ্রহ লইয়া গ্লেটকিনের দিকে

তাকাইল। ইহা আবার কি? এই নীয়ানডারথেল কি তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত খোলস ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেছে? কিন্তু গ্লেটকিন তাহার চেয়ারে তেমনই সোজা ও শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার মুখ তেমনি নির্বিকার।

অবশেষে রুবাশভ বলিল, "কোন কোন ব্যাপারে তুমি হয়তো ঠিকই বলছ। কিন্তু তুমিই তো আমাকে এই ব্যাপারে টেনে আনলে। যেসব অসুবিধার অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক কারণ তুমি এইমাত্র এত দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে বর্ণনা করলে সে-সবের জন্য দায়ী করে দণ্ড দেবার লোক খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?"

"অভিজ্ঞতা থেকে এইটি শিখেছি যে, সবরকম কঠিন ও জটিল ব্যাপারের একটি করে খুব সরল, সহজবোধ্য ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত জনসাধারণকে। ইতিহাস সম্বন্ধে আমার যেটুকু জ্ঞান আছে, তা থেকে দেখি মানুষের চিরকালই এই জাতীয় লোকের দরকার পড়েছে—বলির পাঁঠার মত পরের দোষের জন্য যারা দণ্ড পায়। আমার মনে হয় সকল কালেই এটি একটি অপরিহার্য যুগপ্রথা; তোমার বন্ধু আইভানভ আমাকে শিখিয়েছিল যে এর উৎস ধর্মতত্ত্ব। আমার যতদূর মনে পড়ে ব্যাখ্যা করে বলেছিল যে, এই শব্দটাই এসেছে ইহুদীদের একটি প্রথা থেকে। প্রথাটি ছিল তাদের সমস্ত পাপ একটি ছাগলের ঘাড়ে চাপিয়ে বছরে একবার একটি করে ছাগল উৎসর্গ করা।"

গ্লেটকিন একটু থামিয়া জামার কাফ্‌গুলি ঠিক করিয়া লইয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "তা ছাড়া ইতিহাসে আমরা এমন দৃষ্টান্তও পাই যেখানে লোক স্বেচ্ছায় অন্যের দোষ নিজের কাঁধে নিয়েছে। তোমাকে যে বয়সে ঘড়ি দেওয়া হয়েছে আমাকে তখন গ্রামের পাদ্‌রি শেখাচ্ছেন যে, যীশুখ্রীষ্ট নিজের সম্বন্ধে বলতেন—তিনি এমন একটি ভেড়া যে, নিজের উপর সমস্ত পাপের ভার গ্রহণ করেছেন। কেউ যদি বলে যে, তাকে মানবতার জন্য উৎসর্গ করা হচ্ছে তা হলে সে যে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য কতটুকু সাহায্য করতে পারে তা আজও আমি বুঝলাম না। কিন্তু গত দু'হাজার বছর ধরে দেখা যাচ্ছে লোকে একেই বেশ স্বাভাবিক পন্থা বলে ধরে নিয়েছে।"

রুবাশভ গ্লেটকিনের দিকে তাকাইল। ইহার উদ্দেশ্য কি? এই আলোচনার অর্থ কি? ভুল করিয়া এই নীয়ানডারথেল কোন্ গোলকধাঁধায় ঘুরিতেছে?

তারপর রুবাশভ বলিল, "সে যাই হোক, পৃথিবীতে কাল্পনিক সংঘাতকারীর সংখ্যা না বাড়িয়ে, লোককে সত্য কথা বললে তা আমাদের মতের সঙ্গে অনেক বেশী খাপ খেত।"

"আমাদের গ্রামের লোকদের কেউ যদি বলে যে, রাষ্ট্রবিপ্লব হওয়া সত্ত্বেও তারা আগের মতই পেছনে পড়ে রয়েছে, তাতে তাদের ওপর কোন প্রভাবই পড়বে না। কিন্তু তাদের যদি কেউ বলে বেড়ায় যে, তারা এক একজন কর্মধ্বজ, মার্কিনদের চেয়েও সব কাজে নিপুণ; এবং শয়তান ও অন্তর্ঘাতক থেকেই সব-রকম পাপের জন্ম; তা হলে অন্ততঃ এর একটা কিছু ফল দেখা যাবে। মানবের পক্ষে যা প্রয়োজন তাই তো সত্য, যা তার অনিষ্ট করে তাই মিথ্যা। বয়স্ক লোকদের জন্য নৈশবিদ্যালয়ে পাঠ্য, পার্টি থেকে প্রকাশিত ইতিহাসের খসড়াতে বলা হয়েছে যে, প্রথম কয়েক শতাব্দী খ্রীষ্টধর্ম মানবজাতির পার্থিব সমৃদ্ধি ও উন্নতি এনেছে। যীশুখ্রীষ্ট যখন বলেছে যে, সে ঈশ্বরের ও একজন কুমারীর পুত্র, তখন যীশু সত্যি বলুক আর মিথ্যা বলুক, কোন বুদ্ধিমান লোকের কাছে তাতে কিছু এসে যায় না। কথাটি রূপক, কিন্তু চাষীরা তার সোজাসুজি অর্থ করে। চাষীরা যা সরল অর্থে নেয় আমাদেরও অধিকার আছে প্রয়োজনীয় রূপক আবিষ্কার করে তাকে অন্য ভাবে গ্রহণ করার।"

"তোমার যুক্তিধারা মাঝে মাঝে আইভানভের যুক্তিধারাকে মনে করিয়ে দেয়।"

গ্লেটকিন উত্তর দিল, "নাগরিক আইভানভ তোমার মত পুরনো শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলে, স্কুলের পড়াশুনা বেশী না হওয়ায় যে সব ঐতিহাসিক জ্ঞান অনেকের হয়নি সে সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যেত। আমাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আমি সেই জ্ঞান পার্টির সেবায় লাগাতে চেষ্টা করি, কিন্তু নাগরিক আইভানভ ছিল মনুষ্যদ্বেষী।"

"ছিল…" পাঁশনে খুলিয়া রুবাশভ জিজ্ঞাসা করিল।

গ্লেটকিন তাহার দিকে নির্বিকার দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "নাগরিক আইভানভকে শাসন-বিভাগের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে কাল রাত্রে গুলি করে মারা হয়েছে।"

এই আলোচনার পর, গ্লেটকিন রুবাশভকে সম্পূর্ণ দুই ঘণ্টার জন্য ঘুমাইতে দিয়াছিল। সেলে ফিরিবার সময় রুবাশভ বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, আইভানভের মৃত্যু কেন তাহার মনে আরও গভীর রেখাপাত করিল না। এই খবর শুনিয়া শুধু ঐ ক্ষুদ্র জয়লাভের আনন্দটুকু মুছিয়া গিয়া আবার শ্রান্তি ও তন্দ্রা আসিয়া তাহার মনকে অবসন্ন করিয়া দিল। অর্থাৎ বুঝা যাইতেছে, সে এখন এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে কোন গভীরতর অনুভবশক্তির স্থান

নাই। যাহা হউক, আইভানভের মৃত্যুসংবাদ শুনিবার পূর্বেও সে ঐ নিরর্থক বিজয়োল্লাসের জন্য নিজে লজ্জিত বোধ করিতেছিল। গ্লেটকিনের ব্যক্তিত্ব তাহার এমনই ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, তাহার বিজয়ানুভূতিগুলিও যেন পরাজয়ে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

রুবাশভ, আইভানভ ও তাহাদেরই মত আরও অনেকের সৃষ্ট যে স্টেট, সেই স্টেটেরই নিষ্ঠুর প্রতিমূর্তি গ্লেটকিন নির্বিকার বিরাট ব্যক্তিত্ব লইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদেরই রক্তমাংস হইতে উদ্ভূত হইয়া স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সম্পূর্ণ নিষ্ঠুর চেতনাহীন হইয়া গিয়াছে। গ্লেটকিন নিজেও কি স্বীকার করে নাই যে, সে আইভানভ এবং প্রাক্তন শিক্ষিত সমাজের আধ্যাত্মিক বংশধর? রুবাশভ বারংবার নিজের মনেই আওড়াইয়া চলিল যে, গ্লেটকিন এবং এই নূতন নীয়ানডারথেল শুধু ঐ মাথার উপর সংখ্যা-চিহ্নিত লোকদের আরব্ধ কাজ শেষ করিতেছে। সেই একই মতবাদ যে ইহাদের মুখে এত অমানুষিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যেন শুধু জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর নিভর করে। আইভানভ যখন এই একই যুক্তিগুলি ব্যবহার করিয়াছিল, তখন—আজ যে জগৎ মিলাইয়া গিয়াছে তাহারই স্মৃতি-বিজড়িত অতীতের সুর সেই যুক্তির পিছনে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাল্যকালকে অস্বীকার করা যায়, কিন্তু একেবারে মুছিয়া ফেলা যায় না। শেষদিন পর্যন্ত আইভানভ তাহার অতীতকেও তাহার পিছনে পিছনে লইয়া গিয়াছে। ইহারই জন্য সে যাহা বলিত তাহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিত একটা লঘু বিষাদের সুর, সেইজন্যই গ্লেটকিন তাহাকে বলিয়াছে মনুষ্যদ্বেষী। গ্লেটকিনদের কিছু মুছিয়া ফেলিতে হয় নাই। ইহাদের ত অতীতকে অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ তাহাদের কোন অতীতই ছিল না। তাহাদের জন্ম হইয়াছিল নাড়ির বন্ধন ছাড়াই—কোনরূপ চাঞ্চল্য ছাড়া; কোন বিষাদ ব্যতিরেকে।

৫

এন্, এস রুবাশভের রোজনামচার একাংশ:

"...আমরা যাহারা আজ রঙ্গমঞ্চ হইতে চলিয়া যাইতেছি, তাহারা কোন্ অধিকারে গ্লেটকিনদের এরূপ অবজ্ঞামিশ্রিত অহমিকার চক্ষে দেখি? প্রথম যখন এ পৃথিবীতে নীয়ানডারথেলের আবির্ভাব হয়, তখন বানরদের মধ্যে নিশ্চয় হাসির জোয়ার বহিয়াছিল। অতি সুসভ্য বানরেরা মনোরম ভঙ্গীতে এক

বৃক্ষশাখা হইতে আর এক বৃক্ষশাখায় দুলিত, নীয়ানডারথেল দেখিতে কুৎসিত, চলন তাহার মাটিতে নিবদ্ধ।

বানরেরা আত্মস্থ এবং শান্তিময়, হয় তাহারা নিরর্থক ক্রীড়ায় মগ্ন, নয় দার্শনিক অভিভাবে মাছি মারিতে ব্যস্ত। নীয়ানডারথেল পথ চলে বিষণ্নমুখে, ঘূর্ণায়মান লাঠি হাতে। বানরেরা গাছের উপর হইতে তাহাকে দেখিয়া আমোদ অনুভব করিত এবং তাহার উপর বাদাম ছুঁড়িয়া ফেলিত। কখনও-বা তাহাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইত। তাহাদের আহার ছিল ফল এবং কচি, কোমল চারাগাছ। এই আহারেও প্রকাশ পাইত একটা সূক্ষ্ম, সুন্দর, শিষ্টাচার; নীয়ানডারথেল গিলিত কাঁচা মাংস, তাহার শিকার ছিল জন্তু-জানোয়ার। যেসব বৃক্ষ আবহমানকাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেগুলিকে তাহারা কাটিয়া ফেলিল, প্রস্তরস্তূপকে তাহারা দীর্ঘকাল অধিকৃত স্থান হইতে সরাইয়া দিল, বন-রাজ্যের প্রতিটি আইন এবং প্রচলিত প্রথা লঙ্ঘন করিল। নীয়ানডারথেল কুৎসিত, নিষ্ঠুর, পশুসুলভ আভিজাত্যবিহীন—সম্ভ্রান্ত বানরদের দৃষ্টিতে ইহা ইতিহাসের বর্বরযুগের পুনরাবৃত্তি। শিম্পাঞ্জিদের শেষ বংশধর যে কয়টি অবশিষ্ট আছে তাহারা আজও মানুষ দেখিলেই করে নাসিকাকুঞ্চন··· ।”

৬

পাঁচ-ছয় দিন পরে একটি ব্যাপার ঘটিল: রুবাশভ জেরার সময় অচেতন হইয়া পড়িল। তাহারা অভিযোগের শেষাংশে মাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে; রুবাশভের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল সেদিনের বিচার্য বিষয়। অভিযোগে এই উদ্দেশ্যকে কেবল ‘বিপ্লববিরোধী মনোভাব’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, সে শত্রুপক্ষীয় কোন বিদেশী শক্তির অধীনে কাজ করিত। যেন ইহা একটি অতি প্রত্যক্ষ সত্য। রুবাশভ এই অভিযোগের বিরুদ্ধে তাহার শেষ সংগ্রাম চালাইয়াছিল। প্রত্যুষে তাহাদের কথাবার্তা আরম্ভ হইয়াছিল; সকালের মাঝামাঝি রুবাশভ হঠাৎ এক নিতান্ত নীরস মুহূর্তে, চেয়ারের এক পাশে ঢলিয়া পড়িয়া পরমুহূর্তেই অচেতন অবস্থায় একেবারে মাটিতে পড়িয়া গেল!

কয়েক মিনিট পরে জ্ঞান ফিরিতেই সে দেখিল, ডাক্তারের কোমল লোমে ঢাকা মাথা তাহার উপর ঝুঁকিয়া আছে; চিকিৎসক একটা বোতল হইতে তাহার মুখে জল দিতেছে এবং ললাটের পার্শ্বদেশ আস্তে আস্তে টিপিতেছে। তাহার

নিশ্বাস পড়িতেছে ঠিক রুবাশভের মুখের উপর, সে নিশ্বাসে পেপারমিণ্ট, পাঁউরুটি ও মাংসের ঝোলের গন্ধ, এ গন্ধ নাকে যাইতেই রুবাশভের বমি আসিল। চিকিৎসক কর্কশস্বরে কাহাকে বকুনি দিয়া রুবাশভকে এক মিনিটের জন্য খোলা হাওয়ায় লইয়া যাইতে নির্দেশ দিল। গ্লেটকিন নির্বিকার দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। সে ঘণ্টা বাজাইয়া একজন জমাদারকে ডাকিল এবং কার্পেটটা পরিষ্কার করিয়া দিতে তাহাকে আদেশ দিল; তাহার পর রুবাশভকে তাহার সেলে লইয়া যাইতে বলিল। কয়েক মিনিট পরে রুবাশভকে বৃদ্ধ ওয়ার্ডার প্রাঙ্গণে হাঁটিবার জন্য লইয়া গেল।

প্রথম কয়েক মিনিট তীব্র উন্মুক্ত হাওয়ার স্পর্শে রুবাশভ পুলকিত ও পাগল-প্রায় হইয়া উঠিল। সে আবিষ্কার করিল যেমন জিহ্বা সুমিষ্ট শ্রান্তিহরা পানীয় আস্বাদন করে, তেমনি তাহার ফুসফুস অক্সিজেন পান করিতেছে। সূর্যের পাণ্ডুর, পরিষ্কার আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তখন মাত্র সকাল এগারোটা—ঠিক এই সময়ই কোন সুদূর অতীতে, এই কুয়াশাচ্ছন্ন, দীর্ঘ দিনরাত্রি আরম্ভ হইবার পূর্বে তাহাকে প্রতিদিন হাঁটিবার জন্য বাহিরে আনা হইত। মূর্খ সে, সেই সুযোগ, সেই আশীর্বাদ তখন সে হৃদয়ঙ্গম করে নাই। আহা, শুধু প্রাণ ভরিয়া নিয়মিত নিশ্বাস লইয়া, তুষারের মধ্য দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে মুখের উপর সূর্যের ঈষৎ উষ্ণতা অনুভব করিয়া শুধু বাঁচিয়া থাকিলেই ত হয়। গ্লেটকিনের ঘর, ল্যাম্পের চোখ-ঝলসানো আলো, সেই ভৌতিক নাটকের সমস্ত সাজসরঞ্জাম, এসবই শুধু দুঃস্বপ্ন, এ দুঃস্বপ্ন একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিয়া অন্যান্য সাধারণ লোকের মত জীবনযাপনে ক্ষতি কি?

এই ছিল তাহার দৈনন্দিন ব্যায়াম ও হাঁটার সময়, কাজেই আঙ্গিনার চারি-পাশের ঘুরনো রাস্তায় হাঁটিবার সময় তাহার পাশে আজও ছিল সেই দড়ির জুতা-পরা কৃশকায় চাষী। কম্পিতপদে রুবাশভ যখন তাহার পাশে চলিতেছিল, তখন সে আড়চোখে কয়েক বার তাহার দিকে তাকাইয়া দুই-এক বার গলা ঝাড়িয়া লইয়া, ওয়ার্ডারদের দিকে চোখ রাখিয়া অবশেষে বলিল, "কর্তা, আপনাকে অনেক দিন দেখিনি। আপনাকে দেখে বড় অসুস্থ মনে হচ্ছে, যেন আর বেশীদিন বাঁচবেন না। আচ্ছা, শুনছি আবার নাকি যুদ্ধ বাধবে?"

রুবাশভ কোন উত্তর দিল না। এক মুঠা বরফ কুড়াইয়া লইয়া দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া গোলা পাকাইবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহার হইতেছিল, অতিকষ্টে তাহা সে দমন করিল। কয়েদীরা চক্রাকারে আঙ্গিনার চারিপাশে আস্তে আস্তে

হাঁটিতেছে। বিশ হাত দূরে তাহাদের সামনে দুই জন কয়েদী দুই বার নীচু তুষারস্তূপের মধ্য দিয়া দৃঢ়পদক্ষেপে চলিতেছে—মাথায় দু'জনেই প্রায় সমান, ধূসরবর্ণের কোট গায়ে ; ঠিক মুখের সামনে ছোট ছোট ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে।

"শীগ্গিরই বীজ বপন করবার সময় আসছে। বরফ গলে গেলেই ভেড়ার দল পাহাড়ে যাবে। পাহাড়ের ওপর উঠতে তাদের তিন দিন সময় লাগে। আগের দিনে জেলার প্রত্যেক গ্রামের লোকেরা ঐ একই দিনে ভেড়াগুলোকে পাহাড়ে পাঠাত। ভোরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা আরম্ভ হ'ত, যেদিকে তাকাও, চারদিকে মাঠে ঘাটে শুধু ভেড়া আর ভেড়া, প্রথম দিন সমস্ত গ্রাম ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন যেত। আপনি বোধ হয় জীবনে কখনও এত ভেড়া দেখেন নি, এত ভেড়া ; এত কুকুর, তেমনি ধুলো, তেমনি কুকুরের ঘেউ ঘেউ, ভেড়ার ভ্যা ভ্যা।...আঃ, ভগবান, কি হৈ-চৈ, কি স্ফূর্তি... ।"

রুবাশভ সূর্যের দিকে নিজের মুখ তুলিয়া ধরিল ; সূর্যের আলো তখনও ম্লান, কিন্তু তবু এর মধ্যেই বাতাসে একটা ঈষৎ উষ্ণ স্নিগ্ধ কোমলতার আভাস পাওয়া যাইতেছে। আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল কামানের দুর্গচূড়ার অনেক উপর দিয়া পাখীর দল খেলার ছলে কখনও পাখা মেলিয়া হাওয়ায় ভাসিয়া যাইতেছে, কখনও চক্রাকারে নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে, আবার উপরে উঠিয়া যাইতেছে। চাষী তখনও একঘেয়ে সুরে বলিয়া চলিয়াছে, "আজকের মত দিনে, যখন বাতাসে বরফ গলার গন্ধ পাওয়া যায়, আমি যেন পাগল হয়ে উঠি ; নিজেকে আর সামলাতে পারি না। মশাই, আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনও আর বেশী দিন বাঁচব না। ওরা আমাদের পিষে ধ্বংস করে ফেলছে, কারণ আমরা নাকি বিপরীতপন্থী লোক, আর যাতে সেই পুরনো দিন, যখন আমাদের জীবনে ছিল সুখ, হাসি, আনন্দ, আর আমরা ফিরে না পাই... ।"

রুবাশভ জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যিই কি তোমরা তখন এত সুখী ছিলে ?"

চাষী বিড়বিড় করিয়া দুর্বোধ্য কি কয়েকটা কথা বলিল, এবং তাহার গলার কণ্ঠী বেশ কয়েক বার উঠানামা করিল। রুবাশভ আড়চোখে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া খানিক পরে বলিল, "তোমার বাইবেলের ঐ অংশটি মনে আছে, যেখানে মরুভূমিতে অসভ্য জাতিরা চীৎকার করে বলতে আরম্ভ করল : এস আমরা একজন দলপতি মনোনীত করে মিশরের সেই বিলাসের জীবনে ফিরে যাই।"

চাষী সাগ্রহে ঘাড় নাড়িল কিন্তু কিছু বুঝিয়াছে বলিয়া মনে হইল না…। ইহার পরই তাহাদের আঙিনা হইতে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। খোলা হাওয়ার প্রভাব মুহূর্তে মুছিয়া গিয়া সেই ভারি তন্দ্রাভাব, মাথাঘোরা এবং বমির ভাব ফিরিয়া আসিল। দ্বারের নিকট গিয়া ঠিক ভিতরে ঢুকিবার পূর্বে রুবাশভ নীচু হইয়া একমুঠা বরফ কুড়াইয়া লইয়া কপালে এবং উত্তপ্ত চোখে বুলাইয়া লইল।

সে আশা করিয়াছিল তাহাকে সেলে লইয়া যাওয়া হইবে; কিন্তু তাহার পরিবর্তে তাহাকে সোজা লইয়া যাওয়া হইল গ্লেটকিনের ঘরে। গ্লেটকিন তাহার দেরাজের সম্মুখে—ঠিক রুবাশভ তাহাকে যে অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া গিয়াছিল, সেই ভঙ্গীতেই বসিয়া আছে। কত যুগ আগে রুবাশভ এ ঘর হইতে বাহিরে গিয়াছিল? গ্লেটকিনকে দেখিয়া মনে হয় রুবাশভের অনুপস্থিতিতে সে যেন একটুও নড়ে নাই। পর্দাগুলি টানা, বাতি জ্বলিতেছে, পচা ডোবার বদ্ধ জলের মত এ ঘরে সময়ও যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্লেটকিনের সম্মুখে পুনরায় বসিতে গিয়া, তাহার দৃষ্টি পড়িল কার্পেটের একটা ভিজা অংশের উপর। তাহার বমি করার কথা মনে পড়িল। তাহা হইলে এ ঘর হইতে সে গিয়াছিল এক ঘণ্টাও হয় নাই।

গ্লেটকিন বলিল, "আমার বিশ্বাস এখন তুমি অনেকটা সুস্থ বোধ করছ। আমরা তোমার বিপ্লব-বিরোধী কার্যকলাপের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারে শেষ প্রশ্নটি আলোচনা করছিলাম।"

সে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে রুবাশভের দক্ষিণ হস্তের দিকে তাকাইয়া রহিল; চেয়ারের হাতলের উপর তাহার হাত ন্যস্ত এবং হাতের মুঠির মধ্যে তখনও একটি ছোট বরফের টুকরা। রুবাশভ তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া, একটু হাসিয়া নিজের হাতটা বাতির সম্মুখে ধরিল। তাহার হাতের উপর বরফের ছোট টুকরাটা কি ভাবে আলোর উত্তাপে ধীরে ধীরে গলিয়া যাইতেছে, দুই জনেই সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

তাহার পর গ্লেটকিন বলিল, "এই উদ্দেশ্যের প্রশ্নই শেষ প্রশ্ন। ঐটি স্বীকার করে সই করে দিলেই আমাদের পরস্পরের কাজ ফুরিয়ে যাবে।"

বাতির আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বহুদিন পরে আবার বাতির আলো তীব্রভাবে বিচ্ছুরিত হইতেছে। রুবাশভ চোখ মিটমিট না করিয়া পারিল না।—

"…তারপরেই তুমি বিশ্রাম করতে পারবে।"

রুবাশভ ললাটের পার্শ্বদেশে হাত বুলাইয়া লইল, কিন্তু বরফের শীতল ভাব চলিয়া গিয়াছে। গ্লেটকিনের কথার শেষের 'বিশ্রাম' শব্দটি যেন ঘরের নিশ্ছিদ্র শান্তির মধ্যে ঝুলিয়া রহিল।—বিশ্রাম এবং নিদ্রা। চল আমরা এক জন দলপতি মনোনীত করিয়া মিশরদেশে ফিরিয়া যাই···। পাঁশনের ভিতর দিয়া রুবাশভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গ্লেটকিনের দিকে তাকাইল:

"আমার উদ্দেশ্য কি ছিল, তা আমিও যেমন জানি তোমরাও তেমনি ভাল ভাবেই জান। তোমরা জান যে, আমি 'বিপ্লব-বিরোধী মনোবৃত্তি' নিয়েও কাজ করি নি, বা কোন বিদেশী শক্তির অধীনেও ছিলাম না। আমি যা চিন্তা করেছি বা কাজ করেছি—সবই আমার নিজের বিশ্বাস, মতবাদ ও বিবেক অনুযায়ী।"

গ্লেটকিন ড্রয়ার খুলিয়া একটা ফাইল বাহির করিল। খানিকক্ষণ তাহাতে চোখ বুলাইয়া লইয়া এক খণ্ড কাগজ ফাইল হইতে বাহির করিয়া তাহার একঘেয়ে সুরে পড়িতে আরম্ভ করিল, "···আমাদের নিকট স্বকীয় সরল বিশ্বাসের কোন মূল্য নাই। যে ভুল করে তাহাকে তাহার দণ্ড পাইতেই হইবে; যে ন্যায় পথে চলে সে করিবে মুক্তিলাভ। এই ছিল আমাদের আইন···।—তোমাকে গ্রেপ্তার করার অল্পদিন পরেই তুমি তোমার রোজনামচায় এই কথাগুলো লিখেছিলে।"

রুবাশভ তাহার চোখের পাতার পিছনে বাতির পরিচিত কম্পিত শিখা অনুভব করিল। সে যে কথাগুলি চিন্তা করিয়া তাহার রোজনামচায় লিখিয়াছিল, গ্লেটকিনের মুখে তাহা একটা অদ্ভুত নগ্ন রূপ ধারণ করিয়াছে—যেন ইহা একটা পাপ স্বীকার, শুধু বেনামী এক পুরোহিতের শুনিবার জন্য বলা, তাহা যেন গ্রামোফোন-রেকর্ডে ধরিয়া রাখা হইয়াছিল, এখন কর্কশ শব্দে গ্রামোফোনে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে।

গ্লেটকিন ফাইল হইতে আর একখানা কাগজ বাহির করিল; কিন্তু রুবাশভের মুখে তাহার অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া উহা হইতে মাত্র একটি বাক্য পড়িয়া শোনাইল:

"শেষ পর্যন্ত অহমিকা বিসর্জন দিয়ে কাজ করার নামই আত্মসম্মান।"

রুবাশভ গ্লেটকিনের দৃষ্টি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল। তাহার পর বলিল, "আমি বুঝতে পারছি না, পার্টির সভ্যদের সমস্ত পৃথিবীর সামনে মাটির ওপর দিয়ে ঘৃণ্য জন্তুর মত হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হলে পার্টির কি লাভ! তোমরা যা যা চেয়েছ সমস্তই আমি সই করে দিয়েছি। আমি একটা ভুল ও যথার্থ বিপজ্জনক মতবাদ

অনুসরণ করছিলাম সে দোষও স্বীকার করেছি। তাতেও কি তোমাদের যথেষ্ট হয় নি?"

রুবাশভ চোখে পাঁশনে লাগাইয়া, দৃষ্টিকে বাতি হইতে অন্যদিকে ফিরাইয়া লইয়া অসহায়ের মত শ্রান্ত ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "হাজার হোক, 'এন. এস্. রুবাশভ' এই নামটিই তো পার্টির ইতিহাসের একটি অংশ, এই নামকে ধূলোর ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাসকেই কলঙ্কিত করছ।"

গ্লেটকিন ফাইলে চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল, "তার উত্তরও আমি তোমার নিজের রোজনামচায় লেখা কথা থেকে দিচ্ছি।" তুমি লিখেছিলে:

"প্রতিটি কথা বারবার পুনরাবৃত্তি করিয়া, সহজ সরল ব্যাখ্যার পর হাতুড়ি দিয়া ঠুকিয়া জনগণের মাথার মধ্যে সজোরে ঢুকাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। যাহা সত্য বলিয়া জানা যায় তাহা স্বর্ণের মত ঝক্‌ঝক্ করিবে; যাহা অন্যায় তাহা হইবে আলকাতরার মত কৃষ্ণবর্ণ। জনগণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতিগুলোকে মেলার আদারস-মিশ্রিত মনুষ্যাকৃতি পিষ্টকের মত রং করিয়া দিতে হইবে।"

রুবাশভ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ও, তা হলে এই তোমাদের উদ্দেশ্য; আমি তোমাদের 'পাঞ্চ ও জুড়ি পুতুলবাজি'র শয়তানের ভূমিকায় অভিনয় করি—চীৎকার করে, দাঁত কিড়মিড় করে, জিভ বার করে,—আবার এ সবই করি স্বেচ্ছায়। দান্তন ও তার বন্ধুদের অন্ততঃ এতখানি আর করতে হয় নি।"

গ্লেটকিন ফাইল বন্ধ করিয়া, একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া, জামার কাফ্ ঠিক করিয়া লইয়া বলিল, "এই বিচারে তোমার অপরাধ স্বীকার করাই হবে পার্টির প্রতি তোমার শেষ কর্তব্য।"

রুবাশভ উত্তর দিল না। চোখ বুজিয়া থাকিয়া সে বাতির আলোয় নিজেকে চেয়ারে এলাইয়া দিল, যেমন সূর্যালোকে ক্লান্ত নিদ্রিত ব্যক্তি নিজেকে ছড়াইয়া দেয়। কিন্তু গ্লেটকিনের কণ্ঠস্বর হইতে নিষ্কৃতি নেই।

সেই কণ্ঠ তখন বলিতেছে, "তোমার দান্তন ও তার সভাকে আজিকার সঙ্কটের তুলনায় একটা রোমাঞ্চকর নাটক মাত্র বলে মনে হবে। ও সম্বন্ধে আমি বইয়ে পড়েছি: ঐ লোকেরা পাউডার-মাখানো বিনুনি বাঁধত এবং প্রকাশ্যে ব্যক্তিগত সম্মানের দাবি ত্যাগ করত। তাদের কাছে একমাত্র চিন্তা ছিল একটা

মহত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করা, ঐ ইঙ্গিতে কোন উপকার হ'ল, না অপকার হ'ল, সে সম্বন্ধে ওরা একটুও মাথা ঘামাত না।"

রুবাশভ চুপ করিয়া রহিল।- তাহার কানের মধ্যে একটা গুন্ গুন্ আওয়াজ হইতেছে; তাহার উপরে শোনা যায় গ্লেটকিনের স্বর। তাহার চারিদিক হইতেই শুধু গ্লেটকিনের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে; সে স্বর যেন তাহার ব্যথাতুর মস্তকে নিষ্ঠুর আঘাত হানিতেছে।—

"তুমি জান্ আজ বিপদ কার।"

"ইতিহাসে এই প্রথম এক রাষ্ট্রবিপ্লব সফল -হওয়ায় আমরা ভেবেছিলাম পৃথিবীর অন্যান্য দেশও আমাদের অনুসরণ করবে। তার বদলে আমাদের ডুবিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে এল এক প্রতিক্রিয়ার ঢেউ। পার্টিতে তখন দুটি দল। একটি হ'ল দুঃসাহসিকের দল; তারা বাইরে রাষ্ট্রবিপ্লব প্রচারের জন্য আমরা যা লাভ করেছি তা বিপন্ন করতেও রাজী। তুমি হলে সেই দলের। আমরা বুঝলাম এ ধারাটি বড় বিপজ্জনক, তাই সেটিকে ধ্বংস করেছি।"

রুবাশভ ঘাড় তুলিয়া কিছু বলিতে চাহিল। গ্লেটকিনের পদধ্বনি তাহার মাথার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রুবাশভের নিজেকে পরিশ্রান্ত মনে হইল। আবার চেয়ারে শরীর এলাইয়া দিয়া সে চোখ বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিল:

"পার্টির নেতা আরও দূরদর্শী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ এবং কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। কাজেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দুর্গকে সুরক্ষিত রাখা ও পৃথিবীতে এই যে প্রতিক্রিয়ার ঢেউ এসেছে একে অতিক্রম করতে পারার ওপরই সবকিছু নির্ভর করে। তিনি এও বুঝেছিলেন যে, এই আন্দোলনের ঢেউ হয়ত দশ, অথবা কুড়ি, না হয় পঞ্চাশ বছর চলবে, যতদিন না পৃথিবী আবার একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের নতুন আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়। সে পর্যন্ত আমাদের একাই যুদ্ধ করতে হবে। সেদিন না আসা পর্যন্ত আমাদের একটিমাত্র কর্তব্য—নিজেদের ধ্বংস না হতে দেওয়া।"

রুবাশভের স্মৃতিপটে অস্পষ্ট কয়েকটি কথা ভাসিয়া উঠিল: "প্রত্যেক বিপ্লবীর সর্বপ্রধান কর্তব্য নিজের জীবন রক্ষা করা।" এই কথাগুলি কে বলিয়াছিল? সে নিজে কি? না আইভানভ? এই মতবাদের নামেই তো সে আরলোভাকে বিসর্জন দিয়াছে। সে কাজ আজ তাহাকে কোথায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে?

আবার গ্লেটকিনের কণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "...ধ্বংস নয়। যে-কোন মূল্যেই হোক, যা-কিছু উৎসর্গের বিনিময়েই হোক, এই দুর্গকে রক্ষা করতে হবে। পার্টির

নেতা অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিণামদর্শিতার বলে এই মূলতত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করে বিশেষ সামঞ্জস্যের সঙ্গে তা কাজে লাগিয়েছেন। আমাদের জাতীয় সরকারের নীতির কাছে 'ইন্‌টারন্যাশনালে'র নীতি খর্ব করতে হয়েছে। যারা এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে নি; তাদেরই নির্মূল করতে হয়েছে। ইউরোপে আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের দলকে দল ধ্বংস করতে হয়েছে। এ 'দুর্গে'র স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে ইউরোপে আমাদের নিজেদেরই প্রতিষ্ঠানগুলিকে চূর্ণ করতে আমরা দ্বিধাবোধ করি নি। ভুল মুহূর্তে যেসব বৈপ্লবিক আন্দোলন সুরু হয়েছে, সেগুলোকে দমন করবার জন্যে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল দেশের পুলিসের সাহায্য নিতেও দ্বিধা-বোধ করি নি। এই 'দুর্গ' রক্ষার জন্য আমরা আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে তাদের ত্যাগ করতে বা শত্রুর সঙ্গে আপোষে মীমাংসা করতেও সঙ্কুচিত হই নি। আমাদের—প্রথম সাফল্যমণ্ডিত রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রতি-নিধিদের উপরই ইতিহাস এই কাজের ভার দিয়েছে। অদূরদর্শীরা, রুচিসম্পন্ন লোকেরা এবং নীতিবাগীশেরা এ তত্ত্ব বোঝে নি! কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের নেতা বুঝেছিলেন যে, সব নির্ভর করে ঐ একটি কাজ—যত বেশীক্ষণ সম্ভব টিকে থাকার উপর।"

গ্লেটকিন ঘরের মধ্যে পায়চারি বন্ধ করিয়া রুবাশভের চেয়ারের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কামানো মস্তকের ক্ষতস্থান ঘামে ভিজিয়া চকচক করিতেছে। গ্লেটকিন হাঁপাইতেছিল। সে রুমাল দিয়া মাথাটা মুছিয়া লইল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ভঙ্গ করিয়া সে অস্বস্তি বোধ করিতেছে! সে পুনরায় দেরাজের পিছনে বসিয়া জামার কাফ্‌গুলি ঠিক করিয়া লইল। তাহার পর বাতিটা একটু কমাইয়া দিয়া তাহার স্বাভাবিক নির্বিকার কণ্ঠে বলিয়া চলিল, "পার্টির কর্মপন্থা অতি সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করা আছে। পার্টির সব কাজের পিছনেই আছে একটিমাত্র নিয়ম—উদ্দেশ্যের জন্য যে-কোন পন্থাই গ্রহণীয়। এই নিয়মানুসারে সরকারী পক্ষের কৌঁসুলী তোমার জীবন দাবি করতে পারে, নাগরিক রুবাশভ।

"নাগরিক রুবাশভ, তোমার বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তুমি চেয়েছিলে পার্টিকে বিভক্ত করতে, যদিও তুমি নিশ্চয় জানতে যে পার্টির মধ্যে ভাঙনের অর্থই গৃহযুদ্ধ। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে ত্যাগ ও সেবা আদায় করা হয় তার মূল্য বুঝতে তারা আজও শেখে নি; তাদের মধ্যে যে অসন্তোষের আগুন জ্বলছে তা তুমি জান! যে কোনদিন, হয়তো কয়েক মাসের মধ্যেই যুদ্ধ

লাগতে পারে, আর যদি যুদ্ধ বাধে তা হলে এই জাতীয় ভাবধারা চরম বিপদ টেনে আনতে পারে! তাই পার্টির ঐক্যসাধনের জন্য এর অবশ্য প্রয়োজনীয়তা। সমস্তটা পার্টি তাই এমন হবে যেন একই ছাঁচে গড়া—অন্ধ নিয়মানুবর্তিতা এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসে পূর্ণ। নাগরিক রুবাশভ তুমি এবং তোমার বন্ধুরা পার্টির মধ্যে এনেছ ভাঙন! তোমার অনুতাপ যদি আন্তরিক হয় তা হলে তোমার কর্তব্য আমাদের এই ভাঙনকে জোড়া লাগানোতে সাহায্য করা। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, পার্টি তোমার কাছ থেকে এই শেষ কর্তব্য প্রত্যাশা করে।

"তোমার কর্তব্য খুবই সহজ। তুমি নিজেই তা ঠিক করে দিয়েছ : সত্যকে স্বর্ণময় করে তোলা, 'অন্যায়কে ঘন কৃষ্ণবর্ণ করা।' বিরোধীদল যে নীতি গ্রহণ করেছে তা ভুল! কাজেই তোমার কর্তব্য বিরোধীদলকে ঘৃণার্হ করে তোলা; জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, বিরুদ্ধাচরণ একটি অপরাধ এবং বিপক্ষদলের দলপতিরা অপরাধী। জনসাধারণ এই সহজ ভাষাই বোঝে। তুমি যদি তাদের কাছে তোমার জটিল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কথা বলতে শুরু কর, তা হলে তুমি তাদের মনে শুধু বিশৃঙ্খলা ও বিহ্বলতাই সৃষ্টি করবে। নাগরিক রুবাশভ, তোমার কর্তব্য সহানুভূতি ও অনুকম্পার উদ্রেক এড়ানো। বিরুদ্ধাচরণের জন্য সহানুভূতি ও করুণা দেশের পক্ষে বিষম বিপদ।

"কমরেড রুবাশভ, আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ পার্টি তোমার জন্য কি কর্তব্যের নির্দেশ দিয়েছে।"

তাহাদের পরস্পর পরিচয় হইবার পর এই প্রথম গ্লেটকিন কর্তৃক রুবাশভকে 'কমরেড' সম্বোধন; সচকিত রুবাশভ মাথা তুলিয়া তাকাইল। ভিতরে যে একটা উত্তপ্ত তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছে তাহা রুবাশভ বুঝিতে পারিল; কিন্তু সে নিরুপায়, ইহা রোধ করিবার শক্তি তাহার নাই। পাঁশনে চোখে লাগাইবার সময় তাহার চিবুক অল্প কাঁপিয়া উঠিল।

"হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।"

"মনে রেখ, পার্টি তোমাকে কোন পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করে না। অনেক আসামীকে দৈহিক চাপ দিয়ে অপরাধ স্বীকারে রাজী করানো হয়েছে। অনেকে আবার রাজী হয়েছে তাদের নিজেদের মাথা বাঁচাবার অঙ্গীকার পেয়ে, অথবা তাদের যে আত্মীয়-স্বজন জামীনস্বরূপ আমাদের হাতে পড়েছে তাদের মাথা বাঁচাবার জন্যে। কমরেড রুবাশভ, তোমার কাছে লাভালাভের কোন প্রশ্ন তুলব না; তোমাকে কোন প্রতিশ্রুতিই দিচ্ছি না।"

রুবাশভ আবার বলিল, "হ্যাঁ বুঝেছি।"

গ্লেটকিন ফাইলে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল, "তোমার দিনলিপির একটি অংশ আমার খুব মনে ধরেছে। তুমি লিখেছিলে: আমার এভাবে চিন্তা ও কাজ না করিয়া উপায় ছিল না। আমি যদি নির্ভুল হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমার অনুতাপ করিবার কিছু নাই; যদি ভুল হইয়া থাকে, তাহার দণ্ড দিতে হইবে।"

তাহার পর ফাইল হইতে চোখ তুলিয়া রুবাশভের মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া গ্লেটকিন বলিল, "কমরেড রুবাশভ, তুমি ভুল করেছিলে, কাজেই তোমায় তার দণ্ড পেতে হবে। পার্টি শুধু একটি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: বিজয়লাভের পর, যখন গুপ্ত দপ্তরখানার কাগজপত্র থেকে আর কোনরকম ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না, তখন সেগুলি প্রকাশ করা হবে। তখন জগতের লোক জানবে তুমি যাকে 'পাঞ্চ্ ও জুডি' পুতুলবাজি বলছ তার পেছনে কি ছিল। ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক অনুসারে জগতের সামনে ঐ পুতুলনাচ আমাদের দেখাতে হয়েছিল...।"

গ্লেটকিন কয়েক মুহূর্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া জামার কাফ্‌গুলি ঠিক করিয়া লইল। তাহার মাথার কাটা দাগটা ক্রমশঃ লাল হইয়া উঠিয়াছে। তারপর বেশ একটু বিব্রতভাবে তাহার বক্তব্য শেষ করিল, "আর তখন, তুমি এবং পুরনো দলের তোমার অন্যান্য কয়েকজন সঙ্গীকে, আজ যে সহানুভূতি ও অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তা দেখানো হবে।"

কথা বলিতে বলিতে পূর্বেই রচিত স্বীকারোক্তিখানা গ্লেটকিন রুবাশভের হাতের কাছে ঠেলিয়া দিয়া কলমটাও উহার পাশে রাখিল। রুবাশভ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত আয়াসের সহিত হাসিয়া বলিল, "আমি অনেক সময় ভাবতাম যে, নীয়ানডারথেলের যখন ভাবাবেগ হয় তখন তাকে না জানি কেমন দেখায়। আজ তার চাক্ষুষ পরিচয় পেলাম।"

গ্লেটকিনও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "তোমার কথার কোন মানেই বুঝলাম না।"

রুবাশভ দলিলে স্বাক্ষর করিল; তাহাতে সে স্বীকার করিয়াছে যে, সে বিপ্লববিরোধী মনোবৃত্তির বশীভূত হইয়া এবং বিদেশী শক্তির অধীনে থাকিয়া এই সব অপরাধ করিয়াছে। মাথা তুলিতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল দেয়ালে টাঙানো এক নম্বরের চিত্রের উপর। কত বৎসর পূর্বে বিদায়ের প্রাক্কালে করমর্দনের সময়ে এক নম্বরের মুখে যে চটুল ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মুখে ঠিক সেই ভাব, সেই

বিষাদপূর্ণ মানবদ্বেষিতা, যাহা ঐ সর্বব্যাপী চিত্র হইতে নীচে জনসাধারণের দিকে চোখ মেলিয়া আছে।

"যাক্‌গে, তুমি যদি না বোঝ, তাতে কিছু আসে যায় না। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যা শুধু ঐ আগের যুগের লোকেরা, আইভানভেরা, রুবাশভেরা ও কীফারেরা বুঝেছে। সে যুগ শেষ হয়ে গেছে।"

খানিকক্ষণ পরে গ্লেটকিন বলিল, "আমি হুকুম দিয়ে দিচ্ছি যেন বিচারের আগে তোমাকে কেউ আর কষ্ট না দেয়।" গ্লেটকিন পুনরায় তীব্র, কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। রুবাশভের হাসিতে সে বেশ বিরক্তি বোধ করিতেছে।—"তোমার আর কোন বিশেষ ইচ্ছে আছে?"

"হাঁ, ঘুমুতে চাই আমি।" রুবাশভ উন্মুক্ত দ্বারে দাঁড়াইয়া—বিরাটকায় ওয়ার্ডারের পার্শ্বে ক্ষুদ্রকায়, বয়স্ক, নগণ্য রুবাশভ; চোখে পাঁশনে, মুখে দাড়ি।

গ্লেটকিন আবার বলিল, "আমি হুকুম দেব তোমার ঘুমের যাতে কেউ ব্যাঘাত না জন্মায়।"

রুবাশভের পিছনে দ্বার বন্ধ হইয়া গেলে, গ্লেটকিন নিজের দেরাজের নিকট ফিরিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া সে ঘণ্টা বাজাইয়া সেক্রেটারীকে ডাকিল।

সেক্রেটারী আসিয়া তাহার নির্দিষ্ট কোণটিতে বসিয়া বলিল, "কমরেড গ্লেটকিন, আপনার সাফল্যের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

গ্লেটকিন বাতিটা কমাইয়া স্বাভাবিক করিয়া দিল। বাতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সে উত্তর দিল, "ঐটি, ঘুমের অভাব আর শারীরিক ক্লান্তি ও অবসাদ। এ সবই মানুষের স্বাভাবিক সহশক্তির ব্যাপার।"

ব্যাকরণশাস্ত্রের কুহেলিকা

'উপায় ব্যাতরেকে কোন উদ্দেশ্য দেখাইও না। কারণ জগতে উদ্দেশ্য ও উপায় এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একের পরিবর্তনে অন্যেরও পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য। বিভিন্ন পন্থা বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে পরস্পারের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরে।'

ফার্দিন্যান্দ লাসাল্
ফ্রাঁৎস্ ফন শিকিন্‌জেন

১

অপরাধ স্বীকার করিতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় আসামী রুবাশভ স্পষ্টস্বরে উত্তর দিল—"হ্যাঁ।" সরকারী কৌসুলী যখন পুনরায় প্রশ্ন করিলেন যে, আসামী বিপ্লববিরোধীদের চর হিসাবে কাজ করিয়াছে কিনা তখন সে একটু নিম্নস্বরে উত্তর দেয়—"হ্যাঁ··· ।"

কুলি ভ্যাসিলির মেয়ে ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া পড়িতেছিল। সংবাদপত্র টেবিলের উপর বিছাইয়া পংক্তির নীচে আঙুল দিয়া সে পড়িতেছিল, মাঝে মাঝে তাহার মাথায় বাঁধা ফুল-তোলা রুমাল হাত দিয়া সমান করিয়া দিতেছিল।

"···আসামীকে সে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কৌসুলী নিযুক্ত করিতে চাহে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, সে ঐ দাবি ত্যাগ করিতেছে। কোর্ট তখন অভিযোগপত্র পড়িতে আরম্ভ করে··· ।"

কুলি ভ্যাসিলি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বিছানায় শুইয়াছিল। ভেরা ভ্যাসিলিওভ্না কখনও সঠিক বুঝিতে পারিত না ভ্যাসিলি তাহার পড়া শোনে, না ঘুমায়। মাঝে মাঝে সে আপন মনে বিড়বিড় করিয়া কি বলিত। ভেরা আর আজকাল ইহাতে মন দেয় না। 'শিক্ষার প্রয়োজনে' সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় জোরে জোরে সংবাদপত্র পড়া অভ্যাস করিয়াছিল—এমনকি ফ্যাক্টরির কাজের পর গুপ্ত স্থানে তাহাকে মিটিঙে যাইতে হইলে এবং তাহার পর বাড়ী ফিরিতে দেরী হইয়া গেলেও ইহার ব্যতিক্রম হইত না।

"···অভিযোগপত্র অনুসারে, আসামী রুবাশভ লিখিত প্রমাণ এবং প্রাথমিক জেরায় নিজের স্বীকারোক্তির সাহায্যে, অভিযোগপত্রে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ে অপরাধী প্রমাণিত হইল। প্রাথমিক জেরার পরিচালনার বিরুদ্ধে তাহার কোন নালিশ আছে কিনা, কোর্টের সভাপতির এই প্রশ্নের উত্তরে রুবাশভ জানাইল—'না।' তাহার পর বলিল যে, নিজের বিপ্লববিরোধী অপরাধের জন্য আন্তরিক অনুশোচনার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করিয়াছে··· ।"

কুলি ভ্যাসিলি একটুও নড়িল না। বিছানার উপর ঠিক তাহার মাথার উপর দিকেই এক নম্বরের একখানা প্রতিকৃতি। তাহার পাশেই একটা মরিচা-ধরা পেরেক দেয়াল হইতে বাহির হইয়া আছে; অল্পদিন পূর্বেও পার্টির কমাণ্ডার-বেশে রুবাশভের একখানা চিত্র তাহাতে টাঙানো ছিল। মেয়ের চোখ

এড়াইবার জন্য তোষকের একটি ছেঁড়া অংশে সে তৈলাক্ত বাইবেলখানি রাখিত। ভ্যাসিলির হাত যন্ত্রচালিতের মত আপনা হইতেই সেই ছিন্ন স্থানটি খুঁজিতে লাগিল; রুবাশভের গ্রেপ্তারের কিছুদিন পরই মেয়ে তাহা পাইয়া 'নবশিক্ষাবশতঃই' তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

"...সরকারী কৌঁসুলীর অনুরোধে এখন আসামী রুবাশভ পার্টির মতের বিরোধী হইতে বিপ্লববিরোধী এবং পিতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইবার ক্রম-বিকাশ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল। আগ্রহান্বিত শ্রোতার সম্মুখে সে নিম্ন লিখিত বক্তব্য আরম্ভ করে, 'নাগরিক বিচারপতিগণ! আমি এখন আপনাদের বুঝিয়ে বলব কেন আমি তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং আপনাদের অর্থাৎ আমাদের দেশের ন্যায়ের প্রতিনিধিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আমার এ কাহিনী প্রমাণ করবে কেমন করে যে, পার্টির সীমানা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতির অনিবার্য পরিণতি বিপ্লববিরোধী দস্যুতা। আমাদের বিরুদ্ধসংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি হ'ল এই যে, আমাদের ক্রমশঃ নামাতে নামাতে নিয়ে এল এক জলাভূমিতে। আমি আপনাদের কাছে আমার পতনের কাহিনী বর্ণনা করব। এখনও যারা এই চরম মুহূর্তেও দ্বিধাকম্পিত হচ্ছে, যারা সন্দেহের দোলায় এখনও দুলছে এবং পার্টির নেতৃত্ব ও কর্মপন্থার নির্ভুলতা সম্বন্ধে যাদের প্রচ্ছন্ন সন্দেহ রয়েছে তাদের কাছে এ হবে সতর্কবাণী। লজ্জিত, ধূলায় মথিত, মুমূর্ষু অবস্থায় আজ আমি বিশ্বাসঘাতকের জীবনের বিষাদময় কাহিনীর বর্ণনা দেব, যাতে তা আমাদের দেশের অগণিত নরনারীর সামনে কঠোর শিক্ষা এবং নিদারুণ উদাহরণ-স্বরূপ হতে পারে...।"

কুলি ভ্যাসিলি বিছানায় উপুড় হইয়া তোষকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার চোখের সামনে ভাসিতেছে পার্টির কমাণ্ডার রুবাশভের চিত্র—তাহার মুখে দাড়ি, সে জঘন্যতম বিশৃঙ্খলার মধ্যেও এত মধুরভাবে দিব্য দিতে জানিত যে, তাহা ঈশ্বর ও মানুষ দুইয়ের নিকটই অত্যন্ত আনন্দদায়ক হইত। 'ধূলার মধ্যে পদদলিত, মুমূর্ষু...।' ভ্যাসিলির মুখ দিয়া মৃদু আর্তনাদ বাহির হইয়া পড়িল। আজ তাহার কাছে বাইবেল নাই, কিন্তু উহার অনেক অংশই তাহার মুখস্থ।

"....এই পর্যন্ত বলিবার পরই সরকারী কৌঁসুলী আসামীর বিবরণে বাধা দেন—রুবাশভের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী নাগরিকা আরলোভা, যাহাকে বিদ্রোহাত্মক কর্মের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তাহারই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন

করিবার জন্য। আসামী রুবাশভের উত্তর হইতে বুঝা যায় যে, সেই সময় পার্টির সতর্কতায় সে কোণঠাসা হইয়া পড়ে। তখন সে নিজের সকল অপরাধের দায়িত্ব চাপাইয়া দেয় আরলোভার স্কন্ধে, নিজের মাথা বাঁচাইতে এবং তাহার লজ্জাজনক কাজকর্ম চালাইতে সক্ষম হইবার উদ্দেশ্যে। এন. এস্. রুবাশভ লজ্জাবিহীন, নির্বিকার মুক্তকণ্ঠে এই ভয়ানক অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। নাগরিক কৌঁসুলী যখন মন্তব্য করিলেন—'তোমার কোন নীতিজ্ঞান নেই মনে হয়', তখন আসামী তাহাতে বক্র হাসি হাসিয়া উত্তর দেয়, 'তা তো বোঝাই যাচ্ছে।' তাহার ব্যবহারে শ্রোতৃবর্গ বারবার উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তাহাদের মধ্যে ক্রোধ ও ঘৃণার একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রকাশ পায়, অবশ্য কোর্টের সভাপতি মহাশয় তাহা শীঘ্রই শান্ত করিতে সক্ষম হন। একবার মাত্র ন্যায়ের বৈপ্লবিক সংজ্ঞার এই বহিঃপ্রকাশের পরিবর্তে আনন্দোল্লাসের ঢেউ বহিয়া গেল, যখন আসামী তাহার অপরাধ বর্ণনা থামাইয়া অনুরোধ করিল যে, তাহার 'দাঁতে অসহ্য যন্ত্রণা' হইতেছে, সুতরাং কয়েক মিনিটের জন্য কাজ স্থগিত থাকুক। বৈপ্লবিক ন্যায়ের বিশুদ্ধ পদ্ধতির আদর্শানুযায়ী সভাপতি তৎক্ষণাৎ তাহার ইচ্ছায় সম্মতি দেন এবং অবজ্ঞার সহিত কাঁধ ঝাঁকাইয়া শুনানী পাঁচ মিনিটের জন্য স্থগিত রাখিতে আদেশ দেন।"

ভ্যাসিলি চিৎ হইয়া সেই সময়ের কথা চিন্তা করিতেছিল, যখন বিদেশীর হস্ত হইতে উদ্ধারের পর রুবাশভকে সভা-সমিতিতে বিজয়োল্লাসের সহিত সম্বর্ধনা করা হইত। সুসজ্জিত মঞ্চের উপর রক্তবর্ণ পতাকার নীচে লাঠিতে ভর দিয়া রুবাশভ দাঁড়াইয়া, স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত মুখ। সেখানে দাঁড়াইয়া সে জামার আস্তিনে চশমা ঘষিতেছিল। হর্ষধ্বনি এবং আনন্দোল্লাসের যেন বিরাম ছিল না সেদিন।...

"এবং সৈনিকগণ তাহাকে প্রীটোরিয়ম নামক হলে লইয়া গিয়া, দলের সব লোককে ডাকিয়া একত্র করিল। তাহারা তাহাকে বেগুনী রঙের পোশাক পরাইয়া কপালে নলখাগড়া দিয়া মৃদুভাবে কয়েকবার আঘাত করিয়া তাহার উপর থুথু ফেলিল; তাহার পর জানু পাতিয়া বসিয়া তাহার বন্দনা করিল।"

ভেরা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নিজের মনে বিড়বিড় করে কি বলছ?"

"যাক্, তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।"—বলিয়া বৃদ্ধ ভ্যাসিলি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। সে তোষকের গর্তের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দেখিল, কিন্তু কিছুই নাই সেখানে। তাহার মাথার উপর দেয়ালে যে পেরেক, তাহাও

উধাও। তাহার মেয়ে যখন রুবাশভের প্রতিকৃতিখানি দেয়াল হইতে নামাইয়া আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলিয়া দিয়াছিল তখন সে আপত্তি করে নাই—বন্দী জীবনের অপমান ও লজ্জা সহ্য করিবার বয়স আর তাহার নাই।

ভেরা পড়া থামাইয়া চা তৈয়ারি করিবার জন্য টেবিলের উপর প্রাইমাস স্টোভটা লইয়া আসিল। পেট্রোলের এক তীব্র গন্ধে কুলির গৃহ ভরিয়া উঠিল। ভেরা জিজ্ঞাসা করিল, "যা পড়লাম, তা শুনছিলে?"

ভ্যাসিলি সুবোধ বালকের মত তাহার দিকে মাথা ঘুরাইয়া উত্তর দিল, "প্রতিটি কথা শুনেছি।"

ভেরা ভ্যাসিলিওভ্না স্টোভে পাম্প করিয়া পেট্রোল ভরিতে ভরিতে বলিল, "কেমন, এখন দেখছ তো? সে নিজেই স্বীকার করছে যে সে বিশ্বাসঘাতক। এ কথা যদি সত্যি না হ'ত তা হলে নিজে থেকে এ সব সে বলত না। আমাদের ফ্যাক্টরিতে সভা করে আমরা ইতিমধ্যেই এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছি, তাতে সবাইকে সই করতে হবে।

"ভারি তো বোঝ তোমরা এ বিষয়ে।"—ভ্যাসিলির হৃদয় মন্থন করিয়া দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইয়া আসে।

ভেরা ভ্যাসিলিওভ্না তাহার দিকে তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এই-ভাবে সে তাকাইলে ভ্যাসিলি তৎক্ষণাৎ আবার দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া লয়। যত বার ভেরা ভ্যাসিলির দিকে এই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায়, তত বার ভ্যাসিলির নূতন করিয়া মনে পড়ে যে, সে ভেরা ভ্যাসিলিওভ্নার পথে অন্তরায় বিশেষ, কারণ ভেরা কুলির এই গৃহখানি সম্পূর্ণরূপে নিজের করিয়া পাইতে চায়। তিন সপ্তাহ পূর্বে ভেরা এবং তাহাদের ফ্যাক্টরির একজন অধস্তন কারিগর বিবাহের খাতায় তাহাদের নাম লিখাইয়াছে, কিন্তু এই দম্পতির নাই কোন বাড়ী। ছেলেটি তাহার দুই জন সহকর্মীর সহিত একখানি ঘরে ভাগ করিয়া থাকে। আজকাল তো প্রায়ই বাড়ানির্মাণের ট্রাস্ট হইতে বাড়ী পাইতে পাইতে কয় বৎসরই কাটিয়া যায়।

প্রাইমাস্ স্টোভ অবশেষে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ভেরা ভ্যাসিলিওভ্না জলের কেটলি বসাইয়া দিল।—

"আন্তঃগোষ্ঠীর সেক্রেটারী আমাদের প্রস্তাবটি পড়ে শোনালেন। তাতে লেখা আছে যে, আমাদের দাবি বিশ্বাসঘাতকদের নির্দয়ভাবে নির্মূল করা হোক। তাদের প্রতি যে বিন্দুমাত্র করুণা দেখায় সে নিজেই বিশ্বাসহন্তা, কাজেই তাকেও

প্রকাশ্যভাবে অভিযুক্ত করা উচিত।" সে ইচ্ছাকৃত নীরস কণ্ঠে কথাগুলি বলিল—"শ্রমিকদের বিশেষ সজাগ থাকতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই প্রস্তাবের একখানা করে কপি পেয়েছি—তার জন্য স্বাক্ষর জোগাড় করতে।"

ভেরা তাহার ব্লাউজের ভিতর হইতে একটি ঈষৎ-কুঞ্চিত কাগজ বাহির করিয়া টেবিলের উপর সমান করিয়া মেলিয়া ধরিল। ভ্যাসিলি চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। ঠিক তাহার মাথার উপর দেয়ালে মরিচা-ধরা পেরেকটা বাহির হইয়া আছে। প্রাইমাস্ স্টোভের পাশে কাগজখানা খোলা রহিয়াছে; সে একবার তাহা দেখিয়াই তাড়াতাড়ি মাথা ঘুরাইয়া লইল। ভ্যাসিলির মনে পড়িল:

"এবং তিনি বলিলেন—পিটার! আমি তোমাকে বলছি যে আজ মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিন বার অস্বীকার করবে যে তুমি আমায় চেন···।"

কেটলির মধ্যে জলের মৃদু গুঞ্জন আরম্ভ হইয়াছে। বৃদ্ধ ভ্যাসিলির মুখে একটা ধূর্তভাব ফুটিয়া উঠিল; যারা অন্তর্বিপ্লবে ছিল তাদেরও কি সই করতে হবে নাকি?

ভেরা কেটলির উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে পিতার দিকে তাকাইয়া সে বলিল, "কাউকেই জোর করা হচ্ছে না সই করতে। ফ্যাক্টরিতে অবশ্য সবাই জানে যে রুবাশভ এ বাড়ীতে ছিল। সভাভঙ্গের পর আন্তঃগোষ্ঠীর সেক্রেটারী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা দু'জন শেষ পর্যন্তও খুব বন্ধু ছিলে কিনা, তোমরা পরস্পর খুব কথাবার্তা বলতে কিনা।"

বৃদ্ধ ভ্যাসিলি তড়িৎ-গতিতে তোষকের উপর উঠিয়া বসিল। এই প্রয়াসটুকুর ফলে তাহার কাসি আরম্ভ হইয়া গেল। গলায় তাহার গলগণ্ড, শুষ্ক, ক্ষীণ গলার শিরাগুলি কাসির বেগে ফুলিয়া উঠিল।

টেবিলের কিনারায় দুইটি কাঁচের গ্লাস রাখিয়া ভেরা একটা কাগজের থলি হইতে উহাতে খানিকটা করিয়া চায়ের পাতার গুঁড়া ঢালিয়া দিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আবার কি বলছ বিড়বিড় করে?"

"ঐ পোড়া কাগজখানা দাও দেখি।"

ভেরা কাগজখানা তাহার হাতে দিতে দিতে বলিল, "আমি পড়ে শোনাব তোমাকে, এতে যে ঠিক কি লেখা আছে তা বুঝতে পার?"

বৃদ্ধ তাহাতে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া বলিল, "না, আমার কিছু জানবার দরকার নেই। এবার আমাকে একটু চা দাও।"

ভেরা চায়ের গ্লাস তাহার হাতে দিল। ভ্যাসিলির ঠোঁট দুইটা নড়িতেছে; ছোট ছোট চুমুকে হাল্কা পীতাভ তরল পদার্থ পান করিতে করিতে সে আপন মনে কি বলিয়া চলিল।

চা-পানের পর ভেরা পুনরায় সংবাদপত্র পড়িতে আরম্ভ করিল। রুবাশভ ও কীফারের বিচার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পার্টির নেতাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ বিষয়ক বিতর্কে পৌঁছিলে শ্রোতাদের মধ্যে অসন্তোষের তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল; মুহুর্মুহু উন্মাদ কুকুরদের 'গুলি করে মেরে ফেলো' ধ্বনি শোনা গিয়াছে। সরকারী কৌঁসুলী যখন আসামী রুবাশভকে তাহার কার্যকলাপের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শেষ প্রশ্ন করেন, তখন রুবাশভ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; ক্লান্ত, মৃদু কণ্ঠে সে উত্তর দিল, "আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, আমরা অর্থাৎ বিরোধীদল একবার রাষ্ট্রবিপ্লবের পিতৃভূমির শাসনতন্ত্রকে সরাবার হীন ষড়যন্ত্র করার পর, এমন সব উপায় প্রয়োগ করেছি যা আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী মনে হয়েছে এবং যা ছিল আমাদের উদ্দেশ্যের মতই হীন এবং দূষিত।"

ভেরা ভ্যাসিলিওভ্না চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। "উঃ কি বিশ্রী, ঘৃণ্য ব্যাপার। রুবাশভ যে ভাবে এখন পেটে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েছে, নিজেকে হেয় করেছে, তাতে ঘেন্না ধরে যায়।"

ভেরা সংবাদপত্রটি সরাইয়া রাখিয়া দুমদাম শব্দে স্টোভ, গ্লাস ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া গুছাইতে আরম্ভ করিল। ভ্যাসিলি তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। গরম চা তাহার প্রাণে সাহস সঞ্চার করিয়াছে। সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

"ভেবো না যে তোমরা সব বোঝ। ভগবান জানেন সে যখন ঐ কথা বলে তখন তার মনে কি ছিল। পার্টি তোমাদের শিখিয়েছে ধূর্ত হতে, আর যে কেউই বড় বেশী ধূর্ত হয়ে ওঠে, তারই ভদ্রতাজ্ঞান একেবারে হারিয়ে যায়।" উত্তপ্ত কণ্ঠে ভ্যাসিলি বলিয়া চলে, "ও রকম তাচ্ছিল্য করে কাঁধ বাঁকিয়ে কোন লাভ নেই। দুনিয়া এমনি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, এখন চতুরতা আর ভদ্রতায় একেবারে অহি-নকুল সম্বন্ধ, আর যেই একটাকে সমর্থন করে, তাকেই অন্যটি ছাড়তে হবে। খুব বেশী বিবেচনা করে, অঙ্ক কষে কোন কিছুই করা মানুষের পক্ষে শোভনীয় নয়। সেইজন্যই লেখা আছে—"কথা বলিতে শুধু হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না বলিও; কারণ ইহার বেশী যাহা বলিবে, তাহাই পাপ হইতে উদ্ভূত।"

ভ্যাসিলি পুনরায় শয্যায় নিজের দেহখানি এলাইয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, যাহাতে মেয়ের মুখভঙ্গী দেখিতে না পাওয়া যায়। বহুদিন সে এতখানি সাহসে ভর করিয়া মেয়ের মতের প্রতিবাদ করিতে পারে নাই। একবার যদি মেয়ে তার নিজের এবং স্বামীর জন্য এই বাড়ীটা লইতে মনস্থ করে, তাহা হইলে তাহার যে কি ফল হইবে কোন স্থিরতা নাই। আসল কথা, এ জগতে চাতুর্যের একান্ত প্রয়োজন—তাহা না হইলে বৃদ্ধ বয়সে কারাগারে যাইতে হইতে পারে, অথবা শীতের মধ্যে নদীর সেতুর নীচে ঘুমাইতে হইতে পারে। তোমাকে যে-কোন একটা পথ বাছিয়া লইতে হইবে: হয় ধূর্ত হও, অথবা ভদ্র ব্যবহার কর; এই দুইটি কখনও একত্র থাকিতে পারে না।

ভেরার কণ্ঠ শোনা গেল, "এবার তোমায় শেষটুকু পড়ে শোনাচ্ছি।"

সরকারী কৌঁসুলীর জেরা শেষ হইয়াছে। তাহার পর আসামী কীফারকে আর একবার জেরা করা হয়; সে সবিস্তারে হত্যার ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তাহার পূর্ব উক্তির পুনরাবৃত্তি করিল।..."সভাপতি রুবাশভকে বলেন যে, সে যদি কীফারকে কোন প্রশ্ন করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে; কিন্তু আসামী রুবাশভ উত্তর দিল যে, তাহার সেরূপ কোন ইচ্ছা নাই। এইখানেই সাক্ষীর জবানবন্দী সমাপ্ত হইল এবং সেদিনের মত বিচার মুলতুবী রাখা গেল। পুনরায় কোর্ট বসিলে, সরকারী কৌঁসুলী বিচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন...।"

বৃদ্ধ ভ্যাসিলি কৌঁসুলীর ভাষণ শুনিতেছিল না। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল, কতবার তাহার মেয়ে বাতিতে তেল পূরিয়াছে, কতবার তাহার তর্জনী পৃষ্ঠার একেবারে শেষ পংক্তিটিতে আসিয়া পুনরায় নূতন কলম আরম্ভ করিয়াছে, এ সব কিছুই তাহার পরে মনে পড়ে নাই। সরকারী কৌঁসুলী যখন তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া মৃত্যুদণ্ড দাবি করিতেছেন, তখনই তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। হয়ত শেষের দিকে ভেরার কণ্ঠস্বরে কোন পরিবর্তন আসিয়াছিল, অথবা সে একটু পড়া থামাইয়াছিল; যাহাই হউক, সে যখন সরকারী কৌঁসুলীর বক্তব্যের শেষ বাক্যটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন ভ্যাসিলি জাগিয়া উঠিল।

"আমি দাবি করিতেছি যে এই সকল উন্মাদ কুকুরকে গুলি করিয়া মারা হউক।"

বড় বড় কালো হরফে মুদ্রিত কথাগুলি।

তাহার পরই আসামীদের শেষ বক্তব্য বলিতে অনুমতি দেওয়া হয়।

"...আসামী কীফার বিচারপতিদিগের প্রতি ফিরিয়া প্রার্থনা করে যে, তাহার তরুণ বয়স বিবেচনা করিয়া যেন তাহার জীবন ভিক্ষা দেওয়া হয়। সে পুনরায় তাহার অপরাধের জঘন্যতা স্বীকার করে এবং ইহার সমস্ত দায়িত্ব প্ররোচক রুবাশভের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করে। ইহা বলিবার সময় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়া সে তোতলাইতে সুরু করিয়া দেয়। তাহার তোতলামি শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে হাসি ও আমোদের ধূম পড়িয়া যায়, কিন্তু সভাপতি অত্যন্ত তৎপরতার সহিত তাহা আয়ত্তে আনেন। তাহার পর রুবাশভকে কথা বলিতে অনুমতি দেওয়া হয়...।"

সংবাদপত্রের রিপোর্টার এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে কিরূপে আসামী রুবাশভ "ব্যাকুল দৃষ্টিতে দর্শকদিগকে নিরীক্ষণ করে এবং তাহাদের মধ্যে একটি মুখেও সহানুভূতি খুঁজিয়া না পাইয়া গভীর হতাশা ও অবসাদে মাথা নামাইয়া লয়।"

রুবাশভের শেষ ভাষণটি সংক্ষিপ্ত। এমনিই বিচারালয়ে তাহার ব্যবহারে দর্শকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছিল, এই ভাষণের পর তাহা আরও বাড়িয়া গেল।

আসামী রুবাশভ বলে, "নাগরিক সভাপতি, আজ আমি এ জীবনে শেষবারের মত এখানে কথা বলতে দাঁড়িয়েছি। বিরোধীদল পরাজিত ও ধ্বংস হয়েছে। আজ আমি যদি নিজেকে প্রশ্ন করি, 'কিসের জন্য আজ আমি মরতে চলেছি', তা হলে আমার সামনে দেখি শুধু অসীম শূন্যতা। যদি কেউ পার্টি এবং আন্দোলনের সঙ্গে আপোষ না করে', কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ না করে মরে তা হলে তার মৃত্যুর কোন উদ্দেশ্যই থাকে না। তাই আজ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমি স্বদেশের কাছে, জনগণের সামনে, সমস্ত মানবজাতির কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইছি। রাজনৈতিক ভেল্কিবাজী, তর্কবিতর্ক, আলোচনা এবং ষড়যন্ত্রের প্রহসন, এ সবেরই সমাধি রচিত হয়েছে। নাগরিক কৌঁসুলী আমাদের মস্তক দাবি করবার বহু আগেই আমাদের রাজনৈতিক জীবনের মৃত্যু ঘটেছে। ধিক্ তাদের, যারা পরাজিত, ইতিহাস যাদের ধূলায় ফেলে ঘৃণায় পদদলিত করছে। নাগরিক বিচারপতি মহোদয়গণ! আপনাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করে আমার শুধু একটি কথা বলবার আছে—আমার নিজের পক্ষেও এরূপ সিদ্ধান্তে আমি খুব সহজে আসি নি। আত্ম-

ভিমান এবং অহমিকার শেষ কণাটুকু বারবার আমার কানে কানে বলেছে—নীরবে মৃত্যুকে বরণ করে নাও, একটি কথাও ব'লো না, নয় তো সসম্মানে, উপকথার রাজহংসের মত সঙ্গীতে চারিদিক মুখরিত করে মৃত্যুকে বরণ করো; হৃদয় উন্মুক্ত করে দাও, ফরিয়াদীকে সংগ্রামে আহ্বান করো। একজন প্রাচীন বিদ্রোহীর পক্ষে এইটাই হ'ত অত্যন্ত সহজ পন্থা, কিন্তু আমি সে প্রলোভনকে জয় করেছি। সেই সঙ্গেই আমার কর্তব্যও শেষ হয়েছে। আমি প্রায়শ্চিত্ত করেছি, ইতিহাসের সঙ্গে আমার সব দেনাপাওনা চুকে গিয়েছে। আপনাদের কাছে এখন কৃপাভিক্ষা করা হবে এক বিরাট উপহাস। আমার আর বলবার কিছু নেই।"

"...সংক্ষিপ্ত বিচার-বিবেচনার পর, সভাপতি দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিলেন। ন্যায়ের সর্বোচ্চ বৈপ্লবিক বিচার-পরিষদ (The Council of the Supreme Revolutionary Court of Justice) আসামীদিগকে প্রতি বিষয়ে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত করিতেছে—বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু এবং তাহাদের সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি।"

বৃদ্ধ ভ্যাসিলি তাহার মাথার উপরে, দেয়ালের গায়ে মরিচা-ধরা পেরেকটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। অস্ফুটস্বরে—"আমেন! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্", বলিয়া সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

২

যাক্, সব শেষ হইয়াছে। রুবাশভ জানে যে, মধ্যরাত্রির পূর্বেই এ পৃথিবী হইতে তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। বিচারের হাঙ্গামার পর সেলে ফিরিয়া আসিয়া সে পায়চারি করিতে লাগিল; জানালার দিকে সাড়ে ছয় পা—আবার পিছন ফিরিয়া সাড়ে ছয় পা। জানালা হইতে তৃতীয় কৃষ্ণবর্ণ টালির উপর থামিয়া পড়িয়া কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল চূণকাম-করা দেয়ালগুলির মধ্যবর্তী প্রশান্তি যেন কোন কূপের তল হইতে উঠিয়া আসিয়াছে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য। সে এখনও বুঝিতে পারিতেছে না কেন অন্দর ও বাহির দুই-ই এরূপ প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এটুকু সে জানে যে এখন আর কোন কিছুই এই শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবে না।

এমনকি অতীতের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া সে ইহাও মনে আনিতে পারে ঠিক কোন্ মুহূর্তটিতে তাহাকে ঘিরিয়া এই স্বর্গীয় শান্তি নামিয়া আসিয়াছে।

বিচারের সময়, তাহার শেষ ভাষণ আরম্ভ করিবার ঠিক পূর্বে ইহা ঘটিয়াছিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল চেতনা হইতে সে আত্মাভিমান এবং অহঙ্কারের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত পুড়াইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু ঐ মুহূর্তটিতে যখন তাহার ব্যাকুল দৃষ্টি দর্শকের মুখে অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছে শুধু পরম ঔদাসীন্য এবং বিদ্রূপ, তখন শেষবারের মত একবিন্দু করুণার জন্য এক দারুণ ক্ষুধা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, যেমনভাবে ক্ষুধিত কুকুর এক টুকরা হাড়ের জন্য অস্থির হইয়া উঠে। সহানুভূতির উষ্ণ স্পর্শের অভাবে শীতার্ত রুবাশভ তাহার নিজেরই কথার উত্তাপে নিজেকে উষ্ণ করিয়া লইতে চাহিয়াছে। এক অদম্য প্রলোভন তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছে নিজের অতীতের কথা বলিতে, আর একবার মাত্র মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আইভানভ ও গ্লেটকিন তাহাকে যে ফাঁদে জড়াইয়াছে তাহা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে, দান্তনের ন্যায় অভিযোক্তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চকণ্ঠে বলিতে—"তোমরা আমার সমস্ত জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছ, সেই জীবন যেন জাগিয়া উঠিয়া তোমাদের সংগ্রামে আহ্বান করে···।" ওঃ, বৈপ্লবিক বিচারের সম্মুখে দান্তনের ভাষণ তাহার একেবারে কণ্ঠস্থ। সে উহার নির্ভুল আবৃত্তি করিতে পারিত। কৈশোরেই সে উহা মুখস্থ করিয়াছিল—"তোমরা 'সাধারণতন্ত্র'কে রক্তস্রোতে ডুবাইয়া দিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া মারিতে চাও। স্বাধীনতার পদচিহ্ন আর কতদিন অসাড় সমাধিপ্রস্তর হইয়া থাকিবে? স্বৈরাচার আজ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে; সে তাহার অবগুণ্ঠন ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, সম্রাজ্ঞীর ন্যায় উন্নত মস্তকে সে চলে, আমাদের মৃতদেহের উপর দিয়া দীর্ঘপদবিক্ষেপে সে চলিয়াছে।"

কথাগুলি প্রকাশ পাইবার জন্য তাহার জিহ্বাগ্রে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ অভীপ্সা মাত্র এক মুহূর্তের জন্য জাগিয়াই মিলাইয়া গেল, তাহার পর যখন সে তাহার শেষ ভাষণ আরম্ভ করে, তখনই নিস্তব্ধতার যবনিকা তাহার উপর নামিয়া আসিল। সে বুঝিতে পারিল যে, অত্যন্ত দেরী হইয়া গিয়াছে।

আবার সেই পথে ফিরিয়া যাওয়া, তাহার নিজেরই পদচিহ্নের সমাধির উপর দিয়া আবার হাঁটিয়া যাওয়া আর চলে না, অত্যন্ত দেরী হইয়া গিয়াছে। কথায় আর কিছুই হইবে না।

তাহাদের সকলের পক্ষেই বড় বেশী বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। যখন পৃথিবীর বুকে শেষ বারের মত আত্মপ্রকাশ করিবার সময় আসিবে, তখন তাহাদের মধ্যে কেহই ফাঁসীমঞ্চকে বক্তৃতামঞ্চে পরিণত করিতে পারিবে না, দান্তনের ন্যায়

কেহই জগতের সম্মুখে সত্যকে উদ্ঘাটিত করিয়া, বিচারকদিগের প্রতি পূর্ব অভিযোগ ছুঁড়িয়া ফিরাইয়া দিতে পারিবে না।

কেহ কেহ শারীরিক যন্ত্রণার ভয়ে চুপ করিয়া যায়, যেমন ঠোঁটকাটা; কেহ কেহ নিজেদের মস্তক বাঁচাইতে চায়, অনেকে আবার অন্ততঃ গ্লেটকিনদের গ্রাস হইতে স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাইবার আশা করে। তাহাদের মধ্যে যাহারা খাঁটি, তাহারা চুপ করিয়া থাকে, অপরের দোষে বলির পাঁঠার ন্যায় আপনাদিগকে উৎসর্গ করে এবং এই ভাবেই পার্টির প্রতি তাহাদের শেষ কর্তব্য পালন করে। ইহা ছাড়া, এমনকি এই খাঁটির দলেরও প্রত্যেকেরই বিবেকের দংশন-স্বরূপ আছে একজন করিয়া আরলোভা, তাহারা অতীতের কর্মভারে প্রপীড়ি নিজেদেরই বক্র-অর্থ করা নীতিশাস্ত্র এবং যুক্তিশাস্ত্র অনুসারে বোনা মাকড়সার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে; তাহারা প্রত্যেকেই অপরাধী, অবশ্য তাহারা যে-সব কর্মের জন্য নিজেদের অভিযুক্ত করিতেছে, সেই সকল দোষে নয়। তাহাদের ফিরিবার আর পথ নাই। তাহাদের অদ্ভুত খেলার কঠোর নিয়মেই রঙ্গমঞ্চ হইতে তাহাদের বাহির হইয়া আসিতে হইয়াছে। জনসাধারণ তাহাদের নিকট হইতে উপকথার সেই রাজহংসের সঙ্গীতের ন্যায় সঙ্গীত শুনিতে চায় না। তাহাদিগকে পাঠ্য পুস্তক অনুযায়ীই অভিনয় করিতে হইয়াছে, এবং তাহাদিগকে নেকড়ে বাঘের ভূমিকায় রজনীর অন্ধকারে গর্জন করিতে হইয়াছে…।

যাক্, তাহা হইলে সব শেষ। এ সম্বন্ধে তাহার আর কিছু করিবার নাই। তাহাকে আর অপর নেকড়ে বাঘগুলির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গর্জন করিতে হইবে না। সে সকল ঋণ পরিশোধ করিয়াছে, তাহার সব হিসাব-নিকাশ চুকিয়া গিয়াছে। সে তাহার ছায়াও হারাইয়া ফেলিয়াছে, আজ সে সর্ববন্ধনমুক্ত। রুবাশভ শেষ পর্যন্ত প্রতিটি চিন্তাধারাকে একেবারে চরম সীমা পর্যন্ত অনুধাবন করিয়া তদনুযায়ী কাজ করিয়াছে; তাহার জীবনে আর যে কয় ঘণ্টা অবশিষ্ট আছে, তাহা ঐ নীরব সঙ্গীর। এই সঙ্গীর রাজ্য আরম্ভ হয় যুক্তিসঙ্গত চিন্তা-রাজ্যের সীমান্ত হইতে। পার্টি উহার সভ্যদের মধ্যে উত্তম পুরুষ একবচন সম্বন্ধে যে লজ্জা শিখাইয়া তাহাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে সেই লজ্জার বশেই সে তাহার নীরব সঙ্গীর নামকরণ করিয়াছে "ব্যাকরণশাস্ত্রের কুহেলিকা"।

৪০৬ নম্বরের দেয়ালের নিকট গিয়া রুবাশভ থামিয়া পড়িল। রিপ্‌ভ্যান

উইল্কলের বিদায়ের পর হইতে ঐ সেল শূন্য পড়িয়া আছে। সে নিজের পাঁশনে খুলিয়া লইয়া চারিদিকে একটা চোরা-চাহনি নিক্ষেপ করিয়া টোকা দিল :

২-৪...

একটা শিশুসুলভ সলজ্জভাবে সে কান পাতিয়া থাকিয়া আবার টোকা দিল :

২-৪...

খানিকক্ষণ শুনিয়া সে সঙ্কেতগুলির পুনরাবৃত্তি করিল। কিন্তু মূক প্রাচীরে কোন সাড়া জাগিল না। আজ পর্যন্ত এখনও সে সজ্ঞানে 'আমি' কথাটা টোকার মধ্যে ব্যবহার করে নাই। বোধ হয় কোন দিনই সে উহা করে নাই। কান পাতিয়া সে অপেক্ষা করিয়া রহিল। কোন প্রতিধ্বনি হইল না, তাহার টোকা অমনিই মিলাইয়া গেল।

সে পুনরায় পায়চারি আরম্ভ করিল। যখন হইতে তাহার উপর এই নীরবতার আবরণ নামিয়াছে, তখন হইতে সে কতকগুলি প্রশ্ন লইয়া চিন্তা করিতেছে, অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া যাইবার পূর্বেই সে এগুলির উত্তর খুঁজিয়া পাইতে চায়। এগুলি নিতান্ত সহজ প্রশ্ন; সেগুলি দুঃখের অর্থসম্পর্কিত, অথবা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলে, যে দুঃখের কোন অর্থ আছে এবং যে দুঃখ অর্থহীন, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি সেই প্রশ্ন লইয়া। দেখা যাইতেছে, শুধু যে দুঃখ অনিবার্য, জীবের শারীরিক ধ্বংসের মধ্যে যাহার ভিত্তি-মূল সেই দুঃখেরই একটা মূল্য আছে। কিন্তু সামাজিক যতপ্রকার দুঃখ সবই নিতান্ত আকস্মিক, সুতরাং সম্পূর্ণ অর্থহীন। বিপ্লবের একমাত্র উদ্দেশ্য এই নিরর্থক দুঃখের বিলোপসাধন। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, একমাত্র প্রথম জাতীয় দুঃখের পরিমাণের একটা অস্থায়ী অস্বাভাবিক বৃদ্ধির বিনিময়েই দ্বিতীয় জাতীয় দুঃখের বিলোপ সম্ভব। সুতরাং এখন প্রশ্ন এই : এইরূপ কার্য কি ন্যায়সঙ্গত? মানবজাতিকে ভাবাত্মক অর্থে দেখিলে ইহা ন্যায়সঙ্গত হয় বৈকি; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের প্রতি, মানব শব্দের একবচনে, এই সাঙ্কেতিক শব্দ ২-৪ সম্পর্কে রক্তমাংস, অস্থিচর্মবিশিষ্ট সত্যকার মানুষের সম্পর্কে প্রয়োগ করিতে গেলে এই নিয়মের পরিণতি হইবে নিতান্ত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। কৈশোরে তাহার বিশ্বাস ছিল যে, পার্টির জন্য কাজ করিলেই সে এই জাতীয় সকল প্রশ্নের উত্তর পাইবে। চল্লিশ বৎসর যাবৎ সে কাজ করিয়াছে, এবং ঠিক আরম্ভের মুহূর্তটিতে, কাহার জন্য সে এ কাজে নামিতেছে সে প্রশ্ন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন চল্লিশ বৎসর সমাপ্ত হইয়াছে, আজ আবার সে সেই কৈশোরের প্রাথমিক সংশয়ে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার যাহা কিছু দেয়

ছিল পাটি তাহা সবই লইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই। তাহার যে নীরব সঙ্গীর সম্মোহিনী নাম সে শূন্য প্রাচীরে টোকা দিয়া জানাইয়াছিল সেই সঙ্গীটিও তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল না। সোজাসুজি প্রশ্ন—তাহা যতই প্রয়োজনীয় এবং ব্যাকুলভাবে করা হোক না কেন—তাহার নীরব সঙ্গী তাহাতে কর্ণপাতও করে না।

কিন্তু তবু তাহার নিকটে যাওয়ার অনেক পথ আছে। কখনও কখনও অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার নিকট হইতে উত্তর আসে। কোন একটা সুরের, এমনকি কোন সুরের স্মৃতির অথবা 'পীয়েতা'র অঞ্জলিবদ্ধ হস্তের স্মৃতির, কিংবা তাহার শৈশবের কোন ঘটনা বা দৃশ্যের স্মৃতির প্রসঙ্গেই যেন তাহার উত্তর অন্তরের অন্তস্তলে অনুরণিত হইয়া উঠে। মনে হইতে থাকে—কোনও বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করা হইয়াছে, এখনি তাহার প্রত্যুত্তরে স্পন্দন আরম্ভ হইবে, এবং একবার উহা আরম্ভ হইলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হইবে, যাহাকে রহস্যদর্শীরা বলেন 'সমাধি', ঋষিগণ বলেন 'মনন'। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য মনস্তাত্ত্বিকেরা এই অবস্থাকে বাস্তব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহার নাম দিয়াছেন 'অসীমের অনুভূতি'। বাস্তবিকই ঐ সাগরে ব্যক্তিবিশেষের সত্তা যেন এক কণিকা লবণের মতই মিলাইয়া যায়, অথচ আবার মনে হয় যেন অসীম সাগর ঐ লবণের কণিকাটুকুর মধ্যেই নিহিত। ঐ কণিকাকে তখন আর স্থান ও কালের গণ্ডীতে ফেলা যায় না। এ এমন একটা অবস্থা যখন চিন্তাধারা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, চুম্বকের আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তিসঞ্চয়ের বিন্দুতে আসিয়া কম্পাসের কাঁটা যেভাবে ঘোরে। এইভাবে চিন্তাধারা ঘুরিতে থাকে যতক্ষণ না অক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া উহা রাত্রির অন্ধকারে একগুচ্ছ আলোকরাশির ন্যায় শূন্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, এবং যতক্ষণ না উপলব্ধি হয় সমস্ত চিন্তা, সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি, এমনকি সুখদুঃখ পর্যন্ত ঐ একই আলোকরশ্মির বর্ণচ্ছটামাত্র, চৈতন্যের বিবিধ সাকার উপাধিতে উহা বিশ্লিষ্ট হইতেছে।

রুবাশভ সেলের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। কিছুদিন পূর্বেও সে লজ্জিত হইয়া এইরূপ শিশুসুলভ চিন্তাকে মন হইতে সরাইয়া দিত। কিন্তু এখন আর তাহার এতটুকুও লজ্জা হইতেছে না। মৃত্যুতে পারমার্থিকতাই বাস্তবে রূপান্তরিত হয়। জানালার নিকট আসিয়া রুবাশভ কাঁচে কপাল লাগাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কামানের দুর্গের উপর দিয়া একটা নীল অংশ চোখে পড়ে।

ঐ নীল রঙই সে একবার আকাশে দেখিয়াছিল যখন কৈশোরে সে তাহার পিতার বাগানে ঘাসের উপর শুইয়া দেখিত পোপ্‌লার গাছের শাখাগুলি আকাশের পটভূমিকায় ধীরে ধীরে দুলিতেছে। দেখা যাইতেছে নীল আকাশের একটুকরাও ঐ 'অসীমের অনুভূতি' সৃষ্টি করিতে পারে। সে পড়িয়াছে যে সৌর-পদার্থ-বিজ্ঞানের (Astro-physics) নূতনতম আবিষ্কার অনুসারে পৃথিবীর আয়তন সীমাবিশিষ্ট—যদিও স্থানের কোন সীমানা নাই, ইহা একটি গোলকের গাত্রের ন্যায় আপনাকে আপনি ধারণ করিয়া আছে।

সে কোনদিন ইহা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু আজ বুঝিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইল। এখন তাহার ইহাও মনে পড়িল কোথায় সে এ বিষয়ে পড়িয়াছিল—জার্মানীতে তাহার প্রথম গ্রেপ্তারের সময়, কমরেডগণ বেআইনীভাবে মুদ্রিত পার্টির পত্রিকার কয়েক পৃষ্ঠা তাহার সেলের মধ্যে গোপনে প্রেরণ করিয়াছিল, উপরে ছিল সূতার কলের এক ধর্মঘট সম্বন্ধে তিন কলম; একটা কলমের নীচে শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্যই যেন ক্ষুদ্র অক্ষরে "এই পৃথিবী সীমাবিশিষ্ট",—এই আবিষ্কার সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি ছিল, এবং ইহার মাঝামাঝি স্থান হইতে পাতাটা ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছিল। ঐ ছিন্ন অংশটুকুতে কি লেখা ছিল তাহা সে আর কোনদিনই খুঁজিয়া পায় নাই।

রুবাশভ জানালার নিকট দাঁড়াইয়া তাহার পাঁশনে দিয়া শূন্য প্রাচীরে টোকা দিতেছিল। কৈশোরে তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল গণিত-জ্যোতিষশাস্ত্র পড়িবার। কিন্তু চল্লিশ বৎসর সে তাহা না করিয়া অন্য কাজ করিয়াছে। সরকারী কৌঁসুলী তাহাকে কেন জিজ্ঞাসা করে নাই—প্রতিবাদী রুবাশভ! অসীম অনন্ত সম্বন্ধে তোমার কী বলিবার আছে? সে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিত না—আর ঐখানে, ঐখানেই ত তাহার অপরাধের মূল কারণ রহিয়াছে।...ইহার চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হইতে পারে?

সে যখন সংবাদপত্রের ঐ সংবাদটি পড়িয়াছিল, শেষদফা উৎপীড়নের ফলে তখনও শরীরের গাঁটগুলি ব্যথায় টন্‌টন্‌ করিতেছে, তখন একাকী সেলের মধ্যে এক বিচিত্র আনন্দানুভূতিতে তাহার চিত্ত ভরিয়া গিয়াছিল, 'অসীমের অনুভূতি' তাহার চিত্তকে প্লাবিত করিয়া দুই কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। পরে ঐ অবস্থা চিন্তা করিয়া সে নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত বোধ করিয়াছিল। পার্টি কখনও এইরূপ মনোভাব অনুমোদন করে না।

পার্টির ভাষায় এই অবস্থার নাম পেটি বুর্জোয়া মিষ্টিসিজম্‌ কল্পনা-বিলাস।

পার্টি ইহাকে বলে কর্তব্য হইতে পলায়ন, শ্রেণীসংগ্রাম পরিত্যাগ। এই 'অসীমের অনুভূতি' বিপ্লববিরোধী।

কারণ সংগ্রামের সময় মাটিতে পদযুগল দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। পার্টির নিকট হইতে এ বিষয়ে শিক্ষা পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে অসীমের ধারণা পরিমাণের ভ্রান্তি, অহমিকার ধারণা স্বরূপের ভ্রান্তি। পার্টি উহার অস্তিত্বই স্বীকার করে না। পার্টির নিকট ব্যক্তির সংজ্ঞা, এক কোটি জনসমবায়কে এক কোটি মানুষ দিয়া ভাগের ফল।

পার্টি ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার করে অথচ আবার তাহার নিকট হইতে স্বেচ্ছাকৃত আত্মোৎসর্গ আদায় করিয়া লয়। ইহা তাহার দুইটা বস্তুর মধ্যে নির্বাচন করিবার ক্ষমতা স্বীকার করে না—অথচ দাবি করে যে, সে সর্বদা ন্যায় ও সত্যকে নির্বাচন করুক। পার্টি তাহাকে সৎ ও অসতের পার্থক্য বিচার করিতে দিতে নারাজ, কিন্তু সেই সঙ্গেই অপরাধ- ও বিশ্বাসঘাতকতাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে। মানুষ দাঁড়াইয়া আছে অর্থনৈতিক ভবিতব্যতার সঙ্কেতের নীচে, ঘড়ির চক্রটিতে চিরকালের জন্য দম দেওয়া আছে এবং উহা থামানো যায় না—অথবা অন্য কোনভাবে উহাকে পরিচালিত করা যায় না—এবং পার্টির দাবি যে ঐ চক্র ঘড়ির কাঁটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করুক এবং ইহার গতিপথ পরিবর্তিত করিয়া দিক। এই হিসাবের মধ্যে কোথায় যেন কি একটা ভুল রহিয়া গিয়াছে; সুতরাং সমীকরণও মিলিল না।

চল্লিশ বৎসর যাবৎ সে অর্থনৈতিক ভবিতব্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। মানবজাতির ইহাই প্রধান ব্যাধি—এই ক্যানসারের ঘা তাহার অন্ত্র পর্যন্ত ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে। ঠিক ঐখানটিতেই অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন; তাহা হইলে আরোগ্যের কাজ আপনা হইতেই আরম্ভ হইবে। অন্য যাহা কিছু কর তাহা কেবলমাত্র বাক্‌চাতুরী, সৌখিন রঙ্গরস বা হাতুড়ে ডাক্তারি বৈ কিছুই নয়। মুমূর্ষু মানবকে কখনও শুধু বক্তৃতা দিয়া সুস্থ সবল করা যায় না। ইহার এক-মাত্র সমাধান ডাক্তারের ছুরি এবং তাহার ধীর শান্ত বিচারবুদ্ধি। কিন্তু যেখানেই এই ছুরি প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেইখানেই পুরাতন ক্ষতের স্থানে একটা নূতন ক্ষতের আবির্ভাব হইয়াছে। এইবারও সমীকরণ মিলিল না।

সে তাহার সম্প্রদায় অর্থাৎ পার্টির নিকট প্রতিজ্ঞানুযায়ী নিখুঁতভাবে জীবনের চল্লিশটি বৎসর কাটাইয়াছে। সে যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী মানিয়া চলিয়াছে। মন হইতে প্রাচীন অযৌক্তিক নীতিজ্ঞানের অণু-পরমাণু পর্যন্ত সে

বিচারবুদ্ধির এসিডে ভস্মীভূত করিয়াছে। সে তাহার নীরব সঙ্গীর সর্বপ্রকার প্রলোভন হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া, সমগ্র শক্তি দ্বারা 'অসীমের অনুভূতি'র বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছে। কিন্তু আজ উহা তাহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া আসিয়াছে? নিঃসন্দেহ সত্যের 'প্রস্তাব' এমন এক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে যাহা নিতান্ত যুক্তিহীন; আইভানভ ও গ্লেটকিনের অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত তাহাকে একেবারে সোজা লইয়া আসিয়াছে এই প্রকাশ্য বিচারের ঐন্দ্রজালিক এবং ভৌতিক ক্রীড়াঙ্গনে। বোধ হয় প্রতিটি চিন্তাধারার যুক্তিসঙ্গত চরম পরিণতি পর্যন্ত চিন্তা করা মানুষের পক্ষে উপযোগী নয়।

রুবাশভ জানালার গরাদের ফাঁক দিয়া কামানের দুর্গের উপরে নীল অংশটুকুর দিকে তাকাইয়া রহিল। অতীতের দিকে চোখ ফিরাইয়া তাহার এখন মনে হইল যে, চল্লিশ বৎসর ধরিয়া সে যে ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইয়াছে তাহা বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির ক্ষিপ্ততা। বোধ হয় প্রাচীন বন্ধন হইতে, 'ইহা করা অনুচিত', 'ইহা করিও না' এই জাতীয় নিষেধাত্মক উপদেশাবলীর প্রভাব হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা এবং আদর্শের দিকে সোজা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া যাইবার অধিকার পাওয়া মানুষের পক্ষে যথোপযুক্ত নয়।

নীলবর্ণ ক্রমশঃ গোলাপী আভায় রূপান্তরিত হইতেছে, সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে। এক ঝাঁক কালো পাখী ধীরে ধীরে পক্ষ সঞ্চারিত করিয়া দুর্গটিকে ঘিরিয়া চক্রাকারে উড়িতেছে। না, সমীকরণ ভুল হইয়া গেল। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে একজন মানুষের দৃষ্টি একটা আদর্শের দিকে ফিরাইয়া এবং তাহার হস্তে একটা ছুরি দিয়া দিলেই যথেষ্ট হয় না; ছুরি লইয়া পরীক্ষা করা মানুষের পক্ষে অনুচিত। ভবিষ্যতে হয়ত সে দিন আসিতে পারে। অন্ততঃ বর্তমানে এ কাজের জন্য সে এখনও শিশু এবং অনভিজ্ঞ। রাষ্ট্রবিপ্লবের পিতৃভূমির বিরাট পরীক্ষা-ক্ষেত্রে, স্বাধীনতার দুর্গে কি উন্মত্ত আবেগে সে পরীক্ষা চালাইয়াছে। 'এই দুর্গকে যে-কোন মূল্যেই হউক রক্ষা করিতে হইবে'—এই নীতির সাহায্যে যাহা কিছু ঘটে গ্লেটকিন তাহাই সমর্থন করে। কিন্তু ইহার আভ্যন্তরীণ রূপটি কি? কংক্রীট দিয়া স্বর্গরচনা করা যায় না। ঐ দুর্গ রক্ষিত হইবে, কিন্তু আজ আর ঐ দুর্গের জগৎকে শুনাইবার মত কোন বাণী, অথবা তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার মত কোন আদর্শ নাই। এক নম্বরের শাসন সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের আদর্শকে কলুষিত করিয়াছে, যেমন মধ্যযুগীয় ধর্মযাজকেরা খ্রীষ্টীয় জগতের আদর্শকে কলঙ্কিত করিয়াছিল। রাষ্ট্রবিপ্লবের পতাকা আজ অর্ধাবনমিত।

রুবাশভ সেলের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। চারিদিক নিস্তব্ধ এবং প্রায়ান্ধকার। তাহাকে লইয়া যাইবার আর নিশ্চয় বেশী বিলম্ব নাই। সমীকরণের কোন অংশে, না, প্রকৃতপক্ষে চিন্তাধারার সমগ্র অঙ্গেই কোথায় একটা ভুল রহিয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বেই বহুদিন যাবৎ রিচার্ড এবং 'পীয়েতা'র সেই ঘটনার সময় হইতেই ইহার ইঙ্গিত সে অনুভব করিয়াছে, কিন্তু নিজের কাছেও সে কোনদিন ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে সাহস পায় নাই। রাষ্ট্রবিপ্লব বোধ হয় অকালেই আসিয়া পড়িয়াছে; বিরাট, বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিপ্লব যেন অকালপ্রসূত শিশু। সময়নিরূপণে সমস্ত ব্যাপারটাতেই বোধ হয় এক বিরাট ভুল রহিয়া গিয়াছে। রোমান সভ্যতার ভাগ্যনির্ণয় হইয়া গিয়াছিল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই; আমাদের সভ্যতার ন্যায় উহারও মজ্জায় পর্যন্ত যে ক্ষয় ধরিয়াছে তাহাও বুঝা গিয়াছিল; তখনই তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, একটা বিরাট পরিবর্তনের উপযুক্ত সময় আসন্ন। কিন্তু তথাপি পুরাতন, জীর্ণ সমাজব্যবস্থা আরও পাঁচ শত বৎসর টিঁকিয়াছিল। ইতিহাসের নাড়ীর গতি অত্যন্ত মন্থর; মানুষ গণনা করে বৎসর হিসাবে, ইতিহাস করে যুগ হিসাবে। এখনও বোধ হয় সৃষ্টির মাত্র দ্বিতীয় দিন চলিতেছে। আঃ, যদি সে বাঁচিয়া থাকিয়া জনসাধারণের আপেক্ষিক পরিপক্বতা সম্বন্ধে তাহার মতবাদ গড়িয়া তুলিতে পারিত !...

সেলের ভিতর নিস্তব্ধ; কানে আসে শুধু টালির উপর তাহার নিজেরই জুতার মচমচ শব্দ—যে দুয়ার দিয়া উহারা তাহাকে লইতে আসিবে সেদিকে সাড়ে ছয় পা এবং সাড়ে ছয় পা জানালার দিকে, যাহার পশ্চাতে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু সে যখন নিজেকেই প্রশ্ন করিল, "তুমি ঠিক কিসের জন্য মরতে যাচ্ছ", তখন সে কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

তাহাদের সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যেই ভুল রহিয়াছে। হয়ত যে বিধানকে আজ পর্যন্ত সে অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যাহার উদ্দেশ্যে অনেককে সে জলাঞ্জলি দিয়াছে এবং আজ নিজেও উৎসর্গীকৃত হইতেছে, সেই বিধান যে—"উদ্দেশ্য-লাভের জন্য যে-কোন পন্থাই সমর্থনযোগ্য", ইহাতেই ভুল রহিয়াছে। এই বাক্যই তাহাদের রাষ্ট্রবিপ্লবের মহান্ ভ্রাতৃভাবকে নির্মূল করিয়া তাহাদের সকলকে ক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। একবার সে তাহার দিনলিপিতে কি যেন লিখিয়াছিল, "আমরা সমস্ত দেশাচার, সংস্কার ত্যাগ করিয়াছি, উদ্দেশ্যসাধনই

আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক নীতি। অগ্রগতিকে স্থির রাখিবার কোনরূপ নৈতিক আদর্শ না লইয়াই আমরা যাত্রা করিলাম।”

সর্বনাশের মূল বোধ হয় ঐখানেই। খুব সম্ভব নৌকা স্থির রাখিবার জন্য তলদেশে কোন ভারী বস্তু স্থাপিত না করিয়া নৌকা ভাসাইলে মানুষের চলে না। বোধ হয় শুধুমাত্র বিচারবুদ্ধি ত্রুটিপূর্ণ একটি কম্পাস, ইহা মানুষকে এরূপ বক্র-কুটিল পথে লইয়া যায় যে, শেষ পর্যন্ত আদর্শ হারাইয়া যায় কুজ্ঝটিকার অন্তরালে।

এইবার বোধ হয় গভীর অন্ধকারের যুগ আসিতেছে।

হয়ত ভবিষ্যতে, বহুদিন পরে নূতন পতাকা, অর্থনৈতিক ভবিতব্যতা এবং “অসীমের অনুভূতি” লইয়া নূতন আন্দোলন সুরু হইবে। হয়ত ঐ নূতন পার্টির সভ্যগণের মস্তকে থাকিবে সন্ন্যাসীর মস্তকাবরণ, তাহারা এই কথা প্রচার করিবে যে, উদ্দেশ্যকে সমর্থন করা যায় পন্থার বিশুদ্ধতা দিয়া। হয়ত তাহারা বলিবে, “এক কোটিকে এক কোটি দিয়া ভাগ করিলে যে ফল হয় একজন মানুষের স্বরূপ তাহাই, অর্থাৎ মানুষ একটি সংখ্যামাত্র”, এ মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল; তাহারা গুণের উপর ভিত্তি করিয়া এক নূতন অঙ্কশাস্ত্রের প্রবর্তন করিবে—সে অঙ্কশাস্ত্রের মূলসূত্র হইবে এক কোটি ব্যক্তিকে একত্র করিয়া সম্পূর্ণ এক নূতন সমাজ গঠন। এই সমাজ একটি নিরাকার সমষ্টি নয়, সুতরাং উহার নিজস্ব এক চেতনা এবং ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলিবে। ‘অসীমের অনুভূতি’ লক্ষ গুণ বর্ধিত হইয়া সীমাহীন অথচ সম্পূর্ণ বিস্তৃতি লাভ করিবে।

রুবাশভ পায়চারি করা থামাইয়া কান পাতিয়া শুনিল গলিপথ বাহিয়া মৃদু, অস্পষ্ট ঢাকের ধ্বনি ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতেছে।

৩

ঢাকের শব্দ শুনিয়া মনে হয় যেন বাতাস কোন সুদূর হইতে এই ধ্বনিকে বহিয়া আনিয়াছে; শব্দটা এখনও বেশ দূরে, তবে ক্রমশঃ নিকটে আসিতেছে। রুবাশভ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। টালির উপর তাহার পদযুগল যেন আর তাহার ইচ্ছাধীন নাই, তাহার মনে হইল যেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ধীরে ধীরে তাহার পদযুগলকে আশ্রয় করিতেছে। গুপ্ত ছিদ্র হইতে চোখ না সরাইয়াই সে জানালার দিকে তিন পা পিছাইয়া গেল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া সে সিগারেট ধরাইল। এমন সময় বাঙ্কের পাশে দেয়ালের গায়ে টক্‌টক্‌ শব্দ শোনা গেল।

"ঠোঁটকাটাকে নিয়ে আসছে। সে তোমাকে তার শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।"

রুবাশভের পায়ের আড়ষ্টতা দূর হইয়া গেল। সে দুয়ারের নিকট গিয়া ধাতুনির্মিত অংশটিতে হাতের চেটো দিয়া তালে তালে দ্রুতগতিতে বাজাইতে লাগিল। ৪০৬ নম্বরে সংবাদ পাঠাইবার কোন অর্থ নাই এখন। ঐ সেল শূন্য পড়িয়া আছে, ঐখানেই তাহাদের সংবাদ আদান-প্রদানের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে বাজাইতে বাজাইতে গুপ্ত ছিদ্রে চোখ দিয়া তাকাইয়া রহিল।

নিত্যকার মত এখনও অলিন্দে ক্ষীণ বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছে। সেই ৪০১ নম্বর হইতে ৪০৭ নম্বর পর্যন্ত সেলের লৌহদ্বার দেখা যায়। ঢাকের শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিল। পদধ্বনি নিকটতর হইতেছে—মন্থর, শিথিলগতি, টালির উপর উহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাহার পরই হঠাৎ ঠোঁটকাটা একেবারে গুপ্ত ছিদ্রের দৃষ্টিরেখার ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। ঠোঁটকাটা দাঁড়াইয়া আছে কম্পিত ওষ্ঠে, ঠিক যেমন ভঙ্গীতে সে দাঁড়াইয়া ছিল গ্লেটকিনের ঘরে বাতির উজ্জ্বল আলোয়; হাতে হাতকড়া, হাত দুইটা পিছন দিকে কেমন এক অদ্ভুত মোচড়ানো ভঙ্গীতে ঝুলিয়া আছে। গুপ্ত ছিদ্রের পিছনে রুবাশভের চোখ সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু দরজার দিকে সে অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলিয়া রহিল, যেন উহারই পিছনে আছে মুক্তির শেষ আশা। একটা আদেশ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটকাটা নিতান্ত সুবোধ বালকের মত ঘুরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার পশ্চাতেই দেখা গেল রিভলভার-গোঁজা, বেল্টবাঁধা, ইউনিফর্ম-পরিহিত সেই বিরাটকায় প্রহরীকে। একের পর এক—দুই জনেই রুবাশভের দৃষ্টিসীমার বাহিরে চলিয়া গেল।

ঢাকের শব্দ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া গেল, চারিদিকে আবার সেই অখণ্ড নীরবতা। আবার বাঙ্কের পাশে দেয়ালের গায়ে শোনা গেল টক্‌টক্ শব্দ—

"চমৎকার ব্যবহার করল কিন্তু..."

যেদিন রুবাশভ ৪০২ নম্বরকে তাহার আত্মসমর্পণের সংবাদ দিয়াছিল, সেইদিন হইতে তাহারা পরস্পর আর কথাবার্তা বলে নাই। ৪০২ নম্বর বলিয়া চলিল, "তোমার হাতে এখনও দশ মিনিট সময় আছে। কেমন লাগছে?"

রুবাশভ বুঝিতে পারিল যে, তাহার এই প্রতীক্ষাকে সহজ ও সহনীয় করিবার উদ্দেশ্যেই ৪০২ নম্বর এই আলাপ আরম্ভ করিয়াছে। ৪০২ নম্বরের

নিকট সে কৃতজ্ঞ। বাঙ্কের উপর বসিয়া সে উত্তর দিল, "সব শেষ হয়ে গেলেই ভাল ছিল…।"

"তুমি তো ভয় পেলেও তা প্রকাশ করবে না। আমরা জানি তুমি নেহাত সোজা মানুষ নও।" একটু থামিয়া ৪০২ নম্বর তাড়াতাড়ি শেষ করিল: "তুমি একটি শয়তান।" বোঝা গেল তাহাদের আলাপ যাহাতে বন্ধ না হয় সে সম্বন্ধে সে বিশেষ উদ্বিগ্ন। "তোমার মনে আছে সেই কথা? শ্যাম্পেনের গ্লাসের মত স্তনযুগল? হাঃ হাঃ! তুমি সত্যিই শয়তান…।"

রুবাশভ অলিন্দে কোন একটা শব্দ শুনিবার আশায় কান পাতিল। কিন্তু না, কিছুই শোনা যায় না। ৪০২ নম্বর যেন তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিল, কারণ সে তৎক্ষণাৎ আবার টোকা দিল, "ওদিকে শোনবার চেষ্টা ক'রো না। ওরা যখন আসে, তখন আমি সময়মতই তোমাকে জানাব…। আচ্ছা, তোমার অপরাধ যদি মার্জনা করা হ'ত, তা হলে তুমি কি করতে?"

রুবাশভ খানিকটা চিন্তা করিয়া লইয়া টোকা দিল, "গণিত-জ্যোতিষ পড়তাম।"

"হাঃ হাঃ। আমিও বোধ হয় তাই করতাম। লোকেরা বলে অন্য গ্রহ-গুলিতেও বোধ হয় প্রাণী আছে। যদি কিছু মনে না কর, তোমাকে একটু পরামর্শ দিই।"

রুবাশভ বিস্মিত হইয়া উত্তর দিল, "নিশ্চয়! বল কি বলবে।"

"কিন্তু কিছু মনে ক'রো না যেন। এটা একজন সৈনিকের কেজো প্রস্তাব বলেই মনে ক'রো। প্রস্রাব করে নাও। এ সময়ে ঐ কাজটি সেরে রাখা ভাল। মন না হয় দৃঢ়, কিন্তু রক্তমাংসের শরীরের দুর্বলতা আছে। হাঃ হাঃ।"

রুবাশভ একটু হাসিয়া তাহার কথামত বালতির কাছে গেল। তাহার পর পুনরায় বাঙ্কে বসিয়া টোকা দিয়া বলিল, "ধন্যবাদ, তোমার প্রস্তাবটা চমৎকার। আচ্ছা, তোমার ভবিষ্যৎ কি?"

৪০২ নম্বর কয়েক সেকেণ্ড চুপ থাকিয়া পূর্বাপেক্ষা ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "আরও আঠার বছর। ঠিক পুরো আঠারো বছর নয়, মাত্র ৬,৫৩০ দিন…।" আবার একটু থামিয়া বলিল, "সত্যি তোমাকে দেখে হিংসা হচ্ছে।" পুনরায় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ভেবে দেখ—কোন স্ত্রীলোক ছাড়া আরও ৬,৫৩০টি রাত্রি কাটাতে হবে।"

রুবাশভ খানিকক্ষণ কোন উত্তর দিল না। তারপর টোকা দিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি তো পড়তে পার, পড়াশোনা…।"

"পড়াশোনার মাথা নেই যে।" তারপর বেশ জোরে এবং তাড়াতাড়ি বলিল, "ওরা আসছে…।"

এই পর্যন্ত বলিয়াই সে থামিল, কিন্তু পুনরায় কয়েক মুহূর্ত পরে বলিল, "বড় দুঃখের কথা, মাত্র এত চমৎকার গল্প আরম্ভ করেছিলাম…।"

রুবাশভ বাঙ্ক হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। তারপর কি যেন চিন্তা করিয়া টোকা দিল, "তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করেছ। সেজন্য ধন্যবাদ।"

তালার মধ্যে চাবি ঘোরানোর শব্দ হইল। তারপরই দরজা খুলিয়া গেল। বাহিরে ইউনিফর্ম-পরিহিত সেই বিরাটকায় প্রহরী এবং একজন সাধারণ পৌর-জন। শেষোক্ত লোকটি রুবাশভকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া, একটা জড়ানো দলিল খুলিয়া ধরিল। উহারা যখন তাহার হাত দুইটি পিছনে দুমড়াইয়া লইয়া হাতকড়া পরাইতেছে তখন কানে গেল ৪০২ নম্বর খুব তাড়াতাড়ি টোকা দিতেছে, "তোমাকে হিংসা হচ্ছে। তোমার প্রতি হিংসা হচ্ছে। বিদায় বন্ধু।"

বাহিরে গলিপথে আবার সেই ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহারা নাপিতের দোকানে যাওয়া পর্যন্ত ঐ ঢাক তাহাদের সঙ্গে চলিল। রুবাশভ জানে প্রতিটি লৌহদ্বারের পিছন হইতে একটি করিয়া ব্যগ্র চোখ গুপ্ত ছিদ্রের মধ্য দিয়া তাহাকে দেখিতেছে, কিন্তু সে দক্ষিণে বা বামে কোনদিকেই চোখ ফিরাইল না। কব্জিতে হাতকড়ার ঘষা লাগিয়া জ্বালা করিতে লাগিল, ঐ বিরাটকায় প্রহরী হাতকড়া দুইটা অত্যন্ত শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিয়াছিল। হাতগুলি পিছনে দুমড়াইয়া লইবার সময় সে বড় জোরে টান দেয়। কাজেই হাতে বেশ ব্যথা লাগিতেছিল।

ঐ যে মাটির নীচের প্রকোষ্ঠে যাইবার সিঁড়ি দেখা যায়। রুবাশভ গতি কমাইয়া দিল। ঐ সাধারণ লোকটি সিঁড়ির মাথায় আসিয়া থামিল। লোকটি খর্বাকৃতি, চোখ দুইটি ঈষৎ স্ফীত। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি কোন শেষ ইচ্ছা আছে?"

"না", বলিয়া রুবাশভ সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। লোকটি উপরে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া তাহার বড় বড় স্ফীত চোখ মেলিয়া একদৃষ্টে রুবাশভের দিকে তাকাইয়া রহিল।

সিঁড়ির ধাপগুলি বড় সংকীর্ণ এবং স্বল্পালোকিত। সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া

নামিবার উপায় নাই, সুতরাং যাহাতে হোচট না খায় সেজন্য রুবাশভকে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিতে হইতেছিল। ঢাকের শব্দ থামিয়া গিয়াছে। সে শুনিতে পাইল ইউনিফর্ম-পরিহিত লোকটি তাহার তিন ধাপ পিছনে পিছনে নামিতেছে।

সিঁড়িটা ঘোরানো। রুবাশভ ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল, অমনি তাহার পাঁশনেটা চোখ হইতে খুলিয়া গিয়া দুই ধাপ নীচে পড়িয়া গেল; টুকরাগুলি ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল আরও নীচে একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে। রুবাশভ এক মুহূর্ত থামিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া তারপর অবশিষ্ট ধাপগুলি আন্দাজে নামিয়া গেল। সে শুনিতে পাইল তাহার পিছনের লোকটি ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া ভাঙ্গা পাঁশনেটা পকেটে ভরিয়া লইল, কিন্তু রুবাশভ পিছন ফিরিয়া তাকাইল না।

সে যেন প্রায় অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আবার এখন তাহার পায়ের নীচে দৃঢ় শক্ত মাটি। তাহারা একটা লম্বা গলিপথে আসিয়া পৌছিল। উহার দুই পাশের প্রাচীরগুলি অস্পষ্ট এবং শেষ কোথায় সে দেখিতে পাইল না। ইউনিফর্ম-পরিহিত লোকটি সর্বদাই তাহার পিছনে তিন ধাপ তফাতে আসিতেছে। রুবাশভ যেন ঘাড়ের উপর তাহার দৃষ্টি অনুভব করিল, কিন্তু তবু সে পিছনদিকে মাথা ফিরাইল না। অত্যন্ত সাবধানে সে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

রুবাশভের মনে হইল যেন তাহারা বেশ কয়েক মিনিট ধরিয়া এই গলিপথ দিয়া হাঁটিতেছে। কিন্তু তবু কিছুই ঘটিল না। হয়ত ইউনিফর্ম-পরিহিত লোকটি যখন খাপ হইতে রিভলবার বাহির করিবে, তখন সে শুনিতে পাইবে। সুতরাং তখন পর্যন্ত তাহার সময় আছে, এখনও সে নিরাপদ। রোগীর উপর ঝুঁকিয়া দেখিবার সময় দাঁতের ডাক্তার যেমন অস্ত্রটি আস্তিনের ভিতর লুকাইয়া রাখে তাহার পশ্চাতের লোকটিও কি তেমনিভাবে অগ্রসর হইবে? রুবাশভ অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পিছন ফিরিয়া দেখার আগ্রহ সংযত করিতেই তাহাকে সমস্ত মনোযোগ ঐ দিকে ফিরাইয়া রাখিতে হইল।

আশ্চর্য, বিচারের সময় যখন ঐ স্বর্গীয় প্রশান্তি ও নিস্তব্ধতা তাহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, সেই মুহূর্তে তাহার দাঁতের ব্যথা বন্ধ হইয়া যায়। বোধ হয় ফোঁড়াটা ঠিক সেই মুহূর্তেই ফাটিয়া গিয়াছিল?—"আমি স্বদেশের কাছে, জনগণের সামনে, সমগ্র মানবজাতির সম্মুখে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি…।"

তার পর? এই জনগণের, এই মানবজাতির কি হইল—চল্লিশ বৎসর যাবৎ ইহাকে দুর্গম মরুভূমির ভিতর দিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে, ভয় দেখাইয়া, নানাপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়া, কাল্পনিক ভীতি এবং অবাস্তব পুরস্কারের কথা বলিয়া। কিন্তু কোথায় সেই "প্রতিশ্রুত দেশ"?

এই যে মনুষ্যজাতি ঘুরিয়া ফিরিতেছে, ইহার কি সত্যই এইরূপ কোন গন্তব্য-স্থান আছে? ইহাই একটিমাত্র প্রশ্ন, অত্যন্ত বিলম্বিত হইয়া যাইবার পূর্বে সে ইহার উত্তর পাইলে খুশী হইত। মোজেস "প্রতিশ্রুত দেশে" প্রবেশ করিবার অনুমতি পায় নাই। কিন্তু পাহাড়ের উপর হইতে তাহাকে নীচে ঐ দেশ দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে চোখের সম্মুখে গন্তব্যস্থল দেখিয়া, সে সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হইয়া মরা সহজ। কিন্তু তাহাকে—নিকোলাস সালমানোভিচ্ রুবাশভকে পাহাড়ের উপর লইয়া যাওয়া হয় নাই। সে যে দিকে চোখ ফিরায় সেখানেই মরুভূমি এবং রাত্রির অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই চোখে পড়ে না।

তাহার মাথার পিছনে একটা ভারী ভোঁতা আঘাত লাগিল। অনেকক্ষণ যাবৎ সে ইহা অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তথাপি যেন ইহা আচম্বিতে ঘটিয়া গেল। সে বিস্মিত হইয়া অনুভব করিল তাহার জানু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তাহার শরীর যেন পাক খাইয়া ঘুরিয়া পড়িল। পড়িয়া যাইতে যাইতে সে ভাবিল—কি নাটকীয়, কিন্তু তবু যেন সে কিছুই বোধ করিতেছে না। শীতল টালির উপর গাল রাখিয়া জড়সড় হইয়া সে মাটিতে পড়িয়া রহিল। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, সাগর তাহার নিশি-কাজল ক্রোড়ের উপর বসাইয়া তাহাকে দোলা দিতে দিতে লইয়া চলিয়াছে। জলের উপর কুয়াশার রেখার ন্যায় তাহার মনের উপর দিয়াও কত স্মৃতিরেখা ভাসিয়া গেল।

বাহিরে কেহ সদর দুয়ারে ধাক্কা দিতেছে; সে স্বপ্ন দেখিতেছে যে, উহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতেছে, কিন্তু সে কোন্ দেশে রহিয়াছে?

রুবাশভ ড্রেসিং-গাউনের আস্তিনের ভিতর হাত ঢুকাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার শয্যার উপর এ কাহার রঙীন চিত্র টাঙানো রহিয়াছে, ঐ চিত্র হইতে কে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে?

এ কি এক নম্বর না অন্য আর একজন—শ্লেষপূর্ণ হাসিতে ভরা মুখ? অথবা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ কঠিন-দৃষ্টি সেই লোক?

একটা অস্পষ্ট আকারবিহীন মূর্তি তাহার উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল, তাহার গাত্র হইতে রিভলভার গুঁজিবার বেল্টের তাজা চামড়ার গন্ধ আসিতেছে; কিন্তু

মুর্তিটির ইউনিফর্মের আস্তিনে এবং কাঁধের উপরের পেটিতে ঐটি কি প্রতীক— এবং কাহার আদেশে উহা কালো পিস্তলের নলটা উঁচু করিয়া ধরিয়াছে ?

দ্বিতীয় বার তাহার কর্ণমূলে আসিয়া লাগিল প্রচণ্ড আঘাত। তারপরই সব স্তব্ধ, সব শান্ত। চারিদিকে শুধু সেই সমাহিত সমুদ্র ও তার বিচিত্র গর্জন-ধ্বনি। কোন্ সুদূর হইতে একটা তরঙ্গ আসিয়া ধীরে সন্তর্পণে তাহার দেহটি তুলিয়া লইল ; মনে হইল যেন, অনন্ত কালপ্রবাহের একটি কুঞ্চন মাত্র, যেন বহুদূর পথচলা পথিকের শান্ত পদক্ষেপ।